

Presented By: Bangla Hadith

<http://www.hadithbd.com>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুসলিম শাঈখ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)

মুসলিম শরীফ

(প্রথম খণ্ড)

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও সম্পাদিত



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মুসলিম শরীফ (প্রথম খণ্ড)

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও সম্পাদিত

ইফা. অ.স. : ৭১/২

ইফা প্রকাশনা : ১৫৯৭/৪

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৩

ISBN : 984-06-0100-8

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ১৯৮৯

পঞ্চম সংস্করণ

এপ্রিল ২০১০

চৈত্র ১৪১৬

রবিউস সানী ১৪৩১

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

নুরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ

কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ হালিম হোসেন খান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল : ২৩০.০০

MUSLIM SHARIF (1st Part) Arabic Hadith Compilation by Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushairi An-Nishapuri (Rh.) translated and edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept., Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394. April 2010

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 230.00 ; US Dollar 6.75

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে বুখারী শরীফের পরেই মুসলিম শরীফের স্থান। মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফেযুল হাদীস হযরত আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) এই সংকলনটি প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত ও লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) তাঁর 'সহীহ্' সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীআতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীআতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো এখানে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীআতের মৌলিক দুটি উৎস—পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে পঠিত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের প্রথিতযশা আলিমদেরকে দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে। অল্পকালের মধ্যেই এর চারটি সংস্করণের মুদ্রিত কপিগুলো ফুরিয়ে যায়। পাঠক মহলের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে আমরা এবার এর পুনঃ সম্পাদনাকৃত পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র হাদীস অধ্যয়ন করে মহানবী সংস্কৃত
আল্লাহর
রাসূল -এর নীতি ও আদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীআতের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহর বাণী—পবিত্র কুরআনের পর মহানবী ﷺ-এর বাণী—পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী ﷺ-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এইসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধকারে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফেয আবু বকর আল-খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) নিয়ে এই ‘সহীহ’ সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইলম, তাহারাত, পঞ্চ রুকন, তাফসীর, আদব, ব্যবসা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস এবং সূত্র ও ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনূন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। বিশেষ করে এর ভূমিকা পর্বটি হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনার জন্য পাঠকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার প্রথম খণ্ডের পুনঃ সম্পাদনাকৃত পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে মহানবী ﷺ-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক,
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

ভূমিকা/১৩

ইমাম মুসলিম ও মুসলিম শরীফ/২৬

মুকাদ্দিমা/২৯—৭২

- নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা এবং মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি/৩৬
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর মিথ্যা আরোপ গুরুতর অপরাধ/৩৭
- যে কোনও শোনা কথা বলে বেড়ানো নিষেধ/৩৮
- যঈফ রাবীর হাদীস বর্ণনা করার নিষেধাজ্ঞা এবং হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা/৪০
- হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ছাড়া রিওয়াযাত গ্রহণ করা উচিত নয়। বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা শুধু জায়েয নয় বরং ওয়াজিব। এটা গীবত নয়, যা শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম বরং এতে শরী'আতের পক্ষে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা/৪৩
- 'আন্-আন' পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয, যদি এর রাবীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের কেউ মুদাল্লিস না হয়/৬৩

ঈমান/৭৩

- ঈমান, ইসলাম ও ইহসান প্রসঙ্গ, তাকদীরে বিশ্বাসের আবশ্যিকতা ... কিছু করতে সামর্থ্য নই/৭৩
- নামাযসমূহ যা ইসলামের একটি রুকন/৭৮
- ইসলামের রুকনসমূহের বিষয়ে (জানার জন্য) প্রশ্ন করা/৭৯
- যে ঈমানের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করা যায় এবং যে ব্যক্তি তার উপর আদিষ্ট বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে/৮১
- ইসলামের রুকনসমূহ ও এর গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভসমূহ/৮৩
- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর (দীনের অনুশাসনের) প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ এবং তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা, দীন সম্বন্ধে (জানার জন্য) প্রশ্ন করা ও তা সংরক্ষণ। আর যার কাছে দীন পৌঁছায়নি, তার কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করা প্রসঙ্গ/৮৪
- তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদত এবং ইসলামের বিধানের দিকে আহ্বান/৮৯
- লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ যতক্ষণ না তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শরী'আতের বিধান এনেছেন, তার প্রতি ঈমান আনে। যে ব্যক্তি এসব করবে সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরী'আতসম্মত কারণ ব্যতীত। তার অন্তরের খবর আল্লাহর কাছে। যে ব্যক্তি যাকাত দিতে ও ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করতে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইমামের গুরুত্বারোপ করার নির্দেশ/৯০
- মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার, মুশরিকদের ব্যাপারে ইস্তিগফার রহিত হওয়ার ও মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর জাহান্নামী হওয়ার এবং সে কোনমতেই পরিত্রাণ না পাওয়ার দলীল/৯৩
- যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর ইত্তিকাল করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে—এর প্রমাণ/৯৫
- যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় সে মু'মিন, যদিও সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়/১০৩
- ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা, তার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার বর্ণনা, লজ্জা-শরমের ফযীলত এবং তা ঈমানের অঙ্গ হওয়ার বর্ণনা/১০৪
- ইসলামের যাবতীয় গুণ যার মধ্যে নিহিত/১০৬
- ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক ফযীলত ও সর্বোত্তমটির বর্ণনা/১০৬
- যেসব গুণে গুণান্বিত হলে ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায়/১০৭
- রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও পিতামাতা তথা সকলের চাইতে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি এরূপ ভালবাসবে না, 'তার ঈমান নেই'/১০৮

- নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অপর মুসলমান ভাই-এর জন্য পছন্দ করা ঈমানের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হওয়ার প্রমাণ/১০৯
- প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম/১০৯
- প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করা, কল্যাণ সাধন ব্যতীত নীরবতা অবলম্বন করা এবং এগুলো ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বর্ণনা/১১০
- মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা ঈমানের অঙ্গ। ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব/১১১
- ঈমানের ক্ষেত্রে মুমিনদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ বিষয়ে ইয়ামানবাসীদের প্রাধান্য/১১৩
- মু'মিন ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, মু'মিনদের ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ আর তা অর্জনের উপায় হলো পরস্পর অধিক সালাম বিনিময়/১১৬
- কল্যাণ কামনাই দীন/১১৭
- গুনাহ দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয় এবং গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ঈমান থাকে না অর্থ ঈমানের পূর্ণতা থাকে না/১১৮
- মুনাফিকের স্বভাব বর্ণনা/১২০
- যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে 'হে কাফির' বলে সম্বোধন করে, তার ঈমানের অবস্থা/১২১
- জেনেগুনে নিজের পিতাকে অস্বীকারকারীর ঈমানের অবস্থা/১২২
- নবী করীম ﷺ-এর বাণী : মুসলমানদের গালি দেওয়া গুনাহের কাজ এবং তাদের সাথে মারামারি করা কুফরী/১২৩
- নবী করীম ﷺ-এর বাণী : তোমরা আমার পরে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কাফিরে পরিণত হয়ো না/১২৪
- বংশের প্রতি কটাক্ষের এবং উচ্চস্বরে বিলাপের উপর কুফরী শব্দের প্রয়োগ/১২৫
- পলাতক দাসকে 'কাফির' আখ্যায়িত করা/১২৫
- যে ব্যক্তি বলে 'আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি নক্ষত্রের গুণে' তার কুফরীর বর্ণনা/১২৬
- আনসারদের এবং আলী (রা)-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ ও তার আলামত এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা নিফাকের আলামত/১২৭
- ইবাদতের ক্রটিতে ঈমান হ্রাস পাওয়া এবং কুফর শব্দটি 'কুফর বিল্লাহ'—আল্লাহর সাথে কুফর ছাড়া নিয়ামত ও হুকুম অস্বীকার করার বেলায় প্রযোজ্য/১২৯
- নামায পরিত্যাগকারীর উপর 'কুফর' শব্দের প্রয়োগ/১৩০
- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সর্বোত্তম আমল/১৩১
- শিরক্ ঘৃণ্যতম গুনাহ এবং শিরকের পরে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ/১৩৩
- কবীরা গুনাহ এবং এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ/১৩৪
- অহংকারের বিবরণ ও তা হারাম হওয়া/১৩৬
- শিরক না করা অবস্থায় যার মৃত্যু হয় সে জান্নাতী, মুশরিক অবস্থায় যার মৃত্যু হয় সে জাহান্নামী/১৩৭
- যে কাফির ব্যক্তি 'أَنَا مُسْلِمٌ' বলল তাকে হত্যা করা হারাম/১৩৮
- নবী ﷺ-এর উক্তি : 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়/১৪২
- নবী করীম (সা)-এর উক্তি : "যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়/১৪৩
- (মৃতের শোকে) গাল চাপড়ানো, জামা ছিঁড়ে ফেলা এবং জাহিলী যুগের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করা হারাম/১৪৪
- চোগলখুরী জঘন্যতম হারাম/১৪৫
- কাপড় টাখনুর নিচে নামিয়ে পরা, দান করে খোঁটা দেওয়া ও শপথের মাধ্যমে মালামাল বেচাকেনা করা হারাম এবং সেই তিন ব্যক্তির বর্ণনা, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, রহমতের নযরে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর এদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি/১৪৬
- আত্মহত্যা করা মহাপাপ, যে ব্যক্তি যে বস্তুদ্বারা আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে সেই বস্তুদ্বারা তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না/১৪৮
- গণীমতের মাল আত্মসাৎ করা হারাম। ঈমানদার ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না/১৫৩
- আত্মহত্যাকারী কাফির হবে না তার প্রমাণ/১৫৪
- কিয়ামতের পূর্বে এক বাতাস প্রবাহিত হবে। সামান্য ঈমানও যার অন্তরে আছে তার রুহুই সেই বাতাস কব্ব করে নেবে/১৫৫

- ফিতনা প্রকাশের পূর্বেই নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা/১৫৫
- আমল বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে মু'মিনের আশঙ্কা/১৫৬
- জাহিলী অবস্থার আমলেরও কি শাস্তি হবে /১৫৭
- ইসলাম গ্রহণ, হজ্জ ও উমরা পালনের দ্বারা পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়/১৫৮
- ইসলাম গ্রহণের পূর্বকার কুফরী ~~ঈমানের~~ নেক কাজসমূহের প্রতিদান প্রসঙ্গে/১৬০
- ঈমানে সততা ও নিষ্ঠা/১৬১ ✓
- মনের কল্লনা বা খটকা আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেন, যদি সে তাতে স্থির না হয়। মানুষের সামর্থ্যানুযায়ীই আল্লাহ তাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ভাল বা মন্দ কর্মের অভিপ্রায় প্রসঙ্গে/১৬২
- বান্দার সুচিন্তাগুলো লিখা হয় কিন্তু কুচিন্তাগুলো লিখা হয় না/১৬৫
- ঈমান সম্পর্কে ওয়াসওয়াসার (সংশয়) সৃষ্টি হওয়া এবং কারো অন্তরে যদি তা সৃষ্টি হয় তবে সে কি বলবে /১৬৭
- মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক তসরুফকারীর (বিনষ্টকারী) প্রতি জাহান্নামের হুমকি/১৭০
- যুলুম করে কারো সম্পদ গ্রাস করতে চাইলে এর প্রতিরোধে যালিমকে হত্যা করা অন্যায় নয় এবং সে হবে জাহান্নামী; আর যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ/১৭৪
- জনগণের সঙ্গে খেয়ানতকারী শাসক জাহান্নামের যোগ্য/১৭৫
- কতকের অন্তর থেকে ঈমান ও আমানতদারী উঠিয়ে নেয়া এবং অন্তরে ফিতনার সৃষ্টি হওয়া/১৭৬
- শুরুতে ইসলাম ছিল অপরিচিত; অচিরেই আবার তা অপরিচিতের মত হয়ে যাবে এবং তা দুই মসজিদে (মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববী)-এর মাঝে আশ্রয় নিবে/১৭৯
- শেষ যুগে ঈমান বিদায় নেবে/১৮০
- ভয়-ভীতির কারণে ঈমান গোপন রাখার বৈধতা/১৮০
- ঈমানের দুর্বলতার কারণে যার সম্পর্কে ধর্মত্যাগের আশঙ্কা হয়, তার অন্তর জয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন এবং অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে নিশ্চিত মু'মিন বলে আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকা/১৮১
- প্রকাশ্য প্রমাণের দ্বারা হৃদয়ের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়/১৮২
- আমাদের নবী মুহাম্মদ পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং অন্য সকল দীন ও ধর্ম তাঁর দীনের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে, এ কথা উপর বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য/১৮৩
- আমাদের নবী (সা)-এর শরী'আত অনুসারী প্রশাসক হিসাবে ঈসা ইবন মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ করা, আল্লাহ কর্তৃক এ উম্মাতকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা, এ দীন রহিত না হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইে থাকার প্রমাণ/১৮৫
- যে সময়ে ঈমান কবুল হবে না/১৮৭
- রাসূলুল্লাহ পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি ওহীর সূচনা/১৯০
- রাসূলুল্লাহ পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মি'রাজ এবং সালাত ফরয হওয়া/১৯৫
- মাসীহ ইবন মারয়াম (আ) ও মাসীহুদ দাজ্জাল প্রসঙ্গে/২০৭
- সিদরাতুল মুনতাহা প্রসঙ্গে/২১০
- আল্লাহর বাণী : 'তিনি তাঁকে দেখেছেন' আরেকবার-এর ব্যাখ্যা এবং নবী পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসরার রাতে তাঁর প্রতিপালককে দেখেছিলেন কিনা সে প্রসঙ্গে/২১১
- আখিরাতে মু'মিনগণ তাদের প্রতিপালক দেখতে পাবে/২১৬
- শাফা'আত ও তাওহীদবাদীদের জাহান্নাম থেকে উদ্ধার লাভের প্রমাণ/২২৫
- জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রসঙ্গে/২২৭
- সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাতবাসী/২৩০
- উম্মাতের জন্য নবী পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দু'আ ও তাদের প্রতি মমতায় ক্রন্দন/২৫০
- কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জাহান্নামী। সে কোন শাফা'আত পাবে না এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও তার উপকারে আসবে না/২৫১
- আবু তালিবের জন্য নবী পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শাফা'আত এবং তাতে তার আযাব কম হওয়া/২৫৪

- সর্বাপেক্ষা লঘু শাস্তিপ্ৰাপ্ত জাহান্নামী/২৫৫
- যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মারা যায়, তার কোন আমল তার উপকারে আসবে না/২৫৬
- মু'মিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করা ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা/২৫৬
- হিসাব ও শাস্তি ছাড়াই একদল মুসলিমের জান্নাতে প্রবেশ করার প্রমাণ/২৫৭
- জান্নাতীদের অর্ধেক হবে এই উম্মাত/২৬১
- অধ্যায় : তাহারাত/২৬৪—৩১১
- উযূর ফযীলত/২৬৪
- সালাত আদায়ের জন্য তাহারাতের আবশ্যিকতা/২৬৪
- উযূ করার নিয়ম ও উযূর পূর্ণতা/২৬৫
- উযূ এবং তার পর সালাত আদায়ের ফযীলত/২৬৬
- পাঁচ সালাত, এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান পর্যন্ত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ পরিহার করা হয়/২৭১
- উযূর শেষে মুস্তাহাব দু'আ/২৭২
- নবী ﷺ-এর উযূর পদ্ধতি/২৭৩
- নাক ঝাড়া ও ঢেলা ব্যবহারে বেজোড় সংখ্যা/২৭৫
- উভয় পা পুরোপুরি ধোয়ার আবশ্যিকতা/২৭৬
- তাহারাতের সকল অঙ্গ পূর্ণভাবে ধোয়ার আবশ্যিকতা/২৭৯
- উযূর পানির সঙ্গে গুনাহ ঝরে যাওয়া/২৭৯
- উযূতে মুখমণ্ডলের শুভ্রতা এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়া মুস্তাহাব/২৮০
- যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌঁছবে সে পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে/২৮৩
- কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করার ফযীলত/২৮৪
- মিসওয়াকের বিবরণ/২৮৫
- মানবীয় ফিতরাতের—অভ্যাসের বিবরণ/২৮৬
- ইসতিন্জার বিবরণ/২৮৯
- ডান হাত দিয়ে ইসতিন্জা করা নিষেধ/২৯১
- পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য কাজে ডানদিক থেকে শুরু করা/২৯২
- রাস্তায় বা (গাছের) ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ/২৯২
- পানি দিয়ে ইসতিন্জা করা/২৯২
- মোয়ার উপর মাসেহ করা/২৯৩
- পাগড়ির উপর মাসেহ করা/২৯৩
- মোয়ার উপর মাসেহ করার সময়সীমা/২৯৯
- এক উযূতে সব সালাত আদায় করা জায়েয হবার বিবরণ/৩০০
- যার হাতে নাপাকীর সন্দেহ রয়েছে তার জন্য তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রে মধ্য হাত ডুবিয়ে দেয়া মাকরুহ/৩০০
- কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে বিধান/৩০২
- স্থির পানিতে পেশাব করা নিষেধ/৩০৩
- (নাপাক অবস্থায়) স্থির পানিতে গোসল করা নিষেধ/৩০৪
- মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা ধুয়ে ফেলা জরুরী, আর পানিদ্বারাই মাটি পবিত্র হয়, খুঁড়ে ফেলার প্রয়োজন পড়ে না/৩০৪
- দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের হুকুম এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি/৩০৬
- বীর্যের হুকুম/৩০৭
- রক্ত অপবিত্র এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি/৩১০
- পেশাব অপবিত্র হবার দলীল এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য জরুরী/৩১০

অধ্যায় : হায়েয /৩১২-৩৬১

- ইযারের উপরে ঋতুবতী মহিলার সাথে মেলামেশা করা/৩১২
- ঋতুবতী মহিলার সাথে একই চাদরের নিচে শয়ন করা/৩১৪
- ঋতুবতী মহিলার জন্য তার স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া; তার চুল আঁচড়িয়ে দেয়া জায়েয, তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র; তার কোলে মাথা রেখে শয়ন করে সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয/৩১৪
- মযীর বিবরণ/৩১৭
- ঘুম থেকে উঠলে মুখ এবং উভয় হাত ধুয়ে নেবে/৩১৭
- নাপাক অবস্থায় ঘুমানো জায়েয, তবে পানাহার করতে, ঘুমাতে অথবা সহবাস করতে চাইলে তার জন্য উযু করা এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব/৩১৮
- মহিলার মণী (বীর্য) বের হলে তার ওপর গোসল করা ওয়াজিব/৩২০
- পুরুষ ও মহিলার বীর্যের বিবরণ এবং সন্তান যে উভয়ের বীর্য ও ডিম্ব থেকে পয়দা হয় তার বিবরণ/৩২৩
- জানাবাত থেকে গোসলের বিবরণ/৩২৪
- জানাবাতের গোসলে কতটুকু পরিমাণ পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব, পুরুষ এবং স্ত্রীলোক একই অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করা এবং তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের অবশিষ্ট পানি দিয়ে অপরজনের গোসল করার বিবরণ/৩২৭
- মাথা এবং অন্যান্য অঙ্গে তিনবার করে পানি ঢেলে দেয়া মুস্তাহাব/৩৩০
- গোসলকারিণীর বেণীর হুকুম/৩৩২
- হায়েয থেকে গোসলকারিণীর জন্য রক্তের স্থানে (লজ্জাস্থানে) সুগন্ধিযুক্ত কাপড় বা তুলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব/৩৩৩
- মুস্তাহায়া মহিলা এবং তার গোসল ও সালাতের বিবরণ/৩৩৫
- ঋতুবতী মহিলার ওপর সাওম কাযা করা জরুরী, সালাত নয়/৩৩৮
- গোসলকারী কাপড় অথবা অনুরূপ কিছু দিয়ে পর্দা করে নিবে/৩৩৯
- অন্যের সতরের দিকে তাকানো হারাম/৩৪০
- নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয/৩৪০
- সতার ঢাকার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা/৩৪১
- বীর্যপাত হলেই গোসল করা এ বিধান রহিত হওয়া প্রসঙ্গে/৩৪১
- পেশাবের সময় পর্দা করা/৩৪২
- ইসলামের প্রাথমিক যুগে সহবাসের দ্বারা বীর্যপাত না হলে গোসল ফরয হত না; কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে যায় এবং শুধু সহবাসের দ্বারাই গোসল ফরয হয়, তার বিবরণ/৩৪৩
- অগ্নি স্পর্শ দ্রব্যাদি খেলে উযু করা/৩৪৭
- অগ্নি স্পর্শ দ্রব্যের ক্ষেত্রে উযুর বিধান রহিত হওয়া প্রসঙ্গে/৩৪৮
- উটের গোশত আহারে উযু/৩৫০
- পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকার পর উযু ভঙ্গের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে সে উযু দিয়ে সালাত আদায় করা জায়েয হওয়ার দলীল/৩৫১
- মৃত জন্তুর চামড়া পাকা (দাবাগাত) করা দ্বারা পবিত্র হয়/৩৫১
- তায়াম্মুমের বিবরণ/৩৫৪
- মুসলমান অপবিত্র হয় না এর প্রমাণ/৩৬১
- জানাবাত বা অন্য কারণে অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকর করা/৩৫৮
- উযু না থাকা অবস্থায় খানা খাওয়া জায়েয, এতে কোন দোষ নেই, কারণ উযু ভঙ্গের সাথে সাথেই তা করা জরুরী নয়/৩৫৯
- শৌচাগারে প্রবেশের দু'আ/৩৬০
- বসা অবস্থায় ঘুমাতে উযু ভঙ্গ হয় না/৩৬১

অধ্যায় : সালাত ৩৬২—৪৬৬

- আযান-এর সূচনা/৩৬২
- আযানের শব্দগুলো দুই দুইবার এবং ইকামাতের শব্দগুলো قد قامت الصلاة ছাড়া একবার করে বলা/৩৬২
- আযানের পদ্ধতি/৩৬৪
- এক মসজিদের জন্যে দুইজন মু'আযযিন নির্ধারণ করা মুস্তাহাব/৩৬৪
- যদি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কেউ সাথে থাকে তবে অন্ধ ব্যক্তির আযান দেওয়া জায়েয/৩৬৫
- দারুল কুফর বা অমুসলিম দেখে কোন গোত্রের আযানের ধ্বনি শোনা গেলে সেই গোত্রের উপর হামলা করা থেকে বিরত থাকা/৩৬৫
- আযানের জবাবে মু'আযযিনের অনুরূপ বলা মুস্তাহাব। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করা এবং তাঁর জন্য ওসীলার দু'আ করা/৩৬৬
- আযানের ফযীলত এবং তা শুনে শয়তানের পলায়ন/৩৬৭
- তাকবীরে তাহরীমা, রুকু এবং রুকু থেকে উঠার পর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব সিজদা থেকে উঠার পর এরূপ করতে হবে না/৩৭০
- সালাতের মধ্যে প্রত্যেক নিচু এবং উঁচু হবার সময় الله أكبر বলা তবে রুকু থেকে উঠার সময় বলবে سمع الله لمن حمده প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী, যে ফাতিহা ভাল করে জানে না এবং তা শিক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, সে তার জন্য যা সহজ হয় তাই পাঠ করবে/৩৭৪
- ইমামের পেছনে মুকতাদীর জোরে কিরা'আত পাঠ নিষেধ/৩৭৯
- বিসমিল্লাহ সরবে পাঠ না করা/৩৮০
- যারা বলেন বিসমিল্লাহ সূরা বার'আত (তাওবা) ছাড়া সকল সূরার শুরু আয়াত, তাদের দলীল/৩৮১
- তাকবীরে তাহরীমার পর বুকের নিচে নাভীর উপরে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা এবং সিজদায় উভয় হাত মাটিতে কান বরাবর রাখা/৩৮২
- সালাতে তাশাহুদ পাঠ/৩৮২
- তাশাহুদ-এর পর নবী ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ/৩৮৭
- সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহু, রাব্বানা লাকাল হাম্দ এবং আমীন বলা/৩৮৯
- তাকবীর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রগামী হওয়া নিষেধ/৩৯০
- মুকতাদী কর্তৃক ইমামের অনুসরণ/৩৯১
- ইমাম কর্তৃক রোগ, সফর ইত্যাদি ওয়রের কারণে সালাত আদায়ে স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্তকরণ, ইমাম যদি কোন ওয়রে বসে সালাত আদায় করেন এবং মুকতাদী দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, কেননা দণ্ডায়মানক্ষম মুকতাদীর বসে সালাত আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে গেছে/৩৯৫
- ইমাম আসতে দেরী হলে এবং ফিতনা-ফাসাদের আশঙ্কা না থাকলে উপস্থিত লোকজন কর্তৃক অন্য কাউকে ইমাম বানানো/৪০৩
- সালাতে ভুল-ত্রুটি হলে পুরুষ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং নারী করতালি দেবে/৪০৫
- পূর্ণভাবে, উত্তমরূপে ও বিনীতভাবে সালাত আদায় করার নির্দেশ/৪০৬
- ইমামের পূর্বে রুকু-সিজদা করা নিষেধ/৪০৭
- সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকান নিষেধ/৪০৯
- সালাতে নড়াচড়া করা, সালাতের সময় হাতের ইশারা করা ও হাত উঠান নিষেধ এবং সামনের কাতার পূর্ণ করা ও পরস্পর মিলিত হয়ে এবং একত্রে হয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ/৪০৯
- কাতার সোজা করা ও মিশে দাঁড়ানো, ক্রমানুসারে প্রথম কাতারের ফযীলত, প্রথম কাতারে দাঁড়াবার জন্য প্রতিযোগিতা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে ইমামের নিকট ও সামনের কাতারে দাঁড়াবার বিধান/৪১১
- পুরুষের পিছনে সালাত আদায়কারিণী নারীদের প্রতি নির্দেশ তারা যেন পুরুষদের মাথা উঠানোর পূর্বে নিজেদের মাথা না উঠায়/৪১৫
- ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে নারীগণ মসজিদে যেতে পারবে কিন্তু খোশবু লাগিয়ে (বাইরে) যেতে পারবে না/৪১৫

[এগার]

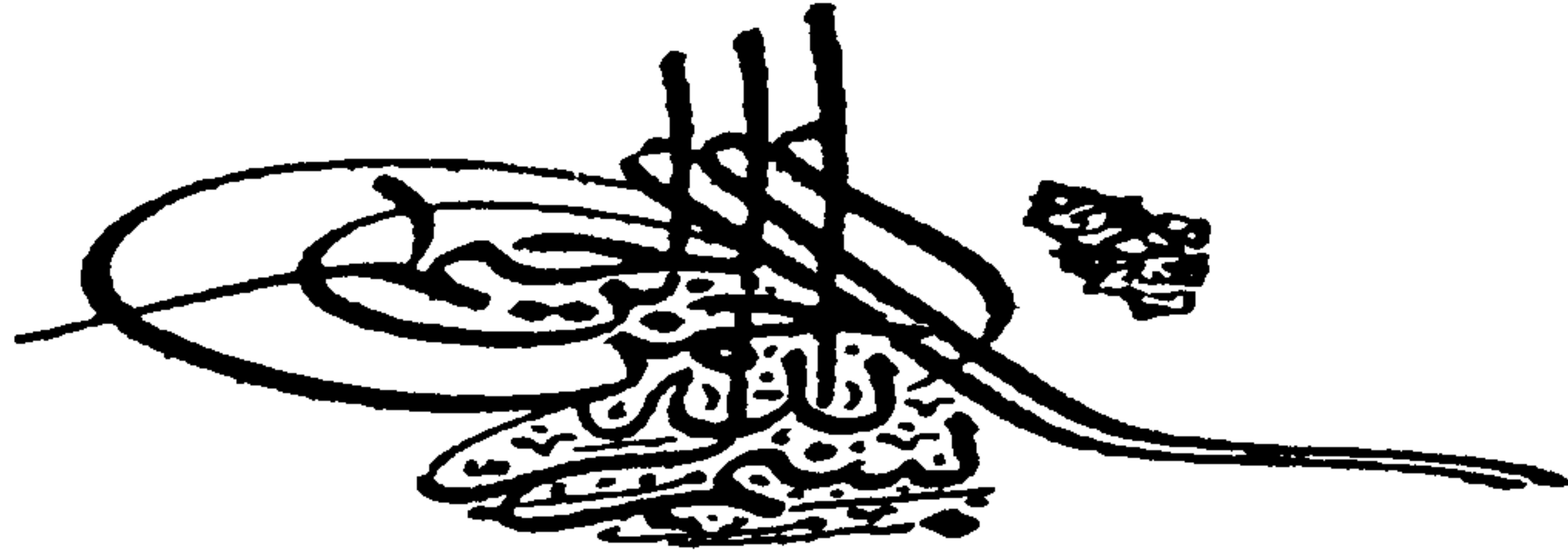
- যখন বিপদের আশঙ্কা থাকে, তখন জাহরী সালাতেও মধ্যম আওয়াযে কীরাত পড়া যায়/৪১৮
- মনযোগ সহকারে কীরাত শ্রবণ/৪১৯
- ফজর সালাতে এবং জিন্দেদের সম্মুখে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা/৪২১
- যোহর ও আসরে কীরাত পাঠ/৪২৩
- ফজরের সালাতে কীরাত পাঠ/৪২৭
- ইশার সালাতে কীরাত/৪৩০
- ইমামদের প্রতি সালাতের পূর্ণতা বজায় রেখে সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ/৪৩৩
- সালাতের রুকুনসমূহ যথাযথ আদায় এবং তা সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ করা/৪৪০
- ইমামের অনুসরণ এবং সব কাজ তার পরে করা/৪৪০
- রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে কি বলবে/৪৪০
- রুকু-সিজদায় কুরআন পাঠ নিষেধ/৪৪২
- রুকু-সিজদায় কি পাঠ করা হবে/৪৪৪
- সিজদার ফযীলত ও তার প্রতি উৎসাহ প্রদান/৪৪৯
- সিজদার অঙ্গসমূহ ঠিকভাবে রাখা এবং সালাতে চুল-কাপড় বাঁচানো আর মাথার চুল বাঁধার নিষেধাজ্ঞা/৪৪৯
- সিজদার অঙ্গসমূহ ঠিকভাবে রাখা এবং দুই হাতের তালু মাটিতে রাখা, দুই কনুই পাজর থেকে ও পেট উরু থেকে পৃথক রাখা/৪৫০
- সালাতের সামগ্রিক রূপ এবং যা দিয়ে সালাত শুরু ও শেষ করা হয়; রুকুর নিয়ম ও তার সুষ্ঠুতা, সিজদার নিয়ম ও তার সুষ্ঠুতা, চার রাক'আতবিশিষ্ট সালাতের দু'রাক'আতের পর তাশাহহুদ এবং দুই সিজদার মধ্যে প্রথম তাশাহহুদে বলার নিয়ম/৪৫২
- মুসল্লীর জন্য সুতরা, সুতরার দিকে সালাত আদায় করার নির্দেশ, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত নিষেধ ও তার হুকুম এবং যাতায়াতকারীকে বাধা প্রদান, মুসল্লীর সম্মুখে শয়ন করার বৈধতা, সওয়ারীর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা, সুতরার নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ, সুতরার পরিমাণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি/৪৫৩
- মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীকে বাধা প্রদান/৪৫৮
- মুসল্লী কর্তৃক সুতরার কাছে দাঁড়ানো/৪৬০
- মুসল্লীর সুতরার পরিমাণ/৪৬১
- মুসল্লীর সামনে আড়াআড়িভাবে গুয়ে থাকা/৪৬২
- এক কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং তা পরিধানের নিয়ম

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সামাদ	সদস্য
ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	সদস্য
মাওলানা রুহুল আমীন খান	সদস্য
মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	সদস্য-সচিব

পঞ্চম সংস্করণ সম্পাদনা

মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম



ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-সুত্ত এবং হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী ﷺ-এর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন—তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ “ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া” (উমদাতুল ক্বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحي متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত—যার নাম ‘কিতাবুল্লাহ’ বা ‘আল-কুরআন’। এর ভাব, ভাষা-উভয়ই আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحي غير متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত; এর নাম ‘সুন্নাহ’ বা ‘আল-হাদীস’। এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নবী (সা) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায়, নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী, তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের ধারক, বাহক এবং কুরআন তাঁর ওপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ এবং বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান পেশ করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি যে সকল কথা বলেছেন, যে সব কাজ ও আচার-আচরণ করেছেন এবং মৌনভাবে যা কিছু অনুমোদন করেছেন তাই হাদীস। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী ﷺ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তাও যে শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী (সা)-এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহর ওহী।” (সূরা নাজম : ৩ ও ৪)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ - لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ .

“তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন, তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম। (সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “রুহুল কুদ্স (জিব্রাঈল) আমার মানসপটে ফুঁকে দিলেন যে, নির্ধারিত পরিমাণ রিয়ক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রাণীই মরতে পারে না।” (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ) “আমার কাছে জিব্রাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে ‘তাকবীর’ ও ‘তাহলীল’ বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।” (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩) “জেনে রাখ ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস।” (আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, দারিমী) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

“রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।” (সূরা হাশর : ৭)

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, “দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।” আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য, তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহুকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে ‘হাদীস’ (حديث) মানে কথা; প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে তা-ই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী ﷺ

আল্লাহর মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণ মহানবী ﷺ-এর সম্মুখে যে সব কথা বলেছেন বা যেসব কাজ করেছেন আর তাঁর নীরবতা দ্বারা তা অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম 'সুন্নাহ' (سنة)। সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী ﷺ অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী ﷺ। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রচারিত যে অনুপম আদর্শ, তা-ই সুন্নাহ। কুরআন মজীদে 'মহোত্তম আদর্শ' (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) বলতে এই সুন্নাহকেই বোঝানো হয়েছে। (ফিক্হ শাস্ত্রে সুন্নাহ বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয়, তা বোঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত)। হাদীসকে আরবী ভাষায় 'খবর' (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বোঝায়।

'আসার' (إِسْرَء) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু পরবর্তীকালীন মুহাদ্দিসদের অনেকেই 'হাদীস' ও 'আসার'-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে, সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে 'আসার' বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্ব কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না, কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব 'আসার'কে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইল্মে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী (صَحَابِي) : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'সাহাবী' বলে।

তাবিঈ (تَابِعِي) : যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সাহাবীর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে 'তাবিঈ' বলে।

মুহাদ্দিস (مُحَدِّث) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বলে।

শায়খ (شَيْخ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে 'শায়খ' বলে।

শায়খায়ন : সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রা)-কে একত্রে 'শায়খায়ন' বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং হানাফী ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে 'শায়খায়ন' বলা হয়।

হাফিয (حافظ) : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাফিয' বলে। একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হুজ্জাত' (حجة) বলে।

হাকিম (حاكم) : যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাকিম' বলে।

রাবী (راوي) : যিনি হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁকে রাবী বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল (رجال) : হাদীসের রাবীসমষ্টিকে 'রিজাল' বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'আসমাউর রিজাল' (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত (رواية) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ (سند) : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে 'সনদ' বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন (متن) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে 'মতন' বলে।

মারফূ' (مرفوع) : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে 'মারফূ হাদীস' বলে।

মাওকূফ (موقوف) : যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র উর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'মাওকূফ হাদীস' বলে। এর অপর নাম 'আসার' (اثر)।

মাকতূ' (مقطوع) : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে 'মাকতূ হাদীস' বলে।

তা'লীক (تعليق) : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে 'তা'লীক বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ-এ এরূপ বহু তালীক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান দেখা গেছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস (مدلس) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে মনে হয় যে তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের কাছে তা শুনেছেন অথচ তিনি তার কাছে সে হাদীস শুনে নি, সে হাদীসকে 'হাদীসে মুদাল্লাস' বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন, তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না

১. সাধারণভাবে এটাই প্রসিদ্ধ যে, হাফিয, হুজ্জাত ও হাকিম নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদীসের জ্ঞাতাকে বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর জন্য হাদীসের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই, বরং এখনো সম্মানসূচক উপাধি, যা বিভিন্ন সময়ে বড় বড় মুহাদ্দিছগণ তাদের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ উলামায়ে কিরাম কর্তৃক লাভ করেছেন। এর মধ্যে আবার হাকিম শব্দটি আদৌ হাদীস শাস্ত্রীয় পরিভাষা নয়; বরং প্রাচীনকালে এটা বিচারকদের জন্য প্রযোজ্য হত।

একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র নির্ভরযোগ্য সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের কাছে শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুয্তারাব (مضطرب) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে ‘হাদীসে মুয্তারাব’ বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদ্রাজ (مدراج) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন সে হাদীসকে ‘মুদ্রাজ’ বলে এবং এইরূপ করাকে ‘ইদ্রাজ’ (ادراج) বলে। ইদ্রাজ হারাম, অবশ্য যদি এরদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদ্রাজ বলে সহজে বোঝা যায়, তবে দৃশ্যীয় নয়।

মুত্তাসিল (متصل) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে ‘মুত্তাসিল’ হাদীস বলে।

মুনকাতি (منقطع) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে ‘মুনকাতি হাদীস’ বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল (مرسل) : যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে ‘মুরসাল’ হাদীস বলে।

মুতাবি ও শাহিদ (متابع , شاهد) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায়; তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির ‘মুতাবি’ বলে—যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে ‘মুতাবা‘আত’ বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন; তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে ‘শাহিদ’ বলে। আর এরূপ হওয়াকে ‘শাহাদত’ বলে। মুতাবা‘আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মু‘আল্লাক (معلق) : সনদের ইনকিতা প্রথমদিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে ‘মু‘আল্লাক’ হাদীস বলে।

মা‘রুফ ও মুনকার (معروف , منكر) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস সিকাহ বা শক্তিশালী রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে সিকাহ রাবীর হাদীসকে ‘মা‘রুফ’ এবং দুর্বল রাবীর হাদীসটিকে ‘মুনকার’ বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ (صحيح) : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে ‘সহীহ’ হাদীস বলে।

হাসান (حسن) : যে হাদীসের কোন রাবীর যাবতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে ‘হাসান’ হাদীস বলে। ফিকাহবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ (ضعيف) : যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে ‘যঈফ’ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে যঈফ বা দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী ﷺ-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযু' (مَوْضُوع) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাওযু' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরুক (مَتْرُوك) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাতরুক' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম (مُبْهَم) : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি যার ভিত্তিতে তার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে 'মুবহাম' হাদীস বলে। এ ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِر) : যে সহীহ হাদীস যুগে যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার উপর দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে 'মুতাওয়াতির' হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ (الْخَبَرُ الْوَاحِد) : যে হাদীস প্রতিটি যুগে এক, দুই বা ততোধিক সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত কিন্তু সে সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদীসের বর্ণনাকারীদের সমান নয়, তাকে 'খবরে ওয়াহিদ' বা 'আখবারুল আহাদ' (اخبار الواحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহুর (مَشْهُور) : যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'মাশহুর' হাদীস বলে।

আযীয (عَزِيز) : যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'আযীয' বলে।

গরীব (غَرِيب) : যে সহীহ হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'গরীব' হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী (حَدِيثٌ قُدْسِي) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত (যেমন قَالَ اللَّهُ) আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছি।' হাদীসে কুদসীকে 'হাদীসে ইলাহী' (إِلَهِي) বা 'হাদীসে রব্বানী' (رَبَّانِي)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে 'মুত্তাফাক আলায়হ' হাদীস বলে।

আদালত (عَدَالَت) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে 'আদালত' বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তাঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বোঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'আদিল' বলে।

যাব্ত (ضَبْط) : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে, তাকে 'যাব্ত' বলে।

সিকাহ (ثِقَّة) : যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাব্ত, উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে 'সিকাহ', 'সাবিত' (ثَابِت) বা 'সাবাত' (ثَابِت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হলো :

১. আল-জামি' (الجامع) : যে সব হাদীস গ্রন্থে (ক) আকীদা-বিশ্বাস, (খ) আহকাম (শরী'আতের আদেশ-নিষেধ), (গ) আখলাক ও আদব, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের আদব, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, (ঘ) কুরআনের তাফসীর, (ঙ) ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মুকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, (চ) বিশৃংখলা-বিপর্যয়, (ছ) কিয়ামতের আলামত এবং (জ) সাহাবায়ে কিরাম ও বিভিন্ন গোত্রের মর্যাদা—এই আট প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে 'আল-জামি' বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা 'জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত জামি'-এর উপরিউক্ত সংজ্ঞাসহ আবদুল আযীয (র) প্রদত্ত, প্রাচীন মুহাদ্দিসগণ এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ করতেন না। তাঁরা সাধারণত আভিধানিক অর্থেই শব্দটি প্রয়োগ করতেন। অর্থাৎ যে গ্রন্থে বিভিন্ন রকমের হাদীস সংকলিত হয়েছে, তা যে পন্থায়ই হোক। তাই তো মুআত্তা মালিককেও জামি' বলা হয়েছে।

২. আস-সুনান (السنن) : যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিক্হের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয়, তাকে 'সুনান' বলে। যেমন সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইব্ন মাজাহ ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ (المسنَد) : যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে 'আল-মুসনাদ' বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থ।

৪. আল-মু'জাম (المعجم) : যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক-একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে 'আল-মু'জাম' বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত 'আল-মু'জামুল কাবীর'।

৫. আল-মুস্তাদরাক (المستدرَك) : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে शामिल করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে 'আল-মুস্তাদরাক' বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা (رسالة) : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে 'রিসালা' বা 'জুয' (جزء) বলে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ (الصحيح الستة) : সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ ও সুনানে ইব্ন মাজাহ, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজাহর পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুআত্তাকে, আবার কেউ সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন (صحيحين) : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে 'সহীহায়ন' বলে।

সুনানে আরবা'আ (سنن أربعة) : সিহাহ্ সিত্তাহ্ৰ অপর চারটি গ্রন্থ—সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ ও সুনানে ইব্ন মাজাহকে একত্রে 'সুনানে আরবা'আ' বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' নামক কিতাবে হাদীসসমূহকে পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন, তা নিম্নরূপ :

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি : মুআত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ—বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরের কিতাব। সুনানে দারিমী, সুনানে ইব্ন মাজাহ এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইব্ন আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। অনেকের মতে ইমাম তাহাবীর 'শারহু মা'আনিল আসারু-ও এই স্তরের গ্রন্থ।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ ও মুন্কার—সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবু ইয়াল্লা, মুসনাদ আবদুর রায্যাক এবং বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাবুয-যুআফা, ইব্ন আসীরের কামিল ও খাতীব বাগদাদী, আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

পঞ্চম স্তরে রয়েছে সেই সকল কিতাব, যাতে মাওযু' ও জাল হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। ইবনু জাওয়াযী, সান'আনী ও সুয়ূতী এ জাতীয় গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন : “আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দিইনি এবং বহু সহীহ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।” অনুরূপ ইমাম মুসলিম (র) বলেন : “আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি, তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে, সেগুলো সমস্তই যঈফ।”

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে ‘সিহাহ্ সিভাহ্’ মুআত্তা ইমাম মালিক ও সুনানে দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ে নয়)।

১. সহীহ ইবন খুযায়মা—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (৩১১ হিজরী);
২. সহীহ ইবন হিব্বান—আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান (৩৫৪ হিজরী);
৩. আল-মুস্তাদরাক—হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হিজরী);
৪. আল-মুখতারাহ—যিয়াউদ্দিন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হিজরী);
৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইবন ইসহাক (৩১১ হিজরী);
৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ ইবন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হিজরী) এবং ইবন হাযম জাহিরীরও (৪৫৬ হিজরী) এক-একটি সহীহ কিতাব ছিল বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলোকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না বা কোথাও এগুলোর পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না, তা জানা যায় নি।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের ‘মুসনাদ’ একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শ’ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার)^২ সহ মোট ৪০ হাজার এবং ‘তাকরার’ বাদে ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর ‘মুনতাকাব কানযিল উম্মাল’-এ ৩০ হাজার এবং মূল ‘কানযুল উম্মাল’-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। এই কিতাবখানি বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবন আহমাদ সমরকন্দীর ‘বাহরুল আসানীদ’ কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আসারসহ এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ্ সিভাহ্য় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে, হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, (এমনকি শুধু নিয়্যত সম্পর্কীয় হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে—(তাদ্বীন, ৫৪ পৃ.) আর আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে, সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী ﷺ-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু’আ করেছেন :

نَضْرُ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَّأَهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا .

২. এক কথাকে পুনঃ পুনঃ বলাকেই ‘তাকরার’ বলে। আমাদের মুহাদ্দিসগণ নানা কারণে এক হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন বার বর্ণনা করেছেন।

“আল্লাহ্! সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন, যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফায়ত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল—যে তা শুনতে পায়নি।” (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০; উমদাতুল কারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫)।

মহানবী ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : “এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে, তাদের কাছে পৌঁছে দেবে” (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সন্মোদন করে বলেছেন : “আজ তোমরা আমার কাছে দীনের কথা শুনছ, তোমাদের কাছ থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের কাছে থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকে (তা) শোনা হবে” (মুস্তাদরাক, হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫)। তিনি আরো বলেন : “আমার পরে লোকেরা তোমাদের কাছে হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করো” (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন : “আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও” (সহীহ বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী ﷺ বলেন : “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়” (সহীহ বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় : ১. উম্মাতের নিয়মিত আমল, ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের কাছে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং ৩. হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, এরপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক-পরম্পরায় তার প্রচার।

প্রাচীন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ প্রখর। কোনকিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ছিল। মহানবী ﷺ যখনই কোন কথা বলতেন উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, তারপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস মুখস্থ করতাম। আর তাঁর কাছ থেকে তো হাদীস মুখস্থ করাই উচিত।” (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নির্দেশই দিতেন সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, “আমরা মহানবী ﷺ-এর কাছে হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক-একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত” (আল মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, “আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নিই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস অধ্যয়ন করি” (দারেমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী ﷺ-এর জীবদশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনীশক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। “হাদীস মহানবী ﷺ-এর জীবদশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইত্তিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে” বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন :

لَا تَكْتُبُوا عَنِّيْ وَ مَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ .

“আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার কাছ থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে”(সহীহ মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না, মহানবী ﷺ সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন : “হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন : আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার” (দারেমী)।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যা কিছু শুনতাম মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম। এরপর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আঙুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন : اُكْتُبْ فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا الْحَقُّ .

“তুমি লিখে রাখ। সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না” (আবু দাউদ, মুসুনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল ‘সহীফায়ে সাদিকা’। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন যা আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে শুনেছি” (উলূমুল হাদীস, পৃষ্ঠা ৪৫)। এ সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী ﷺ বললেন : اِسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ وَ اَوْ مَا بِيَدِهِ اِلَى الْخَطِّ .

“তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। এরপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন” (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, “মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী করীম ﷺ ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন” (সহীহ বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)।

হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল” (ফাতহুল বারী, শরহে বুখারী)। আবু হুরায়রা (রা)-এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তু লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী ﷺ-এর কাছ থেকে শুনে লিখে নিয়েছি। তারপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি। (মুস্তাদরাক হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৩)

রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন। (মুসনাদ আহমাদ)

আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার খলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সাথেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনা মুনাওয়ারার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্বহস্তু লিখিত (জামিউ বায়ানিল ইল্ম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭)।

স্বয়ং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদীনায়ে পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যে সব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর মজলিসে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর কাছে স্বহস্তু লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর ‘সহীফায়ে সাদিকা’, আবু হুরায়রা (রা)-এর ‘সহীফায়ে সাহীহা’, ‘সহীফায়ে আলী’ (রা), ‘সহীফায়ে সা‘দ ইব্ন উবাদা’ (রা) ও ‘মাকতূবাতে নাফি’ [আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)]-এর সংকলন (সমধিক প্রসিদ্ধ)।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেছেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট আটশ’ তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনুয যুযায়র, ইমাম যুহরী, হাসান বাসরী, ইব্ন সীরীন, নাফে’, যয়নুল আবেদীন, মুজাহিদ, কাযী গুরাইহ, মাসরুক, মাকহুল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা‘বী, আলকামা, ইব্রাহীম নাখঈ (র) প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈ প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার

করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী ﷺ-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবঈ-তাবিঈনের কাছে পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে নবীন তাবিঈন ও তাবঈ-তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান বিস্তার করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের কাছে হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারি উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। একালের ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইমাম মালিক (র) তাঁর ‘মুআত্তা’ গ্রন্থে এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে ‘কিতাবুল আসার’ সংকলন করেন। এ যুগের হাদীসের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন হচ্ছে : জামি‘ সুফিয়ান সাওরী, জামি‘ ইবনুল মুবারক, জামি‘ ইমাম আওয়াঈ, জামি‘ ইবন জুরায়জ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবু ইসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ্ সিত্তাহ্) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর ‘কিতাবুল উম্ম’ ও ইমাম আহমাদ (র) তাঁর ‘আল-মুসনাদ’ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুস্তাদরাক হাকিম, সুনানুদ্ দারা কুত্নী, সহীহ্ ইবন হিব্বান, সহীহ্ ইবন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু‘জাম’, মুসান্নাফুত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর ‘সুনানুল কুবরা’ ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ্, সহীহ্ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব-ওয়াত-তারতীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস-সুনাহ্, নাইলুল আওতার, ই‘লাউস সুনান প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) হিজরী ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন-হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমানকাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী ﷺ-এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইন্শাআল্লাহ তা‘আলা অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম মুসলিম (র) ও সহীহ মুসলিম শরীফ

ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। তাঁর গোত্র বনু কুশায়র ছিল আরবের প্রসিদ্ধ এক ঐতিহ্যবাহী গোত্র। খুরাসানের নিশাপুরে এসে তাঁর পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি ২০৪ হিজরী সনে (মতান্তরে ২০৩ হিজরী সনে) জন্মগ্রহণ করেন। নিশাপুর তৎকালে যেমন একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, তেমনিভাবে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রেও ছিল এর অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশব হতেই ইমাম মুসলিম (র) হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সব কয়টি কেন্দ্রেই গমন করেন। ইরাক, হিজাজ, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখ্যাত উস্তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া আত-তামীমী, সাঈদ ইবন মানসূর প্রমুখ। ইমাম বুখারীর অধিকাংশ উসতায় তাঁরও উসতায় ছিলেন। অগ্রজ সতীর্থ হিসেবে খোদ বুখারী (র) থেকেও তিনি বহু কিছু শিখেছেন।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীস বিষয়ে বিরাট ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে তদানীন্তন বিশ্বের হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমত ছিলেন। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এই পর্যায়ে মূসা ইবন হারুন, আহমাদ ইবন সালামা, মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ এবং ইমাম তিরমিযী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিমের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একমত। ইমাম মুসলিমের অতি উচ্চ মর্যাদা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক (র) ইমাম মুসলিমকে বলেছিলেন, “যত দিন আল্লাহ আপনাকে মুসলিমদের জন্য জীবিত রাখেন ততদিন তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না।” ইমাম আবু যুরআ ও আবু হাতিম আর-রাযী হাদীসের বিষয়ে তাঁকে সর্বোচ্চে স্থান দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবিদ ইমাম আবু কুরায়শ (র) বলেন, হাফিযুল হাদীস চারজন : ইমাম মুসলিম (র) হলেন তাঁদের একজন। ইমাম মুসলিমের মহামূল্য গ্রন্থাবলীও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশই হাদীস সম্পর্কিত জরুরী বিষয়ে প্রণীত। তন্মধ্যে তাঁর সহীহ মুসলিম, আল-মুসনাদুল কাবীর ও আল জামিউল কাবীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (র) লিখেন, “তিনি তাঁর জীবনে কারো গীবত করেন নি বা কাউকে গালি দেন নি কিংবা মারেন নি।”

ইমাম মুসলিম (র) ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীও আশ্চর্য ধরনের। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাদীস নিয়েই মগ্ন ছিলেন। একবার তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেন নি। পরে ঘরে এসে তিনি তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মাঝে হাদীসটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কাছে একটি পাত্রে খেজুর রাখা ছিল। তিনি এক-একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি তালাশ করছিলেন। এত গভীর মনোযোগসহ তিনি এতে লিপ্ত ছিলেন যে, যখন হাদীসটি পেলেন তখন এদিকে পাত্রের খেজুরও একে একে শেষ হয়ে গেছে। শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন।

তাঁর ইত্তিকালের পর ইমাম আবু হাতিম আর-রাযী তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য সমস্ত জান্নাত হালাল করে দিয়েছেন, যেখানে ইচ্ছা আমি বসবাস করতে পারি।

সহীহ মুসলিম শরীফ

হাদীসের সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে ছয়টি। ইসলামী পরিভাষায় এগুলো 'আস্-সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ্' (الصَّحاحُ السِّتَّةُ) নামে প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ ও ইসলাম-বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে, এগুলোর মাঝে সহীহ বুখারীর পরে হলো সহীহ মুসলিমের স্থান। এই মহান সংকলনটি ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইমাম মুসলিম (র) সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই ও চয়ন করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থে তাকরার বা একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকরার বাদ দিলে হাদীসবিদদের মতে সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ইমাম মুসলিম (র) কেবল নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে সহীহ বলে এই গ্রন্থে शामिल করেন নি; অধিকন্তু প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদিসের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন। সমসাময়িক মুহাদিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত, কেবল তা-ই তিনি এই অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি এটি তদানীন্তন প্রখ্যাত হাফিযে হাদীস ইমাম আবু যুর'আ আর-রাযীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন : আমি এই গ্রন্থখানি ইমাম আবু যুর'আ আর-রাযীর কাছে পেশ করেছিলাম। তিনি যে হাদীস সম্বন্ধে দোষ আছে বলে ইংগিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি, সেগুলো গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি, আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, তা সহীহ এবং এতে কোন প্রকার ত্রুটি নেই, আমি তা এই গ্রন্থে शामिल করেছি। তিনি আরো বলেন : কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীসসমূহই আমি কিতাবে शामिल করিনি, বরং এ কিতাবে কেবল সেসব হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি, যেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদিসগণ একমত।

এভাবে দীর্ঘ পনেরো বছর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাছাই করার পর সহীহ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরি করা হয়।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) নিজেই বলেন : মুহাদিসগণ দুশ' বছর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এই বিশুদ্ধ গ্রন্থের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

ইমাম মুসলিমের এই দাবি যে কত সত্য, পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ। আজ এগারশ' বছরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সহীহ মুসলিমের সমান কিংবা তা থেকে উন্নত মর্যাদার কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয় নি। আজও এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিশ্বমানবকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন আলো দান করছে।

এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে, মতন ও সনদ ছাড়া আর কিছুই তিনি এতে সন্নিবেশিত করেন নি। এমনকি নিজের তরফ থেকে তারজমাতুল বাব বা হাদীসের শিরোনাম পর্যন্ত লিখেন নি। তবে এমনভাবে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটির বিন্যাস করেছেন যে, অতি সহজেই শিরোনাম নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানে যে শিরোনাম দেখা যায় তা মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা ইমাম নববীর সংযোজন।

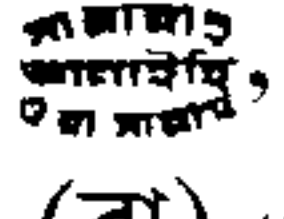
মুহাদিসগণ এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদিস বুখারী শরীফের ওপর মুসলিম শরীফকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায (র) বলেন, আমার উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বুখারী শরীফ অপেক্ষা মুসলিম শরীফকেই অগ্রাধিকার দিতেন। আমি আবু আলী নিশাপুরীকে (যাঁর মত হাদীসের বড় হাফিয আমি আর একজনও দেখিনি) এই কথা বলতেও শুনেছি যে, আকাশের তলে ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আর একখানিও দেখিনি। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস আবদুর রহমান ইব্ন আলী ইয়ামানী (র) বলেন : কিছু লোক এসে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সম্পর্কে আমার সামনে বিতণ্ডা শুরু করে। বুখারী শরীফ শ্রেষ্ঠ না মুসলিম শরীফ শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম : বিশুদ্ধতার বিচারে যেমন বুখারী শরীফ মর্যাদাসম্পন্ন, তেমনি অভিনব বিন্যাস শৈলী ও পরিবেশনা কৌশল বিচারে সহীহ মুসলিম অতুলনীয়। হাফিযুল হাদীস ইব্ন কুরতুবী (র) সহীহ মুসলিম সম্পর্কে লিখেন : ইসলামে এরূপ আর একখানি গ্রন্থ নেই।

ইমাম মুসলিমের সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি তাঁর নিকট থেকে বহু ছাত্রই শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে এটি বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু যার সূত্রে এই গ্রন্থখানির বর্ণনাধারা সর্বত্র সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত চলে আসছে, তিনি হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুফিয়ান নিশাপুরী (র)। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইত্তিকাল করেন। এই ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুফিয়ানের সঙ্গে ইমাম মুসলিমের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি সব সময়ই ইমাম মুসলিমের সাহচর্যে থাকতেন ও তাঁর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করতেন।

আল্লাহর দরবারে এই মহান গ্রন্থটি যে কতটুকু মকবুল নিম্নোক্ত বর্ণনাটি তার প্রমাণ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলী আয-যাগওয়ানী (র)-এর মৃত্যুর পর স্বপ্নে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল : আপনি কিসের ওসীলায় নাজাত পেয়েছেন? তিনি তখন তাঁর হাতে রাখা মুসলিম শরীফের একটি কপির দিকে ইংগিত করে বললেন : এই মহা গ্রন্থখানির ওয়াসীলায় আমি নাজাত পেয়েছি।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে ...
২. সনদের যেখানে তাহবীল (تحویل) রয়েছে সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই এই তাহবীলকৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. আরবী, ফার্সী, উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকায় অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে , আলাইহিস্ সালাম-এর ক্ষেত্রে (আ), রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহু, আনহুম ও আনহা-এর ক্ষেত্রে (রা) এবং রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আলাইহিম, আলাইহা-এর ক্ষেত্রে (র) পাঠ সংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।
৫. একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, আনাস, আবু হুরায়রা (রা)।
৬. কুরআন মজীদে আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম সূরার নাম, পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

মুকাদ্দিমা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى
جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ
بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سُنَنِ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ وَمَا
كَانَ مِنْهَا فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ بِالْأَسَانِيدِ
الَّتِي بِهَا نُقِلَتْ وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَأَرَدْتُ أَرْشِدَكَ اللَّهُ أَنْ تَوْقِفَ عَلَى جُمْلَتِهَا
مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম। আল্লাহ
তা'আলা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল নবী ও রাসূলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হামদ ও সালাতের পর—আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন তোমার স্রষ্টার মহানুগ্রহে
রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দীনের রীতিনীতি ও শরী'আতের বিধানাবলীর পুরস্কার ও শাস্তি, উৎসাহদান ও ভীতি
প্রদর্শন ইত্যাদি সংক্রান্ত যেসব সহীহ হাদীস এমন সনদে বর্ণিত হয়ে আসছে, মুহাদ্দিসগণ যা নিজেদের মধ্যে
গ্রহণ করে নিয়েছেন, তুমি তা জানার জন্য আমার কাছে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছ এবং তুমি সে সমস্ত হাদীস একই
স্থানে সংকলন আকারে পাওয়ার ইচ্ছাও পোষণ করেছ। আল্লাহ তোমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন।

وَسَأَلْتَنِي أَنْ أُلْخِصَّهَا لَكَ فِي التَّالِيفِ بِلا تَكَرَّارٍ يَكْثُرُ فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ يَشْغُوكَ عَمَّا لَهُ
قَصِدْتَ مِنَ التَّفْهَمِ فِيهَا وَالْأَسْتِنْبَاطِ مِنْهَا وَالَّذِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ حِينَ رَجَعْتَ إِلَى تَدَبُّرِهِ وَ
مَا تَوَلَّى إِلَيْهِ الْحَالُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ عَاقِبَةُ مَحْمُودَةٍ وَ مَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ وَ ظَنَنْتُ حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ
ذَلِكَ أَنْ لَوْ عَزِمَ لِي عَلَيْهِ وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ إِيَّايَ خَاصَّةً قَبْلَ غَيْرِي مِنْ
النَّاسِ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَّانِ

১. ইমাম মুসলিম (র) এখানে তাঁর জনৈক ছাত্রকে সম্বোধন করেছেন। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, তাঁর নাম হচ্ছে আবু ইসহাক ইব্রাহীম।

وَ اتِّقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ وَ لَاسِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ
الْأَبَانِ يُوقِفُهُ عَلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ
الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ إِزْدِيَادِ السَّقِيمِ .

তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে যে, আমি যেন তোমার জন্য অতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি ছাড়া সে সকল হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রস্তুত করি। তোমার বিশ্বাস, হাদীসের বেশি পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাতে হাদীসের গুঢ় রহস্য ও তত্ত্ব অনুধাবন করা এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরনের মাসআলা বের করা, যা তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তা ব্যাহত হবে। আল্লাহ্ তোমাকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করুন। যে মহৎ কাজ আগ্রাম দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করেছ, সে সম্পর্কে চিন্তা করে আমি যে শুভ পরিণাম দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ্ চাহেন তা খুবই স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হবে। তুমি আমাকে যে কষ্ট স্বীকার করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছ, তার প্রেক্ষিতে আমি চিন্তা করে দেখেছি, যদি আমার দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয় এবং আমার চেষ্টা ও সাধনা সার্থক প্রমাণিত হয় তা হলে আমিই প্রথমে অন্যের পূর্বে এর সুফল লাভে সমর্থ হব। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। সে সবার বর্ণনা করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়বে।

তবে সার কথা হচ্ছে, এ জাতীয় অধিক সংখ্যক হাদীসে ব্যাপ্ত হওয়ার চাইতে অল্পসংখ্যক হাদীস যথাযথভাবে আয়ত্ত করা মানুষের পক্ষে সহজ, বিশেষত এমন সাধারণ শ্রেণীর পক্ষে, যারা অন্যের সাহায্য ব্যতীত বিশুদ্ধ এবং ত্রুটিপূর্ণ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় তাদের জন্য অধিকসংখ্যক দুর্বল হাদীস অর্জনের ইচ্ছা করার পরিবর্তে অল্পসংখ্যক সহীহ হাদীসে মনোযোগী হওয়াই শ্রেয়।

وَ أَنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْأَسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّانِ وَ جَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةِ
مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضُ التَّيَقُّظِ وَ الْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا
أُوتِيَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الْأَسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي
الْخَاصِّ مِنْ أَهْلِ انِّيْقُظِ وَ الْمَعْرِفَةِ فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ الْكَثِيرِ وَ قَدْ عَجَزُوا عَنْ
مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ .

ثُمَّ إِنْ أَنْ شَاءَ اللَّهُ مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَأَلَتْ وَ تَالِيْفِهِ عَلَى شَرِيطَةِ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ وَ
هُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةٍ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْقَسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَ
ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكَرَّرٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَفْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ
حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةٌ مَعْنَى .

অবশ্য এক বিশেষ শ্রেণীর লোক, যারা ইলমে হাদীসে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণে সিদ্ধহস্ত, অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনা এবং পুনরাবৃত্তির সাথে সংকলন তাদের উপকারে আসতে পারে। এ সব লোক নিজেদের যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হাদীসের বিরাট সংকলন থেকে আল্লাহ্র ইচ্ছায় লাভবান হতে পারে। পক্ষান্তরে সাধারণ লোকের পক্ষে অধিকসংখ্যক হাদীসের অন্বেষণ অর্থহীন। কেননা তারা তো অল্পসংখ্যক হাদীসের মধ্যেই সহীহ-যঈফ (বিশুদ্ধ ও দুর্বল) ইত্যাদি নির্ণয়েও অক্ষম।

অতঃপর তোমার অনুরোধে আল্লাহ চাহেন তো আমি একটি নীতি অবলম্বন করে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। আর তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে সব হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে আসছে, আমি সেগুলো বর্ণনাকারীদের তিনটি স্তর অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করব এবং কোন হাদীসের পুনরাবৃত্তি করব না। তবে যদি কোন হাদীসের পুনরুল্লেখ অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে ভিন্ন কথা। এর দু'টি কারণ : এক. পরবর্তী বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত বিষয় আছে।

أَوْ اسْنَادُ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ اسْنَادٍ لِعِلَّةِ تَكُونُ هُنَاكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ أَوْ أَنْ يُفْصَلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا امْكَنَ وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسَرَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَأَعَادَتُهُ بِهِئِثَّتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمَ فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

দুই. কোন বিশেষ কারণে একটি সনদের সমর্থনে আরেকটি সনদ আনার প্রয়োজন হয়। কেননা একটি বর্ণিত বিষয় একটি পূর্ণ হাদীসের স্থলাভিষিক্ত হয় বলে, তার পুনর্বার উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয়, আমরা সেই বর্ণিত অংশটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণ হাদীস থেকে পৃথক করে বর্ণনা করব। তবে অনেক সময় পূর্ণ হাদীস থেকে সে অংশ পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে পূর্ণ হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করাই নিরাপদ। অবশ্য যদি আমরা পূর্ণ হাদীসটির পুনরুল্লেখ না করে অতিরিক্ত অংশ পৃথকভাবে বর্ণনা করতে পারি তাহলে কেবল সনদ সহকারে অতিরিক্ত অংশটুকুই বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَ أَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلُ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَ اتَّقَانِ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يَوْجَدْ فِي رِوَايَتِهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَ لَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَ بَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ.

প্রথম শ্রেণীতে আমরা এমন হাদীস বর্ণনা করব, যেগুলো সব দিক থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত। কারণ এগুলোর বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান ও আস্থ্যভাজন। তাঁদের বর্ণনার মধ্যে বড় রকমের বিরোধ নেই কিংবা তেমন গরমিলও নেই, যেমন অনেক রাবীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং তাদের বর্ণনায় এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশও পেয়েছে।

فَإِذَا نَحْنُ تَقْصِيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ اتَّبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَ الْإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَ إِنْ كَانُوا فِيْمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السُّتْرِ وَ الصِّدْقِ وَ تَعَاطَى الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَ أَضْرَابُهُمْ مِنْ حُمَالِ الْأَثَارِ وَ نَقَّالِ الْأَخْبَارِ فَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَ السُّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ

مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِتْقَانِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ لِأَنَّ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ .

الْأَتْرَى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ عَطَاءً وَيَزِيدَ وَ لَيْثًا بِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ فِي إِتْقَانِ الْحَدِيثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِيهِ وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ لَا يُدَانُونَهُمْ لِأَشْكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَ الْأَعْمَشِ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِتْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ وَ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَ يَزِيدَ وَ لَيْثٍ -

এঁদের বর্ণিত হাদীস সম্পূর্ণ সংকলনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এমন হাদীস বর্ণনা করব, যার বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ প্রথম স্তরের রাবীদের অনুরূপ মেধা, স্মৃতিশক্তি ও সুখ্যাতির অধিকারী নন। তবে এঁরা প্রথম স্তরের রাবীদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন না হলেও এঁদের দোষত্রুটি প্রকাশ পায়নি এবং সত্যবাদিতা ও হাদীস চর্চায় ব্যাপ্ত থাকার বিষয়ে এদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন আতা ইব্ন সাযিব, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ ও লায়স ইব্ন আবু সূলায়ম এবং এ ধরনের অন্যান্য রাবী। এ ধরনের রাবীগণ যদিও জ্ঞান, চরিত্র ও যোগ্যতার দিক থেকে আলিমদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু তাঁরা সমকালীন সিকাহ রাবীদের সমমর্যাদার অধিকারী নন। হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে এই স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা, অতি উঁচু সূত্রের বিষয় এবং অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ গুণ (যার মধ্যে অনেক স্তরভেদ রয়েছে)।

তাই সে উপরোক্ত তিনজন অর্থাৎ আতা, ইয়াযীদ ও লায়সকে মানসূর ইব্ন মু'তামির, সুলায়মান আল-আ'মাশ ও ইসমাইল ইব্ন আবু খালিদের সাথে হাদীস সংরক্ষণে দৃঢ়তা ও মযবুতীর মানদণ্ডে তুলনা করলে দেখা যাবে তাঁদের মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা মানসূর আ'মাশ ও ইসমাইলের ধারেকাছেও পৌঁছাতে সক্ষম নন। নিঃসন্দেহে মানসূর, আ'মাশ ও ইসমাইলের স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে যতখানি প্রসিদ্ধ, আতা, ইয়াযীদ ও লায়সের ক্ষেত্রে ততখানি নয়।

وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هَؤُلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَتْرَانِ كَابْنِ عَوْنٍ وَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيٍّ مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَ أَشْعَثَ الْحَمْرَانِيٍّ وَ هُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَ ابْنِ سِيرِينَ - كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنٍ وَ أَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا إِلَّا أَنَّ الْبُؤْنَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ وَ صِحَّةِ النُّقْلِ وَ إِنْ كَانَ عَوْفٌ وَ أَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَ أَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ لَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عَرَدَ أَهْلُ الْعِلْمِ

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পন্থায় ইব্ন আওন ও আইয়ূব সাখতিয়ানীকে সমকালীন রাবী 'আউফ ইব্ন আবু জামীলা ও আশ'আস হুমরানীর সঙ্গে তুলনা করলে মর্যাদা ও নির্ভুল বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাবে। অথচ ইব্ন আওন ও আইয়ূব এবং আউফ ও আশ'আস চারজনই হাসান বসরী ও ইব্ন সীরীনের শাগরিদ। হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে শেষোক্ত দু'জনও সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার। কিন্তু প্রথমোক্ত দু'জনের সঙ্গে এ দু'জনের মর্যাদার পার্থক্য অনেক।

وَإِنَّمَا مَثَلُنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمَثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ فَلَا يَقْصُرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَضَعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقُّهُ وَيُنْزَلُ مَنْزِلَتُهُ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ .

আমরা এখানে কয়েকজন রাবীর নাম উল্লেখ করে উপমা পেশ করেছি। হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন দিক থেকে রাবীদের মধ্যে মর্যাদাগত ও যোগ্যতার যে তারতম্য রয়েছে, তা যিনি জানেন না এ দৃষ্টান্ত তার জন্য পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করবে। ফলে তিনি উচ্চমর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে খাটো করে দেখবেন না এবং নিম্ন-মর্যাদার ব্যক্তিকে তাঁর উচিত মর্যাদার উপরে স্থান দেবেন না, বরং প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দিয়ে স্বীয় মর্যাদায় সমাসীন রাখবেন।

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রত্যেককে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেই।

বিষয়টি কুরআনের আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত। ইরশাদ হচ্ছে :

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

“প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে এক মহাজ্ঞানী।” (সূরা ইউসুফ : ৭৬)

فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ وَعَمْرِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمَصْلُوبِ وَ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو وَ أَبِي دَاوُدَ النَّخْعِيِّ وَ أَشْبَاهِهِمْ مِمَّنْ اتُّهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَ تَوَلِيدِ الْأَخْبَارِ وَكَذَلِكَ مِنَ الْغَالِبِ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوْ الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ -

তোমার অনুরোধে আমরা উল্লিখিত শর্ত সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস সংকলন করব। কিন্তু হাদীস বিশারদদের সকলের কিংবা তাঁদের অধিকাংশের নিকট যেসব রাবী মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত, আমরা তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করব না। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন মিসওয়ার, আবু জা'ফর আল-মাদায়িনী, আমর ইব্ন খালিদ, আবদুল কুদ্দুস শামী, মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ আল-মাসলুব, গিয়াস ইব্ন ইবরাহীম, সুলায়মান ইব্ন আমর, আবু দাউদ নাখঈ এবং এদের মতো আরও অন্য রাবীগণ। এদের বিরুদ্ধে ভূয়া হাদীস বর্ণনা করার এবং মনগড়া হাদীস রচনার অভিযোগ রয়েছে। আর যাদের বর্ণনায় মুনকার (নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পরিপন্থি বর্ণনা) অথবা ভুলের পরিমাণ বেশি, তাদের বর্ণিত হাদীসও আমরা গ্রহণ করব না।

وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا خَالَفَتْ رِوَايَتَهُ أَوْ لَمْ تَكُنْ تَوَافِقُهَا فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ .

[ইমাম মুসলিম (র) মুনকার হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন] : কোন রাবীর বর্ণনাকে কোন স্মৃতিধর এবং সর্বজনগ্রাহ্য রাবীর বর্ণনার সাথে তুলনা করলে, যদি দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত রাবীর বর্ণনা শেষোক্ত রাবীর বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরোধী কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্য রয়েছে, তবে সেটাই তার বর্ণিত হাদীস মুনকার হওয়ার নিদর্শন। সুতরাং যদি কারও অধিকাংশ বর্ণনাই এরূপ হয়, তবে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং প্রয়োগযোগ্য নয়।

فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ وَالْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ وَ عِبَادُ بْنُ كَثِيرٍ وَ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ ضُمَيْرَةَ وَ عُمَرُ بْنُ صُهَبَانَ وَ مَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ فَلَسْنَا نَعْرِجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاغَلُ بِهِ . لِأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي يُعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثَّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا وَ أَمَعْنُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وَجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبُلَتْ زِيَادَتُهُ .

فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَ كَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحَفَاطِ الْمُتَّقِينَ لِحَدِيثِهِ وَ حَدِيثِ غَيْرِهِ أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَ حَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثُهُمَا عَلَى الْإِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِمْ فَيَرَوِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَ لَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُجَائِزِ قَبُولِ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ .

এ পর্যায়ের রাবীদের মধ্যেও রয়েছে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাররার, ইয়াহইয়া ইব্ন আবু উনায়স, আল-জাররাহ ইব্ন মিনহাল আতুফ, আব্বাদ ইব্ন কাসীর, হুসায়ন ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুমায়রা, উমর ইব্ন সুহবান এবং তাদের অনুরূপ মুনকার হাদীস বর্ণনাকারীগণ। অতএব আমরা এদের বর্ণিত হাদীসের প্রতি ভ্রক্ষেপ করব না এবং তাদের হাদীস বর্ণনাও করব না। কেননা যে হাদীস একা কোন রাবী বর্ণনা করেন, তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের যে মায়হাব জানা গেছে, তা হলো : যে হাদীসটি মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি যদি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ এবং হাফিযুল হাদীস রাবীদের সাথে পূর্ণত অথবা অংশত শরীক থাকেন এবং তাঁদের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রতি যত্নবান হন, তাঁর বর্ণিত হাদীসে যদি কিছু অতিরিক্ত অংশ থাকে যা তাঁদের বর্ণনায় নেই, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে (অন্যথায় নয়। বিষয়টি নিম্নের উদাহরণে লক্ষ্য করুন)।

হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ইমাম যুহরীর স্থান ও মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তাঁর বহু ছাত্র হাফিযুল হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা তাঁর ও অপরাপর মুহাদ্দিসের হাদীসসমূহও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবন উরওয়াও ইমাম যুহরীর সমতুল্য মুহাদ্দিস। হাদীস বিশারদদের মধ্যে ইমাম যুহরী ও হিশাম ইবন উরওয়ার বর্ণিত হাদীস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এ দু'জনের ছাত্রগণ কোন রকম পার্থক্য ছাড়াই তাঁদের বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় যদি দেখা যায় কোন ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের (যুহরী ও হিশাম) থেকে অথবা তাঁদের কোন একজনের কাছ থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করার দাবি করে যে সম্পর্কে তাদের অপরাপর ছাত্রগণ অবহিত নন, আবার সেই ব্যক্তি তাদের কারো সাথে কোন সহীহ বর্ণনায় শরীকও না থাকে, তবে এরূপ লোকের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ وَوَفَّقَ لَهَا
وَسَنَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى شَرْحًا وَإِيضًا فِي مَوَاضِعٍ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ
إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

আমরা হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারীদের কয়েকটি মূলনীতির ব্যাখ্যা দিলাম, যাতে যিনি মুহাদ্দিসগণের পথ অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে এ পথে চলার তাওফীক দান করেন, তিনি এ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে পারেন। ইনশাআল্লাহ্ আমরা কিতাবের বিভিন্ন স্থানে মুয়াল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) হাদীস সম্পর্কে আলোচনাকালে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব।

وَبَعْدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعٍ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيهَا
يَلْزَمُهُمْ مَنْ طَرَحَ الْأَحَادِيثَ الضَّيِّعَةَ وَالرَّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةَ . وَتَرْكِهِمُ الْاِقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ
الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ نَقْلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُفُونَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَاتَةُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَاقْرَارِهِمْ
بِالسِّنَنِ أَنَّهُ كَثِيرًا مِمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ وَ مَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ
غَيْرِ مَرْضِيٍّ مِمَّنْ ذَمَّ الرُّوَايَةَ عَنْهُمْ أَيْمَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَ شُعْبَةَ بْنِ
الْحَجَّاجِ وَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ
الْأَيْمَةِ لِمَا سَهَّلَ عَلَيْنَا الْاِئْتِصَابَ لِمَا سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَ التَّحْصِيلِ وَ لَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا
أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارِ الْمُنْكَرَةَ بِالْأَسَانِيدِ الضَّعِيفِ الْمَجْهُولَةِ وَ قَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى
الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ .

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হোন, স্বঘোষিত মুহাদ্দিসের অপকর্ম আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। তারা জানে এবং স্বীকারও করে যে, তারা সাধারণ মানুষের কাছে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করে যা দুর্বল ও মুনকার, অথচ উচিত ছিল দুর্বল ও মুনকার হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা সত্যতা ও বিশ্বস্ততায় সুবিদিত এবং সিকাহ রাবীগণ যে সব সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কেবল সে সব হাদীসই বর্ণনা করা। অথচ লক্ষ করলাম যে, তথাকথিত স্বঘোষিত মুহাদ্দিসরা রাবীদের মধ্যে মালিক ইবন আনাস, শু'বা ইবন হাজ্জাজ, সুফিয়ান ইবন উয়ায়না, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান, আবদুর রহমান ইবন মাহদী প্রমুখ ইমাম যাদের নিন্দা

করেছেন, তাদের থেকে মুনকার ও মিথ্যা হাদীস সাধারণের মধ্যে প্রচার করছে। যদি তা না দেখতাম তবে তোমার অনুরোধে সহীহ হাদীস নির্বাচনের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে কোনক্রমেই সহজ হত না। কিন্তু এই যে তোমাকে জানালাম একদল লোক দুর্বল ও অজ্ঞাত-পরিচয় সনদে বর্ণিত মুনকার হাদীস প্রচার করছে এবং সে সবার ত্রুটি সম্পর্কে যারা বেখবর, সেই আম লোকের সামনে তা ছুঁড়ে দিচ্ছে, এটা দেখার ফলেই।

১. **بَابُ وَجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثِّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْكِذْبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ**

১. পরিচ্ছেদ : নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা এবং মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য; আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের প্রতি হুশিয়ারী

وَأَعْلَمُ - وَفَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ وَ سَقِيمِهَا وَ ثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ أَنْ لَا يَرَوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ وَ السِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ وَ أَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهْمِ وَ الْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ - وَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ الْإِلْزَامُ دُونَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ -

জেনে রাখ, যারা সহীহ এবং নির্ভুল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম এবং যাদের নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহজনক রাবীদের যাচাই করার ক্ষমতা আছে, তাঁদের কেবল এমন হাদীস বর্ণনা করা কর্তব্য যার উৎস সহীহ এবং রাবীদের কোন দোষ প্রমাণিত হয়নি। তাঁরা এমন হাদীস বর্ণনা করবেন না, যেগুলো এমন লোক বর্ণনা করেছে যারা বিদ্বৈষপ্রবণ, বিদ'আতী এবং দোষী।

আমরা যা বললাম তা-ই যে অপরিহার্য এবং অন্যথা অনুচিত তার প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

“হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক লোক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন মানবগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে বসবে আর পরে নিজেদের কৃতকার্যের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।” (সূরা হুজুরাত : ৬)

وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ - وَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ - فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْإِیَّ أَنْ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ أَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ وَ الْخَبَرُ وَ أَنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا إِذَا كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ وَ دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبَرِ الْفَاسِقِ وَ هُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ -

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ :

“তোমাদের পছন্দমত সাক্ষী নিযুক্ত কর।” (সূরা বাকার : ২৮২)

web: <http://www.hadithbd.com>

أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيرَةَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ *

যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, তোমাদের কাছে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করা থেকে যা আমাকে বিরত রাখে তা হলো, রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।

মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল-গুবারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র).... আলী ইব্ন রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “একদা আমি (কুফার) মসজিদে এলাম। হযরত মুগীরা (রা) তখন কুফার আমীর। হযরত মুগীরা (রা) বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ -

আলী ইব্ন হুজর আস-সাদী (র).... মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন, তবে “আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়” বাক্যটি তিনি উল্লেখ করেননি।

৩. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ يَكُلُّ مَا سَمِعَ

৩. পরিচ্ছেদ : যে কোনও শোনা কথা বলে বেড়ানো নিষেধ

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ

التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ *

উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আল-আনবারী (র).... হাফস ইবন আসিম (র) থেকে (মুরসালরূপে) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তা বলে বেড়ায়। মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)-র সূত্রেও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... হাফস ইবন আসিম (র)-এর মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ... আবু উসমান আল-নাহদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তা বলে বেড়ায়।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِي مَالِكٌ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ مُقَدَّمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَأَلَنِي إِيَّاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بَعْلِمَ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ عَلَى سُورَةٍ وَفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ *

আবু তাহির আহমদ ইবন আমর (র)..... ইবন ওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মালিক (রা) আমাকে বলেছেন, জেনে রাখ, যদি কোন ব্যক্তি যা শোনে তা বলে বেড়ায়, তবে সে (মিথ্যা থেকে) নিরাপদ নয়। আর যে ব্যক্তি যা শোনে তা বলে বেড়ায়, সে কখনো ইমাম হবে না।

মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে, তা বলে বেড়ায়।

মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুর রহমান ইবন মাহদী (রা)-তে বলতে শুনেছেন : কোন ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য ইমাম হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে শোনা কথার কতক বর্ণনা করা থেকে বিরত না থাকবে।

ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).... সুফয়ান ইবন হুসায়ন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াস ইবন মু'য়াবিয়া (র) আমাকে বললেন, অবশ্যই আমি দেখছি যে, তুমি কুরআন সম্পর্কীয় ইলমের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। তুমি আমাকে একটি সূরা পড়ে শোনাও এবং তার তাফসীর কর, যাতে আমি দেখতে পারি তুমি কি শিখেছ।

قَالَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِي أَحْفَظُ عَلَى مَا أَقُولُ لَكَ إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قَلَمًا حَمَلَهَا أَحَدُ الْأَذَلِّ فِي نَفْسِهِ وَكَذِبَ فِي حَدِيثِهِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ

وَهَبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ *

সুফিয়ান (র) বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর ইয়াস (র) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যা বলছি তার হিফায়ত করবে, তুমি হাদীস বর্ণনায় নিন্দিত হওয়া (অর্থাৎ আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা) থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা যে কেউ নিন্দা বহন করে, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে এবং হাদীস বর্ণনায় সে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হয়।

আবু তাহির এবং হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করবে, যা তাদের জ্ঞানের অগম্য, তখন তা তাদের কারো কারো পক্ষে ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে।

٤. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْأَحْتِيَاظِ فِي تَحْمِيلِهَا

8. পরিচ্ছেদ : যঈফ রাবীর হাদীস বর্ণনা করার নিষেধাজ্ঞা এবং হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে সতর্কত অবলম্বন করা

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أَنْاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَايَّاكُمْ وَأَيَّاهُمْ *

মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও যুহায়র ইবন হারব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের এমন এমন হাদীস শোনাবে যা তোমরা কিংবা তোমাদের পূর্বপুরুষরা কখনো শোনেনি। অতএব তোমরা তাদের সংসর্গ থেকে সাবধান থাকবে এবং তাদেরও তোমাদের থেকে দূরে রাখবে।

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرَمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجَيْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شَرِيحٍ أَنَّهُ سَمِعَ شَرَّاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَايَّاكُمْ وَأَيَّاهُمْ لَا يَضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكُذْبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرَفُ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِي مَا أَسْمُهُ يُحَدِّثُ *

হারমালা ইবন ইয়াহইয়া আত্ তুজীবী (র).... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ যুগে কিছু সংখ্যক প্রতারক ও মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে, যা কখনো তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা শোনেনি। সুতরাং তাদের সংসর্গ থেকে

সাবধান থাকবে এবং তাদের দূরে রাখবে। তারা যেন তোমাদের গুমরাহ না করে এবং তোমাদের যেন ফিতনায় না ফেলে।

আবু সাঈদ আল আশাজ্জ (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, শয়তান মানুষের আকৃতিতে লোকের কাছে আসে এবং মিথ্যা হাদীস শোনায়। পরে লোকেরা সেখান থেকে পৃথক হয়ে চলে যায়। তারপর তাদের মধ্য থেকে একেক ব্যক্তি বলে, আমি এমন এক ব্যক্তিকে হাদীস বলতে শুনেছি, যার চেহারা দেখলে চিনব কিন্তু তার নাম জানি না।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوْشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو وَ الْأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ) فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَ كَذَا فَعَادَلَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَ كَذَا فَعَادَلَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَ أَنْكَرْتَ هَذَا أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَ عَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا نَحْدِثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذِبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَ الذَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ

মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র).... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সমুদ্রের মধ্যে বহু শয়তান বন্দী হয়ে আছে। হযরত সুলায়মান (আ) তাদেরকে বন্দী করেছিলেন। শীঘ্রই তারা সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে এবং লোকদের কুরআন পাঠ করে শোনাবে।^১

মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাস ও সাঈদ ইব্ন আমর আল-আশআসী (র).... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার বুশায়র ইব্ন কা'ব (র) নামক এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগল। ইব্ন আব্বাস (র) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস আবার পড়। সে আবার সেগুলো পড়ল। এর পর সে আরো কিছু হাদীস তাঁকে শোনাতে লাগল। ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস আবার পড়। সে তা আবার পড়ল। তারপর সে ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলল, আমি বুঝতে পারলাম না, আপনি কি আমার বর্ণিত ঐ ক'টি হাদীস অগ্রাহ্য করে অবশিষ্ট হাদীসগুলোর স্বীকৃতি দান করলেন, না ঐ কটি হাদীসকে স্বীকৃতি দিয়ে বাকী হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করতাম, যখন তাঁর নামে মিথ্যা হাদীস বলা হতো না। কিন্তু এখন লোকেরা যখন বাধ্য ও অবাধ্য সব রকম বাহনে আরোহণ করা শুরু করেছে তখন আমরা নির্বিচারে হাদীস গ্রহণ করা ছেড়ে দিয়েছি।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَ الْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا إِذَا

১. মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যা কুরআন নয়, তা কুরআনের ভঙ্গিতে শোনাবে।

২. অর্থাৎ হাদীস বর্ণনায় প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় সকল পন্থা অবলম্বন করেছে এবং যাচাই-বাছাই না করে সত্য-মিথ্যা সব কিছু বর্ণনা করা শুরু করেছে।

رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذُلُولٍ فَهَيْهَاتَ وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ الْغِيلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رِبَاحٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَدَرْتَهُ أَبْصَارُنَا وَاصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِأَذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ

মুহাম্মদ ইবন রাফি (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা হাদীস সংরক্ষণ করতাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকেতো হাদীস সংরক্ষণ করাই উচিত। কিন্তু যখন তোমরা অবাধ্য ও নরম সবকিছুতে আরোহণ করা আরম্ভ করছ তখন অবস্থা দূর হয়ে গেছে!

আবু আইয়ূব সুলায়মান ইবন উবায়দুল্লাহ আল-গায়লানী (র).... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা বুশায়র ইবন কা'ব আল-আদাবী প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন.... রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন.... মুজাহিদ (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) তার হাদীসের প্রতি কর্ণপাত করলেন না এবং তার দিকে দ্রক্ষেপও করলেন না। তখন বুশায়র (র) বললেন : হে ইবন আব্বাস (রা)! কি হলো, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস শোনাচ্ছি, আর আপনি তা শুনছেন না? ইবন আব্বাস (রা) বললেন, এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন আমরা শুনতাম, কোন ব্যক্তি বলছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তখনই তার দিকে আমাদের সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করতাম এবং আমরা তার দিকে কান দিতাম। কিন্তু যখন থেকে লোকেরা 'কঠিন ও নরম' সব বাহনে চড়া শুরু করেছে, তখন থেকে আমরা কেবল আমাদের চেনাজানা হাদীসই গ্রহণ করি।

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِوٍ وَالضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِيَ عَنِّي فَقَالَ وَلَدُ نَاصِحٍ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِيَ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءٍ عَلَيَّ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمْرُبُهُ الشَّيْءُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلًّا، حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَحَاهُ الْأَقْدَرُ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ لَمَّا أَحَدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَيَّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا

দাউদ ইবন আমর আয-যাব্বী (র)..... ইবন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে লিখে পাঠালাম, তিনি যেন আমাকে একখানা কিতাব লিখে দেন, কিন্তু

তাতে যেন বিতর্কিত ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর উল্লেখ না থাকে। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, ‘ছেলেটি কল্যাণকামী।’ আমি তার জন্য কিছু বিষয় নির্বাচন করব এবং তাতে কিছু অনুল্লেখ রাখব। বর্ণনাকারী বলেন তখন তিনি আলী (রা)-এর লিপিবদ্ধ ফয়সালাসমূহ আনালেন। তারপর তিনি তা থেকে লিখা শুরু করলেন এবং কোন কোন অংশ দেখে বললেন, আল্লাহর কসম গুমরাহ না হলে আলী (রা) এ ধরনের ফয়সালা করতে পারে না।^১

তাউস (র) থেকে আমর আন-নাকিদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে একখানা কিতাব আনা হলো। তাতে লিপিবদ্ধ ছিল আলী (রা)-এর কতক বিচারের রায়। ইব্ন আব্বাস (রা) তা থেকে সামান্যমাত্র রেখে বাকীটা নষ্ট দিলেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) নিজের হাতের দিকে ইশারা করে (এক হাত) পরিমাণ দেখালেন।

হাসান ইব্ন আলী আল-হলওয়ানী (র).... আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা)-এর পরে লোকেরা যখন (তাঁর নামে) ওই সব নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করল, তখন তাঁর জনৈক ছাত্র আক্ষেপের সাথে বললেন, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন! কী ইলম এরা নষ্ট করে দিল।^২

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُفْغِيرَةَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ يُصَدِّقُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -

আলী ইব্ন খাশরাম (র).... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ছাত্র ব্যতীত অন্য যারা আলী (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতেন, তাঁদের সে বর্ণনা সত্য বলে গৃহীত হতো না।

ه. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْأَسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرُّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثَّقَّاتِ وَأَنَّ جَرَحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغَيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ فِي الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمَكْرُمَةِ.

৫. পরিচ্ছেদ : হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ছাড়া রিওয়ায়াত গ্রহণ করা উচিত নয়। বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা শুধু জায়েয নয়, বরং ওয়াজিব; এটা গীবত নয়, যা শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম, বরং এটা শরীআতের পক্ষে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَهَشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا فَضِيلٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دَيْنٌ فَانْظَرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْأَسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَ يَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى (وَ هُوَ ابْنُ

১. আলী (রা) এরূপ ফয়সালা করেননি। এ অংশগুলো পরবর্তীকালে আলী (রা)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কেউ সংযোজন করেছে।

২. আলী (রা)-এর নামে তারা নানা মনগড়া কথা চালিয়ে দিয়েছিল। এতে তাঁর আসল ইলমের ভাণ্ডার বিকৃত হয়ে যায়।

(يُونُس) قَالَ حَدَّثَنَا الْوَزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ حَدَّثَنِي فَلَانٌ كَيْتٌ وَ كَيْتٌ قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لَطَاوُسٍ إِنْ فَلَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ .

হাসান ইবন রাবী (র).... মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নিশ্চয়ই এই ইল্ম হলো দীন। কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দীন গ্রহণ করেছ, তা যাচাই করে নাও।

আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ (র).... ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এমন এক সময় ছিল, যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু পরে যখন ফিতনা দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বলল, তোমরা যাদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছ, আমাদের কাছে তাদের নাম বল। যাতে দেখা যায় কারা আহলে সুনাত। যারা এই সম্প্রদায়ের হবে, তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। আর দেখা হবে, কারা বিদ'আতী? তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

সুলায়মান ইবন মূসা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি তাউস (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এরূপ এরূপ হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি বললেন : যদি সেই ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করবে।

সুলায়মান ইবন মূসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউস (র)-কে বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এই হাদীস বলেছে। তিনি বললেন, তোমার কাছে হাদীস বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তার থেকে তা গ্রহণ করবে।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَصَمِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمْ الْحَدِيثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْبِثْقَاتُ -

ইবন আবু যিনাদ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি মদীনায়ে একশ'জন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা মিথ্যা থেকে নিরাপদ ছিলেন। তবু তাদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতো না। কেননা তাঁদের সম্পর্কে বলা হতো যে, তারা এর উপযুক্ত নন।

মুহাম্মদ ইবন আবু উমর আল-মাক্কী ও আবু বকর ইবন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র)... ... মিসআ'র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবন ইব্রাহীমকে বলতে শুনেছি; নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি (সিকাহ) ব্যতীত কেউ যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা না করে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَاذٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَ لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ وَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِي الْأَسْنَادَ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ أَبَا اسْحَقَ ابْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالِقَانِيَّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ إِنْ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُومَ لهُمَا مَعَ صَوْمِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا اسْحَقَ عَمَّنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ شَهَابِ بْنِ خِرَاشٍ فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أَبَا اسْحَقَ إِنْ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌ .

মার্ভের অধিবাসী মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুহযায (র).... আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ না থাকত, তাহলে যার যা ইচ্ছা তাই বলত। মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র).... আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের ও লোকদের মাঝখানে রয়েছে খুঁটি অর্থাৎ সনদ।

আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন আত-তালিকানী বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আবু আবদুর রহমান, এই হাদীসটি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত যাতে আছে, “অন্যতম সৎকাজ হল তোমার সালাতের সাথে পিতামাতার জন্যও সালাত আদায় করবে আর তোমার সিয়ামের সাথে পিতামাতার জন্যও সিয়াম পালন করবে?”

তিনি বলেন, হে আবু ইসহাক! কার বরাতে এই হাদীসটি বর্ণনা করছ? আমি বললাম, এটি শিহাব ইবন খিরাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইনি নির্ভরযোগ্য। তবে তিনি কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইবন দীনার থেকে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইনি নির্ভরযোগ্য। তিনি কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, হে আবু ইসহাক, হাজ্জাজ ইবন দীনার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে এত দূস্তর প্রান্তর রয়েছে, যা অতিক্রম করতে গেলে উটের গর্দানও ভেঙ্গে পড়বে। তবে পিতামাতার জন্য সাদকা করার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُؤْسِ النَّاسِ دَعَا حَدِيثَ عَمْرٍو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ صَاحِبُ بُهَيْةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ فَلَا يُوْجَدُ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَا فَرْجٌ أَوْ عِلْمٌ وَلَا مَخْرَجٌ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ لَأَنْكَ ابْنُ إِمَامِي هُدًى ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرُ قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أَخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ .

১. অর্থাৎ হাজ্জাজ ইবন দীনার এত পরের মানুষ যে, রাসূল ﷺ থেকে সরাসরি রিওয়ায়াত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

মুহাম্মদ (র).... আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন লোকদের সামনে বলে-
ছিলেন, তোমরা আমার ইব্ন সাবিত (র)-এর হাদীস বর্জন কর, কেননা সে মহান পূর্বসূরিদের দোষারোপ করে।

আবু বকর ইব্ন নাযর ইব্ন আবু নাযর (র) বুহাইয়া (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু আকীল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি কাসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) ও ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় ইয়াহইয়া (র) কাসিম (র)-কে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ, আপনাকে দীন ও শরীআত সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করে উত্তর ও ব্যাখ্যা না পাওয়া আপনার মত ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নয়। কাসিম (র) তাকে বললেন, কি কারণে? ইয়াহইয়া (র) বললেন, কেননা, আপনি আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর দু'জন সত্যপন্থি মহান খলীফার উত্তরপুরুষ। রাবী বলেন, এর জবাবে কাসিম (র) তাকে বললেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান দান করেছেন, তার দৃষ্টিতে এর চেয়েও অশোভনীয় হলো, না জেনে কোন কথা বলা কিংবা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করা। আবু আকীল (র) বলেন, একথা শুনে ইয়াহইয়া (র) নীরব হয়ে গেলেন, আর কোন উত্তর দিলেন না।

وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيْئَةَ أَنَّ ابْنََاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ ابْنُ أَمَامِي الْهُدَى يَغْنَى عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ تُسَالُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ أَعْظِمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنْ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أَخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حِينَ قَالَا ذَلِكَ . . .

বিশ্র ইব্ন হাকাম আল-আব্দী (র).... বুহাইয়ার আযাদকৃত গোলাম আবু আকীল (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, লোকেরা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর কোন এক উত্তরসূরি (কাসিম)-কে একটি প্রশ্ন করল, যার উত্তর তাঁর জানা ছিল না। তখন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম, আমার কাছে অবাক লাগছে যে, আপনার মত ব্যক্তিকে দীন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রশ্ন করা হলো অথচ তার কোন জবাব পাওয়া গেল না—অথচ আপনি হচ্ছেন দু'জন মহান নেতা উমর (রা) ও ইব্ন উমর (রা)-এর বংশধর! এর জবাবে তিনি (কাসিম) বললেন, আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে এর চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, “যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তা বলা কিংবা অনির্ভরযোগ্য লোক থেকে হাদীস বর্ণনা করা।” ইয়াহইয়া (র) ও কাসিম (র)-এর এই আলোচনার সময় আবু আকীল ইয়াহইয়া ইব্ন মুতাওয়াক্কিল (র) সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَ شُعْبَةَ وَ مَالِكًا وَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ ثَبَتًا فِي الْحَدِيثِ فَيَأْتِيَنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالُوا أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبَتٍ، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّضَرَ يَقُولُ سَأَلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أُسْكُفَةِ الْبَابِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرًا تَزْكُوهُ إِنَّ شَهْرًا

মুকাদ্দিমা

تَزَكُّوهُ قَالَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَخَذْتَهُ السَّنَةُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا فِيهِ ، وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدْ بِهِ .

আমর ইব্ন আলী আবু হাফস (র) বর্ণনা করেন যে, আমি ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি সুফয়ান সাওরী (র), শু'বা (র), মালিক (র) ও ইব্ন উয়ায়না (র)-কে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ যদি আমার কাছে তার সম্পর্কে জানতে চায়, তবে আমি কি বলব? তখন তারা বললেন : তুমি সেই প্রশ্নকারীকে জানিয়ে দাও যে, সে নির্ভরযোগ্য নয়।

উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন, নাযর (র) বলেছেন, একদিন ইব্ন আওন তাঁর দরজার চৌকাঠে দাঁড়ানো ছিলেন, তখন শাহর ইব্ন হাওশাব বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, লোকে শাহরকে বর্ণাবিদ্ধ করেছে। আবুল হুসায়ন মুলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র) বলেন, এর অর্থ লোকেরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছে।

হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র).... শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাহর ইব্ন হাওশাবের সাথে আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি না।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَازٍ مِنْ أَهْلِ مَرَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ فَتَرَى أَنْ أَقُولُ لِلنَّاسِ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ بَلَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ ذَكَرَ فِيهِ عَبَّادٌ أَتْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَأَقُولُ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ انْتَهَيْتُ إِلَى شُعْبَةَ فَقَالَ هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ فَاحْذَرُوهُ ، وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ سَأَلْتُ مُعَلَّى الرَّازِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَبَّادٌ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيْسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَ سَفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَذَّابٌ .

মার্ভের অধিবাসী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কুহযায় (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সুফয়ান সাওরী (র)-কে বললাম, আব্বাদ ইব্ন কাসীর-এর অবস্থা তো আপনি জানেন (যে, বাহ্যত তিনি দীনদার ব্যক্তি) কিন্তু তিনি যখন হাদীস বর্ণনা করেন, গুরুতর বিষয় পেশ করেন। আপনি কি মনে করেন, আমি লোকদের বলে দেব যে, তারা যেন তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ না করে। সুফয়ান সাওরী (র) বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) বলেন, তারপর থেকে আমি কোন মজলিসে উপস্থিত থাকলে এবং সেখানে আব্বাদ সম্বন্ধে আলোচনা উঠলে আমি তাঁর দীনদারীর প্রশংসা করতাম কিন্তু বলে দিতাম যে, তোমরা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করো না।

মুহাম্মদ (র).... আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি শু'বার কাছে গেলে, তিনি বললেন, এইযে আব্বাদ ইব্ন কাসীর, তোমরা তার থেকে সতর্ক থাকবে। ফায়ল ইব্ন সাহল (র) বলেন, আমি মুআল্লা আল-রাযী (র)-কে মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ (র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যিনি আব্বাদ ইব্ন কাসীর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি আমাকে ঈসা ইব্ন ইউনুস-এর সূত্রে অবহিত করলেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ (র)-এর গৃহ দ্বারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সুফয়ান (র)-ও তাঁর কাছে ছিলেন। যখন

সুফয়ান বাইরে এলেন, আমি তাঁকে মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন, সে নির্জলা মিথ্যাবাদী।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَفَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ تَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمٌ يَقُولُ يَجْرِي الْكُذْبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكُذْبَ .

মুহাম্মদ ইব্ন আবু আত্তাব (র) বর্ণনা করেন যে, আফ্ফান (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা সৎ ব্যক্তিদের (অর্থাৎ সূফী সাধকদের) অন্য কোন বস্তুর ব্যাপারে এতখানি মিথ্যা বলতে দেখিনি যতখানি দেখেছি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে।

ইব্ন আবু আত্তাব (র) বলেন, আমি সরাসরি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বললেন, তুমি সূফী লোকদেরকে হাদীস বর্ণনার চাইতে অন্য কিছুতেই অধিক মিথ্যা বলতে দেখবে না। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, মিথ্যা তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, তাঁরা ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেন না।

حَدَّثَنِي الْفَظْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَخْبَرَنِي خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِي أَبَانُ عَنْ أَنَسٍ وَ أَبَانُ عَنْ فُلَانٍ فَتَرَكْتُهُ وَ قُمْتُ قَالَ وَ سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامِ أَبِي الْمُقْدَامِ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ فُلَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِعَفَّانَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ إِنَّمَا ابْتُلِيَ مِنْ قَبْلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ .

ফাযল ইব্ন সাহল (র).... ইয়াযীদ ইব্ন হারুন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খলীফা ইব্ন মুসা (র) বলেছেন, আমি গালিব ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে হাদীস লিখাতে গিয়ে বললেন, মাকহুল (র) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন সময় তাঁর পেশাবের বেগ হলো। তিনি পেশাব করতে চলে গেলেন। আমি এই অবসরে তাঁর পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি তাকালাম। দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে, আবান (র).... আনাস (র) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আবান (র) অমুকের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ দেখে আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করে চলে এলাম।

আর আমি হাসান ইব্ন আলী আল-হলওয়ানীকে বলতে শুনেছি, আমি আফ্ফান (র)-এর পাণ্ডুলিপিতে আবুল মিকদাম হিশামের হাদীস দেখেছি, যা তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম (র) বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তাঁকে অমুকের পুত্র ইয়াহইয়া বলা হয়। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন

কা'বের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুলাওয়ানী বলেন, আমি আফ্ফান (র)-কে বললাম, লোকেরা বলে হিশাম না কি মুহাম্মদ ইবন কা'ব (র) থেকে এ হাদীস শুনেছেন? আফ্ফান (র) বলেন, এ হাদীসটির কারণেই হিশাম বিপাকে পড়েছেন। তিনি এ হাদীসটির সনদে বলতেন, ইয়াহইয়া (র) আমাকে মুহাম্মাদের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে তিনি দাবি করেন যে, স্বয়ং মুহাম্মদ (র) থেকে তিনি এ হাদীস শুনেছেন।^১

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنَ جَبَلَةَ يَقُولُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَوْمَ الْفِطْرِ يَوْمَ الْجَوَائِزِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَنْظِرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ قَهْزَاذٍ وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْني ابْنَ الْمُبَارَكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ صَاحِبَ الدَّمِ قَدَرِ الدَّرْهِمِ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَجْلِسًا فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي جَالِسًا مَعَهُ كُرْهُ حَدِيثِهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ قَهْزَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوقِ اللِّسَانِ وَ لَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَ أَدْبَرَ -

মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুহযায (র) আবদুল্লাহ ইবন উসমান ইবন জাবালা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র)-কে বললাম, ঐ ব্যক্তিটি কে, যার থেকে আপনি “ঈদুল ফিত্রের দিন পুরস্কার লাভের দিন” সম্পর্কিত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন? জবাবে ইবন মুবারক (র) বললেন, তিনি হলেন সুলায়মান ইবন হাজ্জাজ (র)। লক্ষ্য কর আমি তার মারফত কি বস্তু তোমার হাতে তুলে দিয়েছি।^২

ইবন কুহযায (র) আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, “কারো শরীর থেকে এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত বের হলে (তার উষ্ম নষ্ট হয়ে যাওয়া) সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারী রাওহ ইবন ওতায়ফ (র)-কে আমি দেখেছি এবং তার এক মজলিসে বসেছি। আমার সঙ্গীদের কেউ আমাকে তার কাছে বসা অবস্থায় দেখে ফেলবে মনে করে আমি তখন লজ্জাবোধ করছিলাম। কেননা লোকেরা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা পছন্দ করে না।

ইবন কুহযায (র).... আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকিয়্যা (র) একজন সত্যবাদী লোক। কিন্তু তিনি (সিকাহ যাঈফ) সব ধরনের লোকের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ وَ كَانَ كَذَّابًا، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَفْضَلٍ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ فَقَالَ الْحَارِثُ الْقُرْآنُ هَيْنَ وَالْوَحْيُ أَشَدُّ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ

১. একবার বলেন, ইয়াহইয়ার মাধ্যমে শুনেছি, আবার বলেন সরাসরি শুনেছি। এতে বর্ণনাকারীর বিভ্রান্তি প্রমাণিত হয়।

২. এটা সুলায়মান ইবন হাজ্জাজের প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই হতে পারে। ইমাম নববী (র) বলেন, প্রশংসা, কিন্তু ইমাম মুসলিম (র) বিতর্কিত হাদীসের বর্ণনা প্রসঙ্গে এটি উল্লেখ করেছেন যে হিসেবে নিন্দাই বোঝা যায়।

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي بَنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالْوَحْيَ فِي سَنَتَيْنِ أَوْ قَالَ الْوَحْيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ

কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).... শাবী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস আল-আওয়ার আল-হামদানী আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে; কিন্তু সে ছিল মিথ্যাবাদী।

আবু আমির আবদুল্লাহ ইবন বুররাদ আল-আশাআরী (র).... শাবী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস আল-আওয়ার আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে। এরপর শাবী (র) শপথ করে বলেন, সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।

কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি দু'বছরে কুরআন মজীদ পড়েছি। একথা শুনে হারিস বলল, কুরআন সহজ কিন্তু ওয়াহী কঠিন।^১

হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র).... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস বলেছে, আমি তিন বছরে কুরআন শিখেছি এবং ওয়াহী শিখেছি দু'বছরে। অথবা সে বলেছে, ওয়াহী শিখেছি তিন বছরে এবং কুরআন শিখেছি দু'বছরে।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثَ اتَّهَمَ ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَمْزَةَ الزِّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ اقْعُدْ بِالْبَابِ قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةٌ وَ أَخَذَ سَيْفَهُ قَالَ وَ أَحَسَّ الْحَارِثُ بِأَشْرٍ فَذَهَبَ ، وَ حَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ أَيَّاكُمْ وَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ وَ نَحْنُ غُلَمَةٌ ائْتَفَاعُ فَكَانَ يَقُولُ لَنَا لَا تَجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ وَ أَيَّاكُمْ وَ شَقِيقًا قَالَ وَ كَانَ شَقِيقُ هَذَا يَرَى رَأَى الْخَوَارِجَ وَ لَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ

হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র).... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিসকে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

কুতাইবা ইবন সাঈদ (র).... হামযা আল-যাইয়াত (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুররা হামদানী (র) হারিস (র)-এর কাছ থেকে (দীন বিরোধী) কিছু কথা শুনে বললেন, তুমি দরজায় বস। রাবী বলেন, মুররা (র) ঘরে প্রবেশ করে হাতে তরবারি তুলে নিলেন। রাবী বলেন, মন্দ পরিণতি ঘটতে পারে, এই আশংকায় হারিস তখন পলায়ন করল।

১. হারিসের বিশ্বাস ছিল, রাসূল ﷺ আলী (রা)-কে ওয়াহী বা গুণ জ্ঞান দিয়ে গিয়েছেন। এই জ্ঞান লাভ করা কঠিন। অথচ আলী (রা) প্রকাশ্যে এ কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ মিথ্যা আরোপের কারণে হারিসকে যঈফ (দুর্বল) বলা হয়।

উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র).... ইব্ন আউন (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ইব্রাহীম নাখঈ (র) আমাদের বললেন, তোমরা মুগীরা ইব্ন সাঈদ (র) ও আবু আবদুর রহীমের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণে সতর্ক থেকে। কেননা তারা উভয়ই মিথ্যাবাদী।

আবু কামিল আল-জাহদারী, (র).... আসিম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা আবু আবদুর রহমান সুলামী (র)-এর কাছে আসা যাওয়া করতাম। এ সময় আমরা ছিলাম বয়সে তরুণ। তিনি আমাদের বলতেন, আবুল আহওয়াস ছাড়া অন্য কোন কিসসা-কাহিনীকারদের সাথে ওঠাবসা করো না। আর অবশ্যই তোমরা শাকীক থেকে সতর্ক থাকবে। কেননা এই শাকীক খারিজীদের আকীদা পোষণ করে। তবে আবু ওয়ায়ল (র) এই শাকীক নন।

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّاظِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفَى فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرُّجْعَةِ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ قَبْلَ أَنْ يُحَدِّثَ مَا أَحَدَّثَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهَرَ مَا أَظْهَرَ فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيلَ لَهُ وَمَا أَظْهَرَ قَالَ الْإِيمَانُ بِالرُّجْعَةِ .

আবু গাস্‌সান মুহাম্মদ ইব্ন আমর আল-রাযী (র) বলেন, আমি জারীর (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি জাবির ইব্ন ইয়াযীদ জু'ফীর সাথে সাক্ষাত করেছি। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে কোন হাদীস লিখিনি, কেননা সে রাজ'আতে বিশ্বাসী ছিল।

হাসান আল-হলওয়ানী (র).... মিসআ'র (র) বলেন, জাবির ইব্ন ইয়াযীদ (র) তার নতুন মতবাদ আবিষ্কারের আগে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^১

সালামা ইব্ন শাবীব (র).... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাবির তার ভ্রাতৃ আকীদা প্রকাশের পূর্বে লোকেরা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করত, কিন্তু সে যখন তার আকীদা প্রকাশ করল, তখন লোকেরা তাকে হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করল এবং কিছুসংখ্যক লোক তাকে বর্জন করল। সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সে কী আকীদা পোষণ করতো? তিনি বললেন, সে ছিল রাজ'আতে বিশ্বাসী।

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ أَنَّهَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهَا وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْخَمْسِينَ أَلْفًا وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ

১. রাজ'আত রাফজা মতবাদের মত একটি মতবাদ। এদের বিশ্বাস যে, হযরত আলী (রা) মেঘমালায় রয়েছেন। তিনি সেখান থেকে বের হয়ে যতক্ষণ আমাদের কারো নেতৃত্বে বের হওয়ার নির্দেশ না দিবেন, ততক্ষণ কোন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করব না।

২. নব আবিষ্কৃত ভ্রাতৃ মতবাদ প্রকাশের পূর্বে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য ছিল।

سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفَى يَقُولُ عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجِءْ تَأْوِيلُ هَذِهِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَبَ فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ وَمَا أَرَادَ بِهَذَا فَقَالَ إِنَّ الرَّاغِضَةَ تَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ فَلَا نَخْرُجُ مَعَهُ مِنْ خَرَجٍ مِنْ وَلَدِهِ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يُرِيدُ عَلِيًّا أَنَّهُ يُنَادِي أَخْرُجُوا مَعَهُ فَلَا يَقُولُ جَابِرٌ هَذَا تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ وَكَذَبَ كَانَتْ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

হাসান আল-হুলওয়ানী (র).... জাবরাহ ইবন মিনহাল (র) বলেন, আমি জাবিরকে বলতে শুনেছি, আবু জাবরের সূত্রে আমার কাছে নবী করীম (সা)-এর সত্তর হাজার হাদীস মজুদ আছে।

হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র).... জাবির ইবন ইয়াযীদ বলেছেন যে, আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার হাদীস মজুদ আছে। আমি এর সামান্য কিছুও বর্ণনা করিনি। যুহায়র (র) বলেন, এরপর সে একদিন একটি হাদীস বর্ণনা করে বলল, এটা ঐ পঞ্চাশ হাজার হাদীসের একটি।

ইব্রাহীম ইবন খালিদ আল-ইয়াশকুরী (র).... সাল্লাম ইবন আবু মুতী (র) বলেন আমি জাবির ইবন ইয়াযীদ জু'ফীকে বলতে শুনেছি যে, আমার কাছে নবী (সা) থেকে বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার হাদীস মজুদ আছে।

সালামা ইবন শাবীব (র).... সুফয়ান বলেন, আমি শুনলাম এক ব্যক্তি জাবিরকে জিজ্ঞেস করল, আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কোন সুরাহা না করেন। কেননা তিনি উত্তম ফয়সালাকারী (সূরা ইউসুফ : ৮০)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি? তখন জাবির বলল : এ আয়াতের ব্যাখ্যা অদ্যাবধি প্রতিফলিত হয়নি। সুফয়ান (র) বলেন, জাবির মিথ্যা বলেছে। (হুমায়দী বলেন) আমরা সুফয়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ আয়াত থেকে তার উদ্দেশ্য কি? সুফয়ান (র) বললেন, “রাফীযীরা বলে, আলী (রা) মেঘের রাজ্যে অবস্থান করছেন। আমরা তাঁর বংশের কোন ব্যক্তির সমর্থনে জিহাদে বের হব না, যে পর্যন্ত না আলী (রা) আকাশ থেকে আওয়ায দিয়ে বলবেন, তোমরা অমুকের সাথে জিহাদে বেড়িয়ে পড়।” জাবির বলে, এ হল এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। সুফয়ান (র) বলেন, সে মিথ্যা বলেছে, কেননা এ আয়াত তো ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوِ مَنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا اسْتَحِلُّ أَنْ أَذْكَرَ مِنْهَا شَيْئًا وَأَنْ لِي كَذًا وَكَذَا - قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّازِيَّ قَالَ سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَقُلْتُ الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِينَهُ قَالَ نَعَمْ شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ

সালামা (র).... সুফয়ান (র) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, আমি জাবিরকে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তার থেকে সামান্য কিছু প্রকাশ করাও বৈধ মনে করি না, যদিও আমাকে এত এত পরিমাণে (ধন-সম্পদ) দান করা হয়। মুসলিম (র) বলেন, আমি আবু গাস্‌সান মুহাম্মদ ইবন আমর আল-রাযী (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি জারীর ইবন আবদুল হামীদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হারীস

ইবন হাসীরার সঙ্গে কখনো সাক্ষাত করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি একজন মিতভাষী প্রবীণ বৃদ্ধ। কিন্তু একটি গুরুতর কাজে বাড়াবাড়ি করেন।^১

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلًا يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللِّسَانِ وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ هُوَ يَزِيدُ فِي الرِّقْمِ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَيُّوبُ إِنَّ لِي جَارًا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرُ مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ إِعْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةَ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ

আহমদ ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী (র)... আইয়ূব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বললেন, তার কথার ঠিক নেই। তিনি আরেক ব্যক্তির আলোচনা করে বললেন, সে পণ্যের ক্রয়-মূল্য বাড়িয়ে বলে (অর্থাৎ হাদীসে নিজের থেকে সংযোজন করে)।

হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র).... হাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আইয়ূব (র) আমাকে বলেছেন, আমার এক প্রতিবেশী আছে। এই বলে তিনি তার গুণাবলী ও মর্যাদার আলোচনা করলেন। তারপর বললেন, সে আমার সামনে দু'টি খেজুরের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে আমি তার সাক্ষ্য বৈধ বলে গ্রহণ করব না।

মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) ও হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র).... আবদুর রাযযাক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মা'মার (র) বলেছেন, আমি আইয়ূব (র)-কে কখনো গীবত করতে দেখিনি। কিন্তু আবদুল করীমের অর্থাৎ আবু উমায়্যার গীবত করতে দেখেছি। একদিন তিনি তার আলোচনা করে বলেছেন, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। সে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। একদা সে আমাকে ইকরিমা (র)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। পরে সে তা এভাবে বর্ণনা করেছে, আমি ইকরিমা থেকে শুনেছি।^২

حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى فَجَعَلَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُونِ الْجَارِفِ وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى عَلَى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوا إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا فَقَالَ قَتَادَةُ هَذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ لَا يَغْرَضُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيِّ مُشَافَهَةً وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيِّ مُشَافَهَةً إِلَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ

১. রাজ'আত-এর আকীদা পোষণ করেন।

২. অর্থাৎ সে তা সরাসরি 'ইকরিমা থেকে শুনেছে বলে দাবি করে, অথচ এ দাবি মিথ্যা।

ফায়ল ইব্ন সাহল (র).... ‘আফফান ইব্ন মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাম্মাদ (র) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অন্ধ আবু দাউদ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল হযরত বারা (রা) এবং যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন। আমরা কাতাদা (র)-এর কাছে গিয়ে একথা আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তাঁদের থেকে সে কিছুই শোনেনি। সে তো ছিল একজন ভিক্ষুক। তাউন জারিফের সময় লোকদের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করত।

হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী (র).... হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, অন্ধ আবু দাউদ কাতাদা (র)-এর নিকট হাযির হলো। সে চলে গেলে লোকেরা বলল, আবু দাউদ দাবি করে যে, সে আঠারজন বদরী (বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছে। একথা শুনে কাতাদা (র) বললেন, সে তো জারিফ মহামারির পূর্বে ভিক্ষা করে বেড়াত। সে হাদীস শিক্ষা করার এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পায়নি। আল্লাহর কসম! হাসান বসরী (র) প্রত্যক্ষভাবে কোন বদরী সাহাবী থেকে হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করেননি। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) ও হযরত সা‘দ ইব্ন মালিক (রা) ছাড়া অন্য কেউ বদরী সাহাবী থেকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেননি।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ كَلَامَ حَقٍّ وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذِينَ مُعَاذٍ يَقُولُ قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ إِنَّ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ كَذَبَ وَاللَّهِ عَمْرُو وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ الْخَبِيثِ .

উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)—তিনি বলেন, জারীর (র), রাকাবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু জাফর আল-হাশিমী আল-মাদানী (র) হাদীস জাল করত, কথা হিসেবে যা সত্য হত, কিন্তু সেগুলো প্রকৃতভাবে নবী ﷺ-এর হাদীস নয়।

হাসান আল-হুলওয়ানী (র).... আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফয়ান (র) থেকে এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র).... ইউনুস ইব্ন উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন, আমরা ইব্ন উবায়দ হাদীসে মিথ্যা বর্ণনা করত।

আমর ইব্ন আলী আবু হাফস (র)... ‘আমর ইব্ন উবায়দ বলেন, হাসান বসরী (র) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) উপর অস্ত্র উত্তোলন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” আউফ (র) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা মিথ্যা বলেছে। সে এ হাদীসটিকে তার বদ আকীদার সাথে একত্রিত করার অপচেষ্টা করেছে।

১. এক ধরনের মারাত্মক মহামারী। ৬৭ হিজরী, ৮৭ হিজরী, ১১৯ হিজরী এবং ১৩৬ হিজরীতে কয়েকবার এ ভয়ানক মহামারী সংঘটিত হয়েছিল। এখানে ৮৭ হিজরীর জারিফের কথা বলা হয়েছে।

২. মু‘তাযিলা মতবাদ।

মুকাদ্দিমা

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَّارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنْهُ فَقَدَهُ أَيُّوبُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ قَالَ حَمَّادُ فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى السُّوقِ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ بَلَّغْنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَالَ حَمَّادُ سَمَاءُ يَعْنِي عَمْرًا قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ يَجِيئُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ قَالَ يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ إِنَّمَا نَفَرُ أَوْ تَفَرَّقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ .

উবায়দুল্লাহ ইবন উমর আল-কাওয়ারী (র) —হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আইয়ূবের সাহচর্যে থেকে তার কাছ থেকে হাদীস শুনত। একসময় আইয়ূব তাকে অনুপস্থিত দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলল, হে আবু বকর! (আইয়ূবের উপনাম) সে তো আজকাল উবায়দের সাথে থাকে। হাম্মাদ বলেন, এর মধ্যে একদিন সকালে আমি আইয়ূবের সাথে বাজারে যাচ্ছিলাম। এমন সময় ঐ লোকটি তার সামনে এল। আইয়ূব তাকে সালাম করে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর তাকে বললেন, আমি জানতে পারলাম, তুমি না কি বর্তমানে ঐ ব্যক্তির সাহচর্যে আছ? হাম্মাদ বলেন, তিনি তার নাম উল্লেখ করে বললেন, আম্রের সাহচর্যে? সে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। হে আবু বকর! সে তো আমাদের আশ্চর্য ও অশ্রুতপূর্ব কথা শোনায়। হাম্মাদ বলেন, আইয়ূব তাকে বললেন, আমরা এ ধরনের আশ্চর্যজনক কথাবার্তা এড়িয়ে চলি, অথবা বললেন, দূরে থাকি।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ يَعْنِي حَمَّادًا قَالَ قِيلَ لِأَيُّوبَ إِنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا يُجْلَدُ السُّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُجْلَدُ السُّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ بَلَغَ أَيُّوبَ أَنَّيَ أَتَى عَمْرًا فَأَقْبَلَ عَلَى يَوْمًا فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ

হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র).... হাম্মাদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আইয়ূব (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমর ইবন উবায়দ হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তাকে দোররা মারা হবে না। তা কি ঠিক? তখন আইয়ূব বললেন, আমর ইবন উবায়দ মিথ্যা বলেছে। আমি হাসান (ব)-কে শুনেছি, তিনি বলেছেন নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত হলে দোররা মারা হবে।

হাজ্জাজ (র).... সাল্লাম ইবন আবু মুতী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আইয়ূবের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, আমি আম্রের কাছে যাই। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি ধারণা, যার দীনদারীর ব্যাপারে তুমি আস্তা রাখতে পার না, তার হাদীসের উপর তুমি কিরূপে আস্তা রাখতে পার?

সালামা ইবন শাবী (র).... আবু মূসা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমর ইবন উবায়দ তার নতুন ভ্রাতৃ আকীদা প্রকাশ করার পূর্বে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে।

১. খেজুর, মনাক্ক, কিসমিস ইত্যাদি ভেজানো পানি।

২. মু'তায়িলা মতাদর্শ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَا تَكْتُبُ عَنْهُ شَيْئًا وَمَزَّقَ كِتَابِي وَحَدَّثَنَا الْحُلَوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ قَالَ لِي شُعْبَةُ ابْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَارِثٍ فَقُلْ لَهُ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرَوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لِشُعْبَةَ وَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا قَالَ قُلْتُ لَهُ بَايَ شَيْءٍ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَتْلَى أَحَدٍ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا تَقُولُ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا قَالَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قُلْتُ مِنْ حَدِيثٍ مَنْ يَرَوِي قَالَ يَرَوِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ

উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আল-আনবারী (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি ওয়াসিত শহরের কাযী আবু শায়বা (র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে শু'বা (র)-এর কাছে চিঠি লিখে পাঠালাম। জবাবে তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন, তার কাছ থেকে কিছুই লিখবে না আর আমার এই চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

আল-হুলওয়ানী (র) বলেন, আফ্ফানকে বলতে শুনেছি, সালিহ আল-মুররীর সূত্রে বর্ণিত সাবিতের একটি রিওয়ায়াত হাম্মাদের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। আমি হাম্মামকে সালিহ মুররীর একটি হাদীস পড়ে শোনাতে তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে।

মাহমুদ ইবন গায়লান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু দাউদ বলেছেন, শু'বা আমাকে বললেন, তুমি জারীর ইবন হাযমের কাছে যাও এবং তাকে বল, হাসান ইবন উমারা থেকে হাদীস গ্রহণ করা তোমার জন্য ঠিক নয়। কেননা সে মিথ্যা বলে। আবু দাউদ বলেন, আমি শু'বাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার প্রমাণ কী? শু'বা বললেন, হাসান ইবন উমারা ... হাকাম (র) থেকে আমাদের কাছে এমন বহু কিছু বর্ণনা করেছেন, আমি তার কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। আবু দাউদ বলেন, আমি বললাম সেগুলো কোন্ কোন্ হাদীস? শু'বা বললেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম ﷺ কি উহদের শহীদদের জানাযার সালাত পড়েছেন? তিনি বললেন, তিনি তাদের জানাযার সালাত পড়েন নি। কিন্তু হাসান ইবন উমারা (র)... হাকাম (র)-এর সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ তাদের জানাযার সালাত পড়েছেন এবং দাফনও করেছেন। শু'বা বলেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, “জারজ সন্তানদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?” তিনি বললেন, “তাদের জানাযা পড়তে হবে।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত এবং এর বর্ণনাকারী কে? হাকাম বললেন, হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। কিন্তু হাসান ইবন উমারা বলেন, হাকাম আমাদের ইয়াহুইয়া ইবন জাযারের সূত্রে আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هُرُونَ وَذَكَرَ زِيَادُ بْنُ مَيْمُونٍ فَقَالَ حَلَفْتُ أَلَّا أَرَوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَلَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْدُوجٍ وَقَالَ لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ

فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرِ الْمُزَنِيِّ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مَوْرِقٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ الْحَسَنِ وَكَانَ يَنْسِبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ قَالَ الْحُلَوَانِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ وَذَكَرْتُ عَنْهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ .

হাসান আল-হুলওয়ানী (র) বলেন যে, আমি ইয়াযীদ ইব্ন হারুনকে যিয়াদ ইব্ন মায়মুন সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি শপথ করেছি, তার (যিয়াদ) থেকে কোন কিছুই বর্ণনা করব না এবং খালিদ ইব্ন মাহদুজ থেকেও না। ইয়াযীদ ইব্ন হারুন বলেন, একবার আমি যিয়াদ ইব্ন মায়মুনের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে এ হাদীসটি আমাকে বাকর আল-মুযানীর সূত্রে বর্ণনা করল। দ্বিতীয়বার গিয়ে আমি তাকে সেই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে আমাকে তা মুওয়াররিকের সূত্রে বর্ণনা করল। আমি তৃতীয়বার গিয়ে তাকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, সে আমাকে হাসান বসরীর সূত্রে বর্ণনা করল। ইয়াযীদ ইব্ন হারুন তাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বলতেন। হুলওয়ানী বলেন, আমি আবদুস সামাদের কাছে যিয়াদ ইব্ন মায়মুনের উল্লেখ করলে তিনি তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبْدِ بْنِ مَنْصُورٍ فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّضْرُبْنُ شُمَيْلٍ قَالَ لِي أُسْكُتُ فَإِنَّا لَقِيتُ زِيَادَ مَيْمُونٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَرَوِيهَا عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ أَرَأَيْتُمَا رَجُلًا يُذْنِبُ فَيَتُوبُ أَلَيْسَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنَسٍ مِنْ ذَا قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ النَّاسُ فَاَنْتُمَا لَا تَعْلَمَانِ إِنِّي لَمْ أَلْقِ أَنَسًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَبَلَّغْنَا بَعْدُ أَنَّهُ يَرَوِي فَاتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَتُوبُ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ فَتَرَكْنَاهُ .

মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) বলেন যে, আমি আবু দাউদ তায়ালিসীকে বললাম, আপনি তো আব্বাস ইব্ন মানসুর থেকে অনেক হাদীসই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আপনি কি তার থেকে আত্তারার হাদীস শোনে নি, যা নাযর ইব্ন শুমায়ল আমাদের বর্ণনা করেছেন? তিনি আমাকে বললেন, চুপ করো। আমি ও আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী যিয়াদ ইব্ন মায়মুনের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে এসব হাদীস আনাস (রা) থেকে বর্ণনা কর, তা কতটুকু সহীহ ও সঠিক? যিয়াদ বলল, আপনার কি অভিমত, যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ করার পর তাওবা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা কি তার তাওবা কবুল করবেন না? আবু দাউদ বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ, কবুল করবেন। যিয়াদ বলল, সত্য কথা হচ্ছে, আমি আনাস (রা) থেকে কম বা বেশি কিছুই শুনি নি। অন্য লোকেরা যদি অবগত না থাকে, তাহলে আপনারাও কি জানবেন না যে, আমি কখনো আনাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করিনি? আবু দাউদ বলেন, এর কিছুদিন পর আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, সে পুনরায় আনাস (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে। আমি ও আবদুর রহমান আবার তার কাছে গেলাম। সে বলল, আমি তাওবা করলাম। পরে দেখা গেল যে, সে আগের মতই আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করছে। তখন আমরা তাকে পরিত্যাগ করলাম।

حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَبَابَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ سُوَيْدُ بْنُ عَقْلَةَ قَالَ شَبَابَةُ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ أَيْ شَيْءٍ هَذَا قَالَ يَعْنِي تُتَّخَذُ كَوَّةٌ فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرُّوحُ

হাসান আল-হুলওয়ানী (র) বলেন, আমি শাবাবাকে বলতে শুনেছি যে, আবদুল কুদ্দুস আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন এবং বলতেন, সুওয়ায়দ ইব্ন আকাল্লা (আসলে সুওয়ায়দ ইব্ন গাফাল।) শাবাবা বলেন, আমি আবদুল কুদ্দুসকে আরো বলতে শুনেছি: “রাসূলুল্লাহ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا: পার্শ্বের থেকে বায়ু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।” শাবাবা বলেন, কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এ কথাটির অর্থ কি? তখন বললেন, কেউ যেন বায়ু গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পার্শ্বের দেয়ালে জানালা বা ছিদ্র তৈরি না করে।^১

قَالَ مُسْنِمٌ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ بِأَيَّامِ مَاهِذِهِ الْعَيْنِ الْمَالِحَةِ الَّتِي نَبَعَتْ قَبْلَكُمْ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ قَالَ مَا بَلَغَنِي عَنْ الْحَسَنِ حَدِيثٌ إِلَّا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ فَقَرَأَهُ عَلَيَّ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةَ الزِّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ نَحْنُ مِنَ أَلْفِ حَدِيثٍ قَالَ عَلِيُّ فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً

মুসলিম (র) বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারিরীকে বলতে শুনেছি: তিনি বলেন, আমি হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এক ব্যক্তিকে, যিনি কিছুদিন মাহদী ইব্ন হেলালের সাহচর্যে ছিলেন—বললেন, ওটা কেমন একটি লবণাক্ত ঝরণা, যা তোমাদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে? সে বলল, হে আবু ইসমাইল! (মুহাম্মদ-এর উপনাম) হ্যাঁ, সত্যিই ওটা লবণাক্ত পানির ঝরণাই বটে।

হাসান আল-হুলওয়ানী বলেন, আমি ‘আফফানকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আবু আওয়ানাকে বলতে শুনেছি, হাসান বসরী (র) থেকে যে হাদীসই আমার কাছে পৌঁছাত, আমি তা আবান ইব্ন আবু আইয়াশের কাছে পেশ করতাম। সে আমাকে তা পড়ে শুনাত।

সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইব্ন মুসহির বলেছেন, আমি ও হামযা আয-যাইয়াত আবান ইব্ন আবু আইয়াশ থেকে প্রায় এক হাজার হাদীস শুনেছি। আলী বলেন, একদিন আমি হামযার সাথে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে অবহিত করলেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছেন এবং আবান থেকে যে সমস্ত হাদীস শুনেছিলেন তা (স্বপ্নের মধ্যে) তাঁকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ﷺ-এর সামান্য ক’টি অর্থাৎ পাঁচটি বা ছ’টি ছাড়া একটিরও স্বীকৃতি দেননি।

১. তিনি ‘গাফালা’ স্থলে ‘আকাল্লা’ উচ্চারণ করতেন। এ দ্বারা তাঁর হাদীস বর্ণনায় অবিশ্বস্ততার কথা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি হল, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا, রাসূলুল্লাহ ﷺ তীরন্দাজী শেখার জন্য কোন প্রাণীকে নিশানা বানাতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি الرُّوحُ এর স্থলে الرُّوحُ এবং غَرَضًا এর স্থলে غَرَضًا বলতেন এবং ভুল অর্থ করতেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو اسْحَقَ الْفَزَارِيُّ أَكْتُبُ عَنْ بَقِيَّةٍ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ وَلَا تَكْتُبُ عَنْهُ مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ وَلَا تَكْتُبُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ ، وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نِعَمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةٌ لَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْأَسَامِي وَيُسَمَّى الْكُنَى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ فَنَنْظُرُنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْإِزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَفْصَحُ بِقَوْلِهِ كَذَابٌ إِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ كَذَابٌ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنُ عُرْفَانَ فَقَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصَفِيْنٍ فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَتَرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ عَلِيٍّ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيَّةٍ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَغْتَبَيْتَهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ مَا أَغْتَابَهُ وَ لَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرَوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ شُعْبَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ بْنُ أَبِي ذَيْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هُوَلَاءِ الْخُمْسَةِ فَقَالَ لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي قُلْتُ لَا قَالَ لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي

আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যাকারিয়া ইবন আদী বলেন, আবু ইসহাক আল-ফারী আমাকে বলেছেন যে, বাকিয়া (নামক রাবী) যে সব হাদীস প্রসিদ্ধ মুহাদিসগণের কাছ থেকে বর্ণনা করে, শুধু সেগুলো লিখে নাও এবং যে সব হাদীস অখ্যাত ও অপরিচিত লোকদের থেকে বর্ণনা করে, তা লিখো না। কিন্তু ইসমাইল ইবন আইয়াশের কোন হাদীসই গ্রহণ করো না; তা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থেকেই হোক আর অপরিচিত ও অখ্যাত ব্যক্তিদের থেকেই হোক।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-হানযালী (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র)-এর এক ছাত্রের কাছে শুনেছি যে, ইবন মুবারক (র) বলেছেন, বাকিয়া উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন, যদি তার মধ্যে একটি দোষ না থাকত। তিনি রাবীর (বর্ণনাকারী) নামকে কুনিয়াত (ডাক নাম) এবং কুনিয়াতকে নামদ্বারা প্রকাশ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত আমাদের আবু সাঈদ ওহায়ীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে আমরা খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, ওহায়ী হলেন সেই আবদুল কুদ্দুস (যাকে হাদীস বিশারদগণ বর্জন করেছেন)।

আহমাদ ইবন ইউসূফ আযদী বলেন, আমি আবদুর রায্যাককে বলতে শুনেছি, আমি ইবন মুবারক (র)-কে সুস্পষ্ট ভাষায় আবদুল কুদুস ছাড়া আর কাউকে মিথ্যাবাদী বলতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আবদুল কুদুস চরম মিথ্যাবাদী।

আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী বলেন, আবু নু'আঈম একদা মু'আল্লা ইবন ইরফানের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, মু'আল্লা বলেছে যে, আবু ওয়ায়ল আমাদের বর্ণনা করেছেন, সিয়ফীনের যুদ্ধে ইবন মাসউদ (রা) আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তার কথা শুনে আবু নু'আঈম বললেন, তোমার কি ধারণা, তিনি মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন?

আমর ইবন আলী ও হাসান আল-ভলওয়ানী (র) 'আফ্ফান ইবন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা ইসমাইল ইবন উলাইয়ার নিকট বসা ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি অন্য আর এক ব্যক্তি থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করল। তখন আমি বললাম, “সে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার উপযুক্ত নয়।” আফ্ফান বলেন, আমার কথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলল, তুমি তো তার গীবত করলে। ইসমাইল বললেন, না, সে তার গীবত করেনি, বরং সে যে হাদীস বর্ণনা করার উপযুক্ত নয়, সেই সত্যটিকে উদঘাটন করেছে।

আবু জাফর দারিমী (র) থেকে বর্ণিত যে, বিশর ইবন 'উমর বলেন, আমি মালিক ইবন আনাসকে সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (র) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। মালিক ইবন আনাস বললেন, সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আমি তাকে তাওয়ামার আযাদকৃত গোলাম সালিহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য নয়। আমি তাকে আবুল হুয়ায়রিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। তারপর আমি তাঁকে শু'বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার থেকে ইবন আবু যি'ব হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। এরপর আমি তাঁকে হারাম ইবন উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য নয়। তারপর আমি মালিক ইবন আনাসের নিকট উক্ত পাঁচ ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, এদের কেউই হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। অবশেষে আমি তাঁকে আর একজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যার নাম এখন আমার মনে নেই। তার সম্পর্কে তিনি বললেন, তার কোন হাদীস তুমি আমার কিতাবগুলোতে দেখেছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যদি সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য হতো, তাহলে তুমি অবশ্যই আমার কিতাবের মধ্যে তার নামের উল্লেখ পেতে (কাজেই সেও নির্ভরযোগ্য নয়)।

وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ مَتَّهَمًا وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اسْحَقَ الطَّالِقَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ لَوْ خَيْرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّرٍ لَا خَيْرَ لِي أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَغْرَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ زَيْدُ بَعْنَى أَبِي أَنَيْسَةَ لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ الْوَابِصِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ يَحْيَى

بُنْ أَبِي أَنْيْسَةَ كَذَّابًا، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ فَرَقْدُ عِنْدَ أَيُّوبَ فَقَالَ إِنَّ فَرَقْدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ،

ফায়ল ইব্ন সাহল থেকে বর্ণিত, ইব্ন আবু যি'ব শুরাহবিল ইব্ন সা'দ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ শুরাহবিল ছিল অভিযুক্ত।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কুহযায (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু ইসহাক তালেকানীকে বলতে শুনেছি যে, ইব্ন মুবারককে বলতে শুনেছি, যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাররার-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার মধ্যে ইখতিয়ার দেয়া হতো, তাহলে প্রথমে আমি তার সাথে সাক্ষাত করে পরে জান্নাতে প্রবেশ করতাম। পরে যখন আমি তাকে দেখলাম, তখন আমার কাছে উটের বিষ্ঠাও তার থেকে উৎকৃষ্ট মনে হলো।

উবায়দুল্লাহ ইব্ন আমর বলেন, ফায়ল ইব্ন সাহল থেকে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইব্ন সালিহ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আমর—যায়দ বলেন অর্থাৎ ইব্ন আবু উনায়সা, বলেছেন, তোমরা আমার ভাই (ইয়াহুইয়া) থেকে হাদীস গ্রহণ করো না।

আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম দাওরাকী থেকে বর্ণিত, আবদুস সালাম আল-ওয়াবিসী বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর রাকী (র) উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আমর থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, ইয়াহুইয়া ইব্ন উনাইসা মিথ্যাবাদী ছিলেন।

আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম (র) হাম্মাদ ইব্ন যায়দ থেকে বর্ণনা করেন যে, আইয়ূবের নিকট ফারকাদের উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, ফারকাদ হাদীস বর্ণনার যোগ্য নয়।^১

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ وَذَكَرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ فَضَعَّفَهُ جِدًّا فَقِيلَ لِيَحْيَى أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَرَوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ضَعَّفَ حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدِيثُهُ رِيحٌ وَضَعَّفَ مُوسَى بْنُ دِهْقَانَ وَ عِيْسَى بْنُ أَبِي عِيْسَى الْمَدَنِيُّ قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيْسَى يَقُولُ قَالَ لِي ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلَّا حَدِيثَ ثَلَاثَةٍ لَا تَكْتُبْ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعْتَبٍ وَ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدَ بْنَ سَالِمٍ .

আবদুর রহমান ইব্ন বিশর আল-আবদী (র) বলেন, আমি ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র)-এর কাছে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন 'উমায়র লায়সীর উল্লেখ করলে, তিনি তাকে অত্যন্ত যঈফ (দুর্বল) বলে মন্তব্য করেছেন। এ সময় কেউ ইয়াহুইয়াকে জিজ্ঞেস করল, সে কি ইয়াকুব ইব্ন আতা থেকেও যঈফ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়র থেকে

১. প্রকৃতপক্ষে ফারকাদ একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ ও আল্লাহভীরু, ইবাদতগুয়ার লোক ছিলেন, তবে হাদীস বর্ণনা করার জন্যে যে সব গুণের প্রয়োজন, সেগুলো তার মধ্যে ছিল না।

কেউ হাদীস বর্ণনা করবে তা আমি ভাবতে পারি না। বিশ্র ইব্ন আল-হারাম (র) বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তানকে বলতে শুনেছি, হাকাম ইব্ন যুবার ও আবদুল আ'লা যঈফ (দুর্বল) এবং ইয়াহইয়া ইব্ন মূসা ইব্ন দীনারও যঈফ (দুর্বল)। তিনি আরো বলেছেন, তার হাদীস হচ্ছে বাতাসের মত। তিনি মূসা ইব্ন দিহকান ও ঈসা ইব্ন আবু ঈসা মাদানীকেও যঈফ (দুর্বল) বলেছেন।

মুসলিম (র) বলেন, আমি হাসান ইব্ন ঈসা (র)-এর কাছে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন মুবারক বলেছেন, যখন তুমি জারীরের কাছে যাবে তখন তার থেকে তিন ব্যক্তির হাদীস ছাড়া আর সমস্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিও। এ তিন ব্যক্তি হচ্ছে : 'উবায়দা ইব্ন মুআত্তিব, আস-সারী ইব্ন ইসমাঈল ও মুহাম্মদ ইব্ন সালিম।

قَالَ مُسْلِمٌ وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رِوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةً لِمَنْ تَفَهُمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُّوا وَإِنَّمَا الزَّمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكُشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رِوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ وَافْتَوُوا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ إِذَا الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيْبٍ . فَإِذَا كَانَ الرَّأْيُ لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرَّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَ لَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهَلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ إِثْمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَا يُؤْمِنُ عَلَى بَعْضٍ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَ لَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبٌ لَا أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَ أَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَقْنَعٍ وَلَا أَحْسَبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُعْرِجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَ يَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ إِلَّا أَنْ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالْإِعْتِدَادُ بِهَا إِرَادَةُ التَّكْثُرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلَئِنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فَلَانَ مِنَ الْحَدِيثِ وَ أَلْفَ مِنَ الْعَدَدِ وَ مَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَ سَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بَانَ يُسَمَّى جَاهِلًا أَوْ لَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْعِلْمِ .

মুসলিম (র) বলেন, অভিযুক্ত রাবীদের দোষ-ত্রুটি ও তাদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমদের যে মতামত আমরা বর্ণনা করেছি, তার ফিরিস্তি বেশ দীর্ঘ। এ সম্পর্কে সবকিছু আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে সংকলনের কলেবর বেড়ে যাবে। তবে আমরা এখানে যা আলোচনা করেছি, তা যে কোন বিচক্ষণ ও হাদীস সম্পর্কী নীতি-পদ্ধতি বোঝা ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। মুহাদ্দিসগণ রাবী এবং ঘটনা বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়া অপরিহার্য মনে করেছেন। বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে যখনই তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখনই তারা তা দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে বৈধ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। কেননা দীনের কোন কথা বর্ণনা করলে তার মাধ্যমে হয় কোন কাজ হালাল অথবা হারাম প্রমাণিত হবে, অথবা তাতে কোন কাজ করার নির্দেশ অথবা নিষেধ থাকবে, অথবা এর মাধ্যমে কোন কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে বা কোন কাজ না করার জন্য

নিরুৎসাহিত করা হবে। এমতাবস্থায় কোন রাবীর মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততার উপাদান না থাকে, আর অন্য রাবী তা জানা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার সময় তার সম্পর্কে অনবহিত লোকদের সামনে এ ত্রুটি তুলে না ধরে, তবে সে গুনাহগার হবে এবং সাধারণ মুসলিমদের সাথে প্রতারণাকারী বলে গণ্য হবে। কেননা যারা এসব হাদীস শুনবে, তারা এর সবগুলোর উপর অথবা এর কোন একটির উপর আমল করবে। অথচ এর সবগুলো অথবা অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত নির্ভুল ও সহীহ হাদীসের এক বিরাট সম্ভার আমাদের সামনে রয়েছে। কাজেই এমন এক ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার আদৌ প্রয়োজন নেই, যার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয় এবং সে নিজেও বিশ্বস্ত রাবী নয়।

আমি মনে করি, যে সব লোক এ ধরনের মঈফ হাদীস এবং অখ্যাত সনদ বর্ণনা করে এবং এ সবার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও এর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের সাধারণ মানুষের কাছে অধিক হাদীস সংগ্রহকারী হিসেবে পরিচিত করা এবং লোকদের এই বাহবা আদায় করা যে, অমুক ব্যক্তি কত হাদীস সংগ্রহ করেছে, কত হাদীস সংকলন করেছে। ইল্মে হাদীসের ক্ষেত্রে যে এ নীতি অবলম্বন করে এবং এ পথে পা বাড়ায়, হাদীস শাস্ত্রে তার কোন স্থান নেই। বস্তুত এমন ব্যক্তি আলিম (জ্ঞানী) হিসেবে আখ্যায়িত না হয়ে জাহিল (মূর্খ) নামে অভিহিত হওয়ার অধিক যোগ্য।

٦. بَابُ صِحَّةِ الْإِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعْتَنَنِ إِذَا مَكَانَ لِقَاءِ الْمُعْتَنِينَ وَكَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَذْلَسٌ

৬. পরিচ্ছেদ : ‘আন্ আন্’ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয যদি এর রাবীদের পারস্পরিক সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের কেউ মুদাল্লিস না হয়

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا يَقُولُ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذَكَرَ فَسَادَهُ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذْهَبًا صَحِيحًا إِذَا الْأَعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَرَّحِ أُخْرَى لِامَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَاجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيْهًُا لِلْجُهَالِ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهْلَةِ بِمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ وَاسِرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَأِ الْمُخْطِئِينَ وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيْقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ أَجْدَى عَلَى الْأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

[ইমাম মুসলিম (র) বলেন,] আমাদের যুগের কোন স্বঘোষিত হাদীস বিশারদ হাদীসের সনদ সবল ও দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তার সেই ভ্রান্ত অভিমত লিপিবদ্ধ করা এবং তার ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করা থেকে বিরত থাকাই সঠিক মত ও পথ। কেননা ভ্রান্ত মতামত নির্মূল করা এবং এর প্রবক্তার নাম মুছে ফেলার জন্যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নীরব থাকাটাই বেশি কার্যকর। এটাই অশিক্ষিত লোকদেরকে এইসব ভ্রান্ত মতামত সম্বন্ধে অনবহিত রাখার উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু যখন মূর্খ লোকদের ভুল মতামতের প্রতি ত্বরিত বিশ্বাস স্থাপন ও উলামায়ে কিরামের কাছে অগ্রহণযোগ্য কথার প্রতি তাদের আকৃষ্ট হওয়ার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করলাম, তখন আমরা এদের ভ্রান্ত মতের উল্লেখ করে তার মূলোচ্ছেদ করা জরুরী মনে করলাম।

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَالْأَخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِهِ أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فَلَانٌ عَنْ فَلَانٍ وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بَانَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرِ وَاحِدٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّأْوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ أَنََّّهُمَا التَّقْيَا قَطُّ أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَرٍ جَاءَ هَذَا الْمَجِيءُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بَانَّهُمَا قَدْ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا وَتَلَاقِيهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ ذَلِكَ وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الرَّأْوِي عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهِ مَرَّةً وَ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا حُجَّةً وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِّنَ الْحَدِيثِ قَلٌّ أَوْ كَثْرٌ فِي رِوَايَةٍ مِثْلٍ مَا وَرَدَ.

ইনশাআল্লাহ, এ কাজ মানুষের জন্যে হবে কল্যাণকর এবং এর পরিণামও হবে শুভ। যার বক্তব্য কেন্দ্র করে আমরা আলোচনা শুরু করেছি এবং যার গ্রহণযোগ্য অভিমত আমরা বাতিল বলে ঘোষণা করেছি, তিনি বলে থাকেন, যদি সনদের মধ্যে ‘অমুক অমুকের কাছ থেকে’ (فلان عن فلان) এভাবে উল্লেখ থাকে এবং এ কথা জানা যায় যে, তারা উভয়ই একই যুগের রাবী, একই সময়ে বর্তমান ছিলেন, তা ছাড়া হাদীসটি সরাসরি শোনার এবং পরস্পর সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, কিন্তু নিচের রাবী তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে শুনেছেন বলে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি এবং কোন রিওয়াযাতেও আমরা পাইনি যে, তাদের উভয়ের মধ্যে কখনও সাক্ষাত ঘটেছে অথবা সামনাসামনি কথাবার্তা হয়েছে, তাহলে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির থেকে এভাবে যত হাদীস বর্ণিত হবে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না—যে পর্যন্ত প্রমাণ না হবে তারা উভয়ে জীবনে একবার কিংবা একাধিকবার কোথাও একত্রিত অথবা সামনাসামনি হয়েছিলেন অথবা এমন হাদীস পাওয়া যায়, যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, জীবনে অন্তত একবার বা একাধিকবার তারা একত্রিত হয়েছেন বা একবার বা একাধিকবার তাদের সাক্ষাত হয়েছে।

সুতরাং যদি এই বর্ণনাকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে সাক্ষাতের কিংবা সামনাসামনি হওয়ার কথা না জানা যায় এবং কোন হাদীস বর্ণনায় যদি তাদের মধ্যে অন্তত একবার সাক্ষাতের এবং তার থেকে কিছু শোনার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এ পর্যায়ে হাদীস গ্রহণ করা স্থগিত থাকবে—যে পর্যন্ত এক বা একাধিক হাদীসদ্বারা সাক্ষাত ও শোনার প্রমাণ না পাওয়া যায়।

وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلُ مُخْتَرَعٍ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثًا وَجَائِزٌ مُمَكِّنٌ لِقَاؤُهُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ لِكُونِهِمَا جَمِيعًا كَانَ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ وَأَنَّ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ أَنََّّهُمَا

মুকাদ্দিমা

اجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ فَالِرَّوَايَةُ ثَابِتَةٌ وَالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا الرَّاَوِيَّ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا فَأَمَّا وَالْأَمْرُ مُبْتَهَمٌ عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا فَالِرَّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا حَتَّى تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَّنَّا .

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, হে আবু ইসহাক! আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। হাদীসের সনদ সমালোচনার এ এমন একটি মনগড়া অভিমত, যা এর আগে কেউ বলেনি। আর তাতে হাদীস বিশারদ আলিমদের কারো সমর্থনও নেই। কেননা অতীত ও বর্তমানকালের হাদীস বর্ণনাকারীদের ঐকমত্য হচ্ছে, কোন নির্ভরযোগ্য রাবী যখন কোন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁরা দু'জন একই যুগের লোক হওয়ার দরুন তাঁদের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত এবং কোন রিওয়ায়াত শোনার সম্ভাবনা থাকে; যদিও কোন হাদীস বা খবর দ্বারা কখনো তাঁদের একত্রিত হওয়ার কথা বা সামনাসামনি বসে আলোচনা করার কথা জানা নাও যায়, তবুও আলিমদের মতে এ জাতীয় হাদীস প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হবে এবং তা দলীল হিসেবে গৃহীত হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন সুস্পষ্টভাবে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত রাবী যার থেকে বর্ণনা করেন তার সাথে আদৌ তার সাক্ষাত হয়নি অথবা তার থেকে এ ব্যক্তি কোন কিছু শোনেও নি, তবে এ হাদীস দলীল হিসেবে গৃহীত হবে না। কিন্তু যেখানে ব্যাপারটি অস্পষ্ট এবং তাদের উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তার সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেখানে অধঃস্তন রাবী তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছে হাদীসটি শুনেছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

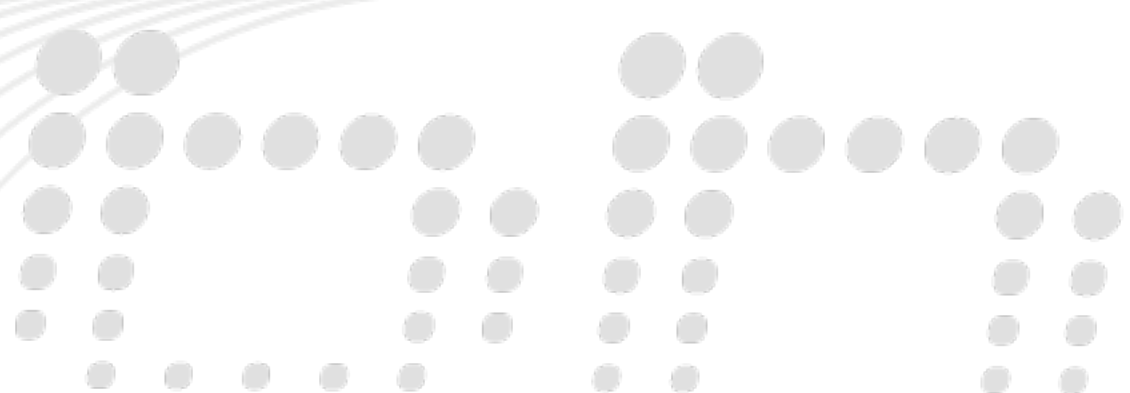
فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَاتَهُ أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ قَدْ أُعْطِيَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يُلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ ادْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدَ فَقُلْتَ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا التَّقِيَّاءَ مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يُلْزَمُ قَوْلُهُ وَالْإِثْبَاتُ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ فَإِنْ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ ادْخَالِ الشَّرْطِ فِي تَثْبِيهِ الْخَبَرِ طَوْلِبَ بِهِ وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِجَادِهِ سَبِيلًا وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يُحْتَجُّ بِهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَلِكَ الدَّلِيلُ فَإِنْ قَالَ قُلْتَهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رِوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرَوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخِرِ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُعَايِنَهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلَى الْأَرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ احْتَجَّتْ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعٍ رَأَوِي كُلُّ خَبَرٍ عَنْ رَأَوِيهِ فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لِأَدْنَى شَيْءٍ ثَبَتَ عِنْدِي بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرَوِي عَنْهُ بَعْدَ فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ أَوْ قَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعُ حُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الْأَرْسَالِ فِيهِ .

এই নব মতবাদের আবিষ্কারক কে যার মতামতের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, অবশ্যই আপনি আপনার আলোচনায় এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস অন্য একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত হলে তা দলীল হিসেবে স্বীকৃত এবং তদানুযায়ী আমল করা অনস্বীকার্য। পরে আপনি এ কথার পিছনে এ শর্তটি যোগ করে দিয়েছেন যে, “যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে, তারা দু'জন

একবার কিংবা একাধিকবার পরস্পর মিলিত হয়েছেন অথবা একজন অপরজন থেকে কিছু শুনেছেন।” এখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস, এ শর্তটির সমর্থন আপনি কি এমন কোন ব্যক্তি থেকে পেয়েছেন, যার কথা মেনে নেওয়া অপরিহার্য? তা না হলে আপনি নিজেই আপনার এ দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণ উপস্থিত করুন।

তিনি যদি দাবি করেন যে, তার এই শর্তের সমর্থনে উলামায়ে সালাফের অভিমত বর্তমান রয়েছে, তবে তার কাছে তা তলব করা করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি বা আর কেউ এ আবিষ্কারের সমর্থনে এমন প্রমাণ উপস্থাপন করার কোন পথ পাবেন না। আর যদি তিনি অন্য কোন যুক্তি পেশ করতে চান, তবে বলা হবে তা কি? যদি তিনি বলেন, আমি এ মতটি এ কারণে গ্রহণ করছি যে, আমি অতীত ও বর্তমানে সব রাবীকে দেখেছি, তাদের একজন কখনও অন্যজনকে স্বচক্ষে না দেখলেও এবং তাদের একজন অন্যজন থেকে কোন কিছু শ্রবণ না করলেও মুরসালরূপে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন এবং এরূপ বর্ণনাকে তারা নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছেন, অথচ মুরসাল হাদীসসমূহের ব্যাপারে আমাদের মুহাদ্দিসীনের অভিমত হচ্ছে ‘মুরসাল হাদীস’ দলীল হিসেবে পরিগণিত নয়। এ জন্য আমি হাদীসের কোন বর্ণনাকারীর জন্য তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে শ্রবণ করার শর্তারোপ করেছি। যখন আমি প্রমাণ পেয়ে যাব যে, সে তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে হাদীসটি সরাসরি শুনেছে। তখন আমি ধরে নেব সে তার উর্ধ্বতন রাবীর সূত্রে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছে, তা সবই তার কাছ থেকে শুনেছে। অর্থাৎ তার কাছ থেকে যতগুলো হাদীস ‘মুআন আন’ হিসেবে বর্ণিত হবে, তার সবগুলোই আমার মতে ‘মারফূ’ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যদি ‘একবারও’ শ্রবণ করার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে তার বর্ণিত হাদীসকে আমি ‘মাওকূফ’ হাদীস নামে অভিহিত করব। ফলে তা ‘মুরসাল’ হওয়ার সম্ভাবনায় আমার কাছে দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে না।

فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الْاِحْتِجَاجَ بِهِ اِمْكَانَ الْاِرْسَالِ فِيهِ
لَزِمَكَ اَنْ لَا تُثَبِّتَ اسْنَادًا مُعْنَعًا حَتَّى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ اَوَّلِهِ اِلَى اٰخِرِهِ وَذَلِكَ اَنَّ الْحَدِيثَ
الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِاسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَبَيِّقِينَ نَعْلَمُ اَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ
اَبِيهِ وَ اَنَّ اَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ كَمَا نَعْلَمُ اَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ يَجُوزُ اِذَا
لَمْ يَقُلْ هِشَامُ فِي رِوَايَةِ يَرَوِيهَا عَنْ اَبِيهِ سَمِعْتُ اَوْ اَخْبَرَنِي اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَبِيهِ فِي تِلْكَ
الرِّوَايَةِ اِنْسَانٌ اٰخَرُ اَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ اَبِيهِ وَ لَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ اَبِيهِ لَمَّا احَبَّ اَنْ يَرَوِيهَا مُرْسَلًا وَ
لَا يُسْنِدُهَا اِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ وَ كَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ فَهُوَ اَيْضًا مُمَكِّنٌ فِي اَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ وَ كَذَلِكَ كُلُّ اسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعٍ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَ اِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ
فِي الْجُمْلَةِ اَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اَنْ
يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضُ اَحَادِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ عَنْهُ اَحْيَانًا وَ لَا يُسَمِّي
مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَ يَنْشَطُ اَحْيَانًا فَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثَ وَ يَتْرِكُ الْاِرْسَالَ وَمَا
قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ وَ اَئِمَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَ
سَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى اَكْثَرِ مِنْهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
تَعَالٰى .



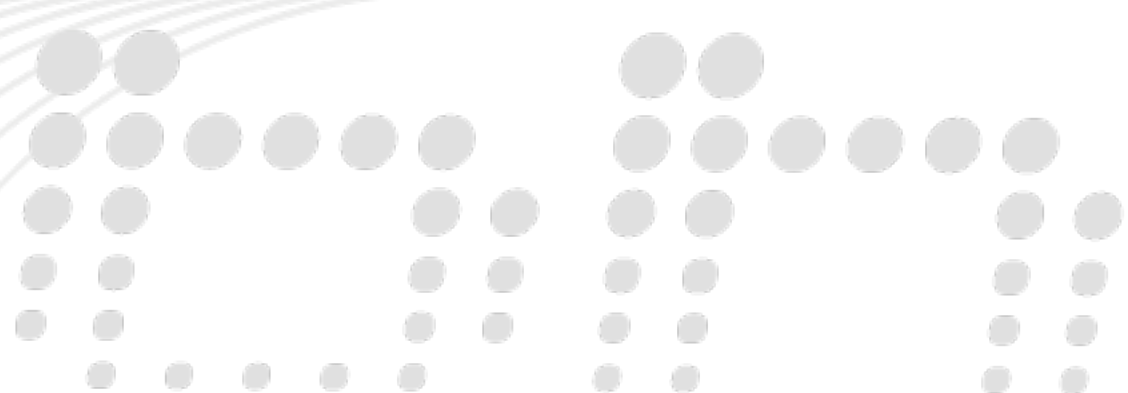
فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَكِيعًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَ لِحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ فَرَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَ دَاوُدُ الْعَطَّارُ وَ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ هَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ رَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يَدْنِي إِلَى رَأْسِهِ فَأَرْجِلُهُ وَ أَنَا حَائِضٌ فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ رَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقِيلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُهَا وَ هُوَ صَائِمٌ .

তাকে বলা যায়, কোন হাদীসের মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনাই যদি সে হাদীসটি যঈফ বলে পরিগণিত হওয়ার বা তা দলীল হিসেবে গৃহীত না হওয়ার কারণ হয়, তাহলে আপনাদের মত অনুযায়ী ‘মুআন আন’ হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রথম রাবী থেকে শেষ রাবী পর্যন্ত প্রত্যেকে তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছে সরাসরি শুনেছেন বলে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সে সনদটি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন না। কেননা মনে করুন, একটি হাদীস হিশাম ইবন উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তাঁর পিতা থেকে হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হিশাম নিশ্চিতই তাঁর পিতার কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাঁর পিতা আয়েশা (রা)-এর কাছে শুনেছেন। যেমন আমরা জানি যে, আয়েশা (রা) নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ-এর কাছে শুনেছেন। এরূপ নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন বর্ণনায় হিশাম (র), ‘আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি অথবা তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন’ না বলে যদি কেবল عن দ্বারা বর্ণনা করেন, তা হলে এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে, হিশাম (র) এবং উরওয়া (র)-এর মাঝখানে আরো একজন রাবী আছেন, যিনি উরওয়া (র)-এর কাছে শুনে হিশাম (র)-কে অবগত করেছেন, হিশাম (র) সরাসরি তাঁর পিতার কাছে এ হাদীস শোনে নি। কিন্তু হিশাম (র) যেহেতু এ হাদীসটি ‘মুরসাল’ হিসেবে বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছেন। তিনি যার মাধ্যমে শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেননি। তা ছাড়া হিশাম (র) ও তাঁর পিতার মাঝখানে যেমন অন্য কোন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, অনুরূপভাবে উরওয়া ও আয়েশা (রা)-এর মাঝখানেও অন্য কোন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে হাদীসের এমন প্রতিটি সনদে যেখানে একে অন্যের কাছ থেকে শোনার কথা উল্লেখ নেই, সেখানে ঐ একই সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এ কথা জানা থাকে যে, এক রাবী অপর রাবীর কাছে অনেক হাদীস শুনেছেন, তবে এও হতে পারে যে, তিনি তার কতকগুলো বর্ণনা অন্য রাবীর মাধ্যমে শুনে তা মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এগুলো তিনি যার কাছে শুনেছেন কখনো তার নাম উল্লেখ করেন নি; আবার কখনো অস্পষ্টতা দূর করার জন্য নাম উল্লেখ করে ইরসাল বাদ দিয়েছেন।

অধঃস্তন ও উর্ধ্বতন রাবীদ্বয়ের মধ্যে বারবার দেখা-সাক্ষাত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বর্ণিত হাদীস মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমরা যে অভিমত প্রকাশ করছি, তা নির্ভরযোগ্য মুহাদিস ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের

বর্ণনার মধ্যেও বিদ্যমান। এ পর্যায়ে আমরা তাদের বর্ণিত হাদীস থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসেবে কিছুসংখ্যক হাদীস পেশ করছি। যেমন : আইয়ুব সাখতিয়ানী, ইবন মুবারক, ওকী, ইবন নুমায়র এবং আরো বহু রাবী হিশাম ইবন উরওয়া থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন : “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় ও ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগিয়েছি, যা আমার কাছে ছিল।” হুবহু এ হাদীসটিই লায়স ইবন সা‘দ, দাউদ ‘আত্তার, হুমায়দ ইবন আসওয়াদ, উহায়ব ইবন খালিদ ও আবু উসামা (র) হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেছেন, আমাকে উসমান ইবন উরওয়া অবহিত করেছেন, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হিশাম তাঁর পিতার সূত্রে আর তিনি আয়েশা (রা)-এর থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ই‘তিকাহে থাকাকালীন আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম। অথচ আমি ছিলাম ঋতুমতি। অপরদিকে হুবহু এ হাদীসটিই মালিক ইবন আনাস যুহরী থেকে, তিনি ‘উরওয়া থেকে তিনি আমরা থেকে তিনি ‘আয়েশা (রা) থেকে এবং নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী ও সালিহ ইবন আবু হাস্‌সান (র) আবু সালমা থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ সায়েম (রোযাদার) অবস্থায় চুমু খেতেন। পক্ষান্তরে ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাসীর ‘চুমু খাওয়া সম্পর্কিত’ এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন : আবু সালামা আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তার কাছে বর্ণনা করেছেন উমর ইবন আবদুল আযীয (র), তিনি বলেন, তার কাছে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) আর তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ সায়েম অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন।

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ وَفِيهَا ذِكْرُنَا مِنْهَا كِفَايَةً لِذَوِي الْفَهْمِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلِ فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاَوِيَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا لِمَكَانِ الْأَرْسَالِ فِيهِ لَزِمَهُ تَرْكُ الْأَحْتِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةٍ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إِلَّا فِي نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيْنَنَا مِنْ قَبْلِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْأَخْبَارَ أَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتُ يُرْسَلُونَ فِيهَا الْحَدِيثُ أَرْسَالًا وَلَا يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ وَتَارَاتُ يَنْشَطُونَ فِيهَا فَيُسْنِدُونَ الْخَبَرَ عَلَى هَيْئَةٍ مَا سَمِعُوا فَيُخْبِرُونَ بِالنُّزُولِ فِيهِ إِنْ نَزَلُوا وَبِالصُّعُودِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ وَمَا عَلَّمْنَا أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الْأَخْبَارَ وَ يَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ وَ سَقَمَهَا مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَبْنِ عَوْنٍ وَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَتَشَوْا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِي الْأَسَانِيدِ كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلِ .



ইবন 'উআয়না ও অপরাপর রাবীগণ আমর ইবন দীনার থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘোড়ার গোশত খাইয়েছেন এবং তিনি আমাদের গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। ঠিক এ হাদীসটিই হাম্মাদ ইবন যায়দ আমর থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন আলী থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ জাতীয় সনদে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আমরা যে কয়টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও বিবেকবান লোকদের জন্য তাই যথেষ্ট।

নিচের রাবী উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে জানা না থাকলে তাতে 'ইরসাল'-এর সম্ভাবনা থাকে, হাদীস ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সম্পর্কে পূর্বোক্ত ব্যক্তির পেশকৃত এই যুক্তি যদি সঙ্গত বলে মেনে নিতে হয়, তবে যে হাদীসটিতে উর্ধ্বতন রাবী থেকে 'শ্রুতির' উল্লেখ আছে, সেটি ছাড়া অন্যসব রিওয়াযাত বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। কেননা সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ 'ইরসাল' হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কেননা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, হাদীসের রাবীদের বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে। কখনো তাঁরা স্বেচ্ছায় হাদীসকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন এবং যাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেন না। আবার কখনো তারা হাদীস বর্ণনাকালে প্রফুল্লচিত্ত থাকেন ফলে তারা যেভাবে শুনেছেন সেইভাবে পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেন। যদি নুযূল বা দীর্ঘ সনদ হয়, তবে দীর্ঘ সনদেই হাদীস বর্ণনা করেন। আবার যদি সুউদ বা স্বল্প স্তরবিশিষ্ট সনদ হয়, তবে সেই সনদের সাথেই হাদীস বর্ণনা করেন, যেমন পূর্বে ব্যাখ্যা করেছি।

পূর্বসূরি সাল্ফে সালেহীন ইমামদের মধ্যে যাঁরা হাদীসের প্রয়োগ ও ব্যবহার করতেন এবং সনদের বিশুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাঁচাই করতেন, যেমন—হাদীস বিশারদ আইয়ূব সাখতিয়ানী, ইবন আওন, মালিক ইবন আনাস, শু'বা ইবন হাজ্জাজ, ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান, আবদুর রহমান ইবন মাহদী এবং পরবর্তী স্তরের মুহাদ্দিসগণ তাঁদের কেউ সনদে রাবীদের পারস্পরিক 'শ্রবণস্থল' তালাশ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই, যেমন আমাদের পূর্বোক্ত আলোচক দাবি করেন।

وَ إِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدَ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رِوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ إِذَا كَانَ الرَّأْيُ مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَ شَهْرَ بِهِ فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَ يَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيسِ فَمَنْ الْبَتَغَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدْلِسٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَمِينَا وَ لَمْ نَسْمَعْ مِنَ الْأَثَمَةِ فَمَنْ ذَلِكَ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ لَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا وَ لَا حَفِظْنَا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ . أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ شَافَهُ حُذَيْفَةَ وَ أَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطُّ وَ لَا وَجَدْنَا ذِكْرَ رِوَايَتِهِ أَيَّاهُمَا فِي رِوَايَةِ بَعْضِنَاهَا وَ لَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضَى وَ لَا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا أَنَّهُ طَعَنَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ أَبِي مَسْعُودٍ بِضَعْفٍ فِيهِمَا بَلْ هُمَا وَ مَا أَشَبَّهُهُمَا عِنْدَ مَنْ لَاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ وَ قَوِيَّهَا يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَ الْأَحْتِجَاجَ بِمَا آتَتْ مِنْ سُنَنِ وَ أَثَارٍ وَ هِيَ فِي زَعْمٍ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَ أَهْيَئَةُ مُهْمَلَةٌ حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّأْيِ عَمَّنْ رَوَى .

অবশ্য যিনি মুদাল্লিস রাবী হিসেবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, কেবল তার রিওয়াযাত গ্রহণ করার সময়ই তাঁরা “সরাসরি শোনার” ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখতেন এবং তা পর্যালোচনা করতেন। যাতে সনদ থেকে তাদলীস জনিত ত্রুটি বিদূরিত হয়। কিন্তু যিনি মুদাল্লিস রাবী নন, তাঁর বেলায়ও যে সাক্ষাতে শোনার ব্যাপারে উল্লেখিত মনীষিগণ অনুসন্ধান করেছেন এমন কথা আমাদের জানা নেই; যেমন পূর্বোল্লিখিত আলোচক দাবি করে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) নবী করীম ﷺ-কে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি (তাঁর সমসাময়িক ও সমবয়সী) সাহাবী হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) এবং আবু মাসউদ (উকবা ইব্ন আমের) আল-আনসারী (রা) এতদুভয় থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সংযোজন করেছেন। অথচ তাঁর কোথাও এই দু'জন সাহাবী থেকে সরাসরি শোনার কথা উল্লেখ নেই।

তা ছাড়া আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (রা) কখনো হুযায়ফা (রা) এবং আবু মাসউদ (রা)-এর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করেছেন এবং তাঁদের কাছে হাদীস শুনেছেন বলেও উল্লেখ নেই। এমনকি, তিনি তাদের দু'জনকে চাক্ষুষ দেখেছেন বলেও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাইনি। অথচ হাদীস বিশারদদের মধ্যে যারা অতীত হয়েছেন এবং যাদের আমরা পেয়েছি, তাঁদের কেউই আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হুযায়ফা (রা) ও আবু মাসউদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীস দুটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে দোষারোপ করেননি, বরং হাদীস বিশারদদের মধ্যে যাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তাঁরা সকলে এ হাদীস দু'টি এবং অনুরূপ বর্ণনাগুলোকে সহীহ এবং সবল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁরা এসব হাদীস প্রয়োগ করা এবং এগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু আমাদের পূর্বোক্ত সমালোচিত ব্যক্তির মতানুযায়ী এগুলো গর্হিত ও অকেজো হাদীসরূপে গণ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ‘সাক্ষাত’ এবং ‘শ্রবণ’ প্রমাণিত না হবে।

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهْنُ بِزَعْمِ هَذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيهَا لَعَجَزْنَا عَنْ تَقْصِي ذِكْرِهَا وَاحْصَائِهَا كُلِّهَا وَ لَكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكَنَّا عَنْهُ مِنْهَا وَ هَذَا أَبُو عَثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَ أَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ وَ هُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَ صَحَابَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَذَرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا وَ نَقْلًا عَنْهُمْ الْأَخْبَارَ حَتَّى نَزِلَا إِلَى مِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ ذَوَيْهِمَا قَدْ اسْتَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَايَةٍ بَعْضُهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أَبِيًّا أَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْئًا .

মুহাদ্দিসীনে কিরামের কাছে যে সমস্ত হাদীস সহীহ ও নির্দোষ হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু আমাদের সমালোচিত ব্যক্তির কাছে সে সব ‘যঈফ’ (দুর্বল) হিসেবে চিহ্নিত, যদি আমরা সে সবার পরিপূর্ণ সংখ্যা হিসেব করার চেষ্টা করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অক্ষম হয়ে পড়ব এবং সবগুলোর আলোচনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে নমুনাস্বরূপ এর কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

যেমন, আবু উসমান নাহ্দী এবং আবু রাফি’ সাইগ (নুফাই মাদানী)। তাঁরা উভয়ে জাহিলী যুগ পেয়েছেন [কিন্তু মহানবী ﷺ-এর সাক্ষাত লাভে সমর্থ হননি] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা), ইব্ন উমর (রা) এবং তাঁদের মত পরবর্তী যুগের আরো অনেকের সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁরা উভয়ই উবাই ইব্ন

মুকাদিমা

কা'ব (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়নি যে, তাঁরা উভয়ে উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে দেখেছেন অথবা তাঁর কাছে কিছু শুনেছেন।

وَ أَسْنَدَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ وَ هُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا وَ أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ كُلُّ وَ أَحَدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرَيْنِ وَ أَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَلِدُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ أَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَ قَدْ أَدْرَكَ زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَخْبَارٍ وَ أَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَ قَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ صَحْبٍ عَلَيْهِمَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَ أَسْنَدَ رَبِيعُ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَيْنِ وَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَ قَدْ سَمِعَ رَبِيعُ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ أَبِي طَالِبٍ وَ رَوَى عَنْهُ .

আবু আমর শায়বানী (সা'দ ইব্ন আইয়াস) জাহিলী যুগও পেয়েছেন আর নবী করীম ﷺ-এর সময় তিনি ছিলেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক। তিনি এবং আবু মা'মার আবদুল্লাহ ইব্ন সাখবারা উভয়ে আবু মাসউদ আনসারী (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে দু'টি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) নবী করীম ﷺ-এর পত্নী উম্মু সালামা (রা)-এর সূত্রে তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উবায়দ মহানবী ﷺ-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। কায়স ইব্ন আবু হাযিম (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ পেয়েছেন, আবু মাসউদ আনসারী (রা) -এর সূত্রে তাঁর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে হাদীস লাভ করেছেন এবং আলী (রা)-এর সাহচর্য পেয়েছেন। তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রিবঈ ইব্ন হিরাম (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ-এর দু'টি হাদীস এবং আবু বাকরা [নুফাই ইব্ন হারিস ইব্ন কালাদা (রা)]-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রিবঈ (র) আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন।

وَ أَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَ أَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ أَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَ أَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَ أَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رَوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمِعْنَاهُمْ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهَا وَلَا أَنَّهُمْ لَقَوْهُمْ فِي نَفْسِ خَبَرِ بَعْضِهَا وَ هِيَ أَسَانِيدُ عِنْدَ ذَوِي الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ وَ الرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ لَا نَعْلَمُهُمْ وَ هُنَا مِنْهَا .

شَيْئًا قَطُّ وَلَا التَّمَسُّوْا فِيْهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ اِذَا السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمَكِّنٌ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنَكَّرٍ لِّكُوْنِهِمْ جَمِيعًا كَانُوْا فِي الْعَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوْا فِيْهِ وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي اَحَدْتُهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكِيْنَاهُ فِي تَوْهِيْنِ الْحَدِيْثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ اَقْلٌ مِنْ اَنْ يُعْرَجَ عَلَيْهِ وَ يُثَارَ ذِكْرُهُ اِذَا كَانَ قَوْلًا مُّحَدَّثًا وَ كَلَامًا خَلَقًا لَمْ يَقُلْهُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ وَ يَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ فَلَا حَاجَةَ بِنَا فِي رِيْدِهِ بِاَكْثَرِ مِمَّا شَرَحْنَا اِذَا كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَ قَائِلِهَا الْقَدْرُ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ .

নাফি' ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুতঈম, আবু শুরায়হ (খুয়ালিদ ইব্ন আমর) আল-খুযাঈ (রা)-এর সূত্রে নবী পাঠ্য হাদীস-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নু'মান ইব্ন আবু আয়য়্যাশ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ পাঠ্য হাদীস-এর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আতা ইব্ন ইয়াযীদ লায়সী (র) তামীমুদদারী (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)-এর সূত্রে নবী করীম পাঠ্য হাদীস-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান হিমইয়ারী, আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী করীম পাঠ্য হাদীস-এর অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই যে'কজন তাবিঈর নাম আমরা এখানে উল্লেখ করলাম, এদের সকলেই সাহাবীদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সাহাবীদের থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়নি এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সরাসরি সাক্ষাত হয়েছে বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও এসব হাদীস এবং এর সনদ হাদীস বিশারদদের কাছে সহীহ বলে গৃহীত। তাঁদের কেউ এর কোন একটি বর্ণনাকে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন বলে অথবা বর্ণনাকারী সরাসরি শুনেছেন কি-না তা অনুসন্ধান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কেননা তাঁরা (রাবী ও مروী عنه) রাবী ও যার থেকে বর্ণিত) উভয়ে একই যুগের লোক হওয়ার কারণে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল, আর তা অস্বাভাবিকও নয়। বস্তুত আমাদের সমালোচিত ব্যক্তি হাদীসকে দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ সাবস্ত করার জন্য যে কারণ দাঁড় করিয়েছেন, তা অক্ষিপযোগ্য নয়। কেননা এটা একটা নতুন মতবাদ এবং বানোয়াট কথা। পূর্বসূরী সাল্ফে সালেহীনের কেউই এমন কথা বলেননি। পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞগণও এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং এর খন্ডনে যা বলা হলো তার চাইতে বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই।

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْإِيمَانِ

কিতাবুল ইমান

১. بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِاثْبَاتِ قَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّبَرُّيِّ مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ وَاغْلَظُ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِ .

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِعَوْنِ اللَّهِ نَبْتَدِي وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ جَلُّ جَلَالُهُ .

১. পরিচ্ছেদ : ইমান, ইসলাম ও ইহসান প্রসঙ্গ, তাকদীরে বিশ্বাসের আবশ্যিকতা, যে ব্যক্তি তাকদীর অবিশ্বাস করে তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ অপরিহার্য হওয়ার দলীল ও তার সম্পর্কে কঠোর ভাষা ব্যবহার। আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে শুরু করছি এবং প্রার্থনা করছি যেন তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। বস্তুত মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমরা কোন কিছু করতে সমর্থ নই

১. حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبُدُ الْجَهَنِيِّ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيُّ حَاجِّينَ أَوْ مُعْتَمِرِينَ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ فَاکْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قَبْلَنَا نَاسٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَ يَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ وَ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ لَا قَدَرَ وَ أَنَّ الْأُمْرَ أَنْفُ قَالَ فَإِذَا

لَقِيتَ أَوْلَيْكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدٍ هِمَّ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَدْرَكَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ -

১. আবু খায়সামা যুহায়র ইবন হারব (র).... ইয়াহুইয়া ইবন ইয়া'মার (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ইয়াহুইয়া ইবন ইয়া'মার) বলেন, বসরায় 'কাদর' সম্পর্কে সর্বপ্রথম কথা তোলেন মা'বাদ আল-জুহানী। আমি (ইয়াহুইয়া ইবন ইয়া'মার) এবং হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান আল-হিমায়রী হজ্জ অথবা উমরা আদায়ের জন্য মক্কা মুআয্যামায় আসলাম। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেতাম এবং তাঁর কাছে এসব লোক তাকদীর সম্পর্কে যা বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম। সৌভাগ্যক্রমে মসজিদে নববীতে প্রবেশকালে আমরা আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর দেখা পাই। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে একজন তাঁর ডানদিক থেকে এবং আর একজন বামদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরলাম। আমার মনে হলো, আমার সাথী চান যে, আমিই কথা বলি। সুতরাং আমি আরম্ভ করলাম, হে আবু আবদুর রহমান! [আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর কুনিয়াত] আমাদের অঞ্চলে এমন কতিপয় লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা কুরআন পাঠ করে এবং ইলমে দীন সম্পর্কে গবেষণা করে। তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তারা মনে করে 'তাকদীর' বলতে কিছুই নেই। সবকিছু তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে।

✓ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন, তাদের সাথে তোমাদের দেখা হলে বলে দিও যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সঙ্গে তাদেরও কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহর কসম! যদি এদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের মালিক হয় এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাকদীরের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তা কবুল করবেন না। তারপর তিনি বললেন, আমার কাছে আমার পিতা উমর ইবন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন যে,

একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাযির হলেন। তাঁর পরিধানের কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, মাথার কেশ ছিল কুচকুচে কাল। তাঁর মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন ছিল না, কিন্তু আমরা কেউ তাঁকে চিনি না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী ﷺ-এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রাখলেন। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ পৌছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন আর তিনিই তা সত্যায়ন করছেন। আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন : ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে, আর তাকদীরের ভালমন্দের প্রতি ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন : ইহসান হলো, এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তাহলে (ভাববে) তিনি তো তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন : এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি অধিক অবহিত নন। আগন্তুক বললেন, আমাকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন : তা হলো এই যে, দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে; আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ দরিদ্র মেষপালকদের দেখবে উঁচু উঁচু অট্টালিকা নিয়ে পরস্পরে গর্ব করছে। উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেন, পরে আগন্তুক প্রস্থান করলেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে উমর, তুমি জান, এই প্রশ্নকারী কে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত আছেন। রাসূল ﷺ বললেন : তিনি জিব্রাইল; তোমাদের তিনি দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبُدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ أَنْكَرْنَا ذَلِكَ قَالَ فَحَجَجْتُ أَنَا وَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيُّ حُجَّةً وَ سَأَقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ كُثَيْبٍ وَ اسْتَنَادِهِ وَ فِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَ نَقْصَانٍ أَحْرَفَ -

২. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ আল-গুবারী (র) ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'বাদ (আল-জুহানী) 'কাদর' সম্পর্কে তার মত ব্যক্ত করলে আমরা তা আপত্তিকর মনে করি। তিনি (ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার) বলেন, আমি ও হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান আল-হিময়ারী হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলাম। এরপর কাহ্মাস-এর হাদীসের অনুরূপ মর্ম ও সনদের সাথে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনায় কিছু বেশকম রয়েছে।

৩. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

عُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَ مَا يَقُولُونَ فِيهِ فَاقْتَصَرَ الْحَدِيثُ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ وَ قَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْئًا -

৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)... ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়া'মার ও হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান আল-হিময়ারী (র) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, আমরা উভয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করি এবং 'কাদর' সম্পর্কে যা বলা হয়, তা নিয়ে আলোচনা করি। তাঁরা 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসটি কিছু বেশকমসহ বর্ণনা করেন।

৪. وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْفَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

৪. হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইর (র).... ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়া'মার (র) ইব্ন 'উমর (রা) সূত্রে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُليَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كِتَابِهِ وَ لِقَائِهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ تَقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَ تُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَ تَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ لَكِنْ سَأَحْدِثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَ إِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَ إِذَا تَطَاوَلَ رِجَالُ النَّاسِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا ﷻ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ، قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُدُّوْا عَلَى الرَّجُلِ فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ -

৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকসমক্ষে ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাছে একজন লোক হাযির হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঈমান হলো, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত, তাঁর প্রেরিত রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং শেষ উত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তারপর আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী? রাসূল ﷺ বললেন : ইসলাম

হলো, আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা, ফরয নামায কায়েম করা, নির্ধারিত যাকাত আদায় করা এবং রমযানের রোযা পালন করা। আগতুক আবার প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। ইহুসান কী? রাসূল ﷺ বললেন : ইহুসান হলো, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তাঁকে দেখেছ; যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তাহলে (ভাববে যে,) তিনি তো তোমাকে দেখছেন। আগতুক প্রশ্ন করলেন, কিয়ামত কখন হবে? রাসূল বললেন : এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি অধিক অবহিত নন। তবে হ্যাঁ, কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করছি, দাসী তার প্রভুকে জন্ম দেবে। এটি কিয়ামতের আলামতের একটি। বিবস্ত্রদেহ, নগ্নপদ লোক হবে জনগণের নেতা; এটা কিয়ামতের আলামতের একটি। আর রাখালদের বিরাট বিরাট অটালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত। এটা সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ কিছু জানে না। এ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ (এ আয়াতটি) তিলাওয়াত করেন : (অর্থ) : নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি নাযিল করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা রয়েছে মাতৃগর্ভে। আর কেউ জানে না কী উপার্জন করবে সে আগামীকাল এবং জানে না কেউ কোন্ মাটিতে সে মারা যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন, সব খবর রাখেন। (সূরা লুকমান : ৩৪) রাবী বলেন, তারপর লোকটি চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তাঁরা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য গেলেন। কিন্তু কাউকে পেলেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইনি জিব্রাইল (আ)। লোকদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْ فِي رِوَايَتِهِ إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ بَعْلَهَا يَعْنِي السَّرَارَى -

৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).... আবু হায়্যান আত-তায়মী (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় "إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبَّهَا"-এর স্থলে "إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ بَعْلَهَا" অর্থঃ দাসী তার স্বামীকে জন্ম দেবে, কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

৭. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلُونِي فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا رَأَيْتِ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتِ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ مِنْ

الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُدُّوهُ عَلَيَّ فَالتَّمَسَّ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا جَبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعْلَمُوا إِذَا لَمْ تَسْأَلُوا -

৭. যুহায়র ইবন হার্ব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। সাহাবা কিরাম তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন। (রাবী বলেন) তারপর একজন লোক এলেন এবং তাঁর হাঁটুর কাছে বসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী? রাসূল ﷺ বললেন : ইসলাম হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি, উত্থানের বিষয়ে এবং তাকদীরের সবকিছুতে ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ইহসান কী? রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করবে, যেন তাঁকে দেখছো, যদি তাঁকে না-ও দেখ; তাহলে (ধারণা করবে যে) তিনি তো তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন ঘটবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক অবহিত নয়। তবে আমি কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করছি। যখন দেখবে, দাসী তার মুনিবকে জন্ম দেবে। এটা কিয়ামতের একটি আলামত। আর যখন দেখবে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, বধির ও মূকেরা দেশের শাসক হয়েছে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। আর যখন দেখবে, মেঘপালকেরা উঁচু উঁচু অট্টালিকা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। পাঁচটি অদৃশ্য বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত কেউ কিছু জানে না। তারপর (তিনি কুরআনুল করীম-এর আয়াত) তিলাওয়াত করলেন : (অর্থ) : নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি নাযিল করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা রয়েছে মাতৃগর্ভে। জানে না কেউ, কি উপার্জন করবে সে আগামীকাল। আর জানে না কেউ, কোন্ মাটিতে (দেশে) সে মারা যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন, সব খবর রাখেন। (সূরা লুকমান : ৩৪) তারপর আগন্তুক উঠে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের বললেন : তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তাঁকে তালাশ করা হলো, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইনি জিব্রাইল (আ)। তোমরা প্রশ্ন না করায়, তিনি চাইলেন যেন তোমরা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর।

২. بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ

২. পরিচ্ছেদ : নামাযসমূহ যা ইসলামের একটি রুকন

৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ جَمِيلٍ بْنُ طَرِيفٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوَى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ

غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ وَصِيَامَ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ؟ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ -

৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ইব্ন জামিল ইব্ন তারীফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-সাকাফী (র).... তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) বলেন, নাজদবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ -এর খিদমতে হাযির হলেন। তাঁর মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার অস্পষ্ট আওয়ায শুনে পাচ্ছিলাম। তিনি যা বলছিলেন, তা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছাকাছি এলেন। তখন দেখি তিনি তাঁর কাছে ইসলাম সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ বললেন : দিনে-রাতে পাঁচবার ফরয নামায কয়েম করা। আগতুক জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রতি তা ছাড়াও কিছু আছে কি? তিনি বললেন : না, তবে নফল নামায আদায় করা যায়। আর রমযান মাসে রোযা পালন করা। আগতুক বললেন, আমার প্রতি তা ছাড়াও কিছু আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ বললেন : না, তবে নফল রোযা পালন করা যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ তাঁর কাছে যাকাতের কথা বললেন। আগতুক বললেন, আমার প্রতি এ ছাড়াও কিছু আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ বললেন : না; তবে অতিরিক্ত দান করা যায়। রাবী বলেন, তারপর আগতুক এই বলতে বলতে চলে গেলেন—আল্লাহর কসম, আমি এর চাইতে বেশি করব না এবং কমও করব না। রাসূলুল্লাহ্ বললেন : লোকটি সত্য বলে থাকলে সফল হয়ে গেল।

৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ وَ أَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ أَبِيهِ إِنْ صَدَقَ .

৯. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়্যুব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী -এর থেকে মালিক-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, তার পিতার কসম, সে সত্য বলে থাকলে সফলকাম হয়ে গেল। কিংবা তার পিতার কসম, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাতে চলে গেল।

৩. بَابُ السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ

৩. পরিচ্ছেদ : ইসলামের রুকনসমূহ সম্পর্কে (জানার জন্য) প্রশ্ন করা

১০. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرٍ النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهَيْنَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَ نَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَ جَعَلَ فِيهَا

مَا جَعَلَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَ لَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى قَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَ لَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنْ صَدَقَ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

১০. আমর ইবন মুহাম্মদ ইবন বুকাযর আল-নাকিদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আমরা চাইতাম যে, গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, হে মুহাম্মদ ! আমাদের কাছে আপনার দূত এসে বলেছে, আপনি দাবি করেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। রাসূল ﷺ বললেন : সত্যই বলেছে। আগতুক বলল, আসমান কে সৃষ্টি করেছেন ? তিনি বললেন : আল্লাহ। আগতুক বলল, যমীন কে সৃষ্টি করেছেন ? রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহ। আগতুক বলল, এসব পর্বতমালা কে স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কে সৃষ্টি করেছেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ। আগতুক বলল, কসম সেই সত্তার ! যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসব পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। আল্লাহই আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। আগতুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সত্যই বলেছে। আগতুক বলল, যিনি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহ-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। আগতুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের উপর আমাদের মালের যাকাত দেওয়া ফরয। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঠিকই বলেছে। আগতুক বলল, যিনি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহ-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। আগতুক বলল, আপনার দূত বলে যে, প্রতি বছর রমযান মাসের সিয়াম পালন করা আমাদের উপর ফরয। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সত্যই বলেছে। আগতুক বলল, যিনি আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। আগতুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের মধ্যে যে বায়তুল্লাহয যেতে সক্ষম তার উপর হজ্জ ফরয। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সত্যি বলেছে। রাবী বলেন যে, তারপর আগতুক চলে যেতে যেতে বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি এর অতিরিক্তও করব না এবং এর কমও করবো না। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।

۱۱. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ كُنَّا نُهَيِّنَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ .

১১. আবদুল্লাহ ইব্ন হাশিম আল-আব্দী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোন প্রশ্ন করতে কুরআন মজীদে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তারপর তিনি হাদীসটির বাকি অংশ (উল্লেখিত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪. بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

৪. পরিচ্ছেদ : যে ইমানের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করা যায় এবং যে ব্যক্তি তার উপর আদিষ্ট বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِمَا يَقْرِبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وَفَّقَ أَوْ لَقَدْ هَدَى قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ .

১২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)... আবু আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবু আইয়ূব (রা) বলেন যে, এক সফরে জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এসে দাঁড়াল। সে তাঁর উটনীর লাগাম ধরে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল ! অথবা বলেছিলেন, হে মুহাম্মদ ! আমাকে এমন কিছু বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থামলেন এবং সাহাবীদের দিকে তাকালেন। পরে তিনি বললেন, তাকে তাওফীক দেওয়া হয়েছে। অথবা বললেন তাঁকে হিদায়াত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কী বললে ? রাবী বলেন, সে তার কথাটির পুনরাবৃত্তি করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, (এবারে) উটনীটি ছেড়ে দাও।

১৩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .

১৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র (র) ... আবু আইয়ূব (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِيَنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ .

১৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া আত-তামিমী (র) ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)... আবু আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী পালাসা ৩ আল্লাহু তিলা সারাহ -এর খিদমতে হাযির হলো এবং আরয করল, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বাতলে দিন, যে কাজ করলে তা আমাকে জান্নাতের কাছে পৌঁছে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। নবী পালাসা ৩ আল্লাহু তিলা সারাহ বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। সে ব্যক্তি চলে গেলে রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আল্লাহু তিলা সারাহ বললেন, তাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে; তা দৃঢ়তার সাথে পালন করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আবু শায়বার বর্ণনায় إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ -এর স্থলে إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ রয়েছে।

১৫. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا .

১৫. আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আল্লাহু তিলা সারাহ -এর কাছে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত যাকাত দিবে এবং রমযানের রোযা পালন করবে। তারপর সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমি এর উপর কখনো কিছু বাড়াব না এবং এর থেকে কমও করব না। লোকটি চলে গেলে নবী পালাসা ৩ আল্লাহু তিলা সারাহ বললেন, কেউ কোন জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে চাইলে একে দেখুক।

১৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقِلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ وَحَرَمْتُ الْحَرَامَ وَأَحَلَلْتُ الْحَلَالَ إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ .

১৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নুমান ইব্ন কাওকাল (রা) নবী পালাসা ৩ আল্লাহু তিলা সারাহ -এর খিদমতে হাযির হলেন। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে অবহিত করুন, যদি আমি ফরয নামায আদায় করি, হারামকে হারাম বলে জানি, হালালকে হালাল জ্ঞান করি, তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব? নবী পালাসা ৩ আল্লাহু তিলা সারাহ বললেন, হ্যাঁ।

১৭. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقِلٍ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَزَادَا فِيهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.

১৭. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির ও কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্ন কাওকাল (রা) বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল ! বাকি অংশ উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় (এবং এর উপর কিছু বৃদ্ধি না করি) কথাটি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন।

১৮. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحَلَّلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.

১৮. সালামা ইব্ন শাবীব (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ -এর খিদমতে আরয করলেন, আমাকে অবহিত করুন, যদি আমি ফরয নামাযসমূহ আদায় করি, রমযানের রোযা পালন করি, হালালকে হালাল জানি এবং হারামকে হারাম জানি; আর এর অতিরিক্ত কিছু না করি, তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব? রাসূল বললেন, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি এর উপর কিছুমাত্র বাড়াব না।

৫. بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَدَعَائِمِهِ الْخَطَامِ

৫. পরিচ্ছেদ : ইসলামের রুকনসমূহ ও এর গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভসমূহ

১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجَّ وَصِيَامَ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

১৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নু'মায়র আল-হামদানী (র)... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী বলেছেন : ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা পালন করা এবং হজ্জ করা। এক ব্যক্তি (এ ক্রম পরিবর্তন করে) বলল, হজ্জ করা ও রমযানের রোযা পালন করা। রাবী বললেন, না 'রমযানের রোযা পালন করা ও হজ্জ করা' এভাবে রাসূলুল্লাহ থেকে শুনেছি।

২০. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

২০. সাহল ইবন উসমান আল-আস্কারী (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন; পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনয়াদ রচিত। আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্যকে অস্বীকার করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ও রমযানের রোযা পালন করা।

২১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

২১. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল—এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ও রমযানের রোযা পালন করা।

২২. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَا تَغْزُوا فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ.

২২. ইবন নুমায়র (র) তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, আপনি কেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন না? ইবন উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই' সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা পালন করা ও বায়তুল্লাহর হজ্জ করা।

৬. بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ وَشَرَائِعِ الدِّينِ وَالِدُعَاءِ إِلَيْهِ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ وَحِفْظِهِ وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ

৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি এবং (দীনের অনুশাসনের) প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ এবং তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা, দীন সম্বন্ধে (জানার জন্য) প্রশ্ন করা ও তা সংরক্ষণ, আর যার কাছে দীন পৌঁছায়নি, তার কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করা প্রসঙ্গ

২৩. حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ بَنِي عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌ فَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ

وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بَارِبِعٍ وَأَنْهَأَكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَأَكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقِيرِ زَادَ خَلْفَ فِي رَوَايَتِهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً .

২৩. খালাফ ইব্ন হিশাম ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল কায়সের (গোত্রের) একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক । আমাদের এবং আপনার মধ্যে কাফির মুযার গোত্র বিদ্যমান । আমরা শাহরুল হারাম^১ ব্যতীত আপনার কাছে নিরাপদে পৌছতে পারি না । কাজেই আপনি আমাদের এমন কিছু আদেশ দিন আমরা যে সবের আমল করতে পারি এবং আমাদের অন্যদের তৎপ্রতি আহ্বান জানাতে পারি । রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের আমি চারটি বিষয় পালনের আদেশ করছি এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি । আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । অতঃপর তাদেরকে এর ব্যাখ্যা দিলেন, বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল—এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং তোমাদের গনীমতলব সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা । আর আমি তোমাদের নিষেধ করছি দুব্বা, হানতাম, নাকীর, মুকায়্যার থেকে ।^২ খালাফ তাঁর বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি অঙুলি বন্ধ করেন ।

২৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْفَازِطُ عَنْ مُتْقَارِبَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتْرَجِمُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَاتَّهَ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مِنَ الْقَوْمِ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شِقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍ وَإِنَّا لَأَنْسَتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمَرُّنَا بِأَمْرِ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ قَالَ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسًا مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا

১. শাহরুল হারাম—সম্মানিত মাসসমূহ; যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব । এ চারটি পবিত্র মাসে রক্তপাত ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল । জাহিলী যুগের কাফিররাও তা মেনে চলত ।

২. আগের দিনের আরবদের মধ্যে প্রচলিত সূরাপাত্র । দুব্বা—কদুর খোল বা লাউয়ের খোলস থেকে তৈরি পাত্র; হানতাম—সবুজ রং-এর কলস; নাকীর—খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডমূল থেকে তৈরি পাত্র এবং মুকায়্যার—আলকাতরা জাতীয় পদার্থের প্রলেপ দেওয়া পাত্র ।

قَالَ النَّقِيرُ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقِيرُ وَقَالَ أَحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَثَتِكُمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ الْمُقِيرُ .

২৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর কথা লোকদের বোঝাবার দায়িত্ব পালন করতাম। একবার একজন স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে কলসীর নাবীয সম্পর্কে জানতে চাইল। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হাযির হলে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রতিনিধি দলটি কারা?' অথবা বললেন, 'লোকগুলি কারা?' তারা বলল, আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, তোমরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার আগেই এসেছ বলে তোমাদের মুবারকবাদ। রাবী বলেন, তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরা বহু দূরাঞ্চল থেকে আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি। আমাদের ও আপনার মধ্যে রয়েছে মুযার গোত্রীয় কাফির সম্প্রদায়। তাই 'শাহরুল হারাম' ছাড়া আমরা আপনার কাছে পৌঁছতে অপারগ। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে নির্দেশ দান করুন, যেন আমরা আমাদের পশ্চাতের লোকজনকে তা অবহিত করতে পারি এবং তদনুযায়ী আমল করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের চারটি বিষয় পালনের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করলেন। এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা জান, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কী? আরয করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এ বিষয়ে ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল আর তোমরা নামায কয়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং গনীমতলব সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। তিনি তাদের চারটি বিষয়ে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তা হচ্ছে, দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত। চতুর্থটি সম্বন্ধে শু'বা বলেন, এরপর রাবী কখনো 'নাকীর' কখনো বা 'মুকায়্যার' শব্দ উল্লেখ করেছেন।' রাসূল ﷺ বললেন, এসব বিধান হিফায়ত করবে এবং যারা আসেনি, তাদের তা জানিয়ে দিবে। আবু বকর (র)-এর রিওয়ায়াতে "مَنْ وَرَاءَكُمْ" (যারা আসেনি) কথাটি রয়েছে কিন্তু "الْمُقِيرُ" শব্দটি নেই।

২৫. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَقَالَ أَنَّهُكُمْ عَمَّا يُنْبِذُ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْأَشَجِّ أَشَجَّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنْ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْإِنَاةُ .

২৫. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে শু'বার বর্ণনার অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের দুব্বা, নাকীর, হানতাম ও মুযাফফাত নামক নাবীয^১ তৈরির পাত্রের

১. আলকাতরা জাতীয় পদার্থের প্রলেপ দেয়া পাত্র।

২. নাবীয—কিসমিস, খেজুর ইত্যাদি গাজিয়ে তৈরি পানীয়।

ব্যবহার নিষেধ করছি। ইব্ন মু'আয (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতে আরো উল্লেখ করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশাজ্জ অর্থাৎ আবদুল কায়স গোত্রের 'আশাজ্জ'-কে বললেন, তোমার দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন, (তা হলো) সহিষ্ণুতা ও ধীর-স্থিরতা।

২৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ سَعِيدٌ وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ أَنَسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رِبِيعَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ فَمَرْنَا بِأَمْرِ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرُكُمْ بَارِيعٌ وَأَنْهَأَكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطُوا الْخُمْسَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَأَنْهَأَكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا عَلِمَكَ بِالنَّقِيرِ قَالَ بَلَى جِدْعٌ تَنْفَرُونَهُ فَتَقْدِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلِيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ حَتَّى إِنْ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنْ أَحَدَهُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ قَالَ وَكُنْتُ أَخْبَاهَا حَيًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يَلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَرْضُنَا كَثِيرَةً الْجِرْدَانِ وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ أَكَلْتَهَا الْجِرْدَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْدَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْدَانُ قَالَ وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَا شَيْءَ عَبْدُ الْقَيْسِ إِنْ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاءُ .

২৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন আইয্যুব (রা) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল কায়স গোত্রের কয়েকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহর নবী ! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক। আপনার ও আমাদের মধ্যবর্তী যাতায়াত পথে মুযার গোত্রের কাফিররা অবস্থান করছে। শাহরুল হারাম ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। অতএব আপনি আমাদের এমন কাজের আদেশ দিন যা আমাদের যারা আসেনি, তাদের জানাতে পারি এবং যা পালন করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের চারটি বিষয় পালনের এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। (পালনীয় চারটি বিষয় হলো :) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না, নামায কয়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবে। আমি তোমাদের চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি : দুব্বা, হান্তাম, মুযাফ্ফাত ও নাকীর-এর ব্যবহার। তারা আরয করল, হে আল্লাহর নবী ! আপনি নাকীর সম্পর্কে কতটুকু জানেন ? তিনি বললেন, এ হলো খেজুর বৃক্ষের মূল খোদাই করে তৈরি পাত্র।

এতে কুতাইয়া' নামক খেজুর দিয়ে তাতে পানি ঢেলে রেখে দাও; অবশেষে যখন তার উথলানো থেমে যায় তখন তোমরা তা পান করে থাক। ফলে তোমাদের কেউ বা তাদের কেউ (নেশাগ্রস্ত হয়ে) আপন চাচাত ভাইকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে বস। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, উপস্থিত লোকদের মধ্যে এভাবে আঘাতপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, লজ্জায় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আঘাতটি গোপন করছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিসে পান করব? রাসূল ﷺ বললেন, রশি দ্বারা মুখবন্ধ চামড়ার পাত্রে। তারা আরম্ভ করল, হে আল্লাহর নবী! আমাদের দেশে ইঁদুরের উপদ্রব বেশি। সেখানে চামড়ার পাত্র অক্ষত রাখা যায় না। নবী ﷺ বললেন, যদিও তা ইঁদুরে কেটে ফেলে, যদিও তা ইঁদুরে কেটে ফেলে, যদিও তা ইঁদুর কেটে ফেলে। রাবী বলেন, নবী ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের আশাজ্জ সম্পর্কে বললেন, তোমার মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে যা আল্লাহ পসন্দ করেন, (তা হলো) সহিষ্ণুতা ও ধীর-স্থিরতা।

২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَ وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةٍ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ وَتَذْيِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوْ التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَلَمْ يَقُلْ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ.

২৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল....। হাদীসটির বাকি অংশ ইবন উলায়্যার বর্ণনায় অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় রয়েছে তোমরা এর মধ্যে 'কুতাইয়া' বা 'তামার' ও পানি ঢেলে দাও।

২৮. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اتُّوا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلْنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلْنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَوْ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ قَالَ نَعَمْ الْجَذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ وَلَا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى .

২৮. মুহাম্মদ ইবন বাক্কার আল-বাসরী (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরম্ভ করল, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ আপনার জন্য আমাদের কুরবান করুন। আমাদের জন্য কোন্ ধরনের পাত্র ব্যবহারযোগ্য? নবী ﷺ বললেন, তোমরা নাকীরে পান করবে না। তারা আরম্ভ করল, হে আল্লাহর নবী! আপনার জন্য আল্লাহ আমাদের কুরবান করুন। আপনি কি জানেন নাকীর কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নাকীর এক ধরনের পাত্র যা খেজুরগাছের মূল খোদাই করে তৈরি হয়। তিনি আরো বললেন, দুব্বা, হানতামেও তোমরা পান করবে না এবং তোমরা মুখবন্ধ পাত্র ব্যবহার করবে।

১. বর্ণনাকারী কাতাদা (র) 'কুতাইয়া'র স্থলে 'তামার' বলেছেন।

৭. بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ

৭. পরিচ্ছেদ : তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদত এবং ইসলামের বিধানের দিকে আহ্বান

২৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَايَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ . فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

২৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেন যে, মু'আয (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে (ইয়ামানের প্রশাসক নিযুক্ত করে) পাঠালেন। তখন বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ তুমি তাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল—এ কথা সাক্ষ্যদানের আহ্বান জানাবে।। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে দিনে এবং রাতে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তারা এটা মেনে নিলে, সাবধান, যাকাত হিসেবে তুমি তাদের থেকে বাছাই করে উত্তমগুলো নিবে না। আর মযলুমের (বদ) দু'আ থেকে সাবধান! কেননা আল্লাহর ও মযলুমের দু'আর মধ্যে কোন অন্তরায় নেই।

৩০. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ .

৩০. ইবন আবু উমর (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে (প্রশাসক করে) পাঠালেন। তখন বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ বাকি অংশ ওয়াকীর বর্ণনার অনুরূপ।

৩১. حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ .

৩১. উমায়্যা ইব্ন বিস্তাম আল-আয়শী (রা) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামনে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তাদের প্রথম যে দাওয়াত দিবে তা হলো, মহান আল্লাহর ইবাদত। যখন তারা আল্লাহকে চিনে নিবে, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা তা করলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদেব থেকে আদায় করা হবে এবং তা তাদের গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলে তুমি তাদের থেকে তা আদায় করবে; কিন্তু তাদের উত্তম মাল থেকে সাবধান থাকবে।

۸. بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَ إِنْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ الْأَبْحَقَّهَا وَوَكَلْتُ سَرِيرَتَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقِتَالُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ وَاهْتِمَامُ الْإِمَامِ بِشُعَائِرِ الْإِسْلَامِ

৮. পরিচ্ছেদ : লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ যতক্ষণ না তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও নবী যে শরীআতের বিধান এনেছেন, তার প্রতি ঈমান আনে। যে ব্যক্তি এসব করবে, সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরীআতসম্মত কারণ ব্যতীত। আর অন্তরের খবর আল্লাহর কাছে। যে ব্যক্তি যাকাত দিতে ও ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করতে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইমামের গুরুত্বারোপ করার নির্দেশ

۳۲. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنْهُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ الْأَبْحَقَّ وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

৩২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হলে আরবের একদল লোক কাফির হয়ে যায়।^১ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে আরয করলেন, আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন; অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এ কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই—এ কথা স্বীকার করবে, সে আমার থেকে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করল। তবে শরীআতসম্মত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা; তার হিসাব তো আল্লাহর কাছে। আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে।^২ কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি উটের রশিও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় যাকাত হিসাবে দিত, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, বিষয়টা এছাড়া কিছুই নয় যে, যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ আবু বকর (রা)-এর বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও উপলব্ধি করলাম যে, এটাই হক।

৩৩. আবু তাহির, হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’—এ কথার স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। সুতরাং যে কেউ ‘আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই’ স্বীকার করবে, সে আমা হতে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরীআতসম্মত কারণ ব্যতীত। আর তার হিসাব আল্লাহর কাছে।

৩৪. আহ্মাদ ইব্ন আবদ আয-যাক্বী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’—এ কথার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত এবং আমার প্রতি ও আমি যা

৩৪. আহ্মাদ ইব্ন আবদ আয-যাক্বী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’—এ কথার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত এবং আমার প্রতি ও আমি যা

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আরবের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায় আর কিছু সংখ্যক লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে। হযরত উমর (রা)-এর জিজ্ঞেস ছিল, যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে অথচ ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ বলে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা উচিত কিনা।

২. যারা নামায ফরয মনে করে অথচ যাকাত দেওয়া ফরয মনে করে না।

নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। এগুলো মেনে নিলে তারা আমার পক্ষ হতে তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া। আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।

৩৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ .

৩৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) ও জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। বাকি অংশ আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইবন মুসায়্যাব-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই’—এ কথার স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’—একথা স্বীকার করলে তারা আমার থেকে তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া এবং তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : (অর্থ) “আপনি তো একজন উপদেশদাতা। আপনি এদের উপর কর্মনিয়ন্ত্রক নন।” (সূরা গাশিয়া : ২১-২২)

৩৬. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .

৩৬. আবু গাস্‌সান-আল-মিসমাই মালিক ইবন আবদুল ওয়াহিদ (র).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল আর নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। যদি এগুলো করে, তাহলে আমি থেকে তারা জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া। আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।

৩৭. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ .

৩৭. সুয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন আবু উমর (র).... আবু মালিক তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’—এ কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তবে তার জানমাল নিরাপদ। আর তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।

৩৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَ حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ وَحَدَّ اللَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

৩৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আবু মালিক (র)-এর সূত্রে তার পিতা তারিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলাকে ‘এক’ বলে স্বীকার করে তারপর তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৯. بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ اسْلَامٍ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي النُّزْعِ وَهُوَ الْغَرْغَرَةُ وَنَسَخُ جَوَازِ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشُّرْكِ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا يَنْقُذُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْوَسَائِلِ .

৯. পরিচ্ছেদ : মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার, মুশরিকদের ব্যাপারে ইস্তিগফার রহিত হওয়ার ও মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর জাহান্নামী হওয়ার এবং তার কোনমতেই পরিদ্ধাণ না পাওয়ার দলীল

৩৯. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَاعَمَّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرُغِبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَبِي أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَاللَّهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنُكِهِ عَنْكَ فَإَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَ أَنْزَلَ

اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

৩৯. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া আত-তুজীবী (র)... সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র)-এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু তালিবের মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবন আবু উমায়্যা ইবন মুগীরাকে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন হে চাচাজান! আপনি কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলুন। আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য এর উসিলায় সাক্ষ্য দিব। আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবন আবু উমায়্যা বলল, হে আবু তালিব! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আবু তালিব বললেন যে, তিনি আবদুল মুত্তালিবের দীনের উপরই রয়েছেন আর এটাই ছিল তার শেষ কথা। তিনি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলতে অস্বীকার করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনার জন্য অবশ্যই ‘ইস্টিগফার’ করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়, এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন : (অর্থ) “আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু‘মিনদের জন্য সঙ্গত নয় যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।” (সূরা তাওবা : ১১৩) আর আল্লাহ তা‘আলা বিশেষভাবে আবু তালিবের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ করে ইরশাদ করেন : (অর্থ) (হে রাসূল!) “আপনি যাকে চাইবেন তাকে পথ দেখাতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ পথ দেখান যাকে ইচ্ছা করেন। আর তিনিই সম্যক জ্ঞাত আছেন কাদের ভাগ্যে হিদায়াত আছে সে সম্পর্কে।”

৪. وَ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَ هُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اِنْ اَبِي عَنْ صَالِحٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْاِسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرَ اَنْ حَدِيثَ صَالِحٍ اَنْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ فَاَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْاَيَّتَيْنِ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَ يَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ وَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَلْ اِلَيْهِ .

৪০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র).... যুহরীর সূত্রে এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সালিহ-এর হাদীসটি فِيهِ اللَّهُ فَأَنْزَلَ এ বাক্যেই শেষ হয়েছে এবং তিনি আয়াত দু’টির উল্লেখ করেন নি। তিনি তার বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেন الْمَقَالَةَ “তারা উভয়ই সে কথার পুনরাবৃত্তি করেছিল”। মা‘মার বর্ণিত হাদীসে هَذِهِ الْمَقَالَةُ-এর স্থলে فَلَمْ يَزَلْ اِلَيْهِ-এর স্থলে থাকল—কথার উল্লেখ রয়েছে।

৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ وَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَبَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ الْآيَةَ .

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

2 - 0 - 1

তাঁর চ

১০. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর ইন্তিকাল করবে,
সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে—এর প্রমাণ

113

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

صلى الله

আমি

২. গুনাহগার হলেও ক্ষমা লাভ অথবা শাস্তিভোগের পর সে জান্নাতে যাবে।

৪৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ قَالَ فَتَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتَّى هُمْ يَنْحَرُ بَعْضُ حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهُ عَلَيْهَا قَالَ ففَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَ ذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ قَالَ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَ ذُو النُّوَاةِ بِنُوَاهٍ قُلْتُ وَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى قَالَ كَانُوا يَمْصُونَهُ وَ يَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا قَالَ حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوَادَهُمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৪৫. আবু বকর ইবন নাযর ইবন আবু নাযর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। এক পর্যায়ে দলের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল। পরিশেষে রাসূল ﷺ তাদের কিছুসংখ্যক উট যবেহ করার মনস্থ করলেন। রাবী বলেন যে, এতে উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি সকলের অবশিষ্ট রসদ সামগ্রী একত্র করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন! রাসূল ﷺ তাই করলেন। যার কাছে গম ছিল সে গম নিয়ে এবং যার কাছে খেজুর ছিল সে খেজুর নিয়ে হাযির হলো, (তালহা ইবন মুসাররিফ বলেন) মুজাহিদ আরো বর্ণনা করেন যে, যার কাছে খেজুরের আঁটি ছিল, সে তাই নিয়ে হাযির হলো। আমি (তালহা) আরয করলাম, আঁটি দিয়ে কি করতেন? তিনি বললেন, তা চুষে পানি পান করতেন। বর্ণনাকারী বললেন, তারপর রাসূল ﷺ সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর উপর দু'আ করলেন। রাবী বলেন, অবশেষে লোকেরা রসদে নিজেদের পাত্র পূর্ণ করে নিল। রাবী বলেন যে, তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে এ দু'টি বিষয়ের প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে।

৪৬. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذْنُتَ لَنَا فَنَحْرُنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَ أَذْهَنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْعَلُوا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظُّهْرُ وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِنِطْعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَّةٍ قَالَ وَ يَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ قَالَ وَ يَجِيءُ الْآخَرُ بِكَسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطْعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَآخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكَوْا فِي الْعَسْكَرِ وَ عَاءً إِلَّا مَلَأُوهُ قَالَ فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَ

فَضَلْتُ فَضْلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ -

৪৬. সাহল ইব্ন 'উসমান ও আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)... আবু হুরায়রা (রা) অথবা আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, (সন্দেহ রাবী আমাশের) তাবুকের যুদ্ধের সময়ে লোকেরা দারুন খাদ্যাভাবে পতিত হলো। তারা আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা আমাদের উটগুলো যবেহ করে তার গোশত খাই এবং তার চর্বি ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, যবেহ করতে পার। রাবী বলেন, ইত্যবসরে উমর (রা) আসলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যদি এরূপ করা হয়, তাহলে বাহন কমে যাবে; বরং আপনি লোকদেরকে তাদের উদ্ধৃত্ত রসদ নিয়ে উপস্থিত হতে বলুন, তাতে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বরকতের দু'আ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ তাতে বরকত দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ, তাই হবে। তিনি একটি দস্তুরখান আনতে বললেন এবং তা বিছালেন, এরপর সকলের উদ্ধৃত্ত রসদ চেয়ে পাঠালেন। রাবী বলেন, তখন কেউ এক মুঠো ভুট্টা নিয়ে হাযির হলো, কেউ এক মুঠো খেজুর নিয়ে হাযির হলো, কেউ বা এক টুকরা রুটি নিয়ে আসল, এভাবে কিছু পরিমাণ রসদ-সামগ্রী দস্তুরখানে জমা হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ পাত্রে রসদ ভর্তি করে নাও। সকলেই নিজ নিজ পাত্র ভরে নিল, এমনকি এ বাহিনীর কোন পাত্রই আর অপূর্ণ রইল না। এরপর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। কিছু উদ্ধৃত্তও রয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এ কথা দু'টির উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, সে জান্নাত থেকে বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

৪৭. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَاهَا إِلَى مَرِيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ

৪৭. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (রা) উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর দাসীর পুত্র, তাঁর কথা দ্বারা পয়দা হয়েছেন যা তিনি মারিয়ামের মধ্যে ঢেলে ছিলেন (অর্থাৎ কালেমায়ে 'কুন' দ্বারা মারিয়ামের গর্ভে তাঁকে পয়দা করেছেন) তিনি তাঁর আত্মা, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাতের আটটি তোরণের যেখান দিয়ে সে চাইবে প্রবেশ করাবেন।

৪৮. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيٍّ فِي هَذَا الْأَسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ .

ছাড়া আর কোন ব্যবধান ছিল না। নবী ﷺ বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল! আমি বললাম 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! বান্দা হাযির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য! তারপর তিনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল! আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! বান্দা আপনার খিদমতে হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য, তারপর তিনি কিছু দূরে অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দা আপনার খিদমতে হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। তিনি বললেন, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার কী হক রয়েছে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। নবী করীম ﷺ বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। তারপর কিছু দূর চললেন। নবী ﷺ বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল। আমি আরয করলাম, বান্দা আপনার খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। নবী ﷺ বললেন, তুমি কি জান, এগুলো করলে আল্লাহর কাছে বান্দার কী হক আছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী ﷺ বললেন, তা এই যে, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন না।

৫১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا -

৫১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গাধা-উফায়রের পিঠে তাঁর পিছনে বসা ছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কী এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, যে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দিবেন না। মু'আয (রা) বললেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের এ সংবাদ জানিয়ে দেব? তিনি বললেন, না, লোকদের এ সংবাদ দিও না, দিলে এর উপরই তারা ভরসা করে থাকবে।

৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ قَالَ أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ -

৫২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহর কী হক ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, তা হলো, যেন আল্লাহরই ইবাদত করা হয় এবং তাঁর সঙ্গে যেন অন্য কিছু শরীক না করা হয়। তিনি বললেন, তুমি কি জান, তা করলে আল্লাহর কাছে বান্দার হক কী ? মু'আয (রা) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তাদের তিনি শাস্তি দিবেন না।

৫৩. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ فَاجَبْتُهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৫৩. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান, মানুষের উপর আল্লাহর হক কী ? বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৫৪. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزَعَنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعَ فَخَرَجْتُ ابْتَغَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ أَبًا فَلَمْ أَجِدْ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بَيْتٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتُ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَزَعَنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعَ فَاتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهُوَ لَاءِ النَّاسِ وَرَأَيْتُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَاعْطَانِي نَعْلِيهِ قَالَ إِذْهَبْ بِنَعْلِي هَاتِبِنِ فَمَنْ لَقِيتُ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيِقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيِقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْ فَخَرَرْتُ لِاسْتَيْ فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَارْجِعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيْ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتَيْ قَالَ ارْجِعْ فَقَالَ

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بِشَرِّهِ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلَّاهُمْ يَفْعَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَلَّاهُمْ -

৫৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছে বসা ছিলাম। আমাদের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছে আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে গেলেন। তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসতে বিলম্ব করলেন; এতে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি কোন বিপদে পড়লেন কিনা। আমরা বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়িলাম। বিচলিতদের মধ্যে আমি ছিলাম প্রথম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ -এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। তালাশ করতে করতে বনী নাজ্জার গোত্রের আনসারদের বাগানের কাছে পৌঁছলাম, আমি বাগানের চারদিকে ঘুরে কোন দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাইরের কুয়া থেকে একটি 'রবী' (ঝরণা, প্রণালী, নালা) বাগানের ভিতর প্রবেশ করেছে। আমি নিজেকে শিয়ালের মত সংকুচিত করে প্রণালীর পথে রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা! আমি আরয় করলাম, জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কি? আমি আরয় করলাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। তারপর আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে এলেন। আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমাদের অবর্তমানে আপনি কোন বিপদে পড়লেন কিনা? এ আশংকায় আমরা সকলেই বিচলিত হয়ে পড়লাম। বিচলিতদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম। আমি এ বাগানে এসে উপস্থিত হই। তারপর নিজেকে শিয়ালের মত সংকুচিত করে এ বাগানে প্রবেশ করি। আর সে সব লোক আমার পেছনে রয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ হে আবু হুরায়রা বলে তাঁর পাদুকা জোড়া প্রদান করলেন, আর বললেন, আমার এ পাদুকা জোড়া নিয়ে যাও এবং বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার সাক্ষাত হয় তাকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই, সে জান্নাতী হবে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বাইরে এসে প্রথমেই উমরের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! এ জুতা জোড়া কি? আমি বললাম, এ তো রাসূলুল্লাহ্ -এর পাদুকা মুবারক। তিনি আমাকে এ দু'টি দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে আমার সাক্ষাত হয়, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই, তাকে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেই। একথা শুনে উমর (রা) আমার বুকে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন, ফিরে যাও, হে আবু হুরায়রা! আমি কাঁদো কাঁদো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ -এর খিদমতে ফিরে এলাম। আর সাথে সাথে উমরও আমার পিছনে পিছনে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার কি হয়েছে? আরয় করলাম, উমর (রা)-এর সাথে আমার দেখা হয়। আপনি যা বলে আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমি তা উমরকে জানাই। এতে তিনি আমার বুকে আঘাত করলেন যে আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। আর তিনি আমাকে ফিরে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, হে উমর! কিসে তোমাকে এ কাজে উত্তেজিত করেছে? তিনি উত্তর দিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। আপনি কি আপনার পাদুকা মুবারকসহ আবু হুরায়রাকে পাঠিয়েছেন যে, তার সাথে যদি এমন লোকের সাক্ষাত হয়, যে আন্তরিকতার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও? রাসূল বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা)

বললেন, এরূপ করতে যাবেন না। আমি আশংকা করি যে, লোকেরা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে; আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা আমল করুক। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আচ্ছা, তাদের ছেড়ে দাও।

৫৫. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذَا يَتَكَلَّمُوا فَأَخْبِرْ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتُمًا .

৫৫. ইসহাক ইবন মানসূর (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ও মু'আয ইবন জাবাল (রা) একই বাহনে সওয়ার হয়েছিলেন। এ অবস্থায় নবী ﷺ বললেন, হে মু'আয ইবন জাবাল! মু'আয (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বান্দা হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসূল ﷺ আবার বললেন, হে মু'আয! মু'আয উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বান্দা হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসূল ﷺ আবার বললেন, হে মু'আয! মু'আয উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বান্দা হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসূল ﷺ বললেন, যদি কোন বান্দা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল, তবে আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করবেন। মু'আয (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ খবর লোকদের দিয়ে দিব কি, যাতে তারা সুসংবাদ পায়? রাসূল ﷺ বললেন, তা হলে লোকেরা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। পরে সত্য কথা গোপন রাখার গুনাহের ভয়ে মু'আয (রা) অস্তিমকালে এ খবর শুনিয়ে গিয়েছেন।

৫৬. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَثْبَانَ فَقُلْتُ حَدِيثٌ بَلَّغَنِي عَنْكَ قَالَ أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي تُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِي فَاتَّخِذْهُ مُصَلِّيَ قَالَ فَاتَى النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ وَهُوَ يُصَلِّيُ فِي مَنْزِلِي وَ أَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ أَسْنَدُوا عَظَمَ ذَلِكَ وَ كُبْرَهُ إِلَى مَالِكِ بْنِ دُخَشْمٍ قَالَ وَدَوَا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ وَ وَدُوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرٌّ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ وَ قَالَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَ مَا هُوَ فِي قَلْبِهِ قَالَ لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَدْخُلُ النَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ قَالَ أَنَسُ فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِابْنِي اكْتُبْهُ فَكُتِبَ -

৫৬. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র).... মাহমুদ ইবনুর রাবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি মদীনায়ে এসে 'ইত্বানের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনার কাছ থেকে একটা হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে। ইত্বান (রা) বললেন, আমার চোখে কোন এক রোগ দেখা দিলে আমি রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে খবর পাঠালাম যে, আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, আপনি আমার কাছে তাশরীফ আনবেন এবং আমার গৃহে দু'রাকাআত নামায আদায় করবেন। আপনার নামায আদায়ের স্থানটিকে আমি নিজের জন্য নামায আদায়ের স্থান বানিয়ে নেব। তারপর আল্লাহ যাদের মনযুর করলেন, তাঁদের সাথে নিয়ে রাসূল পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ঢুকে নামায আদায় করতে থাকলেন। তাঁর সাহাবীরা পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। একপর্যায়ে মালিক ইব্ন দুখশুম-কে তাদের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু বানিয়ে নিলেন। তাঁরা ইচ্ছা পোষণ করছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালিক ইব্ন দুখশুম-এর জন্য বদদু'আ করুন যেন সে ধ্বংস হয়। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায সম্পন্ন করলেন এবং বললেন, সে কি সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? তাঁরা আরয করলেন, সে এ কথা বলে বটে, কিন্তু তার অন্তরে এটা নেই। রাসূল পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য দেবে আর সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে কিংবা আগুন তাকে দগ্ধ করবে এমন হবে না। আনাস (রা) বলেন, হাদীসটি আমাকে বিস্মিত করেছিল। আমি আমার পুত্রকে বললাম, হাদীসটি লিখে নাও। সে তা লিখে রাখল।

৫৭. আবু বকর ইব্ন নাফি' আল-আব্দী (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইত্বান (রা) অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এ বলে খবর পাঠালেন, আপনি আমার ঘরে তাশরীফ আনুন এবং আমার জন্য একটি নামাযের স্থান নির্দিষ্ট করে দিন। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন। 'ইত্বানের গোত্রের লোকজনও হাযির হল। তখন মালিক ইব্ন দুখশুম নামক এক ব্যক্তির কথা সেখানে উল্লেখ করা হল.... তারপর বর্ণনাকারী সুলায়মান ইব্ন মুগীরার অনুরূপ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন।

১১. **بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنْ ارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ**

১১. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ

পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়, সে মু'মিন যদিও সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়

৫৮. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارِ أَوْ رَدِّي عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ**

الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَ
بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا -

৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন আবু 'উমর আল-মাক্কী ও বিশ্র ইব্ন হাকাম (র).... আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে রব হিসেবে আল্লাহকে, দীন হিসেবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ-কে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে।

১২. بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ وَكَوْنِهِ مِنَ الْإِيمَانِ

১২. পরিচ্ছেদ : ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা, তার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার বর্ণনা, লজ্জাশীলতার ফযীলত এবং তা ঈমানের অঙ্গ হওয়ার বর্ণনা

৫৯. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ -

৫৯. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।

৬০. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ -

৬০. যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই) এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা।

৬১. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ -

৬১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমর আল-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে নসীহত করছিলেন। শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

১. অতিরিক্ত লজ্জার কারণে নসীহত করছিলেন।

৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ -

৬২. আব্দ ইব্ন হুমায়েদ (র) যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ জনৈক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; সে আনসারী তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে নসীহত করছিলেন।

৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنْ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةٌ فَقَالَ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ -

৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, লজ্জা শুধু কল্যাণই বয়ে আনে। এটা শুনে বুশায়র ইব্ন কা'ব বললেন, হিকমতের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, লজ্জা মর্যাদা, গাভীর্য ও ধৈর্যের উৎস। ইমরান (রা) বলেন, আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি আমার কাছে তোমার পুঁথির কথা শোনাচ্ছ?

৬৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ حَدَّثَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِنَّا وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوْ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةٌ وَقَارًا لِلَّهِ قَالَ وَمِنْهُ ضَعْفٌ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ إِلَّا أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ فَأَعَادَ بُشَيْرٌ فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَمَا زِلْنَا نَقُولُ إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ -

৬৪. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র).... আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের একদল ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মাঝে বুশায়র ইব্ন কা'বও ছিলেন। তখন ইমরান (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লজ্জা মঙ্গলজনক সবটাই। রাবী বলেন যে, কিংবা রাসূল ﷺ বলেছেন : লজ্জা সবটাই মঙ্গলজনক। বুশায়র ইব্ন কা'ব (র) বলেন, কোন কোন কিতাবে বা হিকমতের গ্রন্থে আমরা পেয়েছি যে, লজ্জা থেকেই প্রশান্তি ও আল্লাহর জন্য গাভীর্য এবং তা থেকে দুর্বলতারও উৎপত্তি। রাবী বলেন, একথা শুনে ইমরান (রা) রাগান্বিত হলেন, এমনকি তার দুই চোখ লাল হয়ে গেল। ইমরান (রা) বলেন : এরূপ নয় কি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি তার মুকাবিলায় পুঁথির কথা পেশ করছ। এরপর ইমরান (রা) হাদীসটির পুনরুক্তি করলেন। আর

বুশায়রও তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এতে ইমরান (রা) খুবই রাগান্বিত হলেন। রাবী বলেন যে, শেষে আমরা বলতে লাগলাম, হে আবু নুজায়দ! (ইমরানের উপনাম) সে আমাদেরই লোক। তার মধ্যে ত্রুটি নেই।^১

৬৫. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اخْبَرَنَا النُّصْرُ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيَّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

৬৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাম্মাদ ইবন যায়দের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩. بَابُ جَامِعِ اَوْصَافِ الْاِسْلَامِ

১৩. পরিচ্ছেদ : ইসলামের যাবতীয় গুণ যার মধ্যে নিহিত

৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اَمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمُ .

৬৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).... সুফয়ান ইবন আবদুল্লাহ আস্-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে এমন কথা বলে দিন, আপনার পরে যেন তা আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। আবু উসামার হাদীসে بعدك -এর স্থলে غيرك রয়েছে। রাসূল ﷺ বললেন : তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

১৪. بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْاِسْلَامِ وَآيُ اُمُورِهِ اَفْضَلُ

১৪. পরিচ্ছেদ : ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক ফযীলত ও সর্বোত্তমটির বর্ণনা

৬৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ اخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

৬৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আরয করল যে, কোন্ ইসলাম উত্তম (অর্থাৎ ইসলামের সর্বোত্তম আমল কোন্টি)? রাসূল ﷺ বললেন : তুমি লোকদের পানাহার করাবে এবং সালাম করবে, তোমার পরিচিত কিংবা অপরিচিত যেই হোক না কেন।

১. অর্থাৎ তার আকীদার ক্ষেত্রে ত্রুটি নেই।

৬৮. وَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرْحِ الْمِصْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ فَقَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ .

৬৮. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন সারহ আল-মিসরী (র).... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আল-আ'স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল, সর্বোত্তম মুসলিম কে ? তিনি বললেন : যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে ।

৬৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ عَبْدُ أَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ .

৬৯. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, (সত্যিকার) মুসলিম সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে ।

৭০. وَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

وَ حَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৭০. সাঈদ ইবন ইয়াহুয়া ইবন সাঈদ আল-উমাবী (র)... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ইসলাম উত্তম ? তিনি বললেন : উত্তম ইসলাম হলো তার, যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে ।

ইব্রাহীম ইবন সাঈদ আল-জাওহারী (র) বুরাইদ ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম মুসলিম কে ? রাবী হাদীসের বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন ।

১৫. بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنْ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَ جَدَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ

১৫. পরিচ্ছেদ : যেসব গুণে গুণান্বিত হলে ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায়

৭১. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَ جَدَّ بِهِنَّ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَ أَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ .

৭১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু 'উমর ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) একত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে, সেই ঈমানের প্রকৃত মিষ্টতা অনুভব করবে : ১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ অন্য সব থেকে অধিক প্রিয়, ২) যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাঁর বান্দাকে ভালবাসে এবং ৩) যাকে আল্লাহ কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।

৭২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পায় : ১) যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসে, ২) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় এবং ৩) যাকে আল্লাহ কুফর থেকে নাজাত দিয়েছেন; তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া থেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক পছন্দ করে।

৭৩. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের অনুরূপ; তবে এতে রয়েছে, “ইয়াহুদী অথবা নাসারার দিকে ফিরে যাওয়া থেকে....।”

৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পায় : ১) যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসে, ২) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় এবং ৩) যাকে আল্লাহ কুফর থেকে নাজাত দিয়েছেন; তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া থেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক পছন্দ করে।

৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন মানসুর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের অনুরূপ; তবে এতে রয়েছে, “ইয়াহুদী অথবা নাসারার দিকে ফিরে যাওয়া থেকে....।”

১৬. بَابُ وَجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مِنَ الْأَهْلِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقُ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبَّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةُ

১৬. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও পিতামাতা তথা সকলের চাইতে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি এরূপ ভালবাসবে না, তার ঈমান নেই

৭৬. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّجُلُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

৭৪. যুহায়র ইব্ন হারব ও শায়বান ইব্ন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কোন বান্দা (রাবী আবদুল ওয়ারিসের বর্ণনায় 'কোন ব্যক্তি') ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও অন্য লোকদের চাইতে অধিক প্রিয় না হব।

৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা এবং অন্য লোকদের চাইতে অধিক প্রিয় হব।

১৭. **بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ**

১৭. পরিচ্ছেদ : নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অপর মুসলমান ভাই-এর জন্য পছন্দ করা ইমানের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হওয়ার প্রমাণ

৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী বলেছেন : তোমাদের কেউই মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাই-এর জন্য, অন্য বর্ণনায় তার প্রতিবেশীর জন্যও তা পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

৭৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী বলেছেন : সে মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার প্রতিবেশী (অন্য বর্ণনায় ভাই-এর) জন্য তা পছন্দ না করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

১৮. **بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِذَاءِ الْجَارِ**

১৮. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম

৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী বলেছেন : তোমাদের কেউই মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী (অন্য বর্ণনায় ভাই-এর) জন্য তা পছন্দ না করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ .

৭৮. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়ূব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১৯. بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصُّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ وَكَوْنُ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْإِيمَانِ

১৯. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করা, কল্যাণকর কথা ব্যতীত নীরবতা অবলম্বন করা এবং এগুলো ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বর্ণনা

৭৭. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ .

৭৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।

৮০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ .

৮০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।

৮১. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ .

৮১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পরবর্তী অংশ রাবী আবু হাসীনের হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে **فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ** “তার প্রতিবেশীর প্রতি সে যেন ভাল ব্যবহার করে।”

৪২. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْخَزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ .

৮২. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) আবু শুরায়হ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করে ; যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করে।

২. بِأَبِّ بَيَانَ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ

২০. পরিচ্ছেদ : মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ঈমানের অঙ্গ, ঈমানহ্রাস-বৃদ্ধি হয়, ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব

৪২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكَ مَا هُنَاكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذَلِكَ أَوْفَى الْإِيمَانِ .

৮৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) তারিক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঈদের নামাযের পূর্বে সর্বপ্রথম মারওয়ান ইবন হাকাম খুত্বা প্রদান আরম্ভ করেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, খুত্বার আগে হবে নামায। মারওয়ান বললেন, এ নিয়ম রহিত করা হয়েছে। এতে আবু সাঈদ (রা) বললেন, “এ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে।” আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর।

৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي قِصَّةِ مَرْوَانَ وَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَ سُفْيَانَ .

৮৪. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে মারওয়ানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর এই হাদীসটি শু'বা ও সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৪৫. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَ أَبُو بَكْرُ بْنُ النَّضْرِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ اللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَورِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَ أَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَ يَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَيْسَ وَ رَأَى ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ .

قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَى فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقِنَاةٍ فَاسْتَتَبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ صَالِحٌ وَ قَدْ تَحَدَّثُ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ .

৮৫. আমর আন-নাকিদ, আবু বকর ও ইবন হুমায়দ (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে যখনই কোন জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন, তখনই উম্মাতের মধ্যে তাঁর এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর আদর্শ অবলম্বন করে চলতেন এবং তাঁর নির্দেশের যথাযথ অনুসরণ করতেন। অনন্তর তাদের পরে এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত না, আর সে সব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। এদের বিরুদ্ধে যারা হাতদ্বারা জিহাদ করেছে, তারা মু'মিন; যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথাদ্বারা জিহাদ করেছে, তারাও মু'মিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরে (ঘৃণা পোষণদ্বারা) জিহাদ করেছে, তারাও মু'মিন। এর বাইরে সরিষার দানার পরিমাণেও ঈমান নেই।

রাবী আবু রাফি' (র) বলেন, আমি হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম, তিনি আমার বিবরণ অস্বীকার করলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) উপস্থিত হলেন এবং কানাত নামক (মদীনার নিকটবর্তী একটি) স্থানে অবতরণ করলেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) অসুস্থ ইবন মাসউদকে দেখার উদ্দেশে আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর সাথে গেলাম। যখন আমরা বসে পড়লাম তখন আমি এই হাদীস সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তদ্রূপ বর্ণনা করলেন যে রূপ আমি ইবন

উমরের কাছে বর্ণনা করেছিলাম। সালিহ ইব্ন কায়সান বলেন, এ হাদীসটি আবু রাফি' থেকে অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৪৬. وَ حَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْفَضِيلِ الْخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ وَ يَسْتَنْوُونَ بِسُنَّتِهِ مِثْلَ حَدِيثِ صَالِحٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اجْتِمَاعَ ابْنِ عُمَرَ مَعَهُ .

৮৬. আবু বকর ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মাদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোন নবী অতিবাহিত হন নি যার এমন হাওয়ারী ছিল না, যারা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতেন না এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অনুসরণ করতেন না। তারপর তিনি সালিহ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ বর্ণনায় ইব্ন মাসউদের আগমন এবং তাঁর সাথে ইব্ন উমরের মিলিত হওয়ার বিষয় উল্লেখ নেই।

২১. بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ وَ رُجْحَانُ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ

২১. পরিচ্ছেদ : ঈমানের ক্ষেত্রে মুমিনদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ বিষয়ে ইয়ামনবাসীদের প্রাধান্য

৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يَرَوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِلَّا إِنْ الْإِيمَانَ هَهُنَا وَ إِنْ الْقَسْوَةَ وَ غِلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْفِدَائِينَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْأَبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةٍ وَ مُضَرَ .

৮৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র, আবু কুরায়ব এবং ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র) আবু মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর হাত দিয়ে ইয়ামনের দিকে ইশারা করে বললেন : জেনে রাখ, ঈমান ওখানেই। কঠোর ও পাষণ-হৃদয় হচ্ছে শয়তানের দুই শিং এর স্থলে বসবাসকারী সেসব লোক যারা উটের লেজের গোড়ায় থেকে চীৎকার দিয়ে থাকে, অর্থাৎ রাবী'আ ও মুযার গোত্র।

৪৮. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرْقُ أَفِيدَةَ الْإِيمَانِ يَمَانٍ وَ الْفِقْهُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ -

১. এ বলে মদীনার পূর্বদিকে বসবাসকারী লোকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৮৮. আবু রাবী আয-যাহরানী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পা সাদা ৩
আলাইদ
উ মা সাদা বলেছেন : ইয়ামনের অধিবাসীরা এসেছে; তাদের হৃদয় বড়ই কোমল। ঈমান রয়েছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে, ধর্মীয় প্রজ্ঞা রয়েছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও রয়েছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে।

৮৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى ح وَ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ يَوْسُفَ الْأَزْرَقُ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না এবং আমর আন্-নাকিদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ পা সাদা ৩
আলাইদ
উ মা সাদা বলেছেন : পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৯০. وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَ هُوَ ابْنُ ابْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَ أَرْقُ أَفْئِدَةً الْفَقْهُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ -

৯০. আমর আন্-নাকিদ ও হাসান আল-হলওয়ানী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ পা সাদা ৩
আলাইদ
উ মা সাদা বলেছেন : তোমাদের কাছে ইয়ামনবাসীরা এসেছে; তারা নম্রচিত্ত ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। ধর্মীয় প্রজ্ঞা ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে রয়েছে।

৯১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوُ الْمَشْرِقِ وَ الْفَخْرُ وَ الْخِيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَ الْأَبِلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلُ الْوَبَرِ وَ السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ -

৯১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পা সাদা ৩
আলাইদ
উ মা সাদা বলেছেন : কুফরের মূল পূর্বদিকে। অহংকার ও দাঙ্কিতা রয়েছে উচ্চৈশ্বরে চীৎকারকারী পশুপালক—ঘোড়া ও উটওয়ালাদের মধ্যে। আর নম্রতা রয়েছে বকরীওয়ালাদের মধ্যে।

৯২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَ الْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَ الْفَخْرُ وَ الرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلُ الْخَيْلِ وَ الْوَبَرِ -

৯২. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পা সাদা ৩
আলাইদ
উ মা সাদা বলেছেন : ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে, কুফর পূর্বদিকে এবং নম্রতা বকরীওয়ালাদের মধ্যে। আর অহংকার ও রিয়া চীৎকারকারী ঘোড়া ও উট পালকদের মধ্যে।

৯৩. وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلُ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ .

৯৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অহংকার ও দাঙ্কিতা চীৎকারকারী উট পালকদের মধ্যে এবং নম্রতা বকরীওয়ালাদের মধ্যে ।

৯৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ الْإِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ -

৯৪. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র).... যুহরী (র) থেকে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন । তবে এতে এ বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে, “ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিক্মতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে ।”

৯৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرْقُ أَفِيدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا الْإِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلُ الْوَبَرِ قَبْلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ -

৯৫. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইয়ামনবাসীরা এসেছে । তারা কোমল-হৃদয় ও নম্রচিত্ত । ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিক্মতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে । নম্রতা বকরীওয়ালাদের মধ্যে এবং অহংকার ও দাঙ্কিতা চীৎকারকারী উট পালকদের মধ্যে যাদের অবস্থান সূর্যোদয়ের দিকে ।

৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرْقُ أَفِيدَةً الْإِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ رَأْسُ الْكُفْرِ قَبْلَ الْمَشْرِقِ -

৯৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাছে ইয়ামনের লোকেরা উপস্থিত হয়েছে । তারা নম্রচিত্ত ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী । ঈমান ইয়ামনীদের মধ্যে এবং হিক্মত ইয়ামনীদের । আর কুফরের মূল রয়েছে পূর্বদিকে ।

৯৭. وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ لَمْ يَذْكُرْ رَأْسَ الْكُفْرِ قَبْلَ الْمَشْرِقِ -

৯৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন । তবে তাঁর রিওয়াযাতে ‘কুফরের মূল রয়েছে পূর্বদিকে’ কথাটি উল্লেখ করেন নি ।

৯৮. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَ زَادَ وَ الْفَخْرُ وَ الْخِيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْأَبْلِ وَ السَّكِينَةِ وَ الْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ -

৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও বিশর ইব্ন খালিদ (র).... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে এ সনদে জারীর (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণনাকারী শু'বা, 'অহংকার ও দাঙ্গিকতা উট মালিকদের মধ্যে আর নম্রতা ও মর্যাদা বকরীর মালিকদের মধ্যে' অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

৯৯. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غِلْظُ الْقُلُوبِ وَ الْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَ الْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ -

৯৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মনের কঠোরতা ও গোঁয়ারত্বী পূর্বাঞ্চলে আর ঈমান হিজাবাসীদের মধ্যে।

২২. بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَنَّ أَفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبٌ لِحُصُولِهَا

২২. পরিচ্ছেদ : মু'মিন ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, মু'মিনদের ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ আর তা অর্জনের উপায় হল পরস্পর অধিক সালাম বিনিময়

১০০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ -

১০০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বাতলে দিব না, যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালাতের প্রসার ঘটানো।

১০১. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٍ -

১০১. যুহায়র ইব্ন হারব (র)... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আন। পরবর্তী অংশ আবু মুআবিয়া ও ওয়াকী-এর হাদীসের অনুরূপ।

২৩. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

২৩. পরিচ্ছেদ : কল্যাণ কামনাই দীন

১.২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ إِنْ عَمَرًا حَدَّثَنَا عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ وَ رَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِّي رَجُلًا قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ رَسُولِهِ وَ لِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ .

১০২. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ আল-মাক্কী (র)... তামীম দারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : কল্যাণ কামনাই দীন। আমরা আরয করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন : আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।

১.৩. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

১০৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র).... তামীম দারী (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১.৪. وَ حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَ هُوَ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

১০৪. উমায়্যা ইব্ন বিস্তাম (র).... তামীম দারী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১.৫. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

১০৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র).... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নামায আদায়ের, যাকাত দেওয়ার এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়'আত করেছি।

১.৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

১০৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন নুমায়র (র).... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার সম্পর্কে নবী ﷺ -এর কাছে বায়'আত করেছি।

১.৭. حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ يَعْقُوبُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ .

১০৭. সুরায়জ ইবন ইউনুস ও ইয়াকুব আদ-দাওরাকী (র).... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে বায়'আত করলাম শোনার ও মান্য করার ব্যাপারে। তিনি আমাকে বলে দিলেন : 'আমার সাধ্যানুসারে'—এ কথাটিও বল। আর প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার জন্য বায়'আত করলাম। ইয়াকুব এক বর্ণনায় 'হুসায়ম' এর নাম না বলে 'সাইয়ার'-এর নাম উল্লেখ করেন।

২৪. بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ

২৪. পরিচ্ছেদ : গুনাহ দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয় এবং গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ঈমান থাকে না, অর্থ ঈমানের পূর্ণতা থাকে না

১.৮. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ وَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُمْ وَ لَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

১০৮. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইমরান আত-তুজীবী.... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না, চুরি করার সময় চোরও ঈমানদার থাকে না, মদ্যপায়ীও মদ্যপান করার সময় মু'মিন থাকে না। আবু হুরায়রা (রা) অন্য সূত্রে এর সাথে এও বলেছেন : মূল্যবান সামগ্রী লুটেরা যখন এ অবস্থায় লুট করতে থাকে যে, লোকে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, তখন সে মু'মিন থাকে না।

১.৯. وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ أَقْبَصُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ يَذْكُرُ مَعَ

ذَكَرَ النُّهْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَفٍ وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا إِلَّا النُّهْبَةَ .

১০৯. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ও ইব্ন লায়স ইব্ন সা'দ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না.... বাকী অংশ লুটতরাজের বর্ণনাসহ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে 'মূল্যবান সামগ্রী' কথাটির উল্লেখ নাই। ইব্ন শিহাব বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু বকরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'লুটের' কথা উল্লেখ করেননি।

১১. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ النُّهْبَةَ وَلَمْ يَقُلْ ذَاتَ شَرَفٍ .

১১০. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান আল-রাযী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে উকায়লের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং 'লুটের' কথাও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু 'লুটের' (মূল্যবান) কথাটি বলেননি।

১১১. وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا وَقْتُيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّأَوْرِدِيَّ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ هَؤُلَاءِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّ الْعَلَاءَ وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنُهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهَبُهَا مُؤْمِنٌ وَزَادَ وَلَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغْلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَيَّاكُمْ أَيَّاكُمْ .

১১১. হাসান ইব্ন আলী আল-হলওয়ানী, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে সকলেই যুহরীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আ'লা ও সাফওয়ান ইব্ন সুলায়মের বর্ণিত হাদীসে 'লোকে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে' কথাটি নেই। আর হাম্মামের হাদীসে রয়েছে— 'লুটেরা যখন লুটে লিপ্ত আর মু'মিনরা তার প্রতি চোখ তুলে তাকিয়ে আছে, এমতাবস্থায় সে মু'মিন থাকে না)' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। হাম্মাম তাঁর হাদীসে আরো বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খেয়ানত করে, তখন মু'মিন থাকে না। সুতরাং তোমরা সাবধান, তোমরা সাবধান।



বাংলা হাদিস

১১২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ.

১১২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। মদ্যপ ব্যক্তি যখন মদপানে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। তবে এরপরও তওবার দরজা খোলা থাকে।

১১৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ .

১১৩. মুহাম্মদ ইবন রা'ফি (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু'রূপে বর্ণনা করেন, ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত... এরপর শু'বার হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

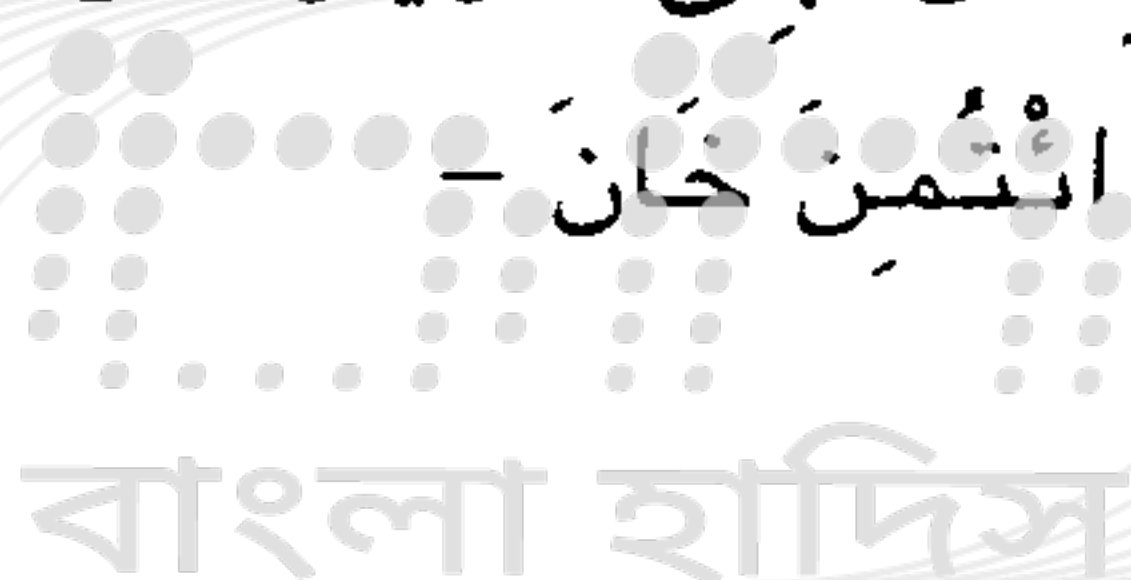
২৫. بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ

২৫. পরিচ্ছেদ : মুনাফিকের স্বভাবের বর্ণনা

১১৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَ كَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَ أَنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ .

১১৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র এবং যুহায়র ইবন হার্ব (র).... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চারটি স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে, সে সত্যিকার মুনাফিক; যার মধ্যে উক্ত চারটির একটিও থাকে, সে তা না ছাড়া পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব রয়ে যায়। ১) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ২) চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করে, ৩) ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং ৪) ঝগড়া করলে কটুক্তি করে। রাবী সুফিয়ানের বর্ণনায় হাদীসটিতে 'خَلَّة' শব্দের স্থলে 'خَصْلَةٌ' রয়েছে, (উভয় শব্দের অর্থ একই)।

১১৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ اللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَهْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ابْتِئِمَّ خَانَ -



বাংলা হাদিস

১১৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন আইয়ূব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মুনাফিকের আলামত তিনটি—১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, ২) ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং ৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তা খেয়ানত করে।

১১৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرْقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ -

১১৬. আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মুনাফিকদের আলামতের মধ্যে তিনটি—১) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ২) ওয়াদা করলে সে খেলাফ করে এবং ৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খেয়ানত করে।

১১৭. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ قَيْسٍ أَبُو زَكِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ وَإِنْ صَامَ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ -

১১৭. উক্বা ইব্ন মুকরাম আল-আম্মী (র).... তার উস্তাদ ইয়াহুইয়া ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি উপরোক্ত সনদে আলা ইব্ন আবদুর রহমান থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি, যদিও সে রোযা পালন করে এবং নামায আদায় করে আর মনে করে যে, সে মুসলমান।

১১৮. وَ حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ وَ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ذَكَرَ فِيهِ وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ .

১১৮. আবু নাসর আত-তাম্মার ও আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইয়াহুইয়া ইব্ন মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আ'লা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আছে যদিও সে রোযা পালন করে, নামায আদায় করে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম।

২৬. بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيْمَانٍ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ

২৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে 'হে কাফির! বলে সস্বোধন করে, তার ঈমানের অবস্থা

১১৯. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا .

১১৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে আখ্যায়িত করলে সে কুফরী তাদের উভয়ের কোন একজনের উপর বর্তাবে।

১২০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا أَمْرٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَالْأُخَرُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ -

১২০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী, ইয়াহইয়া ইবন আইয়ূব, কুতায়বা ইবন সাঈদ এবং আলী ইবন হুজর (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ তার ভাইকে 'কাফির' বলে সম্বোধন করলে উভয়ের একজন তার উপযুক্ত হয়ে যাবে। যাকে কাফির বলা হয়েছে সে কাফির হলে তো হলোই, নতুবা কথাটি বক্তার উপরই ফিরে আসবে।

১২১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلِيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ -

১২১. যুহায়র ইবন হার্ব (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি জেনেগুনে আপন পিতার পরিবর্তে অন্য কাউকে পিতা বলে, সে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু দাবি করে যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল বানিয়ে নেয়। আর কেউ কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করলে বা 'আল্লাহর দুশমন' বলে ডাকলে, সম্বোধিত ব্যক্তি যদি অনুরূপ না হয়, তা হলে তা বক্তার প্রতি ফিরে আসবে।

২৭. بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيْمَانٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

২৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জেনেগুনে নিজের পিতাকে অস্বীকার করে, তার ঈমানের অবস্থা

১২২. حَدَّثَنِي هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ -

১২২. হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। যে ব্যক্তি তার পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কাফির।

১২৩. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعَى زِيَادُ لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ

سَمِعَ اُذْنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى اَبَا فِي الْاِسْلَامِ غَيْرَ اَبِيهِ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيهِ
فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

১২৩. আমর আন-নাকিদ (র).... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার উভয় কান রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর যে ব্যক্তি জেনেগুনে নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে ডাকে, তার উপর জান্নাত হারাম। রাবী আবু বাকরা (রা) বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীস শুনেছি।

১২৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَ أَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُهُ اُذْنَايَ وَ وَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيهِ فَاَلْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ-

১২৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... সা'দ ও আবু বাকরা (রা) উভয় থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা প্রত্যেকে বলেন, মুহাম্মদ ﷺ থেকে আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর স্বরণ রেখেছে যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবি করে, অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তার উপর জান্নাত হারাম।

২৮. بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

২৮. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর বাণী : মুসলমানদের গালি দেওয়া গুনাহের কাজ এবং তাদের সাথে মারামারি করা কুফরী

১২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرِّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلُ زُبَيْدٍ لِأَبِي وَائِلٍ .

১২৫. মুহাম্মদ ইবন বাক্কার ইবন আর-রাইয়ান, আওন ইবন সাল্লাম এবং মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া গুনাহের কাজ এবং তার সাথে মারামারিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুফরী। রাবী যুবায়েদ বলেন, আমি (আমার উস্তাদ) আবু ওয়ায়লকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এটা বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি (আবু ওয়ায়ল) বললেন, হ্যাঁ। তবে রাবী শু'বার হাদীসে আবু ওয়ায়লের সঙ্গে যুবায়েদের উক্ত কথার উল্লেখ নেই।

১২৬. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

১২৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না এবং ইবন নুমায়র (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৯. بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

২৯. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর বাণী : তোমরা আমার পরে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কাফিরে পরিণত হয়ো না

১২৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِبِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

১২৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র).... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের দিনে আমাকে বললেন, লোকদের চুপ করাও। তারপর তিনি বললেন : আমার পরে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ো না।

১২৮. وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

১২৮. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র).... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১২৯. وَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيَحْكُمُ أَوْ قَالَ وَيَلْكُمُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

১২৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু বকর ইবন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের দিন তিনি বলেছেন : তোমাদের জন্য আফসোস অথবা (বললেন) দুর্ভোগ তোমাদের! আমার পরে তোমরা পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কাফিরে পরিণত হয়ো না।

১৩. وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدٍ -

১৩০. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র).... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে ওয়াকিদেব সূত্রে শ'বার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩. بَابُ أَطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطُّعْنِ فِي النُّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ

৩০. পরিচ্ছেদ : বংশের প্রতি কটাক্ষের এবং উচ্চস্বরে বিলাপের উপর কুফরী শব্দের প্রয়োগ

১৩১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمَا كُفْرٌ الطُّعْنُ فِي النُّسَبِ وَ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ -

১৩১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি স্বভাব মানুষের মাঝে রয়েছে, যে দু'টি কুফর বলে গণ্য—১) বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং ২) মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা।

৩১. بَابُ تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الْأَبِقِ كَافِرًا

৩১. পরিচ্ছেদ : পলাতক দাসকে 'কাফির' আখ্যায়িত করা

১৩২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُورٌ قَدْ وَاللَّهِ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَهُنَا بِالْبَصْرَةِ -

১৩২. আলী ইবন হুজর আস-সা'দী (র).... শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জারীর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যে দাস তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, সে কুফরী করল, যতক্ষণ না সে তার প্রভুর কাছে ফিরে আসে। মানসূর বলেন, আল্লাহর কসম ! এ হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এখানে বসরায় আমি থেকে এ হাদীস বর্ণিত হোক তা আমি অপছন্দ করি।

১৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ -

১৩৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে দাস পালিয়ে যায়, তার থেকে (আল্লাহ ও রাসূলের) যিম্মাদারী শেষ হয়ে যায়।

১৩৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ -

১. কারণ এখানে খারিজী ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের লোক বেশি, যারা এটিকে সত্যিকার অর্থেই কুফরী মনে করে।

১৩৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী পালাহা ও আলহাদিহা বলেছেন : যখন দাস পালিয়ে যায়, তখন তার নামায কবুল হয় না।

৩২. بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطَرْنَا بِالنَّوْءِ

৩২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বলে ‘আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি নক্ষত্র দ্বারা’ তার কুফরীর বর্ণনা

১৩৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فِي أَثَرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ف ذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا ف ذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ -

১৩৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).... যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাহা ও আলহাদিহা আমাদের নিয়ে হুদায়বিয়া প্রান্তরে রাতে বৃষ্টিপাতের পরে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায সম্পন্ন করে তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা কি জান তোমাদের রব কী বলেছেন ? তারা উত্তরে বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পালাহা ও আলহাদিহা -ই সম্যক অবগত আছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ইরশাদ করেন : কতিপয় বান্দা সকালে উঠেছে আমার প্রতি মু’মিনরূপে এবং কতিপয় বান্দা উঠেছে কাফিররূপে। যারা বলেছে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী, আর যারা বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

১৩৬. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَ قَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكَوَاكِبُ وَالْكَوَاكِبُ -

১৩৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া, আমর ইব্ন সাওয়াদ আল-আমিরী এবং মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাহা ও আলহাদিহা বলেছেন : তোমরা কি জান না, তোমাদের রব কি বলেছেন ? তিনি বলেছেন : আমি যখন আমার বান্দার উপর অনুগ্রহ করি, তখনই তাদের একদল তা অস্বীকার করে এবং বলতে থাকে নক্ষত্র, নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের কাজ হয়।

১৩৭. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَ ابْنِ الْحَارِثِ ح وَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا

يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ الْكُوكَبُ كَذَا وَ كَذَا وَ فِي حَدِيثِ الْمُرَادِيِّ بِكَوْكَبٍ كَذَا وَ كَذَا -

১৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী এবং আমর ইব্ন সাওয়াদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ পালাহা ও আলাহিদি ও বা সালাহ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে কোন বরকত (বৃষ্টি) অবতীর্ণ করলে, একদল লোক প্রত্যুষে তা অস্বীকার করে, বৃষ্টিপাত করান আল্লাহ তা'আলা আর তারা বলতে থাকে যে, অমুক অমুক নক্ষত্র। মুরাদীর হাদীসে 'অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে' কথার উল্লেখ রয়েছে।

১২৮. وَ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مُطَرِّ النَّاسِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَ مِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءٌ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَانْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ حَتَّى بَلَغَ وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ -

১৩৮. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আল-আম্বারী (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম পালাহা ও আলাহিদি ও বা সালাহ -এর যামানায় একবার বৃষ্টিপাত হলে, নবী পালাহা ও আলাহিদি ও বা সালাহ বললেন : লোকদের কতক শোকরগোষার রয়েছে আর কতক অকৃতজ্ঞ রয়েছে। একদল বলে এটা আল্লাহর রহমত, অপর দল বলে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : “আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করছি, অবশ্যই এটা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত রয়েছে। যারা পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না, এ বিশ্বজগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ মনে করবে? আর মিথ্যাচারকেই তোমরা তোমাদের জীবনের সম্বল করে নিয়েছ?” (সূরা ওয়াকিয়াহ : ৭৫-৮২)

২৩. بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الْأَنْصَارِ وَعَلَى رَضَى اللَّهِ عَنْهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَعَلَامَتِهِ وَبُغْضُهُمْ مِنْ عِلَامَاتِ النِّفَاقِ

৩৩. পরিচ্ছেদ : আনসারদের এবং আলী (রা)-কে ভালবাসা ইমানের অংশ ও তার আলামত এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা নিফাকের আলামত

১২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَابَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيَةُ الْمُنَاقِقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ وَ آيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْأَنْصَارِ .

১৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাহা ও আলাহিদি ও বা সালাহ বলেছেন : আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ মুনাফিকের চিহ্ন এবং আনসারদের প্রতি মুহব্বত মু'মিনের চিহ্ন।

১৪০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النِّفَاقِ .

১৪০. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব আল-হারিসী (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম পা সাদা ৩
আলাহুদি
ও বা সাদা ৩ বলেছেন : আনসারদের প্রতি মুহব্বত ঈমানের চিহ্ন এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ নিফাকের চিহ্ন।

১৪১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيِّ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ إِيَّايَ حَدَّثَ -

১৪১. যুহায়র ইবন হার্ব এবং উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র).... বারা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম পা সাদা ৩
আলাহুদি
ও বা সাদা ৩ আনসারদের সম্পর্কে বলেছেন : মু'মিনরাই তাদের মুহব্বত করে থাকে এবং মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যারা তাঁদের ভালবাসে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহ তাদের ঘৃণা করেন। শু'বা বলেন, আমি আদীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি বারা (রা) থেকে এটি শুনেছেন? তিনি বললেন, বারা (রা) স্বয়ং আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৪২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ -

১৪২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পা সাদা ৩
আলাহুদি
ও বা সাদা ৩ বলেছেন : আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না।

১৪৩. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ .

১৪৩. উসমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু শায়বা এবং আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পা সাদা ৩
আলাহুদি
ও বা সাদা ৩ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে আনসারদের সাথে দূশমনি রাখতে পারে না।

১৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زُرِّ قَالَ قَالَ عَلَى وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَى أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ .

১৪৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা এবং ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : সে মহান সত্তার শপথ, যিনি বীজ থেকে অংকুরোদগম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, নবী করীম ﷺ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মু'মিন ব্যক্তিই আমাকে ভালবাসবে আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।

৩৪. بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِنُقْصِرِ الطَّاعَاتِ وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ كَكُفْرِ النُّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ

৩৪. পরিচ্ছেদ : ইবাদতের ক্রটিতে ঈমানহ্রাস পাওয়া এবং কুফর শব্দটি আল্লাহর সাথে কুফরী ছাড়া নিয়ামত ও হুকুম অস্বীকার করার বেলায়ও প্রযোজ্য

১৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَكْثِرْنَ الْأِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تَكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَ دِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَ الدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَ تَمَكُّثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَ تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ وَ حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

১৪৫. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির আল-মিসরী (র).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : হে নারীগণ ! তোমরা দান-খয়রাত করতে থাক এবং বেশি করে ইস্তিগফার কর। কেননা আমি দেখেছি, জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী। জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল ! জাহান্নামে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কি ? তিনি বললেন, তোমরা বেশি বেশি অভিসম্পাত করে থাক এবং স্বামীর প্রতি কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করে থাক। আর দীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে ক্রটিপূর্ণ কোন সম্প্রদায় জ্ঞানীদের উপর তোমাদের চেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী আর কাউকে আমি দেখিনি। প্রশ্নকারিণী জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! জ্ঞান-বুদ্ধি ও দীনে আমাদের কমতি কিসে ? তিনি বললেন : তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ক্রটি হলো দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান; এটাই তোমাদের বুদ্ধির ক্রটির প্রমাণ। স্ত্রীলোক (প্রতিমাসে) কয়েক দিন নামায থেকে বিরত থাকে আর রমযান মাসে রোযা ভঙ্গ করে; (ঋতুমতী হওয়ার কারণে) এটাই দীনের কমতি। আবু তাহির ... ইবন হাদ-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৪৬. وَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَ

هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৪৬. হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে এবং ইয়াহইয়া ইবন আইয়ূব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৫. بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

৩৫. পরিচ্ছেদ : নামায পরিত্যাগকারীর উপর ‘কুফর’ শব্দের প্রয়োগ

১৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلَى أَمْرَ ابْنِ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

১৪৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বনী আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় যায়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায় ! দুর্ভাগ্য! ইবন কুরায়বের বর্ণনায় রয়েছে, হায়রে, আমার দুর্ভাগ্য ! বনী আদম সিজদার জন্য আদিষ্ট হলো। তারপর সে সিজদা করল এবং এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত। আর আমাকে সিজদার জন্য আদেশ করা হলো, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম।

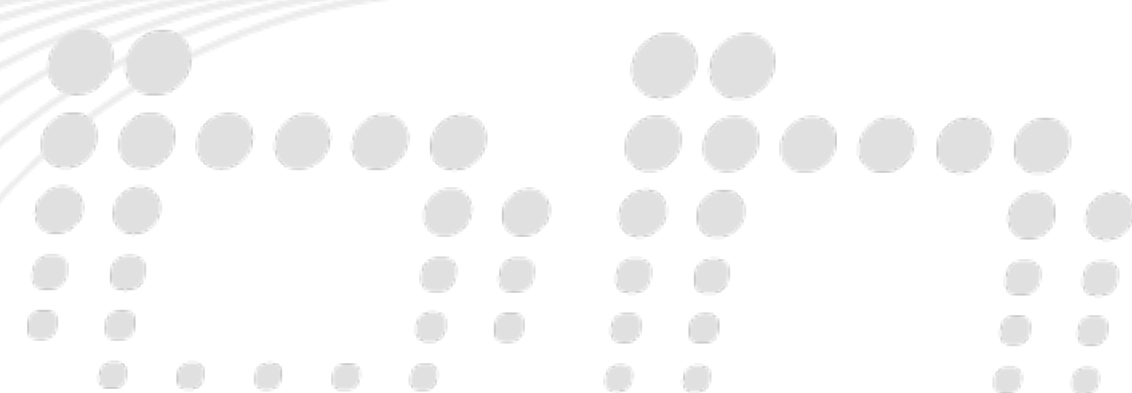
১৪৮. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

১৪৮. যুহায়র ইবন হারব (র).... আমাশ (রা)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে “আমি অমান্য করলাম; ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।”

১৪৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشَّرِّكَ وَ الْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ.

১৪৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী এবং উসমান ইবন আবু শায়বা (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।

১৫০. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشَّرِّكَ وَ الْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ.



বাংলা হাদিস

১৫০. আবু গাস্‌সান আল-মিসমাদি (র).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩
আলাইহি
উলা সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, বান্দা এবং শিরক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।

৩৬. بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সর্বোত্তম আমল

১৫১. حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৫১. মানসূর ইব্ন আবু মুযাহিম এবং মুহাম্মদ ইব্ন জাফর ইব্ন যিয়াদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩
আলাইহি
উলা সাল্লাম -কে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোন্টি? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, ত্রুটিমুক্ত হজ্জ। মুহাম্মদ ইব্ন জাফরের রিওয়াযাতে আছে : তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পালাসা ৩
আলাইহি
উলা সাল্লাম -এর প্রতি ঈমান আনা।

মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).... যুহরীর সূত্রেও এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৫২. حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاحٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَ أَكْثَرُهَا ثَمَنًا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لَأَخْرُقَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكْفُ شَرِّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ .

১৫২. আবু রাবী' আয-যাহরানী এবং খাল্ফ ইব্ন হিশাম (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩
আলাইহি
উলা সাল্লাম , সর্বোত্তম আমল কোন্টি? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম : কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বললেন : সে গোলাম আযাদ করা উত্তম, যে মুনীবের কাছে অধিক প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান। আমি আরয করলাম, আমি যদি তা করতে না পারি? তিনি বললেন : তা হলে অন্যের কর্মে সাহায্য করবে অথবা কর্মহীনের কাজ করে দেবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি এমন কোন কাজ করতে অক্ষম হই? তিনি বললেন : তোমার মন্দ আচরণ থেকে লোকদের মুক্ত রাখবে। এ হলো তোমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সাদকা।

১৫৩. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَبِيبِ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُرَّاحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَتَعَيْنُ الصَّانِعِ أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ .

১৫৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' এবং আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... আবু যার (রা)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় একটু শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে, অর্থ একই।

১৫৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَّاسٍ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لَوْ قَتَلَهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا أَرْعَاءَ عَلَيْهِ .

১৫৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করলাম, সর্বোত্তম আমল কোন্টি ? তিনি বললেন : সময়মত নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন, পিতামাতার সঙ্গে সদ্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পাছে তাঁর কষ্ট হয়, এ ভেবে আমি অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত রইলাম।

১৫৫. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِفِهَا قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

১৫৫. মুহাম্মদ ইবন আবু উমর আল-মাক্কী (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! কোন্ আমল জান্নাতের অধিক নিকটবর্তী করে ? তিনি বললেন : নামায তার সঠিক সময়ে আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কোন্টি, হে আল্লাহর নবী ? তিনি বললেন : মাতাপিতার সঙ্গে সদ্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কোন্টি, হে আল্লাহর নবী ? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

১৫৬. وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَ أَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدْتُهُ لَزَادَنِي .

১৫৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আল-আনবারী (র).... আবু 'আমর শায়বানী (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর বাড়ির দিকে ইশারা করে বলেন যে, এই বাড়িওয়ালা আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ

পালা ৩
আল্লাহু
উমা সাদ্দাহ

-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্টি ? তিনি বললেন : নামায সঠিক সময়ে আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : তারপর পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। তিনি আমাকে এ কথাগুলো ইরশাদ করলেন। যদি আমি আরো প্রশ্ন করতাম, তা হলে তিনি আরও অতিরিক্ত বিষয় বলতেন।

১০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ أَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مَا سَمَّاهُ لَنَا -

১৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).... শু'বার সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে (তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু আমাদের সামনে তার নাম উল্লেখ করেন নি।) কথাগুলো অতিরিক্ত রয়েছে।

১০৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَ وَ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ -

১৫৮. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম পালা ৩
আল্লাহু
উমা সাদ্দাহ বলেছেন : নামায সঠিক সময়ে আদায় করা এবং পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করা আমলসমূহের মধ্যে বা আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল।

৩৭. بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الشُّرْكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ وَ بَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

৩৭. পরিচ্ছেদ : শির্ক ঘৃণ্যতম গুনাহ এবং শির্কের পরে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ

১০৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وََائِلٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَ هُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لِعَظِيمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ -

১৫৯. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ পালা ৩
আল্লাহু
উমা সাদ্দাহ -এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কোন্টি ? তিনি বললেন : কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো গুরুতর গুনাহ বটে। এরপর কোন্টি ? তিনি বললেন : আপন সন্তানকে এ আশংকায় হত্যা করা যে, সে তোমার আহারের সঙ্গী হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

১৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وََائِلٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ

اللَّهُ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا -

১৬০. 'উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি ? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন : তুমি তোমার সন্তানকে এ আশঙ্কায় হত্যা করবে যে, সে তোমার আহারের সঙ্গী হবে। সে বলল, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এ উক্তির সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : “আর তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।” (সূরা ফুরকান : ৬৮)

২৮. بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأكْبَرَهَا

৩৮. পরিচ্ছেদ : কবীরা গুনাহ এবং এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ

১৬১. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِلَّا أَنْبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا الْأَشْرَاطُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -

১৬১. আমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বুকায়র ইব্ন মুহাম্মদ আন-নাকিদ (র).... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না ? তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। (তারপর বললেন : সেগুলো হলো :) ১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, ২) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং ৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলা। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং (শেষোক্ত) কথাটি বারবার বলতে লাগলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলছিলাম, আহা, তিনি যদি থামতেন!

১৬২. وَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ -

১৬২. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র).... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তা হলো, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা; কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কথা বলা।

১৬৩. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَالَ إِلَّا أَنْبَأَكُمْ بِأكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ قَالَ شُعْبَةُ وَ أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ .

১৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল হামীদ (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবীরা গুনাহর বর্ণনা করেন অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, পিতামাতার নাফরমানী করা। এরপর বললেন : আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না ? তিনি বললেন : মিথ্যা কথা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। রাবী শু'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা যে, কথাটি হলো 'شهادة الزور' 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।

১৬৪. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبِّقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ السِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ .

১৬৪: হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধ্বংসকারী সাতটি কাজ থেকে তোমরা বেঁচে থেকো। আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! সেগুলো কি কি ? তিনি বললেন : ১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, ২) যাদু করা, ৩) আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, ৪) ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে খাওয়া, ৫) সুদ খাওয়া, ৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং ৭) সধবা, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

১৬৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هَلْ يَشْتَمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ .

১৬৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পিতামাতাকে গালমন্দ করা কবীরা গুনাহ। সাহাবা কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেউ কি তার পিতামাতাকে গালমন্দ করতে পারে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোন ব্যক্তি অন্যের পিতাকে গালি দেয়, প্রতিউত্তরে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। কেউবা অন্যের মাকে গালি দেয়, জবাবে সেও তার মাকে গালি দেয়।

১৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ

عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৬৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার এবং মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)... সাঈদ ইবন ইব্রাহীম (রা) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৯. بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبَرِ وَبَيَانِهِ

৩৯. পরিচ্ছেদ : অহংকারের বিবরণ ও তা হারাম হওয়া

১৬৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ تَغْلِبٍ عَنْ فُضَيْلِ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنْ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمَطُ النَّاسِ -

১৬৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও ইব্রাহীম ইবন দীনার (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (এ-ও কি অহংকার?) রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। অহমিকা হচ্ছে দস্তভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।

১৬৮. حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ قَالَ مِنْجَابُ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهَرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرِيَاءٍ -

১৬৮. মিনজাব ইবন হারিস আত-তামীমী ও সুয়ায়দ ইবন সাঈদ (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার দানা পরিমাণ অহমিকা থাকবে, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ تَغْلِبٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ -

১৬৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৬. ۴. بَابُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ

৪০. পরিচ্ছেদ : শিরক না করা অবস্থায় যার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতী এবং মুশরিক অবস্থায় যার মৃত্যু হয়, সে জাহান্নামী

১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكَيْعٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ -

১৭০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : [অন্য বর্ণনায় রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি] আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা অবস্থায় যার মৃত্যু হয়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি (আবদুল্লাহ) বলি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১৭১. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُؤْجِبَتَانِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ -

১৭১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবধারিতকারী দু'টি বিষয় কি? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে যাবে।

১৭২. وَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -

১৭২. আবু আইয়ূব গায়লানী সুলায়মান ইবন উবায়দুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইবন শাইর (র).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে হাযির হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৭৩. وَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ -

১৭৩. ইসহাক ইবন মানসূর (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

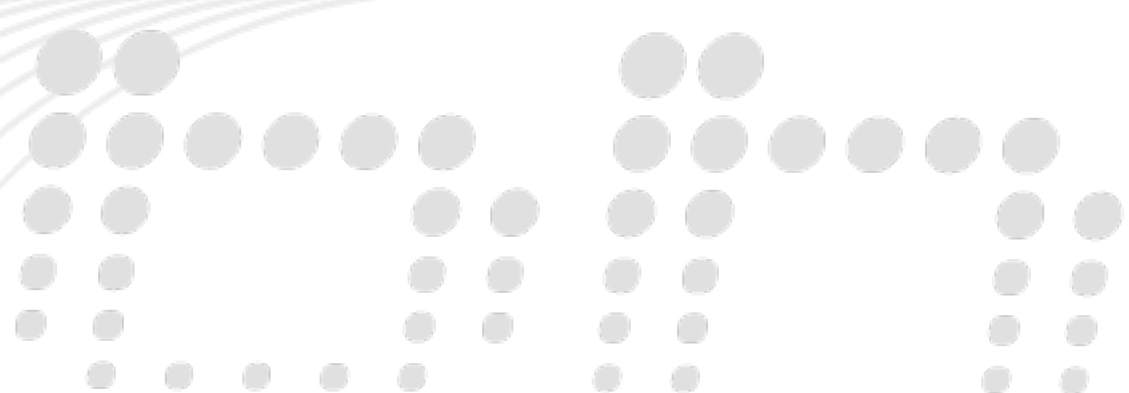
الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضْرَبَ أَحَدِي يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَازِمَنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَّمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَ إِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

১৭৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র).... মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন, যদি আমি কোন কাফিরের সম্মুখীন হই এবং সে আমার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, তার তলোয়ার দ্বারা আমার একটি হাত উড়িয়ে দেয়, এরপর কোন গাছের আড়ালে গিয়ে বলে ‘আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম’ তা হলে ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ কথা বলার পরও আমি কি তাকে কতল করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে হত্যা করো না। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এ কথা বলেছে, তবুও কি আমি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেন : না, হত্যা করতে পারবে না। যদি তুমি তাকে হত্যা কর (তবে) এ হত্যার পূর্বে তোমার যে অবস্থান ছিল, সে ব্যক্তি সে স্থানে পৌছবে এবং কালেমা পড়ার আগে সে ব্যক্তি যে অবস্থানে ছিল তুমি সে স্থানে পৌছবে।

১৭৭. وَ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ أَسَلَّمْتُ لِلَّهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ وَ أَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لَأَقْتُلُهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

১৭৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, আবদ ইব্ন হুমায়দ, ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি‘ (র).... যুহরী (র) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আওয়াঈ ও ইব্ন জুরায়জ তাদের হাদীসে বলেন, সে লোকটি বলেছিল, “আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম”, যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে লায়স বর্ণনা করেছেন। আর মা‘মার বর্ণিত হাদীসে ‘যখন তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলাম, তখন সে لا اله الا الله বলল”, কথাটির উল্লেখ আছে।

১৭৮. وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو ابْنَ الْأَسْوَدِ الْكَنْدِيُّ وَ كَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَ كَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ .



বাংলা হাদিস

১৭৮. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র).... মিকদাদ ইবন আমর ইবন আসওয়াদ আল-কিন্দী (রা) যিনি বনী যুহরার মিত্র এবং বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হাযির ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি (যুদ্ধের ময়দানে) কোন কাফিরের সম্মুখীন হই। বাকি অংশ লায়স বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

১৭৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَادْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السَّلَاحِ قَالَ أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا فَمَا زَالَ يَكُرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةً -

১৭৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).... উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক সেনাভিযানে পাঠালেন। আমরা অতি প্রত্যুষে জুহায়না গোত্রের হুরাকা শাখার উপর হামলা করলাম। যুদ্ধে আমি এক ব্যক্তিকে মুখোমুখি পেয়ে গেলাম। সে হালাল বলে উঠল। আমি তাকে বর্শা দ্বারা আঘাত হানলাম। এতে আমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি হলো। পরে আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে ঘটনাটি উল্লেখ করি। তিনি বললেন : সে হালাল বলেছিল, আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো এ কথা আমার অন্তরের ভয়ে বলেছিল। তিনি বললেন : তুমি কি তার অন্তর ফেঁড়ে দেখেছ, যাতে তুমি জানতে পারলে যে, সে এ কথাটি ভয়ে বলেছিল? তিনি বারবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করছিলেন। ফলে আমার মনে হচ্ছিল যে, আজই যদি আমি ইসলাম কবুল করতাম! সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি কোন মুসলমানকে হত্যা করব না, যতক্ষণ না 'যুল বুতায়ন' (ভুঁড়িওয়ালা) উসামা তাকে হত্যা করে। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল, আল্লাহ কি ইরশাদ করেন নি: "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ" "তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা বিদূরীত না হয় এবং দীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত না হয়"। (সূরা বাকারা : ১৯৩) সা'দ বললেন, আমরা তো কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, যাতে ফিতনা দূর হয়। আর তুমি ও তোমার সঙ্গীরা (খারিজী সম্প্রদায়) তো এজন্যই লড়াই করেছ, যাতে ফিতনা সৃষ্টি হয়।

১৮. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بِنَ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ

فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لِي يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا قَالَ فَقَالَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسَلَّمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

১৮০. ইয়াকুব আল-দাওরাকী (র).... উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুহায়না গোত্রের হুরাকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের পাঠালেন। আমরা অতি প্রত্যুষে সে সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করলাম এবং আমরা তাদের পরাজিত করলাম। আমি এবং একজন আনসার এক ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম, তখন সে হা। হা। হা। বলল, আনসার তার মুখে কালেমা শুনে নিবৃত্ত হলেন। কিন্তু আমি তাকে বল্লম দ্বারা এমন আঘাত করলাম যে, তাকে মেরেই ফেললাম। আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে নবী (সা)-এর কাছে এ খবরটি পৌঁছলো। তিনি আমাকে ডেকে বললেন : হে উসামা ! তুমি কি তাকে হা। হা। হা। বলার পরেও হত্যা করে ফেলেছ ? আমি আরয় করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তিতো আত্মরক্ষার জন্য এ কথা বলেছিল। রাসূল ﷺ আবার বললেন : তুমি কি তাকে হা। হা। হা। বলার পরে হত্যা করেছ ? এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বার বার আমার প্রতি একথা বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এ আকাঙ্ক্ষা উদয় হলো যে, হায়, যদি আজকের দিনের আগে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম!

১৮১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدًا الْأَثْبَجَ ابْنَ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ حَدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عُسَيْسِ بْنِ سَلَامَةَ زَمَنَ فِتْنَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثَهُمْ فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ فَقَالَ تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعَثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّهُمْ التَّقَوُّ فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَلَهُ فَقَتَلَهُ وَإِنْ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفَلْتُهُ قَالَ وَكُنَّا نَحَدِّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَتَلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بَلَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৮১. আহমাদ ইবন হাসান ইবন খিরাশ (র).... জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবারের ফিতনার যুগে আস'আস ইবন সালামাকে বলে পাঠালেন যে, তুমি তোমার ভাইদের একটি দলকে আমার জন্য একত্র করবে, আমি তাদের সাথে কথা বলব। আস'আস তাদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা যখন সমবেত হলো, জুনদুব তখন হলুদ বর্ণের বুরনুস (এক ধরনের টুপিয়ুক্ত জামা) পরে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরা আগের মত কথাবার্তা বলতে থাক। সুতরাং তারা চক্রাকারে কথা বলতে থাকল। অবশেষে যখন তার পালা আসল, তিনি বুরনুস মাথা থেকে নামিয়ে ফেললেন। বললেন, আমি তোমাদের কাছে যখন এসেছি তখন আমি তোমাদের কাছে নবী করীম ﷺ-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতে চাইনি, কিন্তু এখন শোন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের একটি বাহিনী মুশরিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাঠালেন। উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হল। মুশরিক বাহিনীতে এক ব্যক্তি ছিল। সে যখনই কোন মুসলিমকে হামলা করতে ইচ্ছা করত, সে তাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং শহীদ করে ফেলত। একজন মুসলিম তার অসতর্ক মুহূর্তের অপেক্ষা করতে লাগলেন। জুনদুব বললেন, আমাদের বলা হলো যে, সে ব্যক্তি ছিল উসামা ইবন যায়দ। তিনি যখন তার উপর তলোয়ার উত্তোলন করলেন তখন সে বলল, يَا أَسَدَ اللَّهِ ; তবুও উসামা (রা) তাকে হত্যা করলেন। দূত যুদ্ধে জয়লাভের সুসংবাদ নিয়ে নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হল। তিনি তার কাছে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। সে সব ঘটনাই বর্ণনা করল, এমনকি সেই ব্যক্তির ঘটনাটিও বলল যে, তিনি কি করেছিলেন। নবী ﷺ উসামাকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রশ্ন করলেন, তুমি তাকে হত্যা করলে কেন? উসামা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! সে অনেক মুসলিমকে ঘায়েল করেছে এবং অমুক অমুককে শহীদ করে দিয়েছে। এ বলে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। আমি যখন তাকে আক্রমণ করলাম এবং সে তলোয়ার দেখল, অমনি يَا أَسَدَ اللَّهِ বলে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি তাকে মেরে ফেললে? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেন : কিয়ামত দিবসে যখন يَا أَسَدَ اللَّهِ বলে উপস্থিত হবে, তখন তুমি কি করবে? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। রাসূল ﷺ বললেন : কিয়ামত দিবসে যখন يَا أَسَدَ اللَّهِ (কালেমা) উপস্থিত হবে, তখন তুমি কি করবে? তারপর তিনি কেবল এ কথাই বলছিলেন : কিয়ামতের দিন যখন يَا أَسَدَ اللَّهِ (কালেমা) উপস্থিত হবে, তখন তুমি কি করবে? তিনি এর অতিরিক্ত কিছু বলেন নি।

৪২. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

৪২. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উক্তি : “যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়”

১৮২. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

কিতাবুল ইমান

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮২. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, আবু বকর ইবন আবু শায়বা এবং ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

১৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র).... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার কোষমুক্ত করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

১৮৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আল-আশ'আরী ও আবু কুরায়ব (র).... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৪৩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

৪৩. পরিচ্ছেদ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্তি : “যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়”

১৮৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ এবং আবুল আহওয়াস মুহাম্মদ ইবন হাইয়ান (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।

১৮৬. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ

طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .

১৮৬. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্তুপীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়া যাচ্ছিলেন। তখন তিনি স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকালেন। তাঁর আঙুলগুলো আর্দ্রতা স্পর্শ করে। তিনি বললেন : হে খাদ্যশস্যের মালিক! এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কেন তুমি ভিজা অংশ খাদ্যশস্যের উপরে রাখনি, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।

৪৪. بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ وَالدَّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

৪৪. পরিচ্ছেদ : (মৃতের শোকে) গাল চাপড়ানো, জামা ছিঁড়ে ফেলা এবং জাহিলী যুগের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করা হারাম

১৮৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالَا وَشَقَّ وَدَعَا بِغَيْرِ الْف .

১৮৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা এবং ইব্ন নুমায়র (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (মৃতের জন্য) গাল চাপড়াবে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলবে অথবা জাহিলী যুগের মত বিলাপ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ইব্ন নুমায়র ও আবু বকর শুক-ওদা-এর স্থলে ওদা-ওদা বর্ণনা করেছেন।

১৮৮. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا وَشَقَّ وَدَعَا .

১৮৮. উসমান ইব্ন আবু শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম এবং আলী ইব্ন খাশরাম (র) আ'মশ (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ওদা ওদা বর্ণনা করেছেন।

১৮৯. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ وَجَعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حُجْرٍ إِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيٌّ مِمَّا بَرِيَّ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِيٌّ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ .

১৮৯. আল-হাকাম ইব্ন মূসা আল কানতারী (র).... আবু বুরদা ইব্ন আবু মূসা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু মূসা (রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মাথা তাঁর পরিবারের এক মহিলার কোলে ছিল। সে মহিলা চীৎকার করে উঠল। তিনি তাকে তা থেকে বাধা দিতে পারেন নি। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, আমি তার থেকে সম্পর্কহীন, যার থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। যে ব্যক্তি (মৃতের শোকে) সজোরে রোদন করে, কেশ মুগুন করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

১৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَا أُنْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَ أَقْبَلَتْ أَمْرَاتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيحُ بَرْنَةً قَالَا ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمِي وَ كَانَ يَحْدِثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَ سَلَقَ وَ خَرَقَ .

১৯০. আবদ ইব্ন হুমায়দ ও ইসহাক ইব্ন মানসুর (র).... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ও আবু বুরদা ইব্ন আবু মূসা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু মূসা আশ'আরী (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে আসলেন। তারা বলেন, অতঃপর তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং বললেন, তুমি কি জান না? তারপর তিনি তাঁকে এ হাদীস শোনান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি সে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন যে ব্যক্তি মাথার কেশ মুগুন করে, চীৎকার করে কান্নাকাটি করে এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।

১৯১. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِيَّاضِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرَزٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيَّاضِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَيْسَ مِنَّا وَ لَمْ يَقُلْ بَرِيءٌ .

১৯১. আবদুল্লাহ ইব্ন মুতী, হাজ্জাজ ইব্ন শাইর এবং হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী (র).... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী ইয়ায আল-আশ'আরীর হাদীসে ليس منا (সে আমার দলভুক্ত নয়) কথাটি রয়েছে। তিনি برى (বিচ্ছিন্ন) শব্দটি বলেন নি।

৪৫. بَابُ بَيَانِ غَلَطِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ

৪৫. পরিচ্ছেদ : চোগলখুরী জঘন্যতম হারাম

১৯২. حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَنْمُ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ .

১৯২. শায়বান ইব্ন ফাররুখ ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা আয-যুবায়্দি (র).... আবু ওয়ায়ল (র)-এর থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা)-এর কাছে খবর পৌঁছল যে, এক ব্যক্তি চোগলখুরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : কোন চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১৯৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ قَالَ فَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ قَالَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقَالَ حُذِيفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ.

১৯৩. আলী ইব্ন হুজর আস-সা'দী ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).... হাম্মাম ইব্ন হারীস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি সাধারণ লোকজনের কথাবার্তা শাসনকর্তার কাছে পৌঁছাত। একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। উপবিষ্ট লোকেরা বলল, এই সে ব্যক্তি, যে লোকের কথাবার্তা শাসনকর্তার কাছে পৌঁছায়। রাবী বললেন, এরপর সে উপস্থিত হল এবং আমাদের পাশে বসে পড়ল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : কোন চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১৯৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهَرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذِيفَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذِيفَةَ إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ فَقَالَ حُذِيفَةُ إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ.

১৯৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা এবং মিনজাব ইব্ন হারিস তামীমী (র).... হাম্মাম ইব্ন হারিস (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি হাযির হলো ও আমাদের সাথে বসে পড়ল। তখন হুযায়ফা (রা)-এর কাছে আরয করা হল, এ ব্যক্তি শাসকের কাছে নানা বিষয়ে খবরাখবর পৌঁছায়। হুযায়ফা (রা) তাকে শোনানোর উদ্দেশ্যে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৪৬. بَابُ بَيَانِ غَلْظِ تَحْرِيمِ اسْتِبَالِ الْأَزَارِ وَالْمَنْ بِالْعَطِيَّةِ وَتَنْفِيْقِ السَّلْعَةِ بِالْحَلْفِ وَ بَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

৪৬. পরিচ্ছেদ : কাপড় টাখনুর নিচে নামিয়ে পরা, দান করে খোঁটা দেওয়া ও শপথের মাধ্যমে মালামাল বেচাকেনা করা হারাম এবং সে তিন ব্যক্তির বর্ণনা, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, রহমতের নয়রে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না।

আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি

১৯৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ .

১৯৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা’আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।” রাবী বলেন, তিনি এটা তিনবার পাঠ করলেন। আবু যার (রা) আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা কারা? তিনি বললেন : এরা হচ্ছে—যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় পরে, যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে।

১৯৬. আবু বকর ইবন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা কথা বলবেন না। ১) খোঁটাদাতা—যে ব্যক্তি কিছু দান করেই খোঁটা দেয় ২) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করে এবং ৩) যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে ইয়ার পরিধান করে। বিশ্র ইবন খালিদ (রা).... শু’বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সুলায়মানকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা’আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা কথা বলবেন না, তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। রাবী আবু মুআবিয়া বলেন, তাদের প্রতি তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (এরা হলো) যিনাকারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।

১৯৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা কথা বলবেন না, তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। রাবী আবু মুআবিয়া বলেন, তাদের প্রতি তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (এরা হলো) যিনাকারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।

১৯৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা কথা বলবেন না, তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। রাবী আবু মুআবিয়া বলেন, তাদের প্রতি তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (এরা হলো) যিনাকারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।

১৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاحَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخْذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أُعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ .

১৯৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি। (তারা হলো) সে ব্যক্তি, যে কোন প্রান্তরে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখে এবং মুসাফিরকে তা থেকে দেয় না, যে ব্যক্তি আসরের (নামাযের) পর কারো কাছে কোন পণ্য বিক্রি করে এবং আল্লাহর শপথ করে বলে যে, সে এত দামে কিনেছে আর ক্রেতা তার কথায় বিশ্বাস করে অথচ শপথকারী সে মূল্যে উক্ত পণ্য খরিদ করেনি; যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে ইমামের কাছে বায়'আত করে এবং ইমাম যদি তার স্বার্থ পূর্ণ করে, তবে সে ওয়াফাদারী করে; আর যদি স্বার্থ পূর্ণ না করে, তাহলে সে ওয়াফাদারী করে না।

১৯৯. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَثٌ كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ .

১৯৯. যুহায়র ইবন হারব এবং সাঈদ ইবন আমর আল-আশআসী (রা).... আ'মাশ (রা)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী জারীর বর্ণিত হাদীসে رَجُلًا سَاوَمَ (যে ব্যক্তি তার পণ্যের ব্যাপারে অন্যের সাথে দামদস্তুর করে) কথাটির উল্লেখ আছে।

২০০. وَحَدَّثَنِي عَمْرٍو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَبَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ .

২০০. আমর আন-নাকিদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে আমার ধারণা মারফু' সনদে [অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে] বর্ণনা করেন যে, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের নয়রে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি। (তারা হলো) যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর কোন মুসলমানের মালের উপর শপথ করে, তা আত্মসাৎ করে। হাদীসের বাকি অংশ আ'মাশের হাদীসের অনুরূপ।

৪৭. بَابُ بَيَانِ غَلْظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ

৪৭. পরিচ্ছেদ : আত্মহত্যা করা মহাপাপ, যে ব্যক্তি যে বস্তুদ্বারা আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে সে বস্তু দ্বারা তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না

২০১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي

صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا .

২০১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ধারাল অস্ত্রদ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে অস্ত্র তার হাতে থাকবে, জাহান্নামের মধ্যে সে অস্ত্র দ্বারা সে তার পেটে আঘাত করতে থাকবে, এভাবে সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অবস্থান করে উক্ত বিষ পান করতে থাকবে, এভাবে সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি নিজকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি সর্বদা পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হতে থাকবে, এভাবে সে ব্যক্তি সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

২.২. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَثَرُ ح وَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذُكْوَانَ .

২০২. যুহায়র ইবন হার্ব, সাঈদ ইবন আমর আল-আশ'আসী এবং ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব আল-হারিসী (র).... তাঁরা সবাই উপরোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শু'বার বর্ণনায় সুলায়মানের সূত্রে বর্ণিত আছে “আমি যাকওয়ানকে বলতে শুনেছি”।

২.৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ الدَّمَشَقِيِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ .

২০৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).... সাবিত ইবন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হুদায়বিয়া প্রান্তরে) বৃক্ষের নিচে রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাতে বায়'আত করেছেন। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের উপর মিথ্যা শপথ করে, সে যেমন বলেছে তেমনই গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তুদ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত বস্তুদ্বারা তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি এমন বস্তুর মানত করে যার মালিক সে নয়, তার মানত কার্যকরী নয়।

২.৪. وَ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةٍ لِيَتَكْتَرَّ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ .

২০৪. আবু গাস্‌সান আল-মিসমাই (র).... সাবিত ইবন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম বলেছেন : সে বস্তুর মানত কার্যকরী নয়, যার মালিক সে নয়। মু'মিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার শামিল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বস্তুদ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত বস্তুদ্বারা তাকে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা দাবি করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য স্বল্পতাই বৃদ্ধি করবেন। আর যে ব্যক্তি বিচারকের সামনে মিথ্যা শপথ করবে (তার অবস্থাও মিথ্যা দাবিদারদের অনুরূপ হবে)।

২.৫. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَ اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ هَذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ وَ أَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَ مَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذَبَحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, ইসহাক ইবন মানসূর, আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র).... সাবিত ইবন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করবে, সে যেকোন বস্তুদ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে সে বস্তুদ্বারা শাস্তি দিবেন। এ হলো রাবী সুফিয়ানের বর্ণনা। আর রাবী শু'বার বর্ণনা হলো, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করবে, সে যেকোন বস্তুদ্বারা নিজেকে যবেহ করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত জিনিসদ্বারা তাকে যবেহ করা হবে।

২.৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَامِ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ أَنْفًا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيَّنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنْ بِهِ جِرَاحٌ شَدِيدٌ فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ

وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

২০৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে হুনায়নে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি মুসলিম গণ্য করা হবে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। তারপর যুদ্ধ শুরু হলো, উক্ত লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ করল, পরে সে ক্ষতবিক্ষত হলো। আরম্ভ করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এইমাত্র যে ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলেছেন, সে তো আজ খুব লড়েছে এবং মারা গিয়েছে। নবী পালাসা ৩ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : সে জাহান্নামে গিয়েছে। এতে কিছুসংখ্যক মুসলিম প্রায় সন্দিহান হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে খবর পাওয়া গেল যে, সে মরে নাই, কিন্তু ভীষণভাবে যখম হয়েছে। রাতের বেলায় সে ক্ষতের কষ্ট বরদাশ্ত করতে পারছিল না। তাই সে আত্মহত্যা করল। এ খবর নবী পালাসা ৩ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন : আল্লাহ আকবার, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। তারপর বিলালকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা পাপী বান্দা দ্বারাও এ দীনের (ইসলামের) শক্তি বাড়িয়ে দেন।

২.৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ حَيْ مِنْ الْعَرَبِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ التَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالُوا مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنْفًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلْبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

২০৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... সাহল ইব্ন সা'দ আস্-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুশরিকরা পরস্পর মুখোমুখি হলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর শিবিরে ফিরে আসলেন এবং অপরপক্ষও তাদের শিবিরে ফিরে গেল আর রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে সেদিন বীরত্বের সাথে লড়েছিল। কোন কাফিরকে দেখামাত্র সে তার পিছনে লেগে যেত এবং তরবারি দ্বারা খতম করে দিত। তখন লোকেরা তার বীরত্ব দেখে বলল, অমুক ব্যক্তি

আজ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, আমাদের কেউ তা পারেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মনে রেখ, সে ব্যক্তি জাহান্নামবাসী। উপস্থিত লোকদের একজন বলল, আমি সর্বক্ষণ তার সাথে থাকব। তারপর সে ব্যক্তি তার পিছনে থাকল। যেখানে সে থামত, সেও সেখানে থেমে যেত। যখন সে দ্রুতবেগে কোথাও যেত, সেও তার সাথে দ্রুতবেগে সেখানে গমন করত। শেষ পর্যন্ত সে ব্যক্তি মারাত্মকভাবে যখম হলো। তারপর ক্ষতের জ্বালার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ত্বরায় মৃত্যু কামনা করল। সে তার তরবারি যমীনে রেখে এর অগ্রভাগ তার উভয় স্তনের মাঝামাঝি ঠেকিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ল এবং নিজেকে হত্যা করল। তাকে অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেল এবং সাক্ষ্য প্রদান করল, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : ব্যাপার কি? সে বলল, আপনি একটু আগে যে ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলেছিলেন এবং লোকেরা এতে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল; আমি বলেছিলাম, আমি তার সাথে থেকে তোমাদেরকে খবর পৌঁছাব। আমি অপেক্ষায় রইলাম। অবশেষে সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং ত্বরায় মৃত্যুর জন্য নিজের তরবারি যমীনে রেখে এর অগ্রভাগ তার উভয় স্তনের মাঝামাঝি ঠেকিয়ে দিল। তারপর এর ওপর ঝুঁকে পড়ল এবং নিজেকে হত্যা করল। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জান্নাতের কাজ করছে; অথচ সে জাহান্নামী হয়। আবার লোকের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ করছে; অথচ সে জান্নাতবাসী হয়।

২.৮. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا أَذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرَقْ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدُبٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ .

২০৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).... শায়বান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হাসান (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের আগের যুগের এক ব্যক্তির ফোঁড়া হয়েছিল, ফোঁড়ার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় সে তার তুণ থেকে একটি তীর বের করল। আর তা দিয়ে আঘাত করে ফোঁড়াটি চিরে ফেলল। তখন তা হতে সজোরে রক্তক্ষরণ শুরু হলো, অবশেষে সে মারা গেল। তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তারপর হাসান আপন হাত মসজিদের দিকে প্রসারিত করে বললেন, আল্লাহর কসম, জুনদুব (ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী) এ মসজিদেই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

২.৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২০৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর আল-মুকাদামী (র).... হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী এ মসজিদে বসেই আমাদেরকে নসীহত করেছেন। তারপর আমরা তা ভুলে যাইনি। আর আমরা আশঙ্কা করি না যে, জুনদুব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

পালাও
আলাইদি
ও দা সারগ
বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির ফোঁড়া হয়েছিল.... তারপরের অংশ উপরের
বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৪৮. بَابُ غِلْظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ

৪৮. পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা হারাম; ইমানদার ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না

২১০. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ الْحَنْفِيٍّ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ وَفُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غُلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ إِلَّا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ .

২১০. যুহায়র ইবন হারব (র).... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেছেন, খায়বারের যুদ্ধ শেষে নবী পালাও
আলাইদি
ও দা সারগ -এর একদল সাহাবী এসে বলতে লাগল, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। এভাবে কথাবার্তা চলছিল, অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন যে, সেও শহীদ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ পালাও
আলাইদি
ও দা সারগ বললেন : কখনই না। আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি, সেই চাদর বা জোকার কারণে (যা সে গনীমতের মাল থেকে আত্মসাৎ করেছিল)। তারপর রাসূলুল্লাহ পালাও
আলাইদি
ও দা সারগ বললেন : হে খাত্তাবের পুত্র! যাও, লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, 'জান্নাতে কেবল মু'মিন ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে।' উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেন, তারপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করে দিলাম, "সাবধান ! শুধু মু'মিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

২১১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ سَالِمِ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرَقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالشِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِيِّ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنُ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِيَّ قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّا الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهَبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِيبْهَا الْمَقَاسِمُ قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكِينِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصِيبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شِرَاكِ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكِ كَانَ مِنْ نَارٍ .

২১১. আবু তাহির ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার গমন করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিজয়ী করলেন। গনীমতের মধ্যে আমরা স্বর্ণ-রৌপ্য পাইনি; পেয়েছি আসবাবপত্র, খাদ্যশস্য ও কাপড়-চোপড়। তারপর আমরা সেখান থেকে একটি উপত্যকার দিকে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর একটি গোলাম ছিল। জুযাম গোত্রের যুবায়ব শাখার রিফা'আ ইব্ন যায়দ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে গোলামটি উপহার দিয়েছিল। আমরা সে উপত্যকায় উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সে গোলামটি তাঁর হাওদা খুলতে লাগল। এ সময় তার গায়ে একটি তীর এসে লাগল এবং তার মৃত্যু ঘটল। আমরা বললাম, সে আল্লাহর রাসূল! তার শাহাদতের সৌভাগ্যের জন্য মুবারকবাদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কখখনো নয়, সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যে চাদরখানা খায়বার যুদ্ধের গনীমত বণ্টনের পূর্বেই সে নিয়ে গিয়েছিল, তা আগুন হয়ে তার উপর জ্বলতে থাকবে। রাবী বলেন, এতে লোকেরা ঘাবড়ে গেল। অতঃপর এক ব্যক্তি জুতার একটি কিংবা দু'টি ফিতা নিয়ে হাযির হলো। সে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! খায়বারের দিন আমি এটি পেয়েছিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একটি আগুনের ফিতা; কিংবা বললেন : দু'টি আগুনের ফিতা।

৬৯. بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ

৪৯. পরিচ্ছেদ : আত্মহত্যাকারী কাফির হবে না তার প্রমাণ

২১২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَجَتَوْا الْمَدِينَةَ فَمَرِضٌ فَجَزَعٌ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجمَهُ فَشَخِبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَأَاهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فَرَأَاهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةً وَرَأَاهُ مُغَطِّيًّا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي بِهَجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًّا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نَصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ االلَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاعْفِرْ .

২১২. আবু বকর ইব্ন শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তুফায়ল ইব্ন আমর দাওসী (রা) নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি একটি মযবূত দুর্গ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজন আছে? রাবী বলেন, দাওস গোত্রের জাহিলিয়াহ যুগের একটি দুর্গ ছিল (তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেন)। নবী ﷺ তা কবুল করলেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা আনসারদের জন্য এ সৌভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। যখন নবী ﷺ মদীনাতে হিজরত করলেন, তখন তুফায়ল ইব্ন আমর এবং তাঁর গোত্রের একজন লোকও তাঁর সঙ্গে মদীনাতে হিজরত করেন। কিন্তু মদীনায় আবহাওয়া তাদের অনুকূল হয়নি। তুফায়ল ইব্ন আমর (রা)-এর সাথে আগত লোকটি অসুস্থ হয়ে

পড়ল। রোগযন্ত্রণা বরদাশ্ত করতে না পেরে সে তীর নিয়ে তার হাতের আঙুলগুলো কেটে ফেলল। এতে উভয় হাত থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। অবশেষে সে মারা যায়। তুফায়ল ইব্ন আমর দাওসী (রা) স্বপ্নে তাকে ভাল অবস্থায় দেখতে পেলেন, কিন্তু তিনি তার উভয় হাত আবৃত দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? সে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী পালালাহু আলাইহিস সালাম -এর কাছে হিজরত করার কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফায়ল (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমার হাত দু'টি আবৃত দেখছি? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে যে, আমি তা দূরস্ত করব না, তুমি স্বেচ্ছায় যা নষ্ট করেছ। তুফায়ল (রা) নবী পালালাহু আলাইহিস সালাম -এর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহিস সালাম দু'আ করলেন : ইয়া আল্লাহ্! আপনি তার হাত দু'টিকেও ক্ষমা করে দিন।

৫০. بَابُ فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْإِيمَانِ

৫০. পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের পূর্বে এক বাতাস প্রবাহিত হবে, সামান্য ঈমানও যার অন্তরে আছে তার রুহ সে বাতাস কব্জ করে নেবে

২১২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ الْيَمَنُ مِنَ الْحَرِيرِ فَلَا تَدْعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ وَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ .

২১৩. আহমাদ ইব্ন আবদা আয-যাব্বী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের আগে ইয়ামন থেকে এক বাতাস প্রবাহিত করবেন, যা হবে রেশম অপেক্ষাও নরম। যার অন্তরে শস্যদানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, তার রুহ ঐ বাতাস কব্জ করে নিয়ে যাবে। আবু আলকামাহ পালালাহু আলাইহিস সালাম বলেছেন এবং রাবী আবদুল আযীয (র) তাঁর বর্ণনায় مِثْقَالُ ذَرَّةٍ স্থলে مِثْقَالُ حَبَّةٍ বলেছেন এবং রাবী আবদুল আযীয (র) তাঁর বর্ণনায় مِثْقَالُ (অণু পরিমাণ) উল্লেখ করেছেন।

৫১. بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ

৫১. অনুচ্ছেদ : ফিতনা প্রকাশের পূর্বেই নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহ দান

২১৪. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا .

২১৪. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন : অন্ধকার রাতের মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি

অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মু'মিন হলে, বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মু'মিন হলে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে দেবে।

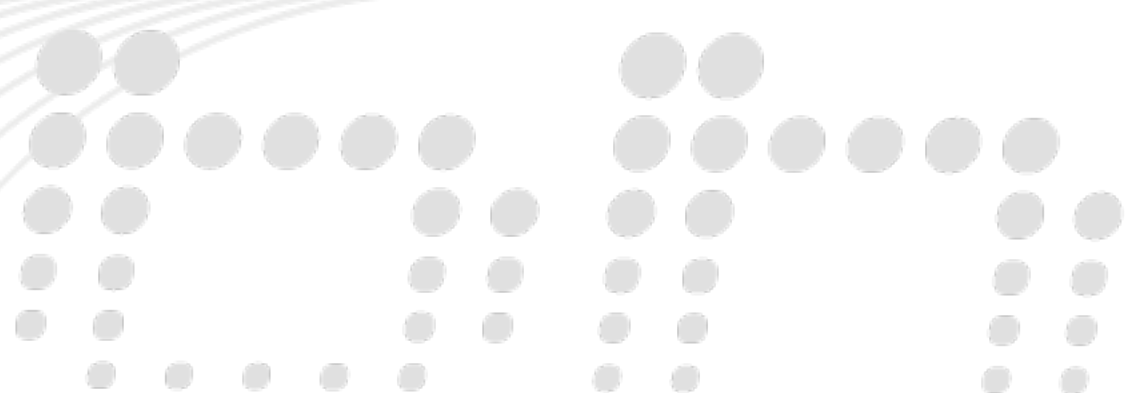
৫২. بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحْبِطَ عَمَلُهُ

৫২. পরিচ্ছেদ : আমল বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে মু'মিনের আশঙ্কা

২১৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو مَا شَأْنُ ثَابِتٍ أَشْتَكَى قَالَ سَعْدٌ أَنَّهُ لَجَارِي وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى قَالَ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ثَابِتٌ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

২১৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আয়াত নাযিল হলো : (অর্থ) “হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করবে না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তঁার সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না; এতে তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে; অথচ তোমরা টেরও পাবে না।” (সূরা হুজুরাত : ২) (উপরোক্ত আয়াত নাযিল হলে) সাবিত (রা) নিজের ঘরে বসে গেলেন এবং বলতে লাগলেন : আমি একজন জাহান্নামী। এরপর থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবন মু'আযকে সাবিত (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন : হে আবু আমর, সাবিতের কি হলো ? সা'দ (রা) বললেন, সে তো আমার প্রতিবেশী, তার কোন অসুখ হয়েছে বলে তো জানি না। আনাস (রা) বলেন, পরে সা'দ (রা) সাবিতের কাছে গেলেন এবং তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য উল্লেখ করলেন। সাবিত (রা) বললেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তোমরা জান, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আমার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে উঁচু হয়ে যায়। সুতরাং আমি তো জাহান্নামী। সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সাবিতের কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : না, বরং সে তো জান্নাতী।

২১৬. حَدَّثَنَا قُطْنُ بْنُ نُسَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَنَحُوا حَدِيثَ حَمَادٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ .



বাংলা হাদিস

২১৬. কাতান ইব্ন নুসায়র (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস ছিলেন আনসারদের খতীব। যখন আয়াত নাযিল হল : (অর্থ) “তোমরা নবীর কণ্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করো না।” বাকি অংশ হাম্মাদ বর্ণিত উল্লেখিত রিওয়াযাতের অনুরূপ। তবে এ রিওয়াযাতে সা’দ ইব্ন মু’আয-এর উল্লেখ নাই। আহমাদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাখর আদ-দারিমী (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন এ আয়াত নাযিল হল : (অর্থ) “তোমরা নবীর কণ্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করো না।” এ বর্ণনায় সা’দ ইব্ন মু’আয-এর উল্লেখ নাই।

২১৭. وَ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَقْتَصَرَ الْحَدِيثُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَزَادَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

২১৭. হুরায়ম ইব্ন আবদুল আ’লা আল-আসাদী (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন আয়াত নাযিল হলো....। এতেও সা’দ ইব্ন মু’আযের উল্লেখ নাই। তবে শেষে আছে, আমরা তাঁকে ভাবতাম, একজন জান্নাতী লোক আমাদের মাঝে বিচরণ করছেন।

৫৩. بَابُ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ

৫৩. পরিচ্ছেদ : জাহিলী অবস্থার আমলেরও কি শাস্তি হবে

২১৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمَلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أَخَذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ .

২১৮. ‘উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুসংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, জাহিলী যুগে আমরা যা করেছি, তার জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন : ইসলাম অবস্থায় যে ব্যক্তি ভাল করবে, তার জন্য জাহিলী যুগের আমলের জন্য পাকড়াও হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও মন্দ করবে, তাকে জাহিলী ও ইসলাম উভয় যুগের আমলের জন্য পাকড়াও করা হবে।

২১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَ وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمَلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ .

২১৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে যা করেছি, তার জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ইসলাম অবস্থায় ভাল

করবে, জাহিলী যুগে সে যা করেছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর ইসলাম গ্রহণের পর যে মন্দ করে, তাকে প্রথম ও শেষ, সব আমলের জন্য পাকড়াও করা হবে।

২২০. حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَهُ

২২০. মিনজাব ইবন হারিস আত-তামীমী (র).... আ'মশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫৪. بَابُ كَوْنِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهَجْرَةُ وَالْحَجُّ

৫৪. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণ, হিজরত ও হজ্জ দ্বারা পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়

২২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شُمَاسَةَ الْمُهَرِّيِّ قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوْلَ وَجْهِهِ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا نَعُدُّ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمَكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْمْتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلَا بَايِعَكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي قَالَ مَا لَكَ يَا عَمْرُو قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَجَلٌ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي مِنْهُ وَلَوْمْتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلَيْنَا أَشْيَاءُ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبَنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشَنُّوا عَلَى التُّرَابِ شَنَا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تَنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسِّمُ لَحْمَهَا حَتَّى اسْتَانِسَ بِكُمْ وَانْظُرْ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رَسُولَ رَبِّي .

২২১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না আল-আনাযী, আবু মা'আন আল-রাকাশী ও ইসহাক ইবন মানসূর (র).... ইবন শুমাসা আল-মাহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা আমর ইবন 'আস (রা)-এর মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁকে দেখতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ কাঁদছিলেন। তাঁর পুত্র তাঁকে

কিতাবুল ঈমান

[তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদের উল্লেখপূর্বক] প্রবোধ দিচ্ছিলেন যে, আব্বা ! রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নাই? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাকে তমুক সুসংবাদ দেন নাই? রাবী বলেন, তখন তিনি পুত্রের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, আমার সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” এর সাক্ষ্য দেয়া। আর আমি অতিক্রম করেছি আমার জীবনের তিনটি পর্যায়। এক সময় তো আমি এমন ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণে আমার চেয়ে কঠোরতর আর কেউই ছিল না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কব্জায় পেতাম আর হত্যা করতে পারতাম, এ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ভাবনা। যদি সে অবস্থায় আমার মৃত্যু হতো, তবে নিশ্চিত আমাকে জাহান্নামে যেতে হতো। এরপর আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হস্ত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়'আত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আম্র, কি ব্যাপার? বললাম, পূর্বে আমি শর্ত করে নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : কি শর্ত করবে? আমি উত্তর করলাম, আল্লাহ যেন আমার সব গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আম্র ! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। হিজরত পূর্বকৃত গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হজ্জও পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়? আম্র বলেন, এ পর্যায়ে আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ ছিল না। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁর প্রতি চোখভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয়, তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ চোখভরে আমি কখনোই তাঁর প্রতি তাকাতে পারি নাই। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হতো তবে অবশ্যই আমি জান্নাতী হওয়ার আশাবাদী থাকতাম। পরবর্তীকালে আমরা নানা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছি, তাই জানি না, এতে আমার অবস্থান কোথায়? সুতরাং আমি যখন মারা যাব, তখন যেন কোন বিলাপকারিণী অথবা আগুন যেন আমার জানাযার সাথে না থাকে। আমাকে যখন দাফন করবে তখন আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে এবং দাফন সেরে একটি উট যবেহ করে তার গোশ্ত বণ্টন করতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। যেন তোমাদের উপস্থিতির কারণে আমি আতঙ্কমুক্ত অবস্থায় চিন্তা করতে পারি যে, আমার প্রতিপালকের দূতের কি জবাব দিব।

২২২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُوهُ لِحَسَنٍ وَلَوْ تَخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمَلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَنَزَلَ بِعِبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ .

২২২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন ও ইব্রাহীম ইব্ন দীনার (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকদের কতিপয় লোক যারা ব্যাপকভাবে হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, তারা মুহাম্মদ

পালালা ৩
আলাইদু
ও না মায়া

-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে দীনের প্রতি মানুষদের আহ্বান জানাচ্ছেন, এ তো অনেক উত্তম বিষয়। তবে আমাদের পূর্বকৃত গুনাহসমূহের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে আপনি যদি আমাদের নিশ্চিতভাবে কিছু অবহিত করতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) “এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা ফুরকান : ৬৮) আরো নাযিল হয় : (অর্থ) বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।” (সূরা যুমার : ৫৩)

৫৫. بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ

৫৫. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণের পূর্বকার কুফরী জীবনের নেককাজসমূহের প্রতিদান প্রসঙ্গে

২২৩. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَلَّمْتَ عَلَى مَا أَسَلَّمْتَ مِنْ خَيْرٍ وَالتَّحَنُّنُ : التَّعَبُّدُ .

২২৩. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)... হাকিম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, জাহিলী যুগে আমি যেসব বিষয়দ্বারা ইবাদত করতাম, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাব? রাসূলুল্লাহ -কে উত্তর করলেন : তোমার পূর্বকৃত সৎকর্মের ফলেই তুমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছ। রাবী বলেন, হাদীসে উক্ত التَّحَنُّنُ শব্দটির অর্থ التعبد ‘নির্জনে ইবাদত করা’।

২২৪. حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةٍ رَحِمَ فِيهَا أَجْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَلَّمْتَ عَلَى مَا أَسَلَّمْتَ مِنْ خَيْرٍ .

২২৪. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)... হাকিম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাদকা, দাসমুক্তি ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ইত্যাদি যেসব কাজদ্বারা জাহিলী যুগে আমি ইবাদত করতাম, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাব? রাসূলুল্লাহ -কে উত্তরে বললেন : তোমার পূর্বকৃত সৎকর্মের ফলেই তুমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছ।

২২৫. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْيَاءُ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي اتَّبَرَّرُ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَلَّمْتُ عَلَى مَا أَسَلَّمْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ فَوَ اللَّهِ لَا أَدْعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ .

২২৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).... হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিছু কিছু বিষয় যা আমি জাহিলী যুগে নেককাজ হিসাবে করতাম, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাব? তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন : তোমার সেসব নেককাজের ফলেই তুমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! জাহিলী যুগে যে সব নেককাজ আমি করেছি, ইসলামী যিন্দেগীতেও আমি তা করে যাব।

২২৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

২২৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র).... উরওয়া ইব্ন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) জাহিলী যুগে একশ' ক্রীতদাস আযাদ করেছিলেন, মাল বোঝাই একশ' উট দান করেছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনি একশ' ক্রীতদাস আযাদ করেন এবং মালামাল বোঝাই একশ' উট সাদকা করেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে প্রশ্ন করেন। এরপর বর্ণনাকারী উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৫৬. بَابُ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ

৫৬. পরিচ্ছেদ : ঈমানে সততা ও নিষ্ঠা

২২৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

২২৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, (আল্লাহ তা'আলার বাণী) : “যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই নিরাপত্তা তাদের জন্য, তারাই সৎপথপ্রাপ্ত” (সূরা আনআম : ৮২) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে বিষয়টি সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন মনে হল। তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের উপর আদৌ যুলুম করে নাই? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা যা মনে করেছ বিষয়টি তা নয়, বরং লুকমান তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে যে যুলুমের কথা বলেছিলেন—“হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করো না, নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম”। (সূরা লুকমান : ১৩)

২২৮. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ

إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِيهِ أَوْ لَا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْأَعْمَشِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

২২৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, আলী ইব্ন খাশরাম, মিনজাব ইব্ন হারিস আত-তামীমী এবং আবু কুরায়ব (র) আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। আবু কুরায়ব (র) বলেন, ইব্ন ইদরীস (র) বলেছেন, প্রথমত আমার পিতা আমাকে আবান ইব্ন তাগলিব থেকে আ'মাশ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পরবর্তীকালে আমি নিজেই আ'মাশ থেকে সরাসরি এ হাদীস শুনেছি।

৫৭. بَابُ بَيَانِ تَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ وَبَيَانِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَكْلَفْ إِلَّا مَا يُطَاقُ وَبَيَانِ حُكْمِ الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ أَوْ بِالسُّيِّئَةِ

৫৭. পরিচ্ছেদ : “মনের কল্পনা বা খটকা আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেন; যদি সে তাতে স্থির না হয়; মানুষের সামর্থ্যানুযায়ীই আল্লাহ তাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ভাল বা মন্দ কর্মের অভিপ্রায় প্রসঙ্গ

২২৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ وَاللَّفْظُ لَأُمِّيَّةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكْبِ فَقَالُوا أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نَطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَاهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا السِّنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا أَمِنْ الرَّسُولِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَالًا طَاقَةً لَنَا بِهِ قَالَ نَعَمْ وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قَالَ نَعَمْ .

২২৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মিনহাল আয-যারীর ও উমায়্যা ইব্ন বিসতাম আল-আয়শী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, (মহান আল্লাহর বাণী) : “আসমান ও যমীনে যত কিছু আছে, সমস্ত আল্লাহরই। তোমাদের মনের অভ্যন্তরে যা আছে তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব

গ্রহণ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (সূরা বাকারা : ২৮৪)। এ আয়াত নাযিল হলে, বিষয়টি সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন মনে হল। তাই সবাই রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসলেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নামায, রোযা, জিহাদ, সাদকা প্রভৃতি যে সমস্ত আমল আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী ছিল, এ যাবত আমাদেরকে সেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ বিষয়টি তো আমাদের ক্ষমতার বাইরে। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আহলে কিতাব-ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানের মত তোমরাও কি এমন কথা বলবে যে, শুনলাম কিন্তু মানলাম না! বরং তোমরা বলো ; শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তুমিই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ নির্দেশ শুনে সাহাবা কিরাম বললেন, আমরা শুনেছি ও মেনেছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তুমিই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল। রাবী বলেন, সাহাবীদের সকলে এ আয়াত পাঠ করলেন এবং বিনয়াপ্লুত হয়ে মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করে নিলেন। অনন্তর আল্লাহ্ তা’আলা এ আয়াত নাযিল করেন : রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তিনি ঈমান আনয়ন করেছেন এবং মু’মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহ্‌তে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম! হে আমাদের রব! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই আর তোমারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা বাকারা : ২৮৪) যখন তাঁরা সর্বোত্তমভাবে আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন, তখন আল্লাহ্ তা’আলা উক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে নাযিল করলেন : “আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার জন্য সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে, তা তারই এবং মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই। হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করে ফেলি, তবে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না।” আল্লাহ বললেন : হ্যাঁ, তাই হবে। “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।” আল্লাহ বললেন : হ্যাঁ, তাই হবে। “হে আমাদের রব! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আল্লাহ বললেন : হ্যাঁ, তাই হবে। আরো ইরশাদ হলো, “আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে মাফ কর, রহম কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করো।” আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, মঞ্জুর করা হল।

২৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَأَعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ .

২৩০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, (মহান আল্লাহর বাণী) সূরা বাকারা : “তোমাদের মনে যা আছে, তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন।” (সূরা বাকারা : ২৮৪) আয়াতটি নাযিল হলে সাহাবীগণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আর কোন বিষয়ে তারা এমন উদ্বিগ্ন হননি। তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন : বরং তোমরা বল : শুনলাম, আনুগত্য স্বীকার করলাম এবং মেনে নিলাম। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের অন্তরে ঈমান ঢেলে দিলেন। তিনি নাযিল করলেন : আল্লাহ তা‘আলা কারুর উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে, তা তারই, আর মন্দ যা উপার্জন করে, তাও তারই। হে আমাদের রব ! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করে ফেলি তবে আমাদের পাকড়াও করো না। আল্লাহ বললেন : আমি গ্রহণ করলাম। হে আমাদের রব ! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। আল্লাহ বললেন : আমি গ্রহণ করলাম। “আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের রব।” আল্লাহ বললেন : আমি তা করলাম।

২৩১. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ .

২৩১. সাঈদ ইবন মানসূর, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবন জুবায়দ আল-গুবারী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কথা বা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মাতের মনের কল্পনাগুলো মাফ করে দিয়েছেন।

২৩২. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ تَجَاوَزَ لَأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ .

২৩২. আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন মুসান্না ও ইবন বাশশার (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মাতের ক্ষেত্রে কথা বা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত তাদের মনের কল্পনাগুলো মাফ করে দিয়েছেন।

২৩৩. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهَشَامٌ ح وَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৩৩. যুহায়র ইব্ন হারব, ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ... কাতাদা (র) সূত্রেও হাদীসটি অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে।

৫৮. **بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ كَمْ تُكْتَبُ**

৫৮. পরিচ্ছেদ : বান্দার সুচিন্তাগুলো লিখা হয় কিন্তু কুচিন্তাগুলো লিখা হয় না

২২৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا .

২৩৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) বলেছেন : আমার বান্দা কোন পাপকর্মের কথা ভাবলেই তা লিখবে না; বরং সে যদি তা কার্যে পরিণত করে, তবে একটি পাপ লিখবে। আর যদি সে কোন নেককাজের নিয়ত করে কিন্তু তা সে কার্যে পরিণত না করে, তাহলেও একটি সাওয়াব লিখবে, আর তা সম্পাদন করলে লিখবে দশটি সাওয়াব।

২২৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْهَا لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْهَا سَيِّئَةٌ وَاحِدَةً .

২৩৫. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আমার বান্দা যখন কোন সৎকর্মের সংকল্প গ্রহণ করে অথচ এখনও তা সম্পাদন করে নাই, তখন আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখি; আর যদি তা সম্পাদন করে তবে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লিখি। পক্ষান্তরে যদি অসৎকর্মের ইচ্ছা করে অথচ এখনো সম্পাদন করে নাই, তবে এর জন্য কিছুই লিখি না। আর তা কার্যে পরিণত করলে একটিমাত্র পাপ লিখি।

২২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا

تَرَكَهَا مِنْ جَرَّأِيٍّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ .

২৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আমার বান্দা কোন নেক কাজ করবে বলে যদি মনে মনে ভাবে, তবে তা সম্পাদন করার পূর্বেই আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখে দেই। পরে যদি তা সম্পাদন করে; তবে তার দশগুণ সাওয়াব লিখি। পক্ষান্তরে যদি কোন অসৎকাজ করবে বলে মনে মনে ভাবে, তবে তা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত মাফ করে দেই। কিন্তু তা সম্পাদন করলে তদনুরূপ একটি গুনাহ লিখি। রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন : ফেরেশতাগণ আবেদন জানায় : হে প্রতিপালক ! তোমার এই বান্দা, একটি পাপকর্মের ইচ্ছা করছে। আর আল্লাহ তা'আলা তো তার সম্যক দ্রষ্টা। তিনি উত্তর করেন, অপেক্ষা কর, যদি সম্পাদন করে ফেলে, তবে সে অনুপাতে লিখবে, আর যদি তা পরিত্যাগ করে, তবে সে স্থলে একটি সাওয়াব লিখে দিবে। কারণ আমার জন্যই সে তা পরিত্যাগ করেছে। রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন : তোমাদের মধ্যে যে তার ইসলামে নিষ্ঠাবান হয়, তার কৃত প্রত্যেকটি নেককাজের বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে তার কৃত প্রত্যেকটি বদকাজ তার সমান লেখা হয়। (মৃত্যুর মাধ্যমে) আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে।

২৩৭. আবু কুরায়ব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি নেককাজের ইচ্ছা করে অথচ সম্পাদন করে নাই, তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয়। আর যে ইচ্ছা করার পর তা সম্পাদন করে, তবে তার ক্ষেত্রে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর তা না করে, তবে কোন গুনাহ লেখা হয় না; আর তা করলে (একটি) গুনাহ লেখা হয়।

২৩৮. শায়বান ইবন ফাররুখ (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হাদীসে কুদসীতে বলেন : আল্লাহ তা'আলা সমুদয় সৎ ও অসৎকর্মের হিসাব লেখেন। এরপর তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন : সুতরাং যে ব্যক্তি নেককাজের ইচ্ছা গ্রহণ করেছে অথচ তা সম্পাদন করে

নাই, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লিখে দেন। তারপর কাজে পরিণত করলে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি কোন মন্দ কর্মের অভিপ্রায় করে এবং তা কাজে পরিণত না করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লিখে দেন। আর অভিপ্রায়ের পর তা সম্পাদন করে ফেললে তিনি একটিমাত্র গুনাহ লেখেন।

২৩৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْجَعْفَرِ أَبِي عُثْمَانَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَزَادَ وَمَحَاهَا اللَّهُ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ.

২৩৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) জা'দ আবু উসমান (র) থেকে উল্লেখিত সনদে আবদুল ওয়ারিস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে এ হাদীসের বর্ণনাকারী নিম্নের বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন: 'আল্লাহ উক্ত গুনাহ মাফ করে দেন'। আল্লাহর বিরুদ্ধে গিয়ে একমাত্র সে ধ্বংস হয়, যার ধ্বংস অনিবার্য।

৫৭. بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا

৫৯. পরিচ্ছেদ : ইমান সম্পর্কে ওয়াসওয়াসার (সংশয়) সৃষ্টি হওয়া এবং কারো অন্তরে যদি তা সৃষ্টি হয় তবে সে কি বলবে

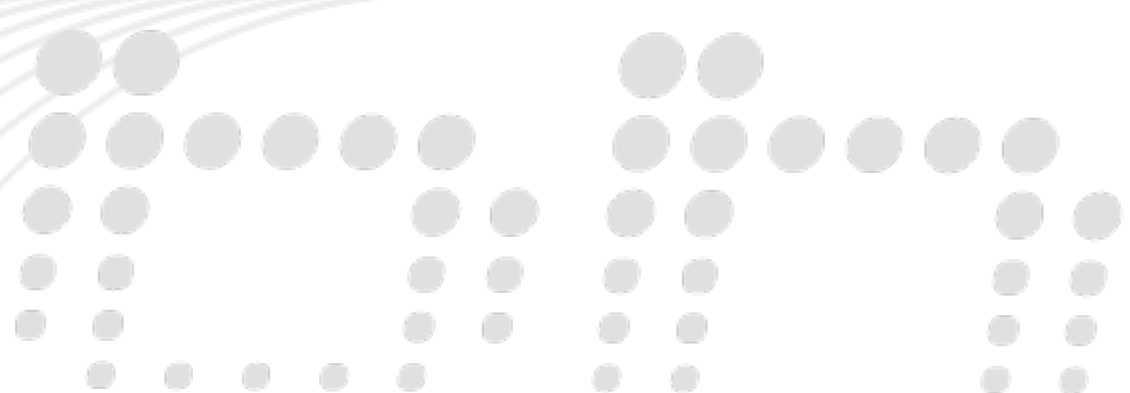
২৪০. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاضَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ.

২৪০. যুহায়র ইবন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম -এর কতিপয় সাহাবী তাঁর সমীপে এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু সংশয়ের উদয় হয়, যা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করতেও মারাত্মক মনে করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন : সত্যই তোমাদের তা হয় ? তারা জবাব দিলেন, জ্বী, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটিই স্পষ্ট ইমান (কারণ ইমান আছে বলেই সে সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা ও সংশয়কে মারাত্মক মনে করা হয়)।

২৪১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي رَوَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

২৪১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার, মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন জাবালা ইবন আবু রাওয়াদ ও আবু বকর ইবন ইসহাক (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪২. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَثَامٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخَمْسِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوَسْوَسةِ قَالَ تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ.



বাংলা হাদিস

২৪২. ইউসুফ ইবন ইয়াকুব আস-সাফ্যার (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ -কে ওয়াসুওয়াসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন : তা প্রকৃত ঈমান।

২৪৩. হারুন ইবন মা'রুফ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : মানুষের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টি জগত তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয়, সে যেন বলে, “আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।”

২৪৪. হারুন ইবন মা'রুফ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : মানুষের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টি জগত তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয়, সে যেন বলে, “আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।”

২৪৫. হারুন ইবন মা'রুফ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান তোমাদের কাছে এসে বলে, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন? যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে সে বলে, আল্লাহ। এরপর রাবী পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি এর সাথে وَرَسُولُهُ (এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

২৪৬. হারুন ইবন মা'রুফ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান তোমাদের কাছে এসে বলে, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন? যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে সে বলে, আল্লাহ। এরপর রাবী পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি এর সাথে وَرَسُولُهُ (এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

২৪৭. হারুন ইবন মা'রুফ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান তোমাদের কাছে এসে বলে, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন? যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে সে বলে, আল্লাহ। এরপর রাবী পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি এর সাথে وَرَسُولُهُ (এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

২৪৮. হারুন ইবন মা'রুফ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান তোমাদের কাছে এসে বলে, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন? যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে সে বলে, আল্লাহ। এরপর রাবী পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি এর সাথে وَرَسُولُهُ (এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

২৪৯. হারুন ইবন মা'রুফ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান তোমাদের কাছে এসে বলে, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন? যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে সে বলে, আল্লাহ। এরপর রাবী পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি এর সাথে وَرَسُولُهُ (এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

২৫০. হারুন ইবন মা'রুফ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান তোমাদের কাছে এসে বলে, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন? যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে সে বলে, আল্লাহ। এরপর রাবী পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি এর সাথে وَرَسُولُهُ (এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

২৪৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ وَهُوَ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَذَا الثَّلَاثُ أَوْ قَالَ سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْإِسْنَادِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

২৪৭. আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : মানুষ তোমাদেরকে জ্ঞানের বিষয়ে কথা জিজ্ঞেস করবে, এক পর্যায়ে তারা এ কথাও জিজ্ঞেস করে বসবে যে, আল্লাহ তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন ? রাবী বলেন, তখন আবু হুরায়রা (রা) এক ব্যক্তির হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছেন। আমাকে দুই ব্যক্তি এ ধরনের প্রশ্ন করেছে, আর এ হলো তৃতীয়জন। বর্ণনাকারী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে আর এ হলো দ্বিতীয়জন। যুহায়র ইবন হারব ও ইয়াকুব আদ-দাওরাকী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মানুষ সর্বদা....। এরপর রাবী আবদুল ওয়ারিসের রিওয়াযাতের মত বর্ণনা করেন। তিনি এই সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উল্লেখ করেন নি, তবে হাদীসটির শেষে ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন’ কথাটি সংযুক্ত করেন।

২৪৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّا رٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ فَأَخَذَ حَصِيًّا بِكَفِّهِ فَرَمَا هُمْ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَوْمُوا قَوْمُوا صَدَقَ خَلِيلِي.

২৪৮. আবদুল্লাহ ইবন রুমী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একদিন বললেন : হে আবু হুরায়রা! মানুষ তোমাকে প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি এ প্রশ্নও করবে, আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন; তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে একদিন আমি মসজিদে (নববীতে) উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে কতিপয় বেদুঈন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, হে আবু হুরায়রা ! এ তো আল্লাহ তা‘আলা। তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবু হুরায়রা (রা) হাতে কিছু কংকর নিয়ে তাদের প্রতি তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, আমার বন্ধু [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সত্য কথাই বলে গিয়েছেন।

২৪৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ حَدَّثَنَا

يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ أَلَيْسَ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ .

২৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : অবশ্যই লোকেরা তোমাদিগকে সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। এমনকি তারা বলবে, আল্লাহ তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে ?

২৫০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ مَا كَذًا مَا كَذًا حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ .

২৫০. আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন যুরারা আল-হাযরামী (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আপনার উম্মাত সর্বদা এটা কে সৃষ্টি করল, ওটা কে সৃষ্টি করল এ ধরনের প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি এ প্রশ্নও জিজ্ঞেস করবে যে, সকল সৃষ্টিই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ?

২৫১. وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ اللَّهُ إِنَّ أُمَّتَكَ .

২৫১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র).... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী থেকে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী ইসহাক তার রিওয়ায়াতে 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আপনার উম্মাত'—এ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৬. ۞ وَ عِيدٌ مِّنْ اِقْتِطَعَ حَقُّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٌ بِالنَّارِ ۞

৬০. পরিচ্ছেদ : মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক তসরূপকারীর (বিনষ্টকারী) প্রতি জাহান্নামের হুমকি

২৫২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرْقَةِ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلْمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اِقْتِطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ .

২৫২. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজর (র).... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক বিনষ্ট করে, তার

জন্য আল্লাহ্ জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করে রেখেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ! অতি সামান্য বস্তু হলেও ? রাসূলুল্লাহ পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আরাক (বাবলাগাছের মত এক ধরনের কাঁটায়ুক্ত) গাছের ডাল হলেও এ শাস্তি দেয়া হবে।

২০২. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

২৫৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র).... আবু উমামা আল-হারিসী (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২০৪. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ قَالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيْنَهُ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَيَمِينُهُ قُلْتُ إِذَنْ يَحْلِفُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

২৫৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র এবং ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-হানযালী (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত চূড়ান্ত কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করে; অথচ সে মিথ্যাবাদী, আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাত ঘটবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। রাবী বলেন, আশ্'আস ইবন কায়স সেখানে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ) তোমাদেরকে কি বর্ণনা করলেন? তদুত্তরে সকলে উক্ত হাদীসটির কথা বললেন। তিনি বললেন, আবু আবদুর রহমান সত্যই বর্ণনা করেছেন, ঘটনাটি আমাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। ব্যাপার হলো, ইয়ামেনে জনৈক ব্যক্তির সাথে আমারও একখণ্ড ভূমি ছিল। এর মীমাংসা করার নিমিত্ত আমরা রাসূলুল্লাহ পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর খিদমতে উপস্থিত হই। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দাবির সপক্ষে তোমার কাছে কোন প্রমাণ আছে কি ? আমি বললাম, না। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তা হলে বিবাদীর কসম নেয়া হবে। আমি বললাম, এ ব্যক্তি তো কসম করবেই। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লা ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত চূড়ান্ত কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করে অথচ সে মিথ্যাবাদী, আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় তার সাক্ষাত ঘটবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। এরপর আয়াত নাযিল হয় : “যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে.

পরকালে তাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি।” (সূরা আলে ইমরান : ৭৭)

২৫৫. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بَيْتٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ .

২৫৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন সম্পদ গ্রাস করে, এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। পরে বর্ণনাকারী আ'মশ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি (ইয়ামেনের ভূমির স্থলে) বলেন, জনৈক ব্যক্তির সাথে আমার একটি কূপ নিয়ে বিরোধ ছিল। আমরা এর মীমাংসার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হই। তখন তিনি বললেন : তোমার দু'জন সাক্ষী লাগবে অথবা বিবাদী থেকে কসম নেয়া হবে।

২৫৬. وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

২৫৬. ইব্ন আবু উমর আল-মাক্কী (র)... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পদ গ্রাসের জন্য মিথ্যা কসম করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রমাণ হিসাবে পাঠ করেন : “যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি।” (সূরা আলে ইমরান : ৭৭)

২৫৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنْفِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَرْعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ

لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ أَمَّا لَنْ حَلَفَ عَلَى مَا لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لِيَلْقَيْنَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

২৫৭. কুতায়বা ইবন সাদ্দ, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, হান্নাদ ইবন সারী এবং আবু আসিম আল-হানাফী (র).... ওয়ায়ল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ওয়ায়ল (রা) বলেন, হাযরামাউতের জনৈক ব্যক্তি কিন্দার এক ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ পালায়া ৩ আলাইদি ও বা সাদ্দ -এর কাছে উপস্থিত হয়। হাযরামাউতবাসী লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! এ ব্যক্তি আমার পৈতৃক ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। কিন্দী বলে উঠল, না, এতো আমারই সম্পত্তি এবং আমারই দখলে আছে। এতে আমি চাষাবাদ করি, এতে কারো কোন অধিকার নাই। তখন রাসূলুল্লাহ পালায়া ৩ আলাইদি ও বা সাদ্দ হাযরামাউতবাসীকে বললেন : তোমার কি কোন সাক্ষী আছে ? সে উত্তর করল, না। রাসূলুল্লাহ পালায়া ৩ আলাইদি ও বা সাদ্দ বললেন : তা হলে এ বিষয়ে বিবাদী কসম করবে। হাযরামাউতবাসী বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! এ তো অসৎ লোক, কসম করার বিষয়ে তার আদৌ পরোয়া নাই। আর সে কোন কিছুই বাছবিচার করে না। রাসূলুল্লাহ পালায়া ৩ আলাইদি ও বা সাদ্দ বললেন : তার কাছ থেকে তোমার এটাই প্রাপ্য। এরপর হাযরামাউতবাসী শপথ করতে উদ্যোগ নিল। তখন রাসূলুল্লাহ পালায়া ৩ আলাইদি ও বা সাদ্দ ইরশাদ করলেন : যদি সে (কিন্দী) অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস করার জন্য শপথ করে থাকে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন অর্থাৎ তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।

২৫৮. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنِ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصَمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنْتُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لِقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ قَالَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

২৫৮. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).... ওয়ায়ল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ পালায়া ৩ আলাইদি ও বা সাদ্দ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে দু'ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি ভূমি সম্পর্কে বিচার প্রার্থনা করে। তন্মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! জাহিলিয়াত যুগে এ ব্যক্তি আমার ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, বিচার প্রার্থনাকারী ছিল ইমরাউল কায়স ইবন আবিস আল-কিন্দী আর তার বিবাদী ছিল রাবীআ ইবন আবদান। রাসূলুল্লাহ পালায়া ৩ আলাইদি ও বা সাদ্দ বললেন : তোমার সাক্ষী পেশ কর। লোকটি বলল, আমার কোন সাক্ষী নাই। রাসূলুল্লাহ পালায়া ৩ আলাইদি ও বা সাদ্দ বললেন : তা হলে বিবাদী থেকে কসম নেয়া হবে। লোকটি বলল, তবে তো সে (মিথ্যা কসম করে) সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ পালায়া ৩ আলাইদি ও বা সাদ্দ বললেন : তার কাছ থেকে তোমার এতটুকুই প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বাদী যখন শপথ করার জন্য প্রস্তুত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ পালায়া ৩ আলাইদি ও বা সাদ্দ বললেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পত্তি গ্রাস করবে, সে আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে

যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। রাবী ইসহাক তার বর্ণনায় عَبْدَانُ এর স্থলে رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ উল্লেখ করেন।

৬১. **بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ اخْذَ مَالٍ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرِ الدَّمِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ**

৬১. পরিচ্ছেদ : যুলুম করে কারো সম্পদ গ্রাস করতে চাইলে প্রতিরোধে যালিমকে হত্যা করা অন্যায় নয় এবং সে হবে জাহান্নামী; আর যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ

২৫৯. حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ اخْذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ .

২৫৯. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন আলা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়, তবে আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাকে তোমার সম্পদ নিতে দিবে না। লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে এ নিয়ে লড়াই করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তার মুকাবিলায় লড়বে। লোকটি বলল, আপনার কি অভিমত যদি সে আমাকে হত্যা করে বসে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে তুমি শহীদ বলে গণ্য হবে। লোকটি বলল, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি তাকে হত্যা করি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে জাহান্নামী।

২৬০. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْفَاضِلُ بْنُ مُتْقَارِبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوَا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو فَوَعَّظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৬০. আল্ হাসান ইবন আলী আল্-হুলওয়ানী, ইসহাক ইবন মানসূর ও মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র).... উমর ইবন আবদুর রহমানের আযাদকৃত গোলাম সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আমর ও আমরাসা ইবন আবু সুফয়ানের মধ্যে কিছু সম্পদ নিয়ে বিবাদ দেখা দেয়। আর তারা উভয়ে লড়াইয়ের জন্য উদ্যত হয়ে পড়ে। তখন খালিদ ইবন আস আবদুল্লাহ ইবন আমরের কাছে গেলেন এবং বোঝাতে চেষ্টা

৬২. পরিচ্ছেদ : জনগণের সঙ্গে খিয়ানতকারী শাসক জাহান্নামের যোগ্য

٢٦١. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

২৬১. শায়বান ইব্ন ফারক্ব (র).... হাসান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মা'কিল ইবনে ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ তার সাক্ষাতে যান। মা'কিল তাকে বললেন, আজ তোমাকে রাসূলুল্লাহ ^{সঃ লঃ আঃ সঃ} থেকে শোনা এমন একটি হাদীস শুনা য় আমি আরো বেঁচে থাকব বলে জানলে তা কিছুতেই শুনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ ^{সঃ লঃ আঃ সঃ} -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন, সে যদি খেয়ানতকারীরূপে মারা যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।

٢٦٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَمْ أَكُنْ حَدَّثْتُكَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَسْتَرْعَى اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ إِلَّا كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأَحَدٍكَ .

২৬২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র).... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মা'কিল ইব্ন ইয়াসারের অসুস্থ অবস্থায় উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ তার সাক্ষাতে গেলেন এবং তার অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন মা'কিল (রা) বলেন, আজ তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি আগে তোমাকে বর্ণনা করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে জনগণের শাসনভার প্রদান করেন, সে যদি তাদের সঙ্গে খেয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। উবায়দুল্লাহ বললেন, আপনি আজকের আগে এ হাদীস আমাকে বর্ণনা করেন নি কেন? তিনি বললেন, বর্ণনা করি নাই। অথবা বলেছেন, বর্ণনা করতে ইচ্ছুক ছিলাম না।'

٢٦٢. وَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفَى عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَجَاءَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي سَأَحَدُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا .

٢٦٤. وَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ .

২৬৪. আবু গাস্‌সান আল-মিসমাই, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না এবং ইস্‌হাক ইব্ন ইবরাহীম (র)... আবুল মালীহ্ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, উবায়দুল্লাহ্ মাকিল ইব্ন উমাইয়ার-এর অসুস্থকালে তার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজ আমি তোমাকে একটি হাদীস বলব, আমি মৃত্যুশয্যায় না থাকলে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিমদের দায়িত্বে নিযুক্ত কোন আমীর (শাসক) যদি তাদের কল্যাণ কামনা না করে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাত্মক প্রয়াস না চালায়, তবে সে মুসলিমদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٦٣. بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ

৬৩. পরিচ্ছেদ : কতকের অন্তর থেকে ঈমান ও আমানতদারী উঠিয়ে নেয়া
এবং অন্তরে ফিত্নার সৃষ্টি হওয়া

٢٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النُّومَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النُّومَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُودِي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٍ وَمَا أَبَالَى أَيْكُمْ بَايَعْتُ لِمَنْ كَانَ مُسْلِمًا لِيَرُدَّنَّهُ عَلَى

دِينُهُ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدُّنَّهُ عَلَى سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لَأَبَايَعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا .

২৬৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দু'টি কথা বলেছিলেন, সে দু'টির একটি তো আমি স্বচোখেই দেখেছি, আর অপরটির জন্য অপেক্ষা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানব হৃদয়ের মূলে আমানত নাযিল হয়, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। অনন্তর তারা কুরআন শিখেছে এবং সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করেছে। তারপর তিনি আমাদেরকে আমানত উঠিয়ে নেওয়ার বর্ণনা দিলেন। বললেন : মানুষ ঘুমাবে আর তখন তার অন্তর হতে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে একটি নুক্তার মত। এরপর আবার সে ঘুমাবে তখন তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে ফোঙ্কার মত যেমন একটি অঙ্গার তুমি তোমার পায়ে রগড়ে দিলে। ফলে তাতে ফোঙ্কা পড়ে গেল। তুমি তা ফোলা দেখতে পাও; অথচ তাতে (পুঁজ-পানি ব্যতীত) কিছু নাই। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকটি কাঁকর নিয়ে তা পায়ে রগড়ালেন তারপর বললেন : যখন এমন অবস্থা হয়ে যাবে, তখন মানুষ বেচাকেনা করবে কিন্তু বলতে গেলে কেউ আমানত শোধ করবে না। (আমানতদার লোক এত কমে যাবে যে) এমনকি বলা হবে, অমুক বংশে একজন আমানতদার আছেন। এমন অবস্থা হবে যে, কাউকে বলা হবে সে কতই না বাহাদুর, কতই না হুঁশিয়ার, বড়ই বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান নাই। হুযায়ফা (রা) বলেন, এমন এক যুগও গেছে যখন যে কারো সাথে লেনদেন করতে দ্বিধা করতাম না। কারণ সে যদি মুসলমান হতো তবে তার দীনদারীই তাকে আমার হক পরিশোধ করতে বাধ্য করত। আর যদি সে খ্রিস্টান বা ইয়াহুদী হতো তবে তার প্রশাসক তা শোধ করতে তাকে বাধ্য করত। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুক ব্যতীত কারোর সাথে লেনদেন করার নই।

২৬৬. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৬৬. ইবন নুমায়র ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে পূর্ব বর্ণিত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ طَارِقٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ قَالُوا أَجَلُ قَالَ تِلْكَ تَكْفِيرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكْتُ فِيهِ نُكْتَةُ سَوْدَاءٍ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكْتُ فِيهِ نُكْتَةُ بَيْضَاءٍ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجْخِيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا

وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ قَالَ حُذِيفَةُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مَغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ قَالَ عُمَرُ أَكْسَرًا لَا أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فَتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يَقْتُلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ أَبُو خَالِدٍ فَقُلْتُ لِسَعْدِ يَا أَبَا مَالِكٍ مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًا قَالَ شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْكُوزُ مُجَخِيًا قَالَ مَنُكُوسًا .

২৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র).... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা উমর (রা)-এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছ? উপস্থিত একদল বললেন, আমরা শুনেছি। উমর (রা) বললেন, তোমরা হয়ত একজনের পরিবার ও প্রতিবেশীর ফিতনার কথা মনে করেছ। তারা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, এগুলো তো এমন যে, নামায, রোযা ও সাদ্কার মাধ্যমে এর কাফ্যারা হয়ে যায়। বরং, তোমাদের কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সেই ফিতনার কথা বলতে শুনেছে, যা সমুদ্র তরঙ্গের মত ধেয়ে আসবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, প্রশ্ন শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল। আমি বললাম, আমি (শুনেছি)। উমর (রা) বললেন, তুমি শুনেছ, মা'শা আল্লাহ্। হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, চাটাই বুননের মত এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকবে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায়, তাতে একটি করে কাল দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে, তাতে একটি করে শুভ্রোজ্জ্বল চিহ্ন পড়বে। এমনি করে দু'টি অন্তর দু'ধরনের হয়ে যায়। একটি শ্বেত পাথরের মত; আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে ততদিন কোন ফিতনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো কাল কলসির মত, প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা সেধে দিয়েছে তা ছাড়া ভালমন্দ ~~বলতে~~ সে কিছুই চিনে না। হুযায়ফা (রা) বললেন, উমর (রা)-কে আমি আরো বললাম, আপনি এবং সে ফিতনার মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। অচিরেই সেটি ভেঙে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, সর্বনাশ! তা ভেঙে ফেলা হবে? যদি ভেঙে ফেলা না হতো, তাহলে হয়ত পুনরায় বন্ধ করা যেত। হুযায়ফা (রা) উত্তর করলেন, না ভেঙে ফেলাই হবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি উমর (রা)-কে এ কথাও শুনিয়েছি, সে দরজাটি হলো একজন মানুষ; সে নিহত হবে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে। এটি কোন গল্প নয়, বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস। বর্ণনাকারী আবু খালিদ বলেন, আমি সা'দকে জিজ্ঞেস করলাম, أَسْوَدُ مُرْبَادًا এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন, 'কালো-সাদায় মিশ্রিত রং'। আমি বললাম, الْكُوزُ مُجَخِيًا এর অর্থ কি? তিনি বললেন, 'উল্টানো কলসি'।

২৬৮. ইব্ন আবু উমর (র).... রিবঈ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) উমর (রা)-এর কাছে থেকে ফিরে এসে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন, গতকাল যখন আমি আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের মধ্যে কার ফিতনা

সম্পর্কীয় হাদীস স্মরণ আছে....। এরপর রাবী আবু খালিদ বর্ণিত পূর্বের হাদীসটির ন্যায় বর্ণনা করেন। তবে তিনি **مُرْبَادًا** ও **مُجْخِيًا** -এর আবু মালিক বর্ণিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করেন নি।

২৬৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مَنْ يُحَدِّثُنَا أَوْ قَالَ أَيْكُمْ يُحَدِّثُنَا وَفِيهِمْ حُذَيْفَةُ مَاقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ رَبِيعٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ وَقَالَ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৬৯. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না, আমর ইবন আলী ও উক্বা ইবন মুকরাম আল-আম্মী (র).... রিবঈ ইবন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনা সম্পর্কে কি ইরশাদ করেছেন, এ সম্পর্কে তোমাদের কেউ আমাকে হাদীস বর্ণনা করতে পারবে? তখন হুযায়ফা (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি পারব....। এরপর রিবঈ-এর সূত্রে বর্ণিত আবু মালিকের রিওয়াযাতের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে বর্ণনাকারী এ হাদীসে আরও উল্লেখ করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেছেন, আমি উমর (রা)-কে যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তা কোন বানোয়াট কথা নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই তা বর্ণনা করেছি।

৬৪. **بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ**

৬৪. পরিচ্ছেদ : শুরুতে ইসলাম ছিল অপরিচিত; অচিরেই আবার তা অপরিচিতের মত হয়ে যাবে এবং তা দুই মসজিদ (মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববী)-এর মাঝে আশ্রয় নিবে

২৭০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ .

২৭০. মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ ও ইবন আবু উমর (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, অচিরেই তা আবার শুরুর মত অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের উপর কায়ম থাকবে, তাদের জন্য মুবারকবাদ।

২৭১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا .

২৭১. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' ও আল-ফায়ল ইবন সাহল আল-আরাজ (র).... ইবন উমর (রা) নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন : অপরিচিতের বেশে ইসলাম শুরু হয়েছিল, অচিরেই তা

আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সাপ যেমন তার গর্তে আশ্রয় নেয়; তদ্রূপ ইসলামও দুই মসজিদের মধ্যে আশ্রয় নেবে।

২৭২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا .

২৭২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (রা).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাপ যেমন আপন গর্তে আশ্রয় নেয়, তদ্রূপ ইসলামও (সংকুচিত হয়ে) মদীনায় আশ্রয় নেবে।

৬৫. بَابُ ذَهَابِ الْإِيمَانِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

৬৫. পরিচ্ছেদ : শেষ যুগে ঈমান বিদায় নেবে

২৭৩. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ .

২৭৩. যুহায়র ইবন হারব (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পৃথিবীতে ‘আল্লাহ আল্লাহ’ বলার মত লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

২৭৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ .

২৭৪. আব্দ ইবন হুমায়দ (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : ‘আল্লাহ আল্লাহ’ বলার মত একটি মানুষ অবশিষ্ট থাকতেও কিয়ামত হবে না।

৬৬. بَابُ جَوَازِ الْإِسْتِسْرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلْخَائِفِ

৬৬. পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতির কারণে ঈমান গোপন রাখার বৈধতা

২৭৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتْمَاءَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تَبْتَلُوا قَالَ فَابْتُلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًّا .

২৭৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)... হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ পা সাজা ৩
আল্লাইদি
উ না সাজা ৩ -এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ পা সাজা ৩
আল্লাইদি
উ না সাজা ৩ তখন আমাদেরকে বললেন : গণনা কর তো, কতজন মানুষ ইসলামের কথা স্বীকার করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কি আমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করছেন ? আমরা তো প্রায় ছয়শ' থেকে সাতশ' লোক আছি। রাসূলুল্লাহ পা সাজা ৩
আল্লাইদি
উ না সাজা ৩ বললেন : তোমরা জান না, অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সাহাবী বলেন, পরবর্তীকালে সত্যই আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হই, এমনকি আমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে গোপনে নামায আদায় করতে হতো।

৬৭. ۶۷. بَابُ تَأْلُفِ قُلُوبٍ مَنْ يَخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ لِضَعْفِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِيْمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ

৬৭. পরিচ্ছেদ : ইমানের দুর্বলতার কারণে যার সম্পর্কে ধর্মত্যাগের আশঙ্কা হয়, তার অন্তর জয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন এবং অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে নিশ্চিত মু'মিন বলে আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকা

২৭৬. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسَمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ مُسْلِمٌ أَقُولُهَا ثَلَاثًا وَيُرَدِّدُهَا عَلَى ثَلَاثًا أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لِأُعْطِيَ الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةٌ أَنْ يَكُفَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ .

২৭৬. ইবন আবু উমর (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পা সাজা ৩
আল্লাইদি
উ না সাজা ৩ একবার কিছু মাল বণ্টন করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অমুককে কিছু দিন, কেননা সে নিশ্চয়ই একজন মু'মিন ব্যক্তি। নবী করীম পা সাজা ৩
আল্লাইদি
উ না সাজা ৩ বললেন : বরং বল যে, সে একজন মুসলিম। সাহাবী বললেন, আমি কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছি, তিনিও তিনবারই আমাকে ঐ একই উত্তর দিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ পা সাজা ৩
আল্লাইদি
উ না সাজা ৩ বললেন : অপরজন আমার কাছে অধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি কাউকে এ কারণে (মাল) দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করেন।

২৭৭. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ

জাহান্নামী হয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে রক্ষার জন্য তার হৃদয় জয়ের উদ্দেশ্যে তাকে আমি মাল দিয়ে থাকি।

عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مُسْلِمًا إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ .

২৭৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র).... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় লোককে কিছু মাল দিলেন। তখন সা'দ (রা) তাদের মধ্যে বসা ছিলেন। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না; অথচ আমার দৃষ্টিতে সে ছিল পাওয়ার বেশি উপযুক্ত। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি? আল্লাহর কসম অবশ্যই আমি তাকে মু'মিন বলে জানি! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : বরং বল, সে মুসলিম। আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। তার সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমার কাছে প্রবল হয়ে উঠল, তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে অবশ্যই মু'মিন বলে ধারণা করি! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : বরং বল, সে মুসলিম। আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। পুনঃ তার সম্পর্কে আমি যা জানি, তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে অবশ্যই মু'মিন বলে জানি! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : বরং বল, সে মুসলিম। অন্যজন আমার কাছে অধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি কাউকে এ আশঙ্কায় কিছু দান করে থাকি যে, সে যেন নিম্নমুখী হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়।

২৭৮. আল্-হাসান ইব্ন আলী আল্-হুলওয়ানী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)...সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় লোককে কিছু দিলেন। তখন আমি তাদের মধ্যে বসা ছিলাম। এভাবে বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলাম এবং চুপে চুপে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি?

২৭৯. আল্-হাসান আল্-হুলওয়ানী (র)...ইসমাইল ইব্ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, সা'দ (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গ্রীবা ও কাঁধের মাঝখানে সজোরে হাত রেখে বললেন : হে সা'দ! তুমি কি লড়াই করতে চাও? আমি কাউকে দান করি....।

২৮০. আল্-হাসান আল্-হুলওয়ানী (র)...ইসমাইল ইব্ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, সা'দ (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গ্রীবা ও কাঁধের মাঝখানে সজোরে হাত রেখে বললেন : হে সা'দ! তুমি কি লড়াই করতে চাও? আমি কাউকে দান করি....।

২৮১. আল্-হাসান আল্-হুলওয়ানী (র)...ইসমাইল ইব্ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, সা'দ (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গ্রীবা ও কাঁধের মাঝখানে সজোরে হাত রেখে বললেন : হে সা'দ! তুমি কি লড়াই করতে চাও? আমি কাউকে দান করি....।

৬৮. পরিচ্ছেদ : প্রকাশ্য প্রমাণের দ্বারা হৃদয়ের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়

২৮. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِإِشْرَاقٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لَوْ طَأَّ لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ طُولَ لَبَثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ وَحَدَّثَنِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى جَاذَهَا .

২৮০. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ পালালা ৩ আলাইদি ও বা সালাত বলেছেন : ইব্রাহীম (আ)-এর তুলনায় আমরাই সন্দেহ করার বেশি হকদার (যদি তোমরা তার কথাকে সন্দেহ গণ্য কর)। তিনি বলেছিলেন, “হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন, আমাকে দেখান। আল্লাহ বললেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর নাই? তিনি উত্তরে বললেন, কেন করব না? তবে তা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য।” (সূরা বাকার : ২৬০)। আল্লাহ তা‘আলা হযরত লূত (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন, তিনি তো এক শক্তিশালী স্তম্ভের আশ্রয় গ্রহণ করেই ছিলেন। হযরত ইউসুফের দীর্ঘ কারাবরণের মত আমাকেও যদি কারাগারে অবস্থান করতে হতো, তবে আমি রাজদূতের আহবানে সাড়া দিতাম। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা আয-যুবাই (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রেও ইউনুস....যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে মালিক (র)-এর হাদীসে আছে, তবে তা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। তারপর তিনি এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

২৮১. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةٍ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا .

২৮১. আব্দ ইবন হুমায়দ (র).... যুহরী (র) থেকে মালিকের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ পালালা ৩ আলাইদি ও বা সালাত আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

৬৯. بَابُ وَجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ

৬৯. পরিচ্ছেদ : আমাদের নবী মুহাম্মাদ পালালা ৩ আলাইদি ও বা সালাত সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং অন্য সকল দীন ও ধর্ম তাঁর দীনের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে, এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য

২৮২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

১. হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এ প্রশ্ন সন্দেহের কারণে ছিল না, বরং তা ছিল মনের অধিক প্রশান্তির জন্য। ঈমানের এত উচ্চ মর্যাদায় আসীন হওয়ার পরও যদি এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ থাকত, তবে আমাদেরও তো তা থাকত।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَمِنْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৮২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীকে এমন মু'জিয়া দেয়া হয়েছে, যার অনুরূপ মু'জিয়া অনুযায়ী মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে আমাকে যে মু'জিয়া প্রদান করা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ প্রেরিত ওহী। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে বলে আমি আশা রাখি।

২৮৩. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا بَنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ .

২৮৩. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ইয়াহুদী হোক আর খ্রিস্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ আহ্বান শুনেছে, অথচ আমার রিসালতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।

২৮৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قَبِلْنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّائِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمِنْ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ آدَى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدْبَاهَا فَأَحْسَنَ أَدْبَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ .

২৮৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).... সালিহ ইবন সালিহ আল-হামদানী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইমাম শা'বীর কাছে এসে জনৈক খুরাসানী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে দেখলাম। সে বলল, হে আবু আমর! আমাদের অঞ্চলে কতিপয় খুরাসানীর মত হলো, যে ব্যক্তি নিজের দাসীকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিয়ে করল, সে যেন নিজ কুরবানীর উটের উপর সাওয়ার হলো (অর্থাৎ তারা তা নিন্দনীয় কাজ মনে করে)। শা'বী উত্তরে বললেন, আমাকে আবু বুরদা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন : তিন ধরনের লোককে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করা হবে। (তারা হলো : ১) যে আহলে কিতাব তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পেয়ে তাঁর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে; ২) যে দাস আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করেছে এবং তার মালিকের হকও আদায় করেছে, সেও দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে; ৩) যে ব্যক্তি তার দাসীকে উত্তম খাবার

দিয়েছে, উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিখিয়েছে, তারপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; সেও দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর শা'বী উক্ত খুরাসানীকে বললেন, কোন বিনিময় ছাড়াই তুমি এ হাদীস নিয়ে যাও; অথচ এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের জন্যও এক সময় মদীনা পর্যন্ত লোকেরা সফর করত।

২৮৫. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

২৮৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন আবু উমর ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)...সালিহ (র) থেকে পূর্বোল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭. بَابُ بَيَانِ نَزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَ أَكْرَامِ اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَ بَيَانَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ لَا تُنْسَخُ وَإِنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْهَا ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৭০. পরিচ্ছেদ : আমাদের নবী ﷺ-এর শরীআত অনুসারী প্রশাসক হিসেবে ঈসা ইবন মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ করা, আল্লাহ কর্তৃক এ উম্মাতকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা, এ দীন রহিত না হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইে থাকার প্রমাণ

২৮৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمًا مُّقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ .

২৮৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, শীঘ্রই তোমাদের মাঝে ঈসা ইবন মারইয়াম (আ)-কে একজন ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক হিসেবে অবতীর্ণ করা হবে। তখন তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিয্যা তুলে দেবেন। তখন সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার কেউ থাকবে না।

২৮৭. وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِمَامًا مُّقْسِطًا وَ حَكَمًا عَدْلًا وَ فِي

১. অর্থাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করে দেবেন। ফলে কোন অমুসলিম জিয্যা দিয়ে নিজ ধর্ম ধরে রাখার সুযোগ পাবে না।

رَوَايَةُ يُونُسَ حَكَمًا عَادِلًا وَلَمْ يَذْكُرْ إِمَامًا مُقْسِطًا وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ حَكَمًا مُقْسِطًا كَمَا قَالَ
الْلَيْثُ وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ
أَبُو هُرَيْرَةَ إِقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ الْآيَةُ .

২৮৭. আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব, হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র).... যুহরী (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তবে প্রত্যেক রিওয়াযাতে কিছু শব্দের হেরফের বিদ্যমান, যেমন) ইবন উআয়না তার রিওয়াযাতে 'حَكَمًا عَادِلًا' কথাটির উল্লেখ করেন। ইউনুস তার রিওয়াযাতে 'حَكَمًا مُقْسِطًا' উল্লেখ করেছেন-ইবন উল্লেখ করেন নাই। সালিহ তাঁর রিওয়াযাতে লায়স বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ 'حَكَمًا مُقْسِطًا' বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আরও রয়েছে, সে সময় এক-একটি সিজদা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ অপেক্ষা অধিক শ্রেয় বলে বিবেচিত হবে। এরপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন : ইচ্ছা করলে তোমরা এ আয়াতটি পড়তে পার : (অর্থ) “আহলে কিতাব-এর মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে [হযরত ঈসা (আ)-কে] বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।” (সূরা নিসা : ১৫৯)

২৮৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আ সাল্লাম ইরশাদ করেন :
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ
وَلْيَقْتُلَنَّ الْخَنَزِيرَ وَلْيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلْيَتْرَكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشُّحُنَاءُ
وَالْتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ .

২৮৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আ সাল্লাম ইরশাদ করেন :
আল্লাহর কসম! ইবন মারইয়াম (আ) অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন এবং ক্রশ চূর্ণ করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয়য়া রহিত করবেন। মোটাতাজা উটগুলো বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে; কিন্তু তা নেবার জন্য কেউ চেষ্টা করবে না। পরস্পর হিংসা, ঘৃণা, শত্রুতা বিদায় নিবে এবং সম্পদ গ্রহণের জন্য মানুষকে আহ্বান করা হবে; কিন্তু তা কেউ গ্রহণ করবে না।

২৮৯. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আ সাল্লাম বলেন :
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا بَنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ بَنِ شِهَابٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا
نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيَكُفُّكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ .

২৮৯. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আ সাল্লাম বলেন :
তোমাদের জীবন কতই না ধন্য হবে, যখন ইবন মারইয়াম (আ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং তোমাদেরই একজন তোমাদের ইমাম হবেন।

২৯০. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আ সাল্লাম বলেন :
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بَنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ
قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيَكُفُّكُمْ وَأَمَّكُمْ .

২৯০. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমাদের জীবন কতই না ধন্য হবে, যে সময়ে ইব্ন মারইয়াম (আ)-কে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হবে আর তিনি তোমাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

২৯১. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ قُلْتُ تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ .

২৯১. যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা কতই না ধন্য হবে, যে সময়ে ইবনে মারইয়াম (আ) অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদেরই একজন তোমাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন। ওয়ালীদ বলেন, আমি ইব্ন আবু যিবকে জিজ্ঞেস করলাম, আওয়াঈ.... আবু হুরায়রা (রা) এ সূত্রে আমাদেরকে إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ শব্দে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তদুত্তরে তিনি বললেন, إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ কথাটির মর্ম জান কি? আমি বললাম, বলুন। তিনি বললেন, অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত কিতাব ও তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ অবলম্বনে তিনি তোমাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

২৯২. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَهُرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَى صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ .

২৯২. আল-ওয়ালীদ ইব্ন শুজা, হারুন ইব্ন আব্দুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র).... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইতে থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর বলবেন, আসুন, নামাযে আমাদের ইমামতি করুন! তিনি উত্তর দিবেন, না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিযুক্ত হবেন। এ হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ উম্মতের সম্মান।

৭১. بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ فِيهِ الْإِيمَانُ

৭১. পরিচ্ছেদ : যে সময়ে ঈমান কবুল হবে না

২৯৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا أَمِنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا .

২৯৩. ইয়াহইয়া ইবন আইয়্যুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না, আর যখন পশ্চিম গগনে সূর্য উদিত হবে, তখন সকল মানুষ একত্রে ঈমান আনবে। কিন্তু যে ইতিপূর্বে ঈমান আনে নাই অথবা যে ঈমান অনুযায়ী নেককাজ করে নাই, সে সময়ে ঈমান আনায় তার কোন উপকার হবে না।

২৯৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৯৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র, আবু কুরায়ব, যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে 'আলী (রা) ও আবদুর রহমান (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৯৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ جَمِيعًا عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالْذَّجَالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ .

২৯৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও আবু কুরায়ব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তিনটি বিষয় প্রকাশিত হলে ইতিপূর্বে যে ঈমান আনে নাই বা ঈমান অনুযায়ী নেককাজ করে নাই, সে সময়ে ঈমান আনায় তার কোন উপকার হবে না, (সে তিনটি বিষয় হলো) : ১. পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়, ২. দাজ্জাল ও ৩. দাব্বাতুল আর্দ।

২৯৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ بَنِي عَلِيَّةَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ سَمِعَهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخْرُ سَاجِدَةً فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفَعِي

ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُ سَاجِدَةً وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكَ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنْتَ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا .

২৯৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন আইয়ূব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ বললেন : তোমরা কি জান, এ সূর্য কোথায় যায় ? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : এ সূর্য চলতে থাকে এবং (আল্লাহ তা'আলার) আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে সে সিজদাবনত হয়ে পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, ওঠ এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও! তখন সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল দিয়েই উদিত হয়। সে আবার চলতে থাকে এবং আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে সে সিজদাবনত অবস্থায় পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, ওঠ এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও। তখন সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল হয়েই উদিত হয়। এমনিভাবে চলতে থাকবে; মানুষ তার থেকে অস্বাভাবিক কিছু হতে দেখবে না। শেষে একদিন সূর্য যথারীতি আরশের নিচে তার নির্দিষ্টস্থলে যাবে। তাকে বলা হবে, ওঠ এবং অস্তাচল থেকে উদিত হও। অনন্তর সেদিন সূর্য পশ্চিম গগনে উদিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন্ দিন সে অবস্থা হবে তোমরা জান ? এটা সেইদিন, যেদিন ঐ ব্যক্তির ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে নাই।

২৯৭. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي بَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ بَنِ عَلِيَّةَ .

২৯৭. আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান আল-ওয়াসিতী (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা আমাদেরকে লক্ষ করে বললেন : তোমরা কি জান, এ সূর্য কোথায় গমন করে ? এরপর রাবী ইব্ন উল্য়্যা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৯৮. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ اللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১. প্রত্যহ সূর্যের আরশের নিচে যাওয়া এবং সিজদায় পড়ে থাকার প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে এটা আমাদের জ্ঞানের অগম্য হলেও ভবিষ্যত বিজ্ঞান হয়ত এর তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হবে। সিজদার দ্বারা আমরা যদি আনুগত্য অর্থ গ্রহণ করি তবে বলা যায়, চন্দ্র-সূর্যসহ সৃষ্টির সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে চলে। সূর্য ও তার নির্দিষ্ট কার্যক্রমে সর্বক্ষণ আল্লাহর নির্দেশ প্রার্থনা করে।

جَالِسٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا إِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ
جِئْتِ قَالَ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا .

২৯৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। সূর্য অস্তমিত হলে, তিনি বললেন : হে আবু যার! জান, এ সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : সে তার গন্তব্যস্থলে যায় এবং আল্লাহর কাছে সিদ্ধির অনুমতি চায়। তখন তাকে অনুমতি দেয়া হয়। পরে একদিন যখন তাকে বলা হবে যেদিক থেকে এসেছো সেদিকে ফিরে যাও। অনন্তর তা অস্তাচল থেকে উদিত হবে। এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের কিতাবাত অনুসারে তিলাওয়াত করেন :
ذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا এ তার গন্তব্যস্থল।

২৯৯. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ .

২৯৯. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে “—এবং সূর্য ভ্রমণ করে এর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে” (সূরা ইয়াসীন : ৩৮) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আরশের নিচে তার গন্তব্যস্থল।

৭২. بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৭২. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ওহীর সূচনা

৩০০. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنُ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ
أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ
فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ
يَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ
إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ
مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ قُلْتُ مَا أَنَا
بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا
بِقَارِئٍ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَارْجِعْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرْجِفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لَخَيْجَةَ أَيْ خَدِيجَةَ مَالِي وَ أَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ كَلَّا أَبْشِرْ فَوَ اللَّهُ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّحِمَ وَ تَصْدُقَ الْحَدِيثَ وَ تَحْمِلَ الْكَلَّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَ تَقْرَى الضَّيْفَ وَ تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَ هُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا وَ كَانَ امْرَأً تَنْصِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ كَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَ يَكْتُبُ مِنَ الْأَنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَ كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَيْ عَمَّ اسْمِعْ مِنْ بَنِ أَخِيكَ قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَاخْبِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَاهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ﷺ يَا لَيْتَنِي فِيهَا جِذَاعًا يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَ إِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا .

৩০০. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন সারহ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। আর তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রভাত জ্যোতির মত সুস্পষ্টরূপে সত্যে পরিণত হতো। অতঃপর তাঁর কাছে একাকী থাকা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং ফলে তিনি হেরা গুহায় নির্জনে কাটাতে থাকেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন এবং এর জন্য কিছু খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি খাদীজার কাছে ফিরে যেতেন এবং আরও কয়েক দিনের জন্য অনুরূপ খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তিনি হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে সত্য উপস্থিত হল। তাঁর কাছে ফেরেশতা আসলেন। বললেন : পড়ুন ! তিনি পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমি তো পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তখন ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হল। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : পড়ুন ! আমি বললাম, আমি তো পড়তে সক্ষম নই। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দ্বিতীয়বারও এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হলো। পরে ছেড়ে দিয়ে বললেন : পড়ুন! আমি বললাম : আমি তো পড়তে পারি না। এরপর আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তৃতীয়বারও এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হলো। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : “পাঠ করুন! আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।” (সূরা আলাক : ১-৫)। এরপর রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ওহী নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর স্কন্ধের পেশিগুলো কাঁপছিল। খাদীজা (রা)-এর কাছে এসে বললেন : তোমরা আমাকে চাদরাবৃত কর, তোমরা আমাকে চাদরাবৃত কর, তোমরা আমাকে চাদরাবৃত কর। তাঁরা রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভীতি দূর হলো। এরপর খাদীজা (রা)-কে

সকল ঘটনা উল্লেখ করে বললেন : খাদীজা : আমার কি হলো ? আমি আমার নিজের উপর আশঙ্কা করছি। খাদীজা (রা) বললেন : না, কখনো তা হবে না; বরং সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম! তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আল্লাহর কসম! আপনি স্বজনদের খোঁজখবর রাখেন, সত্য কথা বলেন, দুঃখীদের দুঃখ নিবারণ করেন, দরিদ্রদের বাঁচার ব্যবস্থা করেন, অতিথি সেবা করেন এবং প্রকৃতি দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সাহায্য করেন। এরপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওরাকা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উযা-এর কাছে নিয়ে আসেন। ওরাকা হলেন খাদীজা (রা)-এর চাচাত ভাই। ইনি জাহিলিয়াতের যুগে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী লিখতে জানতেন এবং ইন্জীল কিতাবের আরবী অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন : চাচা, (সম্মানার্থে চাচা বলে সম্বোধন করেছিলেন; অন্য রিওয়াযাতে 'হে চাচাত ভাই' এ কথার উল্লেখ রয়েছে) আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র কি বলছে শুনুন তো! ওরাকা ইব্ন নাওফাল বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! কি দেখেছিলেন? রাসূল ﷺ যা দেখেছিলেন, সব কিছু বিবৃত করলেন। ওরাকা বললেন, এ তো সে সংবাদবাহক যাকে আল্লাহ মূসা (আ)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়! আমি যদি সে সময় যুবক থাকতাম, হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন আপনার জ্ঞাতিগোষ্ঠী আপনাকে দেশ থেকে বের করে দিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সত্যি কি আমাকে তারা বের করে দিবে ? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তিই আপনার মত কিছু (নবুওয়াত ও রিসালাত) নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে, তাঁর সঙ্গেই এরূপ দুষমনি করা হয়েছে। আর আমি যদি আপনার সে যুগ পাই, তবে আপনাকে অবশ্যই পূর্ণ সহযোগিতা করব।

৩.১. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَا يُحْزِنُكَ اللَّهُ أَبَدًا وَ قَالَ قَالَتْ خَدِيجَةُ أَيْ ابْنُ عَمِّ اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ .

৩০১. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ওহীর সূচনা হয়েছিল.... এরপর বর্ণনাকারী ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেন। তবে তিনি لَا يُحْزِنُكَ اللَّهُ (‘আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না’)-এর স্থলে لَا يُحْزِنُكَ اللَّهُ أَبَدًا অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা‘আলা কখনো আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবেন না’ উল্লেখ করেছেন এবং অন্যত্র عَمِّ ابْنِ أَخِيكَ বলেছেন।

৩.২. وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجِفُ فُؤَادُهُ وَ اقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَ مَعْمَرٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةُ وَ تَابَعَ يُونُسَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَاللَّهِ لَا يُحْزِنُكَ اللَّهُ أَبَدًا وَ ذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةَ أَيْ ابْنِ عَمِّ اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ

৩০২. আবদুল মালিক ইবন শুয়াইব ইবন লায়স (র).... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে.... এ রিওয়াযাতে [রাসূল ﷺ কস্পিত হৃদয়ে খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে এলেন.....] এ কথার উল্লেখ রয়েছে। এরপর রাবী ইউনুস ও মা'মারের অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ওহীর সূচনা] **أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةُ** [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ওহীর সূচনা] **فَوَاللَّهِ لَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا** [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ওহীর সূচনা] **أَيُّ ابْنِ عَمٍّ اسْمَعُ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ** (চাচাত ভাই! শুনুন তো আপনার ভতিজা কি বলছেন)।”

৩.২. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَدَثَرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكْبَرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، وَ هِيَ الْأَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ .

৩০৩. আবু তাহির (র).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ ওহীর বিরতি প্রসঙ্গে পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর বিরতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, আমি পথ চলছিলাম, সে মুহূর্তে আকাশ হতে একটি শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকালাম। দেখি, সেই হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিলেন, সে ফেরেশতা যমীন ও আসমানের মধ্যস্থলে কুরসীর উপর বসে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আর জলদি বাড়ি ফিরে এসে বলতে লাগলাম : আমাকে বজ্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বজ্রাচ্ছাদিত কর। তারা আমায় বজ্রাচ্ছাদিত করল। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : (অর্থ) “হে বজ্রাচ্ছাদিত, উঠুন! সতর্কবাণী প্রচার করুন, আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাকুন” (সূরা মুদাসসির : ১-৫)। এখানে **الرُّجْزُ** ‘অপবিত্রতা’ বলে **الْأَوْثَانُ** ‘প্রতিমাকে’ বোঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, তারপর ধারাবাহিকভাবে ওহীর অবতরণ আরম্ভ হয়।

৩.৪. وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَجِئْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرُّجْزُ الْأَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ حَمَى الْوَحْيُ بَعْدُ وَ تَتَابَعَ .

৩০৪. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স (র).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন : তারপর কিছুদিন যাবত আমার প্রতি ওহীর অবতরণ বন্ধ ছিল। পরে একদিন আমি পথ চলছিলাম... ..। এরপর রাবী ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে উকায়ল খশীত-এর স্থলে الارض (তাকে দেখে আমি প্রচণ্ড ভয় পেলাম, এমনকি আমি মাটিতে পড়ে গেলাম) বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدُ وَتَتَابَعَ (অতঃপর ওহী নিয়মিত হয়ে গেল ও ক্রমাগত নাযিল হতে থাকল)।

৩.৫. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْأَسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ إِلَى وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ قَبْلَ أَنْ تَفْرُضَ الصَّلَاةَ وَهِيَ الْأَوْثَانُ وَ قَالَ فَجُئِثْتُ مِنْهُ كَمَا قَالَ عَقِيلٌ .

৩০৫. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র).... যুহরী (র) থেকে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী এ হাদীসে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন; (অর্থ) “হে বজ্রাচ্ছাদিত.... এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (সূরা মুদাসসির : ১-৫) এ আয়াতটি নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই নাযিল হয়। ‘الرَّجْزُ’ অর্থ ‘الْأَوْثَانُ’ (প্রতিমা) এবং মা'মার এ হাদীসে উকায়লের মতো خَشِيتُ স্থলে جُئِثْتُ বর্ণনা করেন।

৩.৬. وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيْ الْقُرْآنِ أَنْزَلَ قَبْلُ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ أَوْ اقْرَأْ فَقَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيْ الْقُرْآنِ أَنْزَلَ قَبْلُ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . فَقُلْتُ أَوْ اقْرَأْ قَالَ جَابِرٌ أَحَدْتُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي نَزَلَتْ فَاسْتَبَطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُونِي فَدَثَرُونِي فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبُّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ .

৩০৬. যুহায়র ইবন হারব (র).... ইয়াহুইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবু সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে ? তিনি বললেন, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (সূরা মুদাসসির : ১-৫)। আমি বললাম اقْرَأْ (সূরা আলাক : ১-৫)। তিনি বললেন, আমিও জাবির ইবন আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছেন, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আমি বললাম, اقْرَأْ ? জাবির (রা) বললেন, আমি তোমাদের তা-ই বর্ণনা করছি, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি একমাস হেরা গুহায় অবস্থান করি। অবস্থানশেষে আমি নিচে নেমে এলাম। উপত্যকার মাঝখানে যখন পৌঁছলাম, তখন আমাকে ডাকা হলো। আমি সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে তাকালাম, কাউকে দেখলাম না। তারপর আমাকে ডাকা হলো, তখনো কাউকে দেখতে পেলাম না। পুনঃ আমাকে ডাকা

হলো। আমি তাকালাম, দেখি সে ফেরেশতা অর্থাৎ জিব্রাইল (আ) শূন্যে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট। আমার প্রবল কম্পন শুরু হলো। অনন্তর খাদীজার কাছে আসলাম। বললাম : তোমরা আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো। তারা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। আমার উপর পানি ঢালল। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : অর্থাৎ “হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন। (সূরা মুদাসসির : ১-৪)

৩.৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَقَالَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

৩০৭. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র).... ইয়াহইয়া ইবন কাসীর (রা) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন : “সে ফেরেশতা, আসমান-যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট।”

৭৩. بَابُ الْأَسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّمَوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ

৭৩. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজ এবং নামায ফরয হওয়া

৩.৮. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَ نِيَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَأَنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَأَخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَانِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْنِي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَانِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ قَالَ فَرَحَّبَ وَدَعَانِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَانِي بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ

رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَرُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقَلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشَى تَغَيَّرَ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَى خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَيَّ أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرُ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ .

৩০৮. শায়বান ইবন ফাররুখ (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ^{পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} ইরশাদ করেন : আমার কাছে বুরাক আনা হলো । বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের জন্তু । যতদূর দৃষ্টি যায়, এক-এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে । রাসূলুল্লাহ ^{পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেন : আমি এতে আরোহণ করলাম এবং বায়তুল মাক্দাস পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম । তারপর অন্যান্য আশিয়ায়ে কিরাম তাদের বাহনগুলো যে রজ্জুতে বাঁধতেন, আমি সে রজ্জুতে আমার বাহনটিও বাঁধলাম । তারপর মসজিদে প্রবেশ করলাম ও দু'রাকাত নামায আদায় করে বের হলাম । জিব্রীল একটি শরাবের পাত্র এবং একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন । আমি দুধ গ্রহণ করলাম । জিব্রীল (আ) আমাকে বললেন, আপনি ফিত্রতকেই গ্রহণ করলেন । তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে উর্ধ্বলোকে গেলেন এবং আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দ্বার খুলতে বললেন । বলা হলো, আপনি কে ? তিনি

বললেন, আমি জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। অনন্তর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি আদম (আ)-এর সাক্ষাত পাই। তিনি আমাকে মূবারকবাদ জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে উর্ধ্বলোকে নিয়ে চললেন এবং দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌঁছলেন ও দ্বার খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? তিনি উত্তরে বললেন জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি ঈসা ইব্ন মারইয়াম ও ইয়াহুইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ) দুই খালাত ভাইয়ের সাক্ষাত পেলাম। তারা আমাকে মারহাবা বললেন, আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে উর্ধ্বলোকে চললেন এবং তৃতীয় আসমানের দ্বারে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন : জিব্রীল। বলা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। সমুদয় সৌন্দর্যের অর্ধেক দেয়া হয়েছিল তাঁকে। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিব্রীল আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানের দ্বারে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হলো। সেখানে ইদ্রীস (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন : رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا — “এবং আমি তাকে উন্নীত করেছি উচ্চ মর্যাদায়” (সূরা হাদীদ : ১৯)। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দ্বারে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। অনন্তর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হলো। সেখানে হারুন (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দ্বারে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিব্রীল (আ) সপ্তম আসমানের দ্বারে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি বায়তুল মা'মুরে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। বায়তুল মা'মুরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন, যাঁরা আর সেখানে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পান না। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে সিদ্রাতুল মুনতাহায় নিয়ে গেলেন। সে বৃক্ষের পাতাগুলো হস্তিনীর কানের মত আর ফলগুলো বড় বড় মটকার মত। রাসূলুল্লাহ ^{পাল্লাহু ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেন : সে বৃক্ষটিকে যখন আল্লাহর নির্দেশে যা আবৃত করার আবৃত করল তখন তা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে সৌন্দর্যের বর্ণনা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যা ওহী করার তা ওহী করলেন। আমার উপর দিনরাত মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। তারপর আমি মূসা (আ)-এর

কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন, আপনার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং একে আরো সহজ করার আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মাত এ নির্দেশ পালনে সক্ষম হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তখন আমি আবার প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, হে আমার রব! আমার উম্মাতের জন্য এ হুকুম সহজ করে দিন। পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। তারপর মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এসে বললাম, আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমান হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মাত এও পারবে না। আপনি ফিরে যান এবং আরো সহজ করার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এভাবে আমি একবার মূসা (আ) ও একবার আল্লাহর মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। শেষে আল্লাহ তা'আলা বললেন : হে মুহাম্মাদ! যাও, দিন ও রাতের পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করা হলো। প্রতি ওয়াক্ত নামাযে দশ ওয়াক্ত নামাযের সমান সাওয়াব রয়েছে। এভাবে (পাঁচ ওয়াক্ত হলো) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান। যে ব্যক্তি কোন নেককাজের ইচ্ছা করল এবং তা কাজে রূপায়িত করতে পারল না, আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখব; আর তা কাজে রূপায়িত করলে তার জন্য লিখব দশটি সাওয়াব। পক্ষান্তরে যে কোন মন্দকাজের অভিপ্রায় করল, অথচ তা কাজে পরিণত করল না, তার জন্য কোন গুনাহ লেখা হয় না। আর তা কাজে পরিণত করলে তার উপর লেখা হয় একটিমাত্র গুনাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে নেমে এলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি তখন বললেন, প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং আরো সহজ করার প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ বিষয় নিয়ে বারবার আমি আমার রবের কাছে আসা-যাওয়া করেছি, এখন পুনরায় যেতে লজ্জা হচ্ছে।

৩. ৯. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُتِيتُ فَاَنْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ فَشَرَحَ عَن صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُنْزِلْتُ .

৩০৯. আবদুল্লাহ ইব্ন হাশিম আল-আবদী (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার কাছে ফেরেশতা আসলেন এবং তাঁরা আমাকে নিয়ে যমযমে গেলেন। আমার বক্ষ বিদীর্ণ করা হলো। তারপর যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে আমাকে নির্ধারিত স্থানে ফিরিয়ে আনা হলো।

৩১. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ فَاخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عِلْقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَامَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغُلَمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْزِي ظِئْرَهُ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعَ اللَّوْنِ قَالَ أَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ .

৩১০. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিব্রীল (আ) এলেন, তখন তিনি শিশুদের সাথে খেলছিলেন। তিনি তাঁকে ধরে শোয়ালেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর হৃৎপিণ্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তিনি তাঁর বক্ষ থেকে একটি রক্তপিণ্ড বের করলেন এবং

কিতাবুল ঈমান

বললেন, এ অংশটি শয়তানের। এরপর হুৎপিণ্ডটিকে একটি স্বর্ণের পাত্রে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন এবং তার অংশগুলো জড়ো করে আবার তা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করলেন। তখন ঐ শিশুরা দৌড়ে তাঁর দুধমায়ের কাছে গেল এবং বলল, মুহাম্মদ পালাও আল্লাহর রাসূল -কে হত্যা করা হয়েছে। কথাটি শুনে সবাই সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল তিনি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আছেন! আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ পালাও আল্লাহর রাসূল -এর বক্ষে সে সেলাই-এর চিহ্ন দেখেছি।

৩১১. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكُعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَ قَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَ آخَرَ وَ زَادَ وَ نَقَصَ .

৩১১. হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী (রা).... শারীক ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু নামির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ পালাও আল্লাহর রাসূল -কে কা'বার মসজিদ থেকে পরিভ্রমণ করানো হয়েছিল, সে রাত সম্পর্কে আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, ওহী প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ পালাও আল্লাহর রাসূল একদিন মাসজিদুল হারামে নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তার কাছে তিনজনের একটি দল আসেন। এরূপে বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত সাবিতুল বুনাযীর হাদীসেরই অনুরূপ বর্ণনা করে যান। তবে এ বর্ণনায় শব্দের কিছু অগ্রপশ্চাৎ ও কিছু বেশকম রয়েছে।

৩১২. وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءٍ زَمْزَمٍ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلَى حِكْمَةً وَ إِيْمَانًا فَافْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَفَتَحَ قَالَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَ عَنْ يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ قَالَ فَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحَكَ وَ إِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَ الْإِبْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ هَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ الْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحَكَ وَ إِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَخَازِنِهَا افْتَحْ قَالَ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَفَتَحَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي

السَّمَوَاتِ أَدَمَ وَادْرِيْسَ وَ عِيْسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِادْرِيْسَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا إِدْرِيْسُ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ لِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَاغَ رَبُّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي قَالَ ثُمَّ أَنْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَعَشِيَهَا الْوَأْنُ لَا أَدْرِي مَا هِيَ قَالَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُؤِ وَإِذَا تَرَابُهَا الْمِسْكُ .

৩১২. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া আত-তুজিবী (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আমি মক্কাতে ছিলাম। আমার ঘরের ছাদ ফাঁক করা হলো। তখন জিব্রীল (আ) অবতরণ করলেন। তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এরপর তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। তারপর হিকমত ও ঈমানে ভরা একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হলো এবং তা আমার বুকে ঢেলে বুক বন্ধ করে দিলেন। তারপর আমার হাত ধরলেন এবং উর্ধ্বাকাশে যাত্রা করলেন। আমরা যখন প্রথম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন জিব্রীল (আ) এ আসমানের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন, তিনি বললেন কে? বললেন, জিব্রীল। দ্বাররক্ষী বললেন, আপনার সাথে কি অন্য কেউ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথে মুহাম্মাদ ﷺ আছেন। দ্বাররক্ষী বললেন, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। আমরা প্রবেশ করে দেখি, এক ব্যক্তি, তাঁর ডানে একদল মানুষ এবং বাঁয়ে একদল মানুষ। যখন তিনি ডানদিকে তাকান, তখন হাসেন, আর যখন

বাঁ দিকে তাকান তখন কাঁদেন। তিনি আমাকে বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, হে সুযোগ্য সন্তান। রাসূলুল্লাহ পালাহা ৩
আলাইহি
ওয়া সালাম বলেন : আমি জিব্রীলকে বললাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি হযরত আদম (আ) আর ডানে ও বাঁয়ের এ লোকগুলো তাঁর বংশধর। ডানপার্শ্বস্থরা হচ্ছে জান্নাতবাসী আর বামপার্শ্বস্থরা হচ্ছে জাহান্নামবাসী। আর এ কারণেই তিনি ডানদিকে তাকালে হাসেন এবং বাঁদিকে তাকালে কাঁদেন। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে উর্ধ্বারোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন এবং এর দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি প্রথম আসমানের দ্বাররক্ষীর মত প্রশ্নোত্তর করে দরজা খুলে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ পালাহা ৩
আলাইহি
ওয়া সালাম ইরশাদ করেছেন যে, তিনি আসমানসমূহে হযরত আদম, ইদ্রীস, মূসা ও ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন। আদম (আ) প্রথম আসমানে এবং ইব্রাহীম (আ) ষষ্ঠ আসমানে। এছাড়া অন্যান্য নবীর অবস্থান সম্পর্কে এ রিওয়াযাতে কিছু উল্লেখ নাই। আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ পালাহা ৩
আলাইহি
ওয়া সালাম ও হযরত জিব্রীল (আ) হযরত ইদ্রীস (আ)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, মারহাবা হে, সুযোগ্য নবী! সুযোগ্য ভ্রাতা। রাসূলুল্লাহ পালাহা ৩
আলাইহি
ওয়া সালাম বলেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিব্রীল (আ) উত্তর দিলেন; ইনি ইদ্রীস (আ)। তারপর আমরা হযরত মূসা (আ)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য ভ্রাতা। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি জবাব দিলেন, ইনি মূসা (আ)। তারপর আমরা ঈসা (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনিও বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য ভ্রাতা! জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি হযরত ঈসা (আ)। তারপর আমরা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনিও বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য সন্তান! জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি হযরত ইব্রাহীম (আ)। ইব্ন শিহাব, ইব্ন হাযম, ইব্ন আব্বাস ও আবু হাব্বা আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাহা ৩
আলাইহি
ওয়া সালাম বলেছেন : তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে আরো উর্ধ্ব চললেন। আমরা এমন এক স্তরে পৌঁছলাম যে, তথায় আমি কলম-এর খসখস (লেখার) শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ইব্ন হাযম ও আনাস ইব্ন মালিক বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ পালাহা ৩
আলাইহি
ওয়া সালাম ইরশাদ করেছেন : তখন আল্লাহ তা'আলা আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। আমি এ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করার পথে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের ওপর কি ফরয করেছেন? আমি উত্তরে বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ) আমাকে বললেন, আপনি আপনার রবের কাছ ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। তাই আমি আল্লাহর দরবারে ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ এর অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি আবার ফিরে এসে হযরত মূসা (আ)-কে জানালে তিনি বললেন, না, আপনি পুনরায় ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত এতেও সক্ষম হবে না। রাসূলুল্লাহ পালাহা ৩
আলাইহি
ওয়া সালাম বলেন : তারপর আমি আল্লাহর দরবারে ফিরে গেলে তিনি বললেন, এ নির্দেশ পাঁচ, আর পাঁচই পঞ্চাশের সমান, আমার কথার কোন রদবদল নাই। এরপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসি। তিনি তখনো বললেন, আপনি আল্লাহর কাছে ফিরে যান। আমি বললাম : আমার লজ্জা অনুভূত হচ্ছে। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে চললেন, আমরা 'সিদ্রাতুল মুনতাহা' পৌঁছলাম। তা এত বিচিত্র রঙে আবৃত যে, আমি জানি না, আসলে তা কী। তারপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান হলো। সেখানে ছিল মুক্তার গম্বুজ আর তার মাটি মিশকের।

৩১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ

النَّائِمِ وَالْيَقْظَانَ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَاتَيْتُ فَانْطَلِقَ بِي فَاتَيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَاءٍ زَمْزَمَ فَشَرَحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِيَ مَا يَعْْنِي قَالَ إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَغَسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِيَ إِيْمَانًا وَحِكْمَةً ثُمَّ أُتِيَتْ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونِ الْبَغْلِ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرَفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَاتَيْنَا عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَفِي الثَّالِثَةِ يُوسُفَ وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ وَفِي الْخَامِسَةِ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى فَنُودِيَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ رَبِّ هَذَا غُلَامٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرَ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي قَالَ ثُمَّ نَظَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ قَالَ أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنَّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رَفَعَ لِيَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُمْ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ أُتِيَتْ بِإِنَائِيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ لَبَنٌ فَعُرِضَا عَلَيَّ فَاخْتَرْتُ اللَّبْنَ فَقِيلَ أَصَبْتَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ أُمَّتَكَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةً ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ .

৩১৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (রা).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাবী বলেন, আনাস (রা) সম্ভবত তাঁর সম্প্রদায়ের জনৈক মালিক ইব্ন সা'সাআ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : একদা আমি কাবা শরীফের কাছে নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, তিনজনের একজন যিনি দুইজনের মাঝখানে আছেন। তারপর আমার কাছে কারও উপস্থিতি ঘটল এবং আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর আমার কাছে একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হলো, তাতে যমযমের পানি ছিল। অনন্তর আমার বক্ষ এখান থেকে ওখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। বর্ণনাকারী কাতাদা (রা) বলেন, আমি আমার পার্শ্বস্থ একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখান থেকে ওখান পর্যন্ত' বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, "বক্ষ থেকে পেটের নিচ পর্যন্ত।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এরপর আমার হৃৎপিণ্ডটি বের করা হলো এবং যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করে দেয়া হলো। তারপর ঈমান ও হিক্মতে আমার হৃদয় পূর্ণ করে দেয়া হলো। এরপর আমার কাছে 'বুরাক' নামের একটি সাদা জন্তু উপস্থিত করা হল। এটি গাধা

থেকে কিছু বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট। যতদূর দৃষ্টি যায় একেক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। এর উপর আমাকে আরোহণ করান হলো। আমরা চললাম এবং দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌঁছলাম। জিব্রীল (আ) দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, আমার সাথে মুহাম্মদ স. দাওয়াত আছেন। দ্বাররক্ষী বললেন, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর দরজা খুলে দিলেন এবং বললেন, মারহাবা! কত সম্মানিত আগন্তুকের আগমন হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. দাওয়াত বললেন : তারপর আমরা হযরত আদম (আ)-এর কাছে আসলাম... এভাবে বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করে যান। তবে এ রিওয়াযাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স. দাওয়াত দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা ও ইয়াহুইয়া, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস, পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. দাওয়াত বলেন : তারপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে গিয়ে পৌঁছি এবং হযরত মূসা (আ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দেই। তিনি বললেন, মারহাবা, হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য ভ্রাতা! এরপর আমি তাঁকে অতিক্রম করে চললে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। আওয়াজ এল, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি জবাব দিলেন, প্রভু, এ বালককে আপনি আমার পরে পাঠিয়েছেন: অথচ আমার উম্মত অপেক্ষা তাঁর উম্মত অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ স. দাওয়াত বলেন : আমরা আবার চললাম এবং সপ্তম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসলাম। সাহাবী তাঁর এ হাদীসে আরো উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ স. দাওয়াত আরও বলেছেন : সেখানে তিনি চারটি নহর দেখেছেন। তন্মধ্যে দু'টি প্রকাশ্য ও দু'টি অপ্রকাশ্য। সবগুলোই সিদ্দীকুল মুনতাহার গোড়া হতে প্রবাহিত। নবী স. দাওয়াত বলেন : আমি বললাম, হে জিব্রীল! এ নহরগুলো কি? তিনি বললেন অপ্রকাশ্য নহরদ্বয় তো জান্নাতের নহর আর প্রকাশ্য দু'টি নীল ও ফুরাত। অর্থাৎ এ দু'টি নহরের সাদৃশ্য রয়েছে জান্নাতের ঐ দু'টি নহরের সাথে। এরপর আমাকে বায়তুল মা'মুরে উঠান হলো। বললাম : হে জিব্রীল! এ কি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে 'বায়তুল মা'মুর'। প্রত্যহ এতে সত্তর হাজার ফেরেশতা (তাওয়াফের জন্য) প্রবেশ করে। তারা এখান থেকে (তাওয়াফ সেরে) বের হলে পরে আর কখনও এখানে ফিরে আসতে পারে না। তারপর আমার সম্মুখে দু'টি পাত্র পেশ করা হলো—একটি শরাবের, অপরটি দুধের। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনি ঠিক করেছেন। আল্লাহ আপনার উম্মতকেও আপনার ওয়াসিলায় ফিত্রাত-এর উপর কায়ম রাখুন। তারপর আমার উপর প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়... ..এভাবে বর্ণনাকারী হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

২১৪. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَأُتِيَتْ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئَةٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مِرَاقِ الْبَطْنِ فَنُفِثَ بِمَاءٍ زَمْزَمٍ ثُمَّ مَلِئَتْ حِكْمَةً وَإِيمَانًا .

৩১৪. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)... মালিক ইবন সা'সাআ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, এরপর আমার কাছে ঈমান ও হিক্মত ভর্তি একটি স্বর্ণের রেকাবি আনা হলো এবং আমার বক্ষের উপরিভাগ হতে নিয়ে পেটের নিম্নাংশ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হলো ও যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করে হিক্মত ও ঈমান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো, এ অংশটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

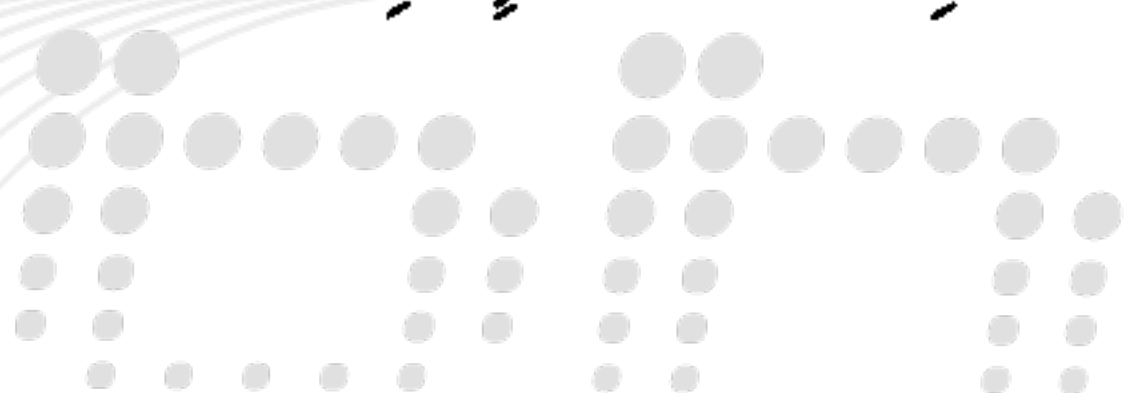
৩১৫. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوسَى أَدَمُ طَوَّالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ وَقَالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَالَ .

৩১৫. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মি'রাজ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : মূসা (আ) হচ্ছেন শানুয়া গোত্রীয় লোকদের মত দীর্ঘদেহী, গৌর বর্ণের। ঈসা (আ) মধ্যমাকৃতির সুঠাম দেহবিশিষ্ট। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের রক্ষী মালিক এবং দাজ্জালের উল্লেখ করেছিলেন।

৩১৬. وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ إِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ أَدَمٌ طَوَّالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ وَأَرَى مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالْدَّجَالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلَاتَكُنْ فِي مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ .

৩১৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : মি'রাজ রজনীতে আমি মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে গিয়েছি। তিনি দেখতে গৌরবর্ণের, দীর্ঘদেহী, অনেকটা যেন শানুয়া গোত্রীয় লোকদের মত। ঈসা ইবন মারইয়াম (আ)-কে দেখেছি, তাঁর রং ছিল শ্বেত-লোহিত; সুঠামদেহী আর তার চুলগুলো ছিল স্বাভাবিক। বর্ণনাকারী বলেন, বিশেষভাবে যে নিদর্শনসমূহ দেখান হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে জাহান্নামের রক্ষী মালিক এবং দাজ্জালকেও দেখান হয়। ইরশাদ হয়েছে : “অতএব তুমি তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ কর না” (সূরা বাকারা : ৩২) কাতাদা (রা) এ আয়াতের তাফসীরে বলতেন যে, নবী করীম ﷺ হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন।

৩১৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالََا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ أَيْ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا هَذَا وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ هَرُشًا فَقَالَ أَيْ ثَنِيَّةٌ هَذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةٌ هَرُشَى قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ ابْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّيُ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي لَيْفًا .



বাংলা হাদিস

৩১৭. আহমাদ ইব্ন হানবাল ও সুরায়হ ইব্ন ইউনুস (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আযরাক উপত্যকা অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন : এটি কোন্ উপত্যকা? সঙ্গীগণ উত্তর দিলেন, আযরাক উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি যেন মূসা (আ)-কে গিরিপথ থেকে অবতরণ করতে দেখছি, তিনি উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হারশা গিরিপথে আসলেন। তিনি বললেন : এটি কোন্ গিরিপথ? সঙ্গীগণ বললেন, হারশা গিরিপথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি যেন ইউনুস ইব্ন মাত্তা (আ)-কে দেখছি। তিনি সুঠামদেহী লালবর্ণের উষ্ট্রের পিঠে আরোহিত; গায়ে একটি পশমী জোকা, আর তাঁর উষ্ট্রের রশিটি খেজুরের ছাল দিয়ে তৈরি, তিনি তালবিয়া পাঠ করছিলেন। ইব্ন হানবাল তার হাদীসে বলেন, হুশায়ম বলেছেন, لَيْفُ خَلْبَةِ এর অর্থ —খেজুর বৃক্ষের ছাল।

৩১৮. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا وَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ وَأَضِعًا إصْبَعِيهِ فِي أُذُنِيهِ لَهُ جُؤَارُ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَرًّا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا هَرُشَى أَوْ لِفَتْ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جَبَّةٌ صُوفٌ خِطَامُ نَاقَتِهِ لَيْفٌ خَلْبَةٌ مَرًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًّا .

৩১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যকার এক স্থানে সফর করছিলাম। আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : এটি কোন্ উপত্যকা? সঙ্গীগণ উত্তর করলেন, আযরাক উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি যেন এখনও মূসা (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি তাঁর কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রে আঙ্গুল স্থাপন পূর্বক উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে এ উপত্যকা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ মূসা (আ)-এর দেহের বর্ণ ও চুলের আকৃতি উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু রাবী দাউদ তা স্মরণ রাখতে পারেন নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর আমরা আরও সামনে অগ্রসর হলাম এবং একটি গিরিপথে এসে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ গিরিপথ? সঙ্গীগণ বললেন, হারশা কিংবা লিফত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি যেন এখনও ইউনুস (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি, তালবিয়া পাঠ করা অবস্থায় তিনি গিরিপথ অতিক্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর গায়ে একটি পশমী জোকা আর তিনি একটি লাল বর্ণের উষ্ট্রের পিঠে আরোহিত। তাঁর উষ্ট্রের রশিটি খেজুর বৃক্ষের বাকল দ্বারা তৈরি।

৩১৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرْ إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ أَدَمٌ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخَلْبَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي

৩১৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র).... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত সবাই দাজ্জালের আলোচনা উঠালেন। তখন কোন একজন বললেন, তার (দাজ্জালের) দুই চোখের মাঝামাঝিতে 'কাফির' শব্দ খচিত থাকবে। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ পালাও আল্লাহের উদ্যোগ এমন কিছু বলেছেন বলে আমি শুনি নাই। তবে এতটুকু বলতে শুনেছি যে, ইব্রাহীম (আ)-এর আকৃতি জানতে হলে তোমাদের এ সাথীরই (নিজের দিকে ইঙ্গিত) দিকে তাকাও (তিনি অনুরূপই ছিলেন), আর মূসা (আ) ছিলেন গৌরবর্ণের সুঠামদেহী, তাঁকে লাল বর্ণের একটি উষ্ট্রের পিঠে দেখেছি। আমি যেন এখনও তাঁকে তালবিয়া পাঠ করা অবস্থায় উপত্যকার ঢাল দিয়ে নামতে দেখছি।

২২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُرِضَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبُ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مِنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عُرْوَةَ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مِنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبَكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مِنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا دَحِيَّةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمَحٍ دَحِيَّةَ بْنُ خَلِيفَةَ

৩২০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন রুম্হ (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাও আল্লাহের উদ্যোগ বলেন : আমার কাছে নবীগণকে উপস্থিত করা হলো। তখন মূসা (আ)-কে দেখলাম, একজন মধ্যম ধরনের মানুষ, অনেকটা শানুয়া গোত্রীয় লোকদের ন্যায়। আর ইসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-কে দেখলাম, তাঁর নিকটতম ব্যক্তি হলেন উরওয়া ইব্ন মাসউদ। ইব্রাহীম (আ)-কে দেখলাম; তাঁর অনেকটা কাছাকাছি সদৃশ ব্যক্তি হচ্ছেন তোমাদের এ সাথী অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ পালাও আল্লাহের উদ্যোগ। জিব্রীল (আ)-কে দেখলাম; তাঁর কাছাকাছি সদৃশ ব্যক্তি হচ্ছেন দিহইয়া। ইব্ন রুমহের বর্ণনায় আছে, দিহইয়া ইব্ন খলীফার মত।

২২১. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجُلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ قَالَ وَ لَقِيتُ عِيسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا رُبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي حَمَامًا قَالَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشَبَّهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ فَأْتَيْتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقَالَ هَدَيْتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .

৩২১. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী করীম পালাও আল্লাহের উদ্যোগ ইরশাদ করেছেন : মি'রাজ রজনীতে আমি হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি।

এরপর নবী করীম পালাসা ৩
আলাহুদি
উ বা মায়া তাঁর দেহের আকৃতি বর্ণনা করেছেন। আমার ধারণা তিনি বলেছেন, তিনি মধ্যম আকৃতির মৃদু কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট। দেখতে শানুয়া গোত্রের লোকদের মত। তারপর বলেন : আমি হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি। এরপর তিনি ঈসা (আ)-এর আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : তিনি মধ্যম ধরনের লোহিতবর্ণের পুরুষ। মনে হচ্ছিল যেন এক্ষুণি স্নানাগার থেকে বেরিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩
আলাহুদি
উ বা মায়া বলেন : আমি ইব্রাহীম (আ)-কে দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমিই তাঁর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। এরপর আমার সম্মুখে দু'টি পাত্র পেশ করা হয়, এর একটি দুধের ও অপরটি শরাবের। আমাকে বলা হলো, এর মধ্যে যেটা আপনার ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করুন। আমি দুধ গ্রহণ করে তা পান করলাম। জিব্রীল (আ) আমাকে বললেন : আপনাকে ফিত্রাতেরই হিদায়াত করা হয়েছে। আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত গুমরাহ হয়ে যেত।

৭৪. بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَالِ

৭৪. পরিচ্ছেদ : মাসীহ ইবন মারয়াম (আ) ও মাসীহুদ-দাজ্জাল প্রসঙ্গে

৩২২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتَ لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا أَدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَى مِنْ أَدَمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَى مِنَ اللَّيْمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَكَبِّئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ .

৩২২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩
আলাহুদি
উ বা মায়া ইরশাদ করেন : একরাতে (স্বপ্নে) আমি নিজেকে কা'বা শরীফের কাছে দেখতে পেলাম। তখন গৌরবর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখলাম। এ বর্ণের যত লোক তোমরা দেখেছ, তিনি তাদের মধ্যে সুন্দরতম। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কেশ ছিল তাঁর। এ ধরনের কেশের অধিকারী যত ব্যক্তি তোমরা দেখেছ, তাদের মধ্যে তিনি সুন্দরতম। তিনি এ কেশ আঁচড়ে রেখেছেন আর তা থেকে পানি ঝরছিল। দু'জনের উপর বা বর্ণনাকারী বলেন, দু'জনের কাঁধের উপর ভর করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম : ইনি কে? বলা হলো : ইনি মাসীহ ইবন মারইয়াম। তারপর দেখি আরেক ব্যক্তি, ঘন কোঁকড়ানো চুল, ডান চক্ষুটি টেরা, যেন একটি আঙুর (থোকা থেকে উপরে উঠে আছে)। জিজ্ঞেস করলাম : এ কে? বলা হলো, এ হচ্ছে মাসীহুদ দাজ্জাল।

৩২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ إِلَّا أَنْ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدَمٌ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أَدَمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَتَهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ رَجُلٌ الشَّعْرُ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَأَضْبَعًا

يَدِيهِ عَلَى مَنْكَبِي رَجُلَيْنِ وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَرَأَيْتُ وَرَأَاهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهَ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنِ وَأَضْعَا يَدِيهِ عَلَى مَنْكَبِي رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ .

৩২৩. মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আল-মুসায়াবী (র).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সম্মুখে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন : অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা টেরাচোখবিশিষ্ট নন। জেনে রাখ, দাজ্জালের ডান চোখ টেরা, যেন থোকা থেকে উঠে আসা একটি আঙুর। ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : একবার আমি স্বপ্নে আমাকে কা'বা শরীফের কাছে পেলাম। তখন গৌরবর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখলাম। এ বর্ণের তোমরা যত লোক দেখেছ, তিনি তাদের সর্বাপেক্ষা সুন্দর। কেশ তাঁর গ্রীবার উপর ঝুলছিল। তাঁর কেশগুলো ছিল সোজা। তা থেকে তখন পানি ঝরছিল। তিনি দু' ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম : ইনি কে? বলা হলো, ইনি মাসীহ ইবন মারইয়াম। তাঁরই পেছনে দেখলাম, আরেক ব্যক্তি, ঘন কৌকড়ানো চুল। তার ডান চোখ ছিল টেরা। সে দেখতে ছিল ইবন কাতানের মত। সেও দু' ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিল। জিজ্ঞেস করলাম : এ কে? বলা হলো, মাসীহুদ দাজ্জাল।

৩২৪. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ الْكُعْبَةِ رَجُلًا أَدَمَ سَبِطَ الرَّأْسِ وَأَضْعَا يَدِيهِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوِ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ لَا يَذَرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَ وَرَأَيْتُ وَرَأَاهُ رَجُلًا أَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهَ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ .

৩২৪. ইবন নুমায়র (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : কাবাগৃহের কাছে গৌরবর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, দু'জনের কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছেন। আর তাঁর চুল থেকে পানি ঝরছে। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ত 'يَسْكُبُ' শব্দ অথবা 'يَقْطُرُ' শব্দ ব্যবহার করেছেন উভয়ের অর্থ পানি টপকাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বলা হলো, ঈসা ইবন মারইয়াম (আ)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারয়াম তনয় 'ঈসা অথবা 'مَرْيَمَ' মারয়াম তনয় মাসীহ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : দেখলাম, তাঁর পশ্চাতেই আরেক ব্যক্তি, ঘন কুঞ্চিত কেশ। গায়ের রং লাল। আমার দেখামতে তার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি ইবন কাতান। ডান চোখ ট্যারা। জিজ্ঞেস করলাম : এ কে? বলা হলো, মাসীহুদ দাজ্জাল।

৩২৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَذَّبْتَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ .

৩২৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : (মি'রাজের সংবাদে) কুরায়শরা যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিল। তখন আমি হাজরে আস্‌ওয়াদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তা'আলা আমার সম্মুখে বায়তুল মাকদিসকে উদ্ভাসিত করে দিলেন, আর আমি চোখে দেখেই তার সকল নিদর্শন উল্লেখ করে যেতে লাগলাম।

৩২৬. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدْمُ سَبِطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يَهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ التَفَتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَانَ عَيْنُهُ عِنَبَةً طَافِيَةً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الدَّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا ابْنُ قَطَنٍ.

৩২৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র).... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমি ঘুমে ছিলাম। তখন দেখি যে, আমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছি। হঠাৎ গৌরবর্ণের মধ্যমাকৃতির এক ব্যক্তি দেখি। তাঁর কেশগুলো সোজা। তিনি দু'জনের কাঁধে ভর করে তাওয়াফ করছেন। আর তাঁর মাথা হতে টপটপ করে পানি ঝরছে। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ত অথবা يَهْرَاقُ শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বলা হলো, ইনি ইব্ন মারইয়াম (আ)। তারপর আমি আবার লক্ষ্য করলাম। দেখলাম লোহিত বর্ণের মোটা এক ব্যক্তি। তার চুলগুলো কুঞ্চিত। চোখ ট্যারা, যেন থোকার উপরে উঠে আসা একটি আঙুর দানা। জিজ্ঞেস করলাম : এ কে? বলা হলো, এ হলো দাজ্জাল। তার নিকটতম সদৃশ হলো ইব্ন কাতান।

৩২৭. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحَجْرِ وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَأَى فَسَأَلْتَنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدِّسِ لَمْ أَثْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ قَالَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا عَرُوءَةً بَنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشَبَّهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَازَتْ الصَّلَاةُ فَاَمَمَتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكُ صَاحِبِ النَّارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَالتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ.

৩২৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আলাইদি ও লা সালাম বলেন : আমি হিজর অর্থাৎ হাতামে ছিলাম। এ সময় কুরায়শরা আমাকে আমার ইসরা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে। তারা আমাকে বায়তুল মাক্দিসের এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল, যা আমি ভালভাবে মনে রাখিনি। ফলে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আলাইদি ও লা সালাম বলেন : তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার সম্মুখে বায়তুল মাক্দিসকে উদ্ভাসিত করে দিলেন এবং আমি তা দেখছিলাম। তারা আমাকে যে প্রশ্ন করছিল, তার জবাব দিতে লাগলাম। এরপর নবীদের এক জামাতেও আমি নিজেকে দেখলাম। মূসা (আ)-কে নামাযে দণ্ডায়মান দেখলাম। তিনি শানুয়া গোত্রের লোকদের মত মধ্যমাকৃতির। তাঁর চুল ছিল কৌকড়ানো। হযরত ঈসা (আ)-কেও নামাযে দাঁড়ানো দেখলাম। উরওয়া ইব্ন মাসউদ আস-সাকারী হলো তাঁর নিকটতম সদৃশ। অর্থাৎ তার নিজের। ইব্রাহীম (আ)-কেও নামাযে দাঁড়ান দেখলাম। তিনি তোমাদের এ সাথীরই সদৃশ। রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আলাইদি ও লা সালাম বলেন : তারপর নামাযের সময় হলো, আমি তাঁদের ইমামতি করলাম। নামায শেষে এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ পালাসা ৩ আলাইদি ও লা সালাম ! ইনি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক 'মালিক' ওঁকে সালাম করুন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে আগেই সালাম করলেন।

৭৫. بَابُ فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

৭৫. পরিচ্ছেদ : সিদরাতুল মুনতাহা প্রসঙ্গে

৩২৮. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ الْفَازِطُ عَنْ مُتْقَارِبَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْتَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَ هِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهَى مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَ إِلَيْهَا يَنْتَهَى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ إِذَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَالَ فَرَأَشُ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ غُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقَحَّمَاتِ .

৩২৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আলাইদি ও লা সালাম-কে মি'রাজ রজনীতে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। এটি ৬ষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। যমীন থেকে যা কিছু উত্থিত হয়, তা সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে এবং সেখান থেকে তা নিয়ে যাওয়া হয়। তদ্রূপ উর্ধ্বলোক থেকে যা কিছু অবতরণ হয়, তাও এ পর্যন্ত এসে পৌঁছে এবং সেখান থেকে তা নেওয়া হয়। এরপর আবদুল্লাহ (রা) তিলাওয়াত করলেন : “যখন প্রান্তবর্তী বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা আচ্ছাদিত হলো” (সূরা নাজম : ১৬) এবং বলেন, এখানে যদ্বারা কথাটির অর্থ স্বর্গের পতঙ্গ। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ পালাসা ৩ আলাইদি ও লা সালাম-কে তিনটি বিষয় দান করা হলো : পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এবং শিরকমুক্ত উম্মতের মারাত্মক গুনাহ ক্ষমার সুসংবাদ।

২২৯. وَ حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ زُرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمِائَةٌ جَنَاحَ .

৩২৯. আবু রাবী' আয-যাহরানী (র).... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যির ইবন হুযায়শকে (সূরা নাজম : ৯)-এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, ইবন মাসউদ (রা) আমাকে বলেছেন, নবী করীম জিব্রীল (আ)-কে দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ' ডানাবিশিষ্ট অবস্থায়।

২৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زُرَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتْمِائَةٌ جَنَاحَ .

৩৩০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মা কَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (সূরা নাজম : ১১) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ হযরত জিব্রীল (আ)-কে, তাঁর ছয়শ' ডানায়ুক্ত অবস্থায় দেখেছেন।

২৩১. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ زُرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتْمِائَةٌ جَنَاحَ .

৩৩১. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আল-আম্বারী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রَأَى (সূরা নাজম : ১৮) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ হযরত জিব্রীল (আ)-কে তাঁর আকৃতিতে দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ' ডানা আছে।

৭৬. بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَ هَلْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْأَسْرَاءِ

৭৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : 'তিনি তাকে দেখেছেন আরেকবার'-এর ব্যাখ্যা এবং নবী ইসরার রাতে তাঁর প্রতিপালককে দেখেছিলেন কিনা সে প্রসঙ্গে

২৩২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ لَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ .

৩৩২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى (সূরা নাজম : ১৩)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ হযরত জিব্রীল (আ)-কে দেখেছিলেন।

৩৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَاهُ بِقَلْبِهِ .

৩৩৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ তাকে (আল্লাহকে) অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন।

৩৩৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى وَ لَقَدْ رَأَاهُ نَزَلَةً أُخْرَى قَالَ رَأَاهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ .

৩৩৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যা দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি; “নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন” (সূরা নাজম : ১১ ও ১৩) আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] স্বীয় অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁকে (আল্লাহকে) দু’বার দেখেছিলেন।

৩৩৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ .

৩৩৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, হাফস ইবন গিয়াস ও আ’মশ (র) ... আবু জাহমা (র) থেকে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩৩৬. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنْتُ مُتَكِنًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَ كُنْتُ مُتَكِنًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِيْنِي وَلَا تَعْجَلِيْنِي أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَلَةً أُخْرَى فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مِنْهُ نَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَتْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ قَالَتْ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَ اللَّهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ قَالَتْ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَ اللَّهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ .

৩৩৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র).... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবু আয়েশা। তিনটি কথা এমন, যে এর কোন একটি বলল, সে আল্লাহর প্রতি ভীষণ অপবাদ দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেগুলো কি? তিনি বললেন, যে বলে যে, মুহাম্মদ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। আমি হেলান অবস্থায় ছিলাম, এবার সোজা হয়ে বসলাম। বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! থামুন। আমাকে সময় দিন, ব্যস্ত হবেন না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কি ইরশাদ করেন নাই : “তিনি (রাসূল) তো তাঁকে (আল্লাহকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন” (সূরা তাকবীর : ২৩), অন্যত্র “নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন” (সূরা নাজম : ১৩)। আয়েশা (রা) বললেন, আমিই এ উম্মতের প্রথম ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। তিনি বলেছেন : তিনি তো ছিলেন হযরত জিব্রীল (আ)। কেবলমাত্র এ দু'বারই আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তাঁর বিরাট দেহ ঢেকে ফেলেছিল আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবটুকু স্থান। আয়েশা (রা) আরও বলেন, তুমি কি শোন নাই? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : তিনি (আল্লাহ) দৃষ্টির অধিগম্য নন, তবে দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত” (সূরা আনআম : ১০৩) অনুরূপ তুমি কি শোন নাই? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : “মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়” (সূরা শূরা : ৫১)। আয়েশা (রা) বলেন, আর ঐ ব্যক্তিও আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়, যে বলে যে, রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবের কোন কথা গোপন রেখেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : “হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি তা না করেন তবে আপনি তাঁর বার্তা প্রচারই করলেন না। (সূরা মায়িদা : ৬৭) তিনি (আয়েশা রা) আরো বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ওহী ব্যতীত কাল কি হবে তা অবহিত করতে পারেন, সেও আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : “বল, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত গায়েব সম্পর্কে কেউ জানে না।” (সূরা নামল : ৬৫)

২২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُلْيَةَ وَ زَادَ قَالَتْ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكُتِمَ هَذِهِ الْآيَةُ وَ أَتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تَخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ .

৩৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) থেকে উক্ত সনদে ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে, আয়েশা (রা) বলেন, যদি মুহাম্মদ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপর অবতীর্ণ ওহীর কোন অংশ গোপন করতেন, তবে তিনি এ আয়াতটি অবশ্য গোপন করতেন : (অর্থ) “স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ দান করেছেন এবং আপনিও যার [রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পোষ্যপুত্র যায়দ] প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করেছেন, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোকভয় করছিলেন; অথচ আল্লাহকে ভয় করা আপনার জন্য অধিকতর সঙ্গত। (সূরা আহযাব : ৩৭)

২৩৮. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي لِمَا قُلْتُ وَ سَأَقُ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَ حَدِيثُ دَاوُدَ أَتَمُّ وَ أَطْوَلُ .

৩৩৮. ইবন নুমায়র (র).... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মদ পালাহা ও আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, আপনার কথা শুনে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেছে.... বর্ণনাকারী পূর্ব হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে দাউদ বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ ও সুদীর্ঘ।

২৩৯. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنْ ابْنِ أَشْوَعٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَأَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ، قَالَتْ إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجَالِ وَ إِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ .

৩৩৯. ইবন নুমায়র (র).... মাসরুক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। মাসরুক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, [রাসূল পালাহা ও আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ রজনীতে যদি আল্লাহর দর্শন না পেয়ে থাকেন, তাহলে] আল্লাহর এ বাণীর অর্থ কি দাঁড়াবে। “এরপর তিনি [রাসূল পালাহা ও আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁর (আল্লাহর) নিকটবর্তী হলেন এবং আরো নিকটবর্তী; ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল বা তারও কম; তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন।” (সূরা নাজম : ৮-১০) আয়েশা (রা) বললেন, তিনি তো ছিলেন জিব্রীল (আ)। তিনি রাসূলুল্লাহ পালাহা ও আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে (সাধারণ) পুরুষের আকৃতিতে আসতেন। কিন্তু তিনি এবার (আয়াতে উল্লেখিত সময়) নিজস্ব আকৃতিতেই এসেছিলেন। তাঁর দেহ আকাশের সীমা ঢেকে ফেলেছিল।

২৪০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نَوْرٌ أَنَّى أَرَاهُ .

৩৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ পালাহা ও আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি [রাসূল পালাহা ও আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন : তিনি (আল্লাহ) নূর, আমি কি করে তাঁকে দেখব।

২৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ لَوْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدْ سَأَلْتُ فَقَالَ رَأَيْتُ نَوْراً .

৩৪১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার, হাজ্জাজ ইবন শাইর (র).... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে বললাম, যদি রাসূলুল্লাহ পালাহা ও আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত পেতাম, তবে

অবশ্যই তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম। আবু যার (রা) বললেন, কি জিজ্ঞেস করতেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম যে, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? আবু যার (রা) বললেন, এ কথা তো আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন : আমি নূর দেখেছি।

৩৪২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخُمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَنَامُ وَ لَا يَنَبْغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ وَ لَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا .

৩৪২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব.... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ পালাসাও আল্লাইদি ও তা সারাস আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচটি কথা বললেন : আল্লাহ কখনো নিদ্রা যান না। নিদ্রিত হওয়া তাঁর সাজেও না। তিনি (তাঁর ইচ্ছানুসারে) তুলাদণ্ড নামান এবং উত্তোলন করেন। দিনের পূর্বেই রাতের সকল আ'মল তাঁর কাছে উত্থিত করা হয় এবং রাতের পূর্বেই দিনের সকল আ'মল তাঁর কাছে উত্থিত করা হয়। এবং তাঁর পর্দা হল নূর (বা জ্যোতি)।

আবু বকরের অন্য এক বর্ণনায় **النور** এর স্থলে **النار** (আগুন) শব্দের উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ পালাসাও আল্লাইদি ও তা সারাস বলেন : যদি সে আবরণ খুলে দেয়া হয়, তবে তাঁর নূরের বিভা সৃষ্টি জগতের দৃশ্যমান সব কিছু ভস্ম করে দিবে। আবু বকরের অন্য রিওয়াযাতে **حدثنا** শব্দের স্থলে **عن** শব্দের উল্লেখ আছে।

৩৪৩. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خَلْقِهِ وَ قَالَ حِجَابُهُ النُّورُ .

৩৪৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম আ'মশ (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়াযাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ পালাসাও আল্লাইদি ও তা সারাস আমাদের সম্মুখে চারটি কথা নিয়ে দাঁড়ালেন ...। বর্ণনাকারী আবু মু'আবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি **مِنْ خَلْقِهِ** শব্দ উল্লেখ করেন নাই এবং **حِجَابُهُ النَّارُ** 'তাঁর পর্দা আগুন' না বলে **النُّور** তাঁর পর্দা হল নূর বা জ্যোতি বলেছেন।

৩৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَ لَا يَنَبْغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَ يَخْفِضُهُ وَ يَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ .

৩৪৪. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাসাও আল্লাইদি ও তা সারাস আমাদের সম্মুখে চারটি কথা নিয়ে দাঁড়ালেন : আল্লাহ তা'আলা কখনো নিদ্রা যান না, আর নিদ্রা

তাঁর জন্য শোভাও পায় না, তিনি তুল্যদণ্ড উঁচু এবং নীচু করেন, তাঁর কাছে রাতের পূর্বে দিনের আ'মল উথিত হয় এবং দিনের পূর্বে রাতের আমল উথিত হয়।

৭৭. بَابُ اثْبَاتِ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ لِرَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

৭৭. পরিচ্ছেদ : আখিরাতে মু'মিনগণ তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে

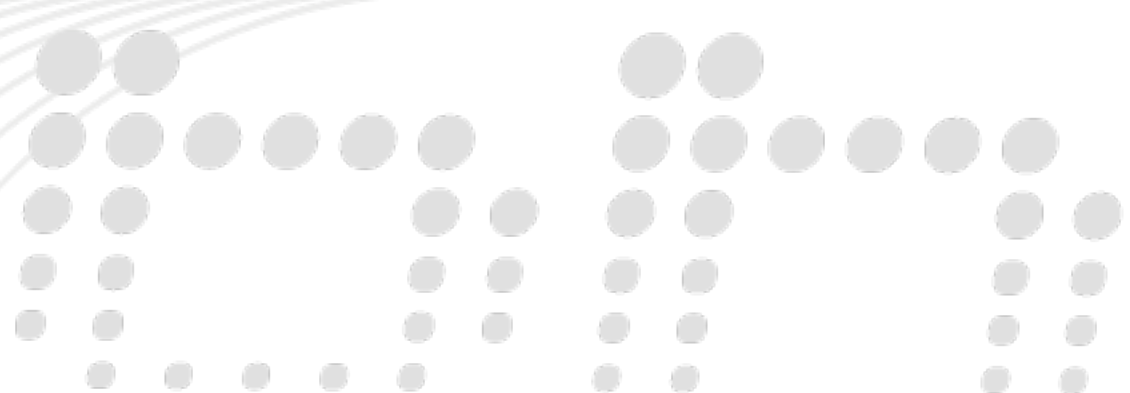
৩৪৫. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَ اللَّفْظُ لِابِي غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَنَّاتٌ مِنْ فِضَّةٍ اَنْيَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَ جَنَّاتٌ مِنْ ذَهَبٍ اَنْيَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوا اِلَى رَبِّهِمْ اِلَّا رِداءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ .

৩৪৫. নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী, আবু গাস্‌সান আল মিসমাসী ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবদুল্লাহ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্‌তাহ ইরশাদ করেন : দু'টি জান্নাত এমন যে, এগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী রূপার তৈরি। অন্য দু'টি জান্নাত এমন, যেগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী স্বর্ণের তৈরি। 'আদন' নামক জান্নাতে জান্নাতিগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। এ সময় তাঁদেরও আল্লাহর মাঝে তাঁর মহিমার চাদর ব্যতীত আর কোন অন্তরায় থাকবে না।

৩৪৬. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا اَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَ تُنْجِنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَ جَلَّ .

৩৪৬. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর ইবন মায়সারা (র) সুহায়ব (র) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্‌তাহ ইরশাদ করেন : জান্নাতিগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন : তোমরা কি চাও, আমি আরো অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই? তারা বলবে : আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল করে দেননি, আমাদের জান্নাতে দাখিল করেন নি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্‌তাহ বলেন : এরপর আল্লাহ তা'আলা আবরণ তুলে নিবেন। আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অতি প্রিয় কোন বস্তু তাদের দেওয়া হয়নি।

৩৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْاِسْنَادِ وَ زَادَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْاَيَةَ : لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِيَادَةٌ .



বাংলা হাদিস

৩৪৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) হাম্মাদ ইবন সালামা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি আরও বলেন, “তারপর রাসূলুল্লাহ ^{পালাও} ^{আলাইহি} ^{উয়া সালাম} এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : (অর্থ) “যারা ভাল করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো অধিক কিছু।”

৩৪৮. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ يُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَ يَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَ يَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّوَاعِيَّتَ الطُّوَاعِيَّتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَ يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَكَوْنُ أَنَا وَ أُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعَا الرُّسُلُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ وَسَلِّمْ وَ فِي جَهَنَّمَ كَلَالِيْبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدَرُ عَظَمَتِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُؤَبَّقُ بِقِيَّتِهِ بِعَمَلِهِ وَ مِنْهُمْ الْمُجَازِيُّ حَتَّى يُنَجَّى حَتَّى إِذَا فَرَّغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَآرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنْ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ وَ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَ يَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ أَصْرَفَ وَجْهِي عَنْ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَ أَحْرَقَنِي ذُكَاؤُهَا فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ عَسَيْتَ أَنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَ مَوَاقِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَأَاهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ

يَقُولُ أَيُّ رَبِّ قَدَّمَنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عَهْدَكَ وَ مَوَاسِيْقَكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتَكَ وَيَلْكُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ وَ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ أَنْ أَعْطَيْتَكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَ عَزَّتِكَ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عَهْدٍ وَ مَوَاسِيْقٍ فَيَقْدِمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَ السُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّ رَبِّ أَدْخَلَنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عَهْدَكَ وَ مَوَاسِيْقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أَعْطَيْتَ وَيَلْكُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَ يَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ وَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَ عَشْرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَ عَشْرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ ذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ.

৩৪৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ সঃ রাসাঃ ৩
আলাইহি
ও তা সাল্লা-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত দিবসে আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ সঃ রাসাঃ ৩
আলাইহি
ও তা সাল্লা বললেন : পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের পরস্পরের মাঝে কি ধাক্কাধাক্কি সৃষ্টি হয়? সাহাবীগণ বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সঃ রাসাঃ ৩
আলাইহি
ও তা সাল্লা বললেন : মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে তোমাদের পরস্পরের কি ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয়? তাঁরা বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সঃ রাসাঃ ৩
আলাইহি
ও তা সাল্লা ইরশাদ করেন : তদ্রূপ তোমরাও তাঁকে দেখবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ সকল মানুষকে জমায়েত করে বলবেন, পৃথিবীতে তোমাদের যে যার ইবাদত করেছিলে আজ তাকেই অনুসরণ কর। তখন সূর্যের উপাসক দল সূর্যের পেছনে, চন্দ্রের উপাসক দল চন্দ্রের পেছনে এবং দেব-দেবীর উপাসকদল দেবদেবীর পিছনে চলবে। কেবল এ উম্মাত অবশিষ্ট থাকবে। তন্মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের কাছে এমন আকৃতিতে উপস্থিত হবেন যা তারা চিনে না। তারপর (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক (সুতরাং তোমরা আমার পেছনে চল)। তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ। আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। আর তিনি যখন আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তাদের পরিচিত আকৃতিতে আসবেন, বলবেন : আমি তোমাদের প্রভু। তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রভু। এ বলে তারা তাঁর অনুসরণ করবে। ইত্যবসরে জাহান্নামের উপর দিয়ে সিরাত (রাস্তা) স্থাপন করা হবে। আর আমি ও আমার উম্মাতই হবে প্রথম এ পথ অতিক্রমকারী। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণও কেবল এ দু'আ করবেন : হে আল্লাহ! নিরাপত্তা

দাও, নিরাপত্তা দাও। আর জাহান্নামে থাকবে সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মত অনেক কাঁটায়ুক্ত লৌহ দণ্ড। তোমরা সা'দান বৃক্ষটি দেখেছ কি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন : তা সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতই, তবে সেটা যে কত বিরাট তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী পাকড়াও করা হবে। কেউ তার আমলের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, আর কেউ আমলের শাস্তি ভোগ করবে যতদিন না তারা নাজাত পেয়েছে। একরূপে বান্দাদের মধ্যে যখন আল্লাহ তা'আলা বিচারকার্য সমাপ্ত করবেন এবং দয়া করে কিছু জাহান্নামীকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন কালেমায় বিশ্বাসীদের মধ্যে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা রহম করতে চাইবেন এবং যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে নাই, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসে। অনন্তর ফেরেশতাগণ জান্নাতীদের সনাক্ত করবেন। তাঁরা সিজদার চিহ্নের সাহায্যে তাদের চিনবেন। কারণ অগ্নি মানুষের সব কিছু ভস্ম করে দিলেও সিজদার স্থান অক্ষত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সিজদার চিহ্ন নষ্ট করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

মোটকথা ফেরেশতাগণ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। তাদের দেহ আগুনে দক্ষীভূত থাকবে। তারপর তাদের উপর আবে-হায়াত (সঞ্জীবনী পানি) ঢেলে দেওয়া হবে। তখন তারা এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমনভাবে শস্য অংকুর স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে উঠে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করবেন। শেষে এক ব্যক্তি থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল হবে জাহান্নামের দিকে। এ-ই হবে সর্বশেষ জান্নাতী। সে বলবে, হে প্রভু! (অনুগ্রহ করে) আমার মুখটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিন। জাহান্নামের উত্তপ্ত বায়ু আমাকে ঝলসে দিচ্ছে; এর লেলিহান শিখা আমাকে দগ্ধ করছে। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন পর্যন্ত সে তাঁর কাছে দু'আ করতে থাকবে। পরে আল্লাহ বলবেন, আমি এটা করলে কি তুমি আরো কিছু কামনা করবে? সে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গীকার করে বলবে, হে আল্লাহ! আমি আর কিছু চাইব না। আল্লাহ তা'আলা তার মুখটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। তার চেহারা যখন জান্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আর জান্নাত তার চোখে ভেসে উঠবে, তখন আল্লাহ যতদিন চান সে নীরব থাকবে। পরে আবার বলবে, হে প্রতিপালক! কেবল জান্নাতের তোরণ পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিন। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি না কথা দিয়েছিলে যে, আমি তোমাকে যা দিয়েছি তাছাড়া আর কিছু চাইবে না। হতভাগা, তুমি তো সাংঘাতিক ওয়াদাভঙ্গকারী। তখন সে বলবে, হে আমার রব! এই বলে মিনতি জানাতে থাকবে। আল্লাহ বলবেন, তুমি যা চাও তা যদি দিয়ে দেই, তবে আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, আপনার ইচ্ছতের কসম, আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ তখন তার থেকে এ বিষয়ে ওয়াদা এবং অঙ্গীকার নিবেন। এরপর তাঁকে জান্নাতের তোরণ পর্যন্ত এগিয়ে আনা হবে। এবার যখন সে জান্নাতের তোরণে দাঁড়াবে, তখন জান্নাত হয়ে তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে জান্নাতের সুখ-সমৃদ্ধি দেখতে থাকবে। সেখানে আল্লাহ যতক্ষণ চান সে ততক্ষণ চুপ করে থাকবে। পরে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন, তুমি না সকল ধরনের ওয়াদা ও অঙ্গীকার করে বলেছিলে, আমি যা দান করেছি, এর চাইতে বেশি আর কিছু চাইবে না? দূর হতভাগা! তুমি তো ভীষণ ওয়াদাভঙ্গকারী। সে বলবে, হে আমার রব! আমি যেন সৃষ্টির সবচেয়ে দুর্ভাগা না হই। সে বারবার দু'আ করতে থাকবে। পরিশেষে এক পর্যায়ে সে আল্লাহকে হাসিয়ে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা হেসে উঠে বলবেন, যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ তাকে বলবেন, যা চাওয়ার চাও। তখন সে তার সকল কামনা চেয়ে শেষ করবে। এরপর আল্লাহ নিজেই স্বরণ করিয়ে বলবেন, অমুক অমুকটা চাও। এভাবে তার কামনা শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ বলবেন, তোমাকে এ সব এবং এর সমপরিমাণ আরো দেওয়া হলো।

আতা ইব্ন ইয়াযীদ বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের কোন কথাই রদ করেন নাই। তবে আবু হুরায়রা (রা) যখন এ কথা উল্লেখ করলেন, “আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তোমাকে এসব এবং এর সমপরিমাণ আরো দেওয়া হলো” তখন আবু সাঈদ (রা) বললেন : হে আবু হুরায়রা! বরং তা সহ আরো দশগুণ দেয়া হবে। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ‘এর সমপরিমাণ’ এ-শব্দ স্মরণ রেখেছি। আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ‘আরো দশগুণ’ এ শব্দ সংরক্ষিত রেখেছি। রাবী বলেন, আবু হুরায়রা (রা) পরিশেষে বলেন, এ ব্যক্তি হবে জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী ব্যক্তি।

৩৪৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ .

৩৪৯. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব?.... এরপর রাবী ইব্রাহীম ইব্ন সা‘দ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৩৫০. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنِّ فَيَتَمَنَّى وَيَقُولَ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتُ فَيَقُولَ نَعَمْ فَيَقُولَ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ .

৩৫০. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি‘ (র) হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি এই যে। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতীকে বলা হবে যে, তুমি আকাঙ্ক্ষা কর। সে আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার যা আকাঙ্ক্ষা করার তা কি করেছ? সে বলবে, জ্বী! আল্লাহ বলবেন, যা আকাঙ্ক্ষা করেছ তা এবং এর অনুরূপ তোমাকে প্রদান করা হলো।

৩৫১. حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ بِالظُّهْرِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَ هَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْرًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تَضَارُونَ فِي

رُؤْيَا أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذِنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعَ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عَزِيرَ ابْنِ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَّا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَُا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَّا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَُا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارْقِنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرُ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِنْ بَعْضُهُمْ لِيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ قَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَزَلَّةٌ فِيهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيْبٌ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُويْكَةٌ يَقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرَّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَالْجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلِّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشِدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحِبُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحْرَمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقِيهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَابَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ

مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرَجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِنْ أَمْرَتِنَا أَحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا.

وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَأَقْرُوا إِنْ شِئْتُمْ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا" فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيُخْرِجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ إِلَّا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصْيَفِرُ وَأَخْيَضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرَعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيُخْرِجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عِتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ ادْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُ رِضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلَى عِيْسَى ابْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ أَحَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْكَ أَنْكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِعِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَكَمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ رَأَيْتَ رَبَّنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحَوْ قُلْنَا لَا وَسَقَّتْ الْحَدِيثَ حَتَّى انْقَضَى آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا قَدَمٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بَلَّغْنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدٌ مِنَ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ فَأَقْرَبَهُ عِيْسَى ابْنُ حَمَّادٍ.

৩৫১. সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

পা সাজা ৩
আলাইদ
৩ বা সাঈদ

-এর যুগে কতিপয় সাহাবী তাঁকে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত দিবসে আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ বললেন; হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন : দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য

পা সাজা ৩
আলাইদ
৩ বা সাঈদ

অবলোকন করতে কি তোমাদের ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয়? পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের ধাক্কাধাক্কি হয়? সকলে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! না, তা হয় না। নবীজী ^{পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বললেন : ঠিক তদ্রূপ কিয়ামত দিবসে তোমাদের প্রতিপালককে অবলোকন করতে কোনই বাধার সৃষ্টি হবে না। সেদিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, 'যে যার উপাসনা করতে, সে আজ তার অনুসরণ করুক।' তখন আল্লাহ্ ব্যতীত যারা অন্য দেবদেবী ও বেদীর উপাসনা করত, তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না; সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সৎ হোক বা অসৎ, যারা আল্লাহর ইবাদত করত, কেবল তারাই বাকি থাকবে। আর থাকবে (নিজ দীনের উপর) অবশিষ্ট কিতাবীগণ। এরপর ইয়াহুদীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র উযায়েরের। তাদেরকে বলা হবে মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ কোন পত্নী বা সন্তান গ্রহণ করেন নাই। তোমরা কি চাও? তারা বলবে, হে আল্লাহ্! আমাদের পিপাসা পেয়েছে। আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। তখন তাদেরকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, ওখানে পানি পান করতে নামো না? এভাবে তাদেরকে মরীচিকাসদৃশ জাহান্নামে জমায়েত করা হবে। তার একাংশ আরেক অংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা এতে একের পর এক পতিত হবে। তারপর খ্রিস্টানদেরকে ডাকা হবে, বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র মসীহের উপাসনা করতাম। বলা হবে, মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ কোন পত্নী বা সন্তান গ্রহণ করেন নাই। জিজ্ঞেস করা হবে, এখন কি চাও? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দারুণ তৃষ্ণা পেয়েছে, আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করুন। তখন তাদেরকেও (পানির ঘাটে যাবার) ইঙ্গিত করে বলা হবে, এখানে নামো না? এভাবে তাদেরকে মরীচিকা সদৃশ জাহান্নামে জমায়েত করা হবে। তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা তাতে একের এক পতিত হবে। শেষে মুমিন হোক বা গুনাহ্গার, এক আল্লাহর উপাসক ব্যতীত আর কেউ (ময়দানে) অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে আসবেন। সর্বাপেক্ষা নিকটতম সেইরূপে (গুণে) যা দ্বারা তারা তাঁকে চেনে। তিনি বলবেন, সবাই তাদের স্ব স্ব উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে, আর তোমরা কার অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম, সেই দুনিয়াতে আমরা অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক থেকেছি এবং তাদের সঙ্গী হই নি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রভু। মু'মিনরা বলবে, "আমরা তোমার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" আল্লাহর সঙ্গে আমরা কিছুই শরীক করি না। এই কথা তারা দুই বা তিনবার বলবে। এমনকি কেউ কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শনের উপক্রম করবে। আল্লাহ্ বলবেন, আচ্ছা, তোমাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন আছে যদ্বারা তাকে তোমরা চিনতে পার? তারা বলবে, অবশ্যই আছে। এরপর 'সাক' উন্মোচিত হবে, তখন পৃথিবীতে যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর উদ্দেশে সিজদা করত, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সিজদা করার অনুমতি দেবেন। আর যারা লোক দেখানো বা লোকভয়ে আল্লাহকে সিজদা করত, সে মুহূর্তে তাদের মেরুদণ্ড শক্ত ও অনমনীয় করে দেয়া হবে। যখনই তারা সিজদা করতে ইচ্ছা করবে তখনই তারা চিত হয়ে পড়ে যাবে। তারপর তারা মাথা তুলবে। ইত্যবসরে তারা আল্লাহকে প্রথমে যে আকৃতিতে দেখেছিল তা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং তিনি তার আসলরূপে আবির্ভূত হবেন। অনন্তর বলবেন, আমি তোমাদের রব, তারা বলবে হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রতিপালক। তারপর জাহান্নামের উপর 'জিস্র' (পুল) স্থাপন করা হবে। শাফায়াতেরও অনুমতি দেয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ্! আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমাদের নিরাপত্তা দিন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ^{পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} 'জিস্র'

১. হাঁটুর নিচের অংশ। এখানে অর্থ আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ তাজাল্লী প্রকাশ করবেন।

কি ? রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু
জালালুহু
ও তা মায়া বললেন : এটি এমন স্থান, যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা, দেখতে নজদের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত। মুমিনগণের কেউ এ পথ পলকের গতিতে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ অশ্বগতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ অক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে আর কেউ হবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাতপ্রাপ্ত। আর কতককে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু
জালালুহু
ও তা মায়া বলেন : সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, ঐ দিন মু'মিনগণ তাঁদের ঐসব ভাইয়ের স্বার্থে আল্লাহর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে। তোমরা পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও এমন বিতর্কে লিপ্ত হও না। তারা বলবে, হে রব! এরা তো আমাদের সাথেই নামায আদায় করত, রোযা পালন করত, হজ্জ করত। তখন আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিবেন : যাও, তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আন। উল্লেখ্য, এরা জাহান্নামে পতিত হলেও মুখমণ্ডল আযাব থেকে রক্ষিত থাকবে। (তাই তাঁদেরকে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না)। মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, আগুন কারো পায়ের অর্ধ গোছা, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত ভস্ম করে দিয়েছে। উদ্ধার শেষ করে মু'মিনগণ বলবে, হে রব! যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নাই। আল্লাহ বলবেন, পুনরায় যাও, যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে, তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন তারা আরও একদলকে উদ্ধার করে এনে বলবে, হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসি নাই। আল্লাহ বলবেন, আবার যাও, যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে, তাকেও বের করে আন। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন, তাদের কাউকে ছেড়ে আসি নাই। আল্লাহ বলবেন : আবার যাও, যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান, তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের কথা বলেছিলেন, তাদের কাউকেই রেখে আসি নাই। সাহাবী আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, তোমরা যদি এ হাদীসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না কর তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটিও তিলাওয়াত করতে পার : (অর্থ! আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেককাজ হলেও আল্লাহ তা দ্বিগুণ করে করে দেন এবং তাঁর কাছ থেকে মহা-পুরস্কার প্রদান করেন।" (সূরা নিসা : ৪০)

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন : ফেরেশতারা সুপারিশ করলেন, নবীগণও সুপারিশ করলেন এবং মু'মিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবল আরহামুর রাহিমীন—পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন, ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে, যারা কখনো কোন সৎকর্ম করে নাই, এবং আগুনে জ্বলে কয়লা হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ মুখের 'নাহরুল হায়াতে' ফেলে দেয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন শস্য অংকুর স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে উঠে। রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু
জালালুহু
ও তা মায়া বললেন : তোমরা কি কোন বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়ালে কোন শস্যদানা অঙ্কুরিত হতে দেখ নাই ? যেগুলো সূর্য কিরণের মাঝে থাকে, সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপ ধারণ করে, আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে, সেগুলো সাদা হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হয় আপনি যেন গ্রামাঞ্চলে পশু চরিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু
জালালুহু
ও তা মায়া বললেন : এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মত ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাক্ষিত থাকবে, যা দেখে জান্নাতীগণ তাদের চিনতে পারবেন। এরা হলো 'উতাকাউল্লাহ'—আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা সৎ আমল ব্যতীতই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এরপর আল্লাহ

ইমাম মুসলিম (র) বলেন : শাফায়াত সম্পর্কীয় এ হাদীসটি আমি ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগবা আল-মিসরী-এর কাছে পাঠ করে বললাম? আমি কি আপনার পক্ষ থেকে এ হাদীসটি এরূপ বর্ণনা করতে পারি? যে, আপনি এটি লায়স ইবন সা'দ থেকে শুনেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি ঈসা ইবন হাম্মাদকে বললাম, লায়স ইবন সা'দ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সালাতু ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ সালাতু ও আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন : মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দর্শনে ভিড়ের কারণে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? আমরা বললাম, না... ...। এভাবে হাদীসটির শেষ পর্যন্ত তুলে ধরলাম। এ হাদীসটি হাফস ইব্ন মায়সারা বর্ণিত হাদীসেরই অনুরূপ। তিনি 'فَيَقُولُ لَهُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ' এই অংশটুকুর পর 'بَغْيَرِ عَمَلٍ عَمَلُوهُ وَلَا قَدَمٌ قَدَمُوهُ' অর্থাৎ তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দেখছ তা এবং তদসঙ্গে অনুরূপ আরও কিছু। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমার কাছে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, 'জিস্র (সিরাত) চুল অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও তরবারি অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ। তা ছাড়া লায়সের হাদীসে 'فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ' বাক্যটি এবং এর পরবর্তী অংশটির উল্লেখ নাই। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ তা স্বীকার করেন।

৩৫২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) য়াদ ইব্ন আসলাম (রা) থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদে হাফস ইব্ন সা'দের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়াযাতে শব্দগত কিছু বেশকম আছে।

৭৮. পরিচ্ছেদ : শাফায়াত ও তাওহীদবাদীদের জাহান্নাম থেকে উদ্ধার লাভের প্রমাণ

৩৫৩. হারুন ইব্ন সাইদ আল-আয়লী (র) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ
ইরশাদ করেছেন : জান্নাতবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাঁর রহমতেই তিনি

যাকে ইচ্ছা তা করবেন। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তারপর (ফেরেশতাদেরকে) বলবেন : যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান দেখতে পাবে, তাকেও জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনবে এবং অনন্তর ফেরেশতাগণ তাদেরকে দগ্ধ কয়লারূপে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে এবং 'হায়াত' বা 'হায়া' নামক নহরে নিক্ষেপ করবে। তখন তারা এতে এমন সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন শস্য অংকুর স্রোতবাহিত পলিতে সতেজ হয়ে ওঠে। তোমরা কি দেখ নাই, কত সুন্দররূপে সে শস্যদানা কেমনভাবে হরিদ্রাভ মাথা মোড়ানো অবস্থায় অংকুরিত হয় ?

৩৫৪. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ح وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ وَلَمْ يَشْكَا وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ وَفِي حَدِيثِ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيَّةٍ أَوْ حَمِيلَةٍ السَّيْلِ .

৩৫৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, হাজ্জাজ ইবন শাইর (র).... আমর ইবন ইয়াহইয়া (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে 'الحياة' শব্দ উল্লেখ করেছেন। খালিদ বর্ণিত রিওয়ায়াতে কَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيَّةٍ أَوْ এবং উহায়বের রিওয়ায়াতে كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ বাক্যের উল্লেখ রয়েছে।

৩৫৫. وَ حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحَمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ .

৩৫৫. নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামীদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামী, তাদের মৃত্যুও ঘটবে না এবং তারা পুনর্জীবিতও হবে না। তবে তন্মধ্যে তোমাদের এমন কতিপয় লোকও থাকবে, যারা গুনাহের দায়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা (তাদের উপর পতিত আযাবের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে) তাদেরকে কিছুকাল নির্জীব করে রেখে দিবেন। অবশেষে তারা পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। এ সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফা'আতের অনুমতি হবে। তখন এদেরকে দলে দলে নিয়ে আসা হবে এবং জান্নাতের নহরগুলিতে ছড়িয়ে দেয়া হবে। পরে বলা হবে, হে জান্নাতীরা তোমরা এদের গায়ে পানি ঢেলে দাও! ফলত স্রোতবাহিত পলিতে গজিয়ে ওঠা শস্যদানার মত তারা সজীব হয়ে উঠবে। উপস্থিতদের মধ্যে একজন বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন এককালে গায়ে অবস্থান করেছেন।

৩৫৬. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

৩৫৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে **فِي حَمِيلِ السَّيْلِ** কথাটি পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তবে পরবর্তী অংশটুকু উল্লেখ করেন নাই।

৭৭. بَابُ: آخِرُ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا

৭৯. পরিচ্ছেদ : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রসঙ্গ

৩৫৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عَثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى فَيَقُولُ اللَّهُ إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَ عَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ عَشْرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُبْنِي أَوْ أَتَضْحَكُ بِي وَ أَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً .

৩৫৭. ‘উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ও জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। যে নিতম্ব হেঁচড়ে হেঁচড়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলবেন : যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে সেখানে আসবে। তার ধারণা হবে যে, এটা পরিপূর্ণ। তাই ফিরে গিয়ে আল্লাহকে বলবে, হে প্রতিপালক! আমি জান্নাতকে পরিপূর্ণ দেখলাম। আল্লাহ আবার বলবেন : যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে আবার এসে দেখবে, এ তো ভরপুর হয়ে আছে। তাই ফিরে গিয়ে আল্লাহকে বলবে, হে প্রতিপালক! এ তো ভরপুর হয়ে আছে। আল্লাহ পুনরায় বলবেন : যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাকে পৃথিবী ও পৃথিবীর দশগুণ পরিমাণে প্রদান করা হলো। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নিয়ে কি ঠাট্টা করছেন অথচ আপনি তো মহান রাজাধিরাজ। সাহাবী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত হেসে উঠলেন যে তাঁর মাড়ির প্রান্তের দাঁতগুলোও প্রকাশিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এরপর ঘোষণা করা হবে, এ ব্যক্তিই জান্নাতের সর্বনিম্নস্তরের অধিবাসী।

৩৫৮. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي لَا عَرَفُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ خَرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ إِنَّطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَ عَشْرَهُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ اتَّسَخَّرُ بِكَ وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

৩৫৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকটিকে অবশ্যই আমি জানি। সে নিতম্ব হেঁচড়ে হেঁচড়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। তারপর তাকে বলা হবে—যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করে দেখবে, লোকেরা পূর্বেই জান্নাতের সকল স্থান দখল করে রেখেছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার কি পূর্বকালের কথা স্মরণ আছে? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন, তুমি আমার কাছে কামনা কর। সে তখন কামনা করবে। তখন তাকে বলা হবে, যাও, তোমার আশা পূর্ণ করলাম। সে সাথে পৃথিবীর আরও দশগুণ বেশি প্রদান করলাম। লোকটি হতভম্ব হয়ে বলবে, ওগো প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রভু, আর আপনি আমার সাথে পরিহাস করছেন? সাহাবী বলেন, এ কথাটি বলে রাসূলুল্লাহ এত হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত (মুবারক) প্রকাশিত হয়ে গেল।

৩৫৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَخْرُجْ مِنْ يَدِ الْجَنَّةِ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا التَّتَفَّتْ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكَ لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ أَدْنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا سِتْظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَا يَارَبِّ وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَ لَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذَرُهُ لَأَنَّهُ يَرَى مَا لَصَبَّرَهُ عَلَيْهِ فَيُذْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتِظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ أَدْنِي مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَاسْتِظِلَّ بِظِلِّهَا لِأَسْأَلَكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تَعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَ لَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذَرُهُ لَأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُذْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتِظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ أَدْنِي مِنْ هَذِهِ لِأَسْتِظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تَعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَارَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ

تَعَالَى يَغْذَرُهُ لَأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ ادْخُلْنِيهِ فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِي مِنْكَ أَيْرُضِيْكَ أَنْ أُعْطِيْكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ اتَّسْتَهْزِيْ مِنْنِيْ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونِيْ مِمَّ أَضْحَكَ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا مِمَّ يَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِينَ قَالَ اتَّسْتَهْزِيْ مِنْنِيْ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُولُ إِنِّيْ لَا أَسْتَهْزِيْ مِنْكَ وَلَكِنِّيْ عَلَى مَا شَاءَ قَادِرٌ.

৩৫৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ <sup>পা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ও আ সাল্লাম</sup> বলেন : সবার শেষে এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে হাঁটবে আবার উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। জাহান্নামের আগুন তাকে ঝাপটা দেবে। অগ্নিসীমা অতিক্রম করার পর সেদিক ফিরে বলবে, সে সত্তা কত মহিমময়, যিনি আমাকে তোমা থেকে নাজাত দিয়েছেন। তিনি আমাকে এমন জিনিস দান করেছেন, যা পূর্বাপর কাউকেও প্রদান করেন নাই। এরপর তার সম্মুখে একটি বৃক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, (যা দেখে) সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি এর ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং এর নিচে প্রবাহিত পানি থেকে পিপাসা নিবারণ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে তা দান করি, তবে হয়ত তুমি আবার অন্য একটি প্রার্থনা করে বসবে। তখন সে বলবে, না, হে প্রভু! সে এর অতিরিক্ত আর কিছুই চাইবো না। এ বলে আল্লাহ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করবে এবং আল্লাহও তার ওয়র গ্রহণ করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে, যা দেখে সবার করা যায় না। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দেবেন। আর সে এর ছায়া গ্রহণ করবে ও পানি পান করবে। তারপর আবার একটি বৃক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে; যেটি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক সুন্দর। তা দেখেই সে প্রার্থনা করবে, হে পরওয়ারদিগার! আমাকে এটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি তা থেকে পানি পান করতে পারি এবং এর ছায়া গ্রহণ করতে পারি। তারপর আর কিছুই প্রার্থনা করব না। আল্লাহ উত্তর দিবেন : আদম সন্তান! তুমি না আমায় কসম করে বলেছিলে, আর কোনটি প্রার্থনা জানাবে না। তিনি আরো বলবেন : যদি আমি তোমাকে তার নিকটবর্তী করে দেই, তবে তুমি হয়ত আরও কিছুই জন্য প্রার্থনা করবে। সে আর কিছু চাইবে না বলে অঙ্গীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা তার এ ওয়র কবুল করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে যা দেখে সবার করা যায় না। যাহোক, তিনি তাকে তার নিকটবর্তী করে দেবেন। আর সে ছায়া গ্রহণ করবে ও পানি পান করবে। এরপর আবার জান্নাতের দরজার কাছে আরেকটি বৃক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, এটি পূর্বের বৃক্ষদ্বয় অপেক্ষাও নয়নাভিরাম। তাই সে বলে উঠবে, হে প্রতিপালক! আমাকে ওই বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি এর ছায়া গ্রহণ করতে ও পানি পান করতে পারি। আমি আর কিছু প্রার্থনা করব না। আল্লাহ বলবেন : হে আদম সন্তান! তুমি আমার কাছে আর কিছু চাইবে না বলে কসম কর নাই? সে উত্তরে বলবে, অবশ্যই করেছি। হে প্রভু! তবে এটিই। আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ তার ওয়র গ্রহণ করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে, যা দেখে সবার করা যায় না। তিনি তাকে তার নিকটবর্তী করে দিবেন। যখন তাকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে, আর জান্নাতীদের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে ধ্বনিত হবে, তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন : হে আদম সন্তান! তোমার কামনা কোথায় গিয়ে শেষ হবে? আমি যদি তোমাকে পৃথিবী

এবং তার সমপরিমাণ বস্তু দান করি তবে কি তুমি পরিতৃপ্ত হবে? সে বলবে, হে প্রতিপালক! আপনি পরিহাস করছেন! আপনি তো সারা জাহানের প্রভু। এ কথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারী ইব্ন মাসউদ (রা) হেসে ফেললেন। আর বললেন, আমি কেন হেসেছি তা তোমরা জিজ্ঞেস করলে না? তারা বলল, কেন হেসেছেন? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ হেসেছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন হাসছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এজন্য যে, ব্যক্তিটির এ উক্তি “আপনি আমার সাথে পরিহাস করছেন, আপনি তো সারা জাহানের প্রতিপালক—শুনে আল্লাহ রাসূল আলামীন হেসেছেন বলে আমিও হাসলাম। যা হোক, আল্লাহ তাকে বলবেন : তোমার সাথে পরিহাস করছি না। মনে রেখ, আমি আমার সকল ইচ্ছার ওপর ক্ষমতাবান।

৪. ৮. بَابُ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا

৮০. পরিচ্ছেদ : সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাতবাসী

৩৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قَبْلَ الْجَنَّةِ وَ مِثْلُ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلٍّ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ قَدِمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا وَسَاقِ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِي مِنْكَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ وَيَذْكُرُهُ اللَّهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأُمَانِي قَالَ اللَّهُ هُوَ لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَتَقُولَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ فَيَقُولُ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ.

৩৬০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নিম্নতম জান্নাতী ঐ ব্যক্তি, যার মুখমণ্ডল আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের দিক থেকে সরিয়ে জান্নাতের দিকে করে দিবেন। তার সামনে একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষ উদ্ভাসিত করা হবে। সে ব্যক্তি প্রার্থনা জানাবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ বৃক্ষ পর্যন্ত এগিয়ে দিন। আমি এ ছায়ায় অবস্থান করতে চাই। এভাবে তিনি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِي مِنْكَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ-এর উল্লেখ নাই। অবশ্য এতটুকু বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁকে বিভিন্ন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন : এটা চাও। এভাবে যখন তার সকল আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন : যাও, তোমাকে এসব সম্পদ প্রদান করলাম, সে সাথে আরও দশগুণ দান করলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন লোকটি জান্নাতে তার গৃহে প্রবেশ করবে। তার কাছে ডাগর আঁখিবিশিষ্ট দুজন হূর পত্নী প্রবেশ করবে। আর তারা বলবে, সকল প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি আমাদের জন্য আপনার জীবন দান করেছেন এবং আপনার জন্য আমাদের জীবন দান করেছেন। লোকটি বলবে, আমাকে যা দেয়া হয়েছে, এমন আর কাউকে দেওয়া হয় নাই।

৩৬১. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ أَبِي جَرٍّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَوَايَةً أَنَّ شَاءَ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمُنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَ حَدَّثَنِي بِشَرِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ وَ ابْنُ أَبِي جَرٍّ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمُنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا أَرَاهُ ابْنُ أَبِي جَرٍّ قَالَ سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ تَعَالَى مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ كَيْفَ وَ قَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَ أَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَلِكٍ مِنْ مَلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَ عَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ وَ لَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَ لَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي خَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَ لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبٍ بِشَرِّ قَالَ وَ مِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ الْآيَةِ .

৩৬১. সাঈদ ইবন আমর আল-আশআসী, ইবন আবু উমর এবং বিশর ইবন হাকাম (র).... মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জান্নাতে সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোক কে হবে ? আল্লাহ বললেন : সে এমন এক ব্যক্তি, যে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে প্রতিপালক! তা কিরূপে হবে ? জান্নাতীগণ তো নিজ নিজ আবাসের অধিকারী হয়ে গেছেন। তারা তাদের প্রাপ্য গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাকে বলা হবে, পৃথিবীর কোন সম্রাটের সাম্রাজ্যের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে ? সে বলবে, হে প্রভু! আমি এতে খুশি। আল্লাহ বলবেন : তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেওয়া হলো। সাথে দেওয়া হলো আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ। পঞ্চমবারে সে বলে উঠবে, আমি পরিতৃপ্ত, হে আমার রব! আল্লাহ বলবেন, আরো দশগুণ দেওয়া হলো। এ সবই তোমার জন্য। তাছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এমন জিনিস, যদ্বারা মন তৃপ্ত হয়, চোখ জুড়ায়। লোকটি বলবে, হে আমার প্রভু! আমি পরিতৃপ্ত। হযরত মূসা (আ) বললেন : তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ কে ? আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তারা, যাদের মর্যাদা আমি চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। এমন জিনিস তাদের জন্য রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি, কারো অন্তরে কখনও কল্পনায়ও উদয় হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, কুরআন করীমের এ আয়াতটি এর প্রমাণ বহন করে : (অর্থ) “কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।” (সূরা সাজদা : ১৭)

৩৬২. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَجَرَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَحْسَنِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا وَ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ .

৩৬২. আবু কুরায়ব (র) মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত মুসা (আ) আল্লাহ তা'আলাকে জান্নাতের সর্বনিম্ন ব্যক্তিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এরপর বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَخُولًا الْجَنَّةَ وَ أَحْرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَ أَرْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْكِرَ وَهُوَ مَشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

৩৬৩. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (রা) আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : জাহান্নাম হতে সবার শেষে উদ্ধারপ্রাপ্ত ও জান্নাতে সবার শেষে প্রবেশকারী লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। কিয়ামতের দিন তাকে উপস্থিত করে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, এ ব্যক্তির সগীরা গুনাহগুলো তার সামনে পেশ কর, আর কবীরা গুনাহগুলো আলাদা তুলে রাখ। ফেরেশতাগণ তার সম্মুখে সগীরা গুনাহগুলো উপস্থিত করবেন। ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে, তুমি অমুক দিন এ পাপকাজ করেছিলে? অমুক দিন এ কাজ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ। সে কোনটার অস্বীকার করতে পারবে না। আর সে কবীরা গুনাহগুলোর ব্যাপারে ভয় করতে থাকবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমার এক-একটি গুনাহর স্থলে একটি নেকী দেওয়া হলো। তখন লোকটি বলবে, হে প্রতিপালক! আমি আরও অনেক অন্যায় কাজ করেছি, যেগুলো এখানে দেখছি না। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো পর্যন্ত ভেসে উঠল।

৩৬৪. وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

৩৬৪. ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব আমাশ (র) সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৬৫. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَ اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحٍ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ

اللَّهُ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ فَقَالَ نَجِيٌّ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَ كَذَا أَنْظِرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتَدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ مَنْ تَنْظُرُونَ فَيَقُولُونَ نَنْظُرُ رَبَّنَا فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَ يَتَّبِعُونَهُ وَ يُعْطَى كُلُّ انْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ نُورًا ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبٌ وَ حَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسِبُونَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَاضُوءٍ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَ يَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً فَيُجْعَلُونَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَ يَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يُسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَ عَشْرَةٌ أَمْثَالَهَا مَعَهَا .

৩৬৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে الْوُرُود অর্থাৎ অতিক্রম করতে হবে^১ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ একত্র হবে। আমি মানুষের উপর থেকে তা দেখব। (এ উম্মতকে একত্র করা হবে একটি টিলায়) এরপর একে একে প্রতিটি জাতিকে তাদের নিজ নিজ দেব-দেবী ও উপাস্যসহ ডাকা হবে। তারপর আল্লাহ আমাদের (মু'মিনদের) কাছে এসে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় রয়েছ? মু'মিনগণ বলবে, আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি। তিনি বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে না দেখব (আমরা তা মানছি না)। এরপর আল্লাহ তখন সহাস্যে স্বীয় তাজাল্লীতে উদ্ভাসিত হবেন। অনন্তর তিনি তাদের নিয়ে চলবেন এবং মু'মিনগণ তাঁর অনুসরণ করবে। মুনাফিক কি মু'মিন প্রতিটি মানুষকেই নূর প্রদান করা হবে। তারপর তারা এর অনুসরণ করবে। জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে কাঁটায়ুক্ত লৌহ শলাকা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সেগুলো পাকড়াও করবে। মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। আর মু'মিনগণ নাজাত পাবেন। প্রথম দল হবে সত্তর হাজার লোকের, তাদের কোন হিসাবই নেয়া হবে না। তাঁদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর আরেক দল আসবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্ত। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকলে পার হয়ে যাবে। তারপর শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করা হবে। ফলে তারা অনুমতিপ্রাপ্তগণ শাফায়াত করবে। এমনকি যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করেছে, এবং যার অন্তরে সামান্য যব পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে, সেও জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। পরে এদেরকে জান্নাতের আগ্নেয়ায় জমায়েত করা হবে, আর জান্নাতীগণ তাদের গায়ে পানি সিঞ্চন করবেন, ফলে তারা এমন সতেজ হয়ে উঠবেন, যেমন কোন উদ্ভিদ স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে ওঠে। তাদের পোড়া দাগ মুছে যাবে। এরপর তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে থাকবে। এমনকি তাদের প্রত্যেককে পৃথিবীর মত এবং তৎসহ আরো দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে।

১. সূরায়ে মারইয়ামের এ আয়াত مُقْضِيًا حَتْمًا عَلَى رَبِّكَ وَإِنْ مِنْكُمْ الْآ وَارْدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مُقْضِيًا “এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত” (সূরা মারইয়াম : ৭১)।

২৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِأُذُنِهِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ فَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ .

৩৬৬. আবু বকর ইবন শায়বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে ইরশাদ করতে শুনেছেন : আল্লাহ তা'আলা কতিপয় লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

২৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ قَالَ نَعَمْ .

৩৬৭. আবু রাবী (র) হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার ইবন দীনারকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কতিপয় মানুষকে শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করবেন? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ।

২৬৮. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَلِيمٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلَّا دَارَاتٍ وَجُوهُهُمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .

৩৬৮. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : এমন কতিপয় মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, যাদের মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য সবকিছু দগ্ধীভূত হবে, অবশেষে তারা (আল্লাহর অনুগ্রহে) জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২৬৯. وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عَصَابَةِ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحْجَّ ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ قَالَ فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَالِسًا إِلَى سَارِيَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ وَاللَّهُ يَقُولُ إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَكُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ قَالَ فَقَالَ اتَّقُوا الْقُرْآنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ ﷺ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يَخْرُجُ قَالَ ثُمَّ نَعَتْ وَضَعُ الصِّرَاطِ وَ مَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ وَ أَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَلِكَ قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا قَالَ يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السِّمَاسِ قَالَ فَيَدْخُلُونَ نَهْرًا مِنْ

أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقِرَاطِيُّسُ فَرَجَعْنَا قُلْنَا وَيَحْكُمُ أَتَرُونَ الشَّيْخَ
يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَجَعْنَا فَلَا وَاللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ .

৩৬৯. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) ইয়াযীদ আল-ফাকীর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খারিজীদের একটি মত আমাকে আকৃষ্ট করছিল। আমরা একবার একটি দলের সাথে বের হই। উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ করা তারপর মানুষের সাথে যোগাযোগ করা। আমরা মদীনা দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) একটি খুঁটির পাশে বসে লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনা করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আর একটু এগিয়ে দেখি, তিনি জাহান্নামীদের আলোচনা তুলেছেন। আমি বললাম, হে রাসূলের সাহাবী! আপনারা এ কি বলছেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : (অর্থ) “কাকেও আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই হেয় করলেন” (সূরা আলে ইমরান : ১৯২)। আরো ইরশাদ করেন : (অর্থ) “যখনই তারা জাহান্নাম হতে বেরোবার চেষ্টা করবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।” (সূরা সাজদা : ২৫) জাবির (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কুরআন পাঠ কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে কুরআনে তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সে সম্মানিত আসন, যেখানে আল্লাহ তাঁকে (কিয়ামত দিবসে) সমাসীন করবেন, তার কথা শোন নাই? বললাম, হ্যাঁ। জাবির (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সে আসনটি হচ্ছে ‘মাকামে মাহমূদ’ যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাকে জাহান্নাম থেকে বের করার, বের করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর জাবির (রা) পুলসিরাত স্থাপন ও মানুষের তা অতিক্রম করার কথা বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আলোচনাটি পুরোপুরি সংরক্ষণ করতে পারিনি বলে আমার আশঙ্কা হয়। তবে তিনি অবশ্যই এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, কতিপয় মানুষ কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পর তা থেকে বের হবে। জাহান্নামে দক্ষীভূত হয়ে যখন রোদে পোড়া তিল গাছের মত কালো বর্ণ ধারণ করবে, তখন তাদেরকে বের করে আনা হবে। এরপর তারা জান্নাতের একটি নহরে নেমে গোসল করবে। পরে সকলে কাগজের মত সাদা ধবধবে হয়ে সে নহর থেকে উঠে আসবে। ইয়াযীদ (র) বলেন, এ হাদীস নিয়ে আমরা আমাদের এলাকায় ফিরে এলাম এবং সকলকে বললাম, অমঙ্গল হোক তোমাদের! তোমরা কি মনে কর যে, এ বৃদ্ধ (জাবির) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেন? পরিশেষে আমাদের সকলেই (ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাস) থেকে ফিরে আসে। আল্লাহর কসম! মাত্র এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমাদের এ সঠিক আকীদা পরিত্যাগ করে নাই, বা আবু নুয়ায়ম যা বলেছেন তার অনুরূপ।

৩৭. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ فَيُلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ إِذَا أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدَّنِي فِيهَا فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا .

৩৭০. হাম্মাদ ইব্ন খালিদ আল-আয্দী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : চার ব্যক্তিকে (বিচারের জন্য) জাহান্নাম থেকে বের করে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হবে। তন্মধ্যে একজন বারবার পশ্চাৎ দিকে ফিরে তাকাবে আর বলবে, হে আমার রব! যখন আমাকে এ জাহান্নাম থেকে বের করেছেন, তখন আমাকে আর সেখানে ফিরিয়ে নেবেন না। আল্লাহ তা'আলা এ লোকটিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত অস্বীকার করা।



৩৭১. আবু কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন আল-জাহদারী ও মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল-গুবারী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একত্র করবেন। তখন সকলে এ ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত হবে। এখানে বর্ণনাকারী ইব্ন উবায়দ ﷺ শব্দ ব্যবহার করেছেন। (অর্থ) তাদের অন্তরে উৎসারিত করা হবে। তারা বলবে, আমরা যদি কাউকে আল্লাহর কাছে সুপারিশের জন্য অনুরোধ করতাম, যেন তিনি আমাদের সংকটময় স্থান থেকে মুক্তি দেন। সেমতে তারা হযরত আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি আদম (আ), আপনি মানুষের আদি পিতা, আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনার দেহে আত্মা ফুঁকেছেন, আপনাকে সিজ্দা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা আপনাকে সিজ্দাও করেছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে এ সংকটময় স্থান থেকে মুক্তি দেন। তিনি তাঁর ক্রটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা নূহের কাছে যাও। তিনি প্রথম রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকেই সর্বপ্রথম রাসূলরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তখন সকল মানুষ হযরত নূহ (আ)-এর কাছে এসে অনুরোধ করবে। তিনিও তাঁর ক্রটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন। বলবেন : আমি এর যোগ্য নই। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। তখন সবাই হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি স্বীয় ক্রটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন, আমি এর যোগ্য নই, তোমরা মূসার কাছে যাও। আল্লাহ তাঁর সাথে কথোপকথন করেছেন এবং তাঁকে তাওরাত প্রদান করেছেন। তখন সবাই হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি তাঁর ক্রটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন আমি এর উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও, তিনি আল্লাহর রুহ ওহির 'কালেমা'।^১ তখন সবাই হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই, তবে তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন বান্দা যে, তাঁর পূর্বাপর সকল ক্রটির ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন সবাই আমার কাছে আসবে, আর আমি আল্লাহর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখামাত্র সিজ্দায় পড়ে যাব। যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন আমাকে এ অবস্থায় রেখে দিবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার অনুরোধ শোনা হবে, আপনি প্রার্থনা করুন, তা পূর্ণ করা হবে, আপনি শাফায়াত করুন, আপনার শাফায়াত কবুল করা হবে। তারপর আমি মাথা তুলব এবং আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা আমার রব আমাকে শিখিয়ে দিবেন। এরপর আমি সুপারিশ করব। আমার জন্য (শাফায়াতের) সীমা নির্ধারিত করে দেয়া হবে। সেমতে আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে এনে জান্নাতে প্রবেশ করাব। পুনরায় আমি শাফায়াতের জন্য আসব এবং সিজ্দায় পড়ে যাব। যতক্ষণ আল্লাহ এ অবস্থায় আমাকে রাখতে ইচ্ছা করবেন ততক্ষণ রেখে দেবেন। পরে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার অনুরোধ শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, তা পূর্ণ করা হবে; সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। তারপর আমি মাথা তুলব এবং আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা

১. রুহ অর্থ আত্মা, আদেশ। কালেমা অর্থ কথা। হযরত ঈসা (আ) যেহেতু সরাসরি আল্লাহর আদেশে সৃষ্ট: সেজন্য তাঁকে 'রুহুল্লাহ' ও 'কালেমাতুল্লাহ' বলা হয়।

আমার রব আমাকে শিখিয়ে দেবেন। আমার জন্য (শাফায়াতের) সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। সে মতে আমি এদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী বলেন, নিশ্চিতভাবে স্মরণ নাই, রাসূলুল্লাহ পালাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে তৃতীয় বারে এ কথা উল্লেখ করেছিলেন না চতুর্থবারে যে, আমি বলব : হে আমার প্রতিপালক! কুরআন যাদেরকে আটকে দিয়েছে (অর্থাৎ কুরআনের বিধানে যাদের চিরদিন জাহান্নামে থাকা নির্ধারিত) তারা ছাড়া জাহান্নামে আর কেউ অবশিষ্ট নাই। ইবন উবায়দ-এর বর্ণনায় (অর্থাৎ যার জন্য চিরদিন জাহান্নামে থাকা অবধারিত)।

২৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُونَ بِذَلِكَ أَوْ يُلْهِمُونَ ذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ آتِيَهُ الرَّابِعَةُ أَوْ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ .

৩৭২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ (হাশরের ময়দানে) একত্র হবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে (তাদের অন্তরে উৎসারিত করা হবে) শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপর বর্ণনাকারী পূর্বোল্লিখিত আবু আওয়ানার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, এরপর আমি চতুর্থবার এসে বলব : হে প্রভু! আর কেউ অবশিষ্ট নেই, কেবল তারাই আছে, যাদেরকে কুরআন আটকে রেখেছে।

২৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهِمُونَ لِذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَ ذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ .

৩৭৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে একত্র করবেন। তারপর পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়াযাতে চতুর্থবারের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ পালাতু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : (চতুর্থবারে) তারপর আমি বলব : হে প্রতিপালক! আর কেউ অবশিষ্ট নেই, তবে তারাই আছে, যাদেরকে পবিত্র কুরআন আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে চিরকালের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে।

২৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَ هِشَامُ صَاحِبُ الدُّسْتَوَائِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ

الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُرَّةَ زَادَ ابْنُ مِنْهَالٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ يَزِيدُ فَلَقِيتُ شُعْبَةَ فَحَدَّثْتُهِ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَّةً قَالَ يَزِيدُ صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بَسْطَامٍ .

৩৭৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মিনহাল আয-যারীর, আবু গাস্‌সান আল-মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্‌তাহ ইরশাদ করেন : ঐ ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনা হবে, যে বলেছে “আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই” এবং তার অন্তরে একটি যবের ওজন পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে। এরপর তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে, যে বলেছে, “আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই” এবং তার অন্তরে একটি গমের ওজন পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে। এরপর তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে, যে বলেছে “আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই” আর তার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে। ইব্ন মিনহাল তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, ইয়াযীদ (র) বলেছেন, এরপর আমি শু'বার সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে এ হাদীস শোনালাম। তিনি বললেন, আমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন কাতাদা (র), আনাস ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্‌তাহ-এর সূত্রে। তবে শু'বা (অণু) শব্দের স্থলে 'ذُرَّة' (ভুট্টা) বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ (র) বলেন, আবু বিসতাম এতে 'তাসহীফ' (এক শব্দ স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার) করেছেন।

৩৭৫. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنْزِيُّ ح وَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنْزِيُّ قَالَ انْطَلَقْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ تَشَفَّعْنَا بِثَابِتٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَّا لَنَا ثَابِتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَ اجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عليه السلام قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَشْفَعْ لِذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيُوتَى مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ فَيُوتَى عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ عليه السلام فَأُوتَى فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَانْطَلِقْ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ بِمُحَمَّدٍ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ يُلْهِمُنِيهِ اللَّهُ ثُمَّ آخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ وَ سَلْ تُعْطَهُ وَ أَشْفَعُ تَشْفَعُ فَأَقُولُ رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بَرَةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرَجَهُ مِنْهَا فَانْطَلِقْ فَافْعَلْ ثُمَّ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمُحَمَّدِ ثُمَّ آخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ وَ سَلْ تُعْطَهُ وَ أَشْفَعُ تَشْفَعُ فَأَقُولُ أُمِّتِي أُمِّتِي فَيُقَالُ لِي انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرَجَهُ مِنْهَا فَانْطَلِقْ فَافْعَلْ ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمُحَمَّدِ ثُمَّ آخِرُهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ

رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي أَنْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرَجَهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ الَّذِي أَنْبَأَنَاهُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَانِ قُلْنَا لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةَ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةَ فَلَمْ نَسْمَعْ مِثْلَ حَدِيثِ حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ قَالَ هِيَ فَحَدَّثَنَا الْحَدِيثَ فَقَالَ هِيَ قُلْنَا مَا زَادَنَا قَالَ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مِنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَا دَرَيْتُ أَنْسَى الشَّيْخُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَكُمْ فَتَتَكَلَّمُوا قُلْنَا لَهُ حَدَّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خَلِقِ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْوهُ ثُمَّ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخْرَلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ إِذْنٌ لِي فَيَمْنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَايَ وَعَظَمَتِي جَبْرِيَاءَ وَلَا خُرْجَنَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَاشْهَدْ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ.

৩৭৫. আবু রাব' আল-আতাকী (র) ও সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) মা'বাদ ইব্ন হিলাল আল-আনাযী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে যাত্রা করি এবং সুপারিশকারী হিসাবে সাবিতকে সাথে নিয়ে যাই। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন আনাসের কাছে গিয়ে পৌছি, তখন তিনি সালাতুদ্বোহা আদায় করছিলেন। সাবিত (রা) অনুমতি প্রার্থনা করলেন, অনুমতি হলো, আমরা আনাস (রা)-এর মজলিসে প্রবেশ করলাম। আনাস (রা) সাবিতকে চৌকিতে তাঁর পাশে বসালেন। তারপর সাবিত (রা) আনাস (রা)-কে বললেন, হে আবু হামযা! আপনার এ বাসরী ভাইয়েরা আপনার কাছ থেকে শাফায়াত বিষয়ক হাদীস জানতে চাচ্ছে। তখন আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষ তরঙ্গের মত একে অন্যের দিকে ছোট্টাছুটি করতে থাকবে। অবশেষে সবাই হযরত আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনার বংশধরদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন : আমি এর উপযুক্ত নই, বরং তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও। কেননা তিনি আল্লাহর বন্ধু। সবাই হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে আসলে, তিনি বলবেন : আমি এর যোগ্য নই, তবে তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। কেননা তিনি আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী। তখন সকলে তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি এর উপযুক্ত নই, তবে তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত রূহ ও তাঁর কালেমা। এরপর তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি এর যোগ্য নই, তবে তোমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব : 'আমিই এর জন্যই, আমি যাচ্ছি। অনন্তর আমি আমার পরওয়ারদিগারের অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁর সমুখে দাঁড়াব এবং এমন প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করতে থাকব, যা তখনই

আল্লাহ্ আমার প্রতি ইলহাম করবেন; এখন আমি তা বর্ণনা করতে পারছি না। এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে : হে মুহাম্মদ! বলুন, আপনার কথা শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, কবুল করা হবে; শাফায়াত করুন, আপনার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব : হে পরওয়ারদিগার, ‘উম্মাতী’, ‘উম্মাতী’, (‘আমার উম্মত, আমার উম্মত’)। এরপর আমাকে বলা হবে : চলুন, যার অন্তরে গম বা যবের পরিমাণও ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনুন। আমি যাব এবং তদনুসারে উদ্ধার করব। পুনরায় আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব এবং পূর্বরূপ প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করব, এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে : হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, প্রার্থনা করুন, কবুল করা হবে; সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে। তখন আমি বলব : হে পরওয়ারদিগার! ‘উম্মাতী’, ‘উম্মাতী’ (‘আমার উম্মত, আমার উম্মত’)। আল্লাহ্ বলবেন : যান, যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করুন। এরপর আমি যাব এবং তাদের উদ্ধার করে আনব। পুনরায় আমি পরওয়ারদিগারের দরবারে ফিরে যাব এবং পূর্বানুরূপ প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার কথা শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, কবুল করা হবে; শাফায়াত করুন, শাফায়াত গৃহীত হবে। আমি বলব : হে পরওয়ারদিগার! ‘উম্মাতী’, ‘উম্মাতী’, (“আমার উম্মত, আমার উম্মত”)। আল্লাহ্ বলবেন, যান, যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানার চেয়ে আরো আরো কম পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করুন। এরপর আমি যাব এবং তাদের উদ্ধার করে আনব। বর্ণনাকারী বলেন, আনাস (রা) এ পর্যন্ত আমাদেরকে বলেছেন। এরপর আমরা সেখান থেকে বের হয়ে পথ চলতে শুরু করলাম। এভাবে যখন ‘জাব্বান’ এলাকায় পৌঁছলাম, তখন নিজেরা বললাম, আমরা যদি হাসান বসরীর সাথে সাক্ষাত করতাম এবং তাঁকে সালাম পেশ করতাম, কতই না ভাল হতো! সে সময় তিনি আবু খলীফার ঘরে আত্মগোপন করেছিলেন। আমরা তাঁর বাড়িতে গেলাম এবং তাঁকে সালাম পেশ করলাম। আমরা তাঁকে বললাম, আবু সাঈদ! আমরা আপনার ভাই আবু হামযার নিকট থেকে এসেছি। আজ তিনি আমাদেরকে শাফায়াত সম্পর্কে এমন একটি হাদীস শুনিয়েছেন, যা আর কখনও শুনি নাই। তিনি বললেন, আচ্ছা শুনাও তো? তখন আমরা তাঁকে হাদীসটি শুনালাম। তারপর তিনি বললেন, আরও বল। আমরা বললাম, এর চেয়ে বেশি কিছু তো আনাস (রা) বর্ণনা করেন নাই। তখন তিনি বললেন, আনাস (রা) আমাদের কাছে আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি সুস্থ-সবল ছিলেন, তখন এ হাদীসটি শুনিয়েছেন। কিন্তু আজ তোমাদের কাছে কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। জানি না, তিনি তা ভুলে গেছেন, না তোমরা এর উপর ভরসা করে আমলের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করবে, এ আশংকায় তিনি তা বর্ণনা করাটা পছন্দ করেন নি। আমরা বললাম, আমাদের তা বর্ণনা করুন। তিনি ঈষৎ হেসে উত্তর করলেন, মানুষ তো খুব ভুরাপ্রিয়। তোমাদের তা বর্ণনা করব বলেই তো এর উল্লেখ করলাম। তারপর তিনি হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ এরূপ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ^{পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : এরপর আমি পুনরায় আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসব এবং চতুর্থবারও উক্তরূপ প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা তুলুন, আপনার কথা শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, তা কবুল করা হবে; সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে। আমি বলব : হে প্রতিপালক! আমাকে সেসব মানুষের জন্য অনুমতি দিন, যারা “আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই” একথা স্বীকার করেছে। আল্লাহ্ বলবেন : না, এটা আপনার দায়িত্বে নয়; বরং আমার ইয়যত, প্রতিপত্তি, মহত্ত্ব ও পরাক্রমশীলতার কসম! আমি নিজেই তাদের মুক্তি দেব, যারা একথার স্বীকৃতি দিয়েছে যে, “আল্লাহ্ ব্যতীত কোন

ইলাহ নাই”। হাদীসটি শেষ করে বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ কথা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হাসান আমাদেরকে হাদীসটি আনাস (রা) থেকে শুনেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আমার বিশ্বাস তিনি বলেছেন যে, বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি পূর্ণ সুস্থ-সবল ছিলেন।

২৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ اتَّفَقَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَتَهَسَّ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمِ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَنْفِذُهُمُ الْبَصَرَ وَ تَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ الْآتَرُونَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ الْآ تَرُونَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ الْآ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ ائْتُوا أَدَمَ فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَآمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْآ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ الْآ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغْنَا فَيَقُولُ أَدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْآ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ الْآ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْآ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ الْآ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغْنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَائَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْآ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ الْآ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةً مِنْهُ الْقَاهَا إِلَى مَرِيَمَ وَرُوحُ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْآ تَرَى مَا نَحْنُ

فِيهِ الْآتَرَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْآتَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ الْآتَرَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا فَأَنْطَلِقُ فَاتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَرَفَعُ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ أَشْفَعُ تُشْفَعُ فَاَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاءِ عَيْنٍ مِنْ مِصَارِيحِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى

৩৭৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে কিছু গোশত (হাদিয়া) এল। তাঁর সামনে সামনের রান পেশ করা হলো। (ছাগলের) গোশত তাঁর খুব পছন্দ ছিল। তিনি তা থেকে এক কামড় গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, কিয়ামত দিবসে আমিই হব সকল মানুষের সর্দার। তা কিভাবে তোমরা জান? কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ তা'আলা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে একই মাঠে এমনভাবে জমায়েত করবেন যে, একজনের আহ্বান সকলে শুনতে পাবে, একজনের দৃষ্টি সকলকে দেখতে পাবে। সূর্য নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় ও চরম দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে নিপতিত হবে। নিজেরা পরস্পর বলাবলি করবে কী দুর্দশায় তোমরা আছ, দেখছ না? কী অবস্থায় তোমরা পৌঁছেছ উপলব্ধি করছ না? এমন কাউকে দেখ না কেন, যিনি তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন? তারপর একজন আরেকজনকে বলবে, চল, আদম (আ)-এর কাছে যাই। অনন্তর তারা আদম (আ)-এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে আদম! আপনি মানবকুলের পিতা, আল্লাহ স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার দেহে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। আপনাকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন; তাঁরা আপনাকে সিজদা করেছে। আপনি দেখছেন না আমরা কি কষ্টে আছি? আপনি দেখছেন না আমরা কষ্টের কোন্ সীমায় পৌঁছেছি? আদম (আ) উত্তরে বলবেন : আজ প্রতিপালক এত বেশি ক্রোধান্বিত আছেন যা পূর্বে কখনো হন নাই, আর পরেও কখনও হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, আর আমি সেই নিষেধ লঙ্ঘন করে ফেলেছি, 'নাফসী, নাফসী' (আজ নিজের চিন্তায় আমি পেরেশান)। তোমরা অন্য কারো কাছে গিয়ে চেষ্টা কর, তোমরা নূহের কাছে যাও। তখন তারা নূহ (আ)-এর কাছে আসবে, বলবে, হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রথম রাসূল। আল্লাহ আপনাকে “চির কৃতজ্ঞ বান্দা” বলে উপাধি দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি? আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? নূহ (আ) বলবেন : আজ আমার পরওয়ারদিগার এত ক্রোধান্বিত আছেন যে এমন পূর্বেও কখনো হন নাই আর কখনও হবেন না। আমাকে তিনি একটি দু'আ কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর তা আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে

প্রয়োগ করে ফেলেছি। ‘নাফসী, নাফসী’, (আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান)। তোমরা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। বলবে, হে ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহর নবী, পৃথিবীবাসীর মধ্যে আপনি আল্লাহর খলীল ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? ইব্রাহীম (আ) তাদেরকে বলবেন : আল্লাহ আজ এতই ক্রোধান্বিত আছেন যে, পূর্বে এমন কখনও হন নাই আর পরেও কখনও হবেন না। তিনি তাঁর কিছু বহ্যিক অসত্য কথনের বিষয় উল্লেখ করবেন। বলবেন, ‘নাফসী’, ‘নাফসী’, (আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান)। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। মূসার কাছে যাও। তারা মূসা (আ)-এর কাছে আসবে, বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনাকে তিনি তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে মানুষের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? মূসা (আ) তাদেরকে বলবেন : আজ আল্লাহ এতই ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, পূর্বে এমন কখনো হন নাই আর পরেও কখনো হবেন না। আমি তাঁর হুকুমের পূর্বেই এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। ‘নাফসী, নাফসী’ (আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান)। তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রসূল, দোলনায় অবস্থানকালেই আপনি মানুষের সাথে বাক্যালাপ করেছেন, আপনি আল্লাহর দেওয়া বাণী, যা তিনি মারইয়ামের গর্ভে ঢেলে দিয়েছিলেন, আপনি তাঁর দেওয়া আত্মা। সুতরাং আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ অবস্থায় পৌঁছেছে? ঈসা (আ) বলবেন : আজ আল্লাহ তা‘আলা এতই ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, এরূপ না পূর্বে কখনও হয়েছেন, আর না পরে কখনো হবেন। উল্লেখ্য, তিনি কোন অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বলবেন, ‘নাফসী, নাফসী’ (আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান)। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তখন তারা আমার কাছে আসবে এবং বলবে, হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসূল, শেষ নবী, আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল ক্রটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? তখন আমি সুপারিশের জন্য যাব এবং আরশের নিচে এসে প্রতিপালকের উদ্দেশে সিজদাবনত হব। আল্লাহ আমার অন্তরকে সুপ্রশস্ত করে দিবেন এবং সর্বোত্তম প্রশংসা ও হামদ জ্ঞাপনের ইলহাম করবেন, যা ইতিপূর্বে কাউকেই দেয়া হয় নাই। এরপর আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন করুন, প্রার্থনা করুন, আপনার প্রার্থনা কবুল করা হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। অনন্তর আমি মাথা তুলব। বলব : হে প্রতিপালক! ‘উম্মাতী, উম্মাতী’, (আমার উম্মত, আমার উম্মত, এদেরকে মুক্তি দান করুন)। আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের যাদের উপর কোন হিসাব নাই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। অবশ্য অন্য তোরণ দিয়েও অন্যান্য লোকের সঙ্গে তারা প্রবেশ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শপথ সে সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজারের দূরত্বের মত; অথবা বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ও বুসরার দূরত্বের মত।^১

২৭৭. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَفْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي

১. হাজার—বাহরায়নের একটি শহর। বুসরা—দামেশকের নিকটবর্তী একটি শহর।

هُرَيْرَةَ قَالَ وَضَعْتُ بَيْنَ يَدَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ وَلَحْمٍ فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى وَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ إِلَّا تَقُولُونَ كَيْفَهُ قَالُوا كَيْفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَزَادَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْكُوكَبِ هَذَا رَبِّي وَقَوْلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَقَوْلَهُ إِنِّي سَقِيمٌ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مِصَارِيحِ الْجَنَّةِ إِلَى عِضَادَتِي الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ أَوْ هَجَرَ وَمَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَ .

৩৭৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সম্মুখে সারীদ ও গোশতের একটি পেয়ালা পেশ করা হলে তিনি তা থেকে সামনের রান নিয়ে একটি কামড় দিলেন। আর বকরীর গোশতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে সামনের রান অধিকতর পছন্দ ছিল। তিনি ইরশাদ করলেন : কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের সর্দার। এরপর আরেকটি কামড় দিলেন। তারপর বললেন, কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের সর্দার। তিনি যখন দেখলেন সাহাবীগণ কোন প্রশ্ন করছেন না, তখন নিজেই বললেন, তোমরা কেন জিজ্ঞেস করছ না যে, তা কেমন করে হবে? সাহাবীগণ বললেন, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তা কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন : হাশরের ময়দানে সকল মানুষ আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে। অবশিষ্টাংশ আবু হায়্যান.... আবু যুর'আ সূত্রে বর্ণিত হাদীসেরই অনুরূপ। তবে এ হাদীসে হযরত ইব্রাহীম (আ) প্রসঙ্গে অতিরিক্ত আছে, তিনি নক্ষত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, এটি আমার প্রতিপালক, দেব-দেবীর সম্পর্কে বলেছিলেন, “বরঞ্চ এদের বড়টাই তো তাদের হত্যা করেছে এবং আমি অসুস্থ”। শপথ সে সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতের দু'চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজারের দূরত্বের মত বা হাজার ও মক্কার দূরত্বের মত, কোনটি বলেছেন আমি জানি না।

৩৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ بْنُ خَلِيفَةَ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو مَالِكٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تَزُلْفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ أَدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ أَذْهَبُوا إِلَى ابْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ قَالَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ أَعْمِدُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكَلِّمًا فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ أَذْهَبُوا إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَّتِي الصِّرَاطُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ أَوْلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبِى أَنْتَ

১. এক প্রকার খাদ্য, যা গোশত ও রুটি সহযোগে প্রস্তুত করা হয়।

وَأَمِّيْ أَيْ شَيْءٍ كَمَرِ الْبَرْقِ قَالَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِيْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرِ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِ الطَّيْرَ وَشَدَّ الرِّجَالَ تَجَرَّى بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ وَفِيْ حَافَتِي الصِّرَاطِ كَلَالِيْبٌ مُّعَلَّقَةٌ مَّامُورَةٌ يَأْخُذُ مَنْ أَمَرْتُ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَّاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنْ قَعَرَ جَهَنَّمَ سَبْعُونَ خَرِيْفًا .

৩৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন তারীফ ইব্ন খলীফা আল-বাজালী ও আবু মালিক (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একত্র করবেন। মু'মিনগণ দাঁড়িয়ে থাকবে। জান্নাত তাদের নিকটবর্তী করা হবে। অবশেষে সবাই আদমের কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য জান্নাত খুলে দেওয়ার প্রার্থনা করুন। আদম (আ) বলবেন, তোমাদের পিতা আদমের পদস্থলনের কারণেই তো তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার পুত্র ইব্রাহীমের কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বন্ধু। [এরপর সবাই ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে এলে] তিনি বলবেন : না, আমিও এর যোগ্য নই, আমি আল্লাহর বন্ধু ছিলাম বটে, তবে তা ছিল অন্তরাল থেকে।' তোমরা মূসার কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি বাক্যালাপ করতেন। সবাই মূসার কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমিও এর যোগ্য নই; বরং তোমরা ঈসার কাছে যাও। তিনি আল্লাহর (দেওয়া) কালেমা ও রুহ। সবাই তাঁর কাছে আসলে তিনি বলবেন : আমিও তার উপযুক্ত নই। তখন সকলে মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে আসবে। তিনি দু'আর নিমিত্ত দাঁড়াবেন এবং তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা পুলসিরাতের ডানে-বামে এসে দাঁড়াবে। আর তোমাদের প্রথম দলটি এ সিরাত বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে। সাহাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। আমাকে বলে দিন 'বিদ্যুৎগতির ন্যায়' কথাটির অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আকাশের বিদ্যুৎ চমক কি কখনো দেখনি কিভাবে চক্ষের পলকে এখান থেকে সেখানে চলে যায়, আবার ফিরে আসে? তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর পরবর্তী দলগুলি যথাক্রমে বায়ুর বেগে, পাখির গতিতে এবং মানুষের দৌড়ের গতিতে পার হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই তার আমল হিসাবে তা অতিক্রম করবে। আর তোমাদের নবী সে অবস্থায় পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে এ দু'আ করতে থাকবে : আল্লাহ এদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন, এদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন, এদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন। এরূপে মানুষের আমল মানুষকে চলতে অক্ষম করে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা এ সিরাত অতিক্রম করতে থাকবে। শেষে এক ব্যক্তিকে দেখা যাবে, সে নিতম্বের উপর ভর করে পথ অতিক্রম করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন : সিরাতের উভয় পার্শ্বে ঝুলান থাকবে কাঁটায়ুক্ত লৌহ শলাকা। এরা আল্লাহর নির্দেশক্রমে চিহ্নিত পাপীদেরকে পাকড়াও করবে। তন্মধ্যে কাউকে তো ক্ষত-বিক্ষত করেই ছেড়ে দিবে; সে নাজাত পাবে। আর কতক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হবে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, শপথ সে সত্তার, যার হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! জেনে রাখ, জাহান্নামের গভীরতা সত্তর খারীফ (অর্থাৎ সত্তর হাজার বছরের পথ তুল্য)।

১. অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর সাথে আমার কথা হয়নি, যেমন মূসার হয়েছিল।

৩৭৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا .

৩৭৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আমি প্রথম ব্যক্তি যে জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহর কাছে শাফায়াত করব। নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি।

৩৮০. وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ .

৩৮০. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন আ'লা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামত দিবসে আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক এবং আমিই সবার আগে জান্নাতের কড়া নাড়ব।

৩৮১. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدِّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صَدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ .

৩৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : জান্নাত সম্পর্কে আমিই হবো সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং এত অধিক সংখ্যক মানুষ আমার প্রতি ঈমান আনবে, যা অন্য কোন নবীর বেলায় হবে না। নবীদের কেউ কেউ তো এমতাবস্থায়ও আসবেন, যার প্রতি মাত্র এক ব্যক্তিই ঈমান এনেছে।

৩৮২. وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتَحَ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ .

৩৮২. আমর আন্-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের দরজায় এসে খুলতে বলব। তখন খাজাঞ্চি বলবেন, আপনি কে? আমি উত্তর করব, মুহাম্মদ। খাজাঞ্চি বলবেন, “আপনার জন্যই খুলতে আমি নির্দেশিত হয়েছি। আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য দরজা খুলব না।”

৩৮৩. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأَرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৩. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক নবীর জন্যই বিশেষ একটি দু'আ নির্ধারিত আছে, যা তিনি করে থাকেন। আমি আমার বিশেষ দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত রাখার সংকল্প নিয়েছি।

৩৮৪. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ وَأَرَدْتُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৪. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবদ ইব্ন হুন্সায়দ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দু'আ আছে। আমার বিশেষ দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত রাখব বলে ইচ্ছা করেছি, ইনশাআল্লাহ।

৩৮৫. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩৮৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবদ ইব্ন হুন্সায়দ (র) আমার ইব্ন আবু সুফিয়ান ইব্ন আসীদ ইব্ন জারিয়া আস-সাকাফী (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৮৬. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرُوًا بْنُ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَإِنَّا أُرِيدُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ كَعْبٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৩৮৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন কা'ব আল-আহ্‌বারকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দু'আ আছে। আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি। কা'ব (রা) আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ।

৩৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَ اللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَيْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا .

৩৮৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দু'আ আছে। তন্মধ্যে সকলেই তাদের দু'আ পৃথিবীতেই

৩৯১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র) ... আনাস (রা) থেকে কাতাদা-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৯২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَخَبَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৯২. মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু খালাফ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীকে একটি করে কবুল দু'আর অনুমতি দেয়া হয়েছে। সবাই তাদের দু'আ করে ফেলেছেন, তবে আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি।

৪১. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

৮১. পরিচ্ছেদ : উম্মাতের জন্য নবী ﷺ-এর দু'আ ও তাদের প্রতি মমতায় তাঁর ক্রন্দন

৩৯৩. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدْفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي الْآيَةُ وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلِّهِ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْكَ .

৩৯৩. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা আস্-সাদাফী (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল-আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইব্রাহীম (আ)-এর দু'আ বর্ণনা করেন : “হে আমার প্রতিপালক! এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা ইব্রাহীম : ৩৬) আর ঈসা (আ) এর দু'আ বর্ণনা করেছেন, “তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তো তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়” (সূরা মায়িদা : ১১৮)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা পাঠ করলেন, তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! আর কেঁদে ফেললেন। তখন মহান আল্লাহ বললেন : হে জিব্রীল! মুহাম্মদের কাছে যাও, তোমার রব তো সবই জানেন--তাঁকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কাঁদছেন কেন? জিব্রীল (আ) এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছিলেন, তা তাঁকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন : হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মদের কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।

৪২. بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ

৮২. পরিচ্ছেদ : কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জাহান্নামী; সে কোন শাফায়াত পাবে না এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও তার উপকারে আসবে না

৩৯৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا قَفَى دَعَاهُ فَقَالَ إِنْ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ.

৩৯৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায় আছেন (জান্নাতে না জাহান্নামে)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : জাহান্নামে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি ডাকলেন এবং বললেন : আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান্নামে।^১

৩৯৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأُنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبٍ بَنِي لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةٍ بَنِي كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَابِلُهَا بِلَالُهَا .

৩৯৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও যুহায়র ইবন হার্ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আয়াত অবতীর্ণ হয় : (অর্থ) “তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও” (সূরা শু‘আরা : ২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরায়শদের ডাকলেন। তারা একত্র হলো। তারপর তিনি তাঁদের সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলকে সম্বোধন করে বললেন : হে কা‘ব ইবন লুওয়াইর বংশধর! জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। হে মুররা ইবন কা‘বের বংশধর! জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। হে আব্দ মানাফের বংশধর! জাহান্নাম থেকে নিজেদের বাঁচাও। হে হাশিমের বংশধর! জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! জাহান্নাম থেকে নিজেদের বাঁচাও। হে ফাতিমা! জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও। কারণ আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নাই। অবশ্য তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে। তার রসে আমি তোমাদের সিদ্ধিও করব।^২

১. অন্যান্য হাদীসের মর্মানুসারে ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ অন্যান্য ইমামের মত এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতামাতা জান্নাতী কি জাহান্নামী, এ সম্পর্কে আমাদের নীরব থাকাই শ্রেয়।

২. অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আদায় করব এবং আত্মীয় হিসেবে পার্থিব বিষয়ে তোমাদের যা উপকার করতে পারি তা করব।

৩৯৬. وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ حَدِيثُ جَرِيرٍ أَتَمُّ وَأَشْبَهُ.

৩৯৬. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর আল-কাওয়ারীরী (র) আবদুল মালিক ইবন উমায়র (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; তবে জারীর বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক।

৩৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ.

৩৯৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হয় : (অর্থ) তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও (সূরা শু'আরা : ২১৪); যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং বললেন : হে ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মদ! হে সাফিয়া বিন্ত আবদুল মুত্তালিব! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার আমার কোন ক্ষমতা নাই। তোমরা আমার কাছে আমার সম্পদের যা খুশি চাইতে পার।

৩৯৮. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

৩৯৮. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন অবতীর্ণ হলো (অর্থ) : “তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।” (সূরা শু'আরা : ২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে কুরায়শগণ! আল্লাহর (আযাব) থেকে তোমরা নিজেদের কিনে নাও (বাঁচাও)। আল্লাহর (আযাব) থেকে তোমাদের রক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার নাই। ওহে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমাদের আমি রক্ষা করতে পারব না। হে আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব! তোমাকেও আমি রক্ষা করতে পারব না। হে সাফিয়া! তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারব না। হে ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ! তোমার যা ইচ্ছা চাইতে পার। আল্লাহর (আযাব) থেকে তোমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নাই।

৩৯৯. وَ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

৩৯৯. আমর আন-নাকিদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪০০. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَا لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ انْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ فَعَلَا أَعْلَاهَا حَجْرًا ثُمَّ نَادَى يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنِّي نَذِيرٌ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَاءَ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتَفُ يَا صَبَاحَاهُ .

৪০০. আবু কামিল আল-জাহদারী (র) কাবীসা ইবন মুখারিক ও যুহায়র ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত । তারা বলেন, যখন নাযিল হয় (অর্থ) : “তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও” (সূরা শু‘আরা : ২১৪) । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্বতের স্তরে স্তরে সাজান বৃহদাকার পাথরের দিকে গেলেন এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে আরোহণ করলেন । এরপর তিনি আহ্বান জানালেন, ওহে আবদ মানাফের বংশধর! আমি (তোমাদের) সতর্ককারী । আমার ও তোমাদের উপমা হলো এমন এক ব্যক্তির মত, যে শত্রুকে দেখতে পেয়ে তার লোকদের রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হলো । পরে সে আশঙ্কা করল যে, শত্রু তার আগেই এসে যাবে । তখন সে ‘ইয়া সাবাহাহ্’ (হায় মন্দ প্রভাত!) বলে চিৎকার শুরু করল ।

৪০১. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

৪০১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আলা (র) যুহায়র ইবন আমর ও কাবীসা ইবন মুখারিক (রা) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ।

৪০২. وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَا يَا صَبَاحَاهُ فَقَالُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتَفُ قَالُوا مُحَمَّدٌ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بَنِي فَلَانَ يَا بَنِي فَلَانَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَقَدَّتْ كَذَا قَرَأَ الْأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ .

৪০২. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আ‘লা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয় (অর্থ) : “তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও, (সূরা শু‘আরা : ২১৪) । এবং তাদের মধ্য থেকে তোমার নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়কেও ।” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এলেন এবং সাফা পর্বতে উঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন : হায় মন্দ প্রভাত! সকলে বলাবলি করতে লাগল, কে এই ব্যক্তি যে ডাক দিচ্ছে ? লোকেরা বলল, মুহাম্মদ । তারপর সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হলো । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে অমুকের

বংশধর! হে অমুকের বংশধর! হে অমুকের বংশধর! হে আব্দ মানাফের বংশধর! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! এতে সবাই তাঁর কাছে সমবেত হলো। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন : দেখ, যদি আমি তোমাদের এই সংবাদ দেই যে, এই পর্বতের পাদদেশে শত্রু সৈন্য এসে পড়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা উত্তর করল, তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে তো আমরা দেখিনি। তখন রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমি তোমাদের সতর্ক করছি সামনের কঠোর আঘাত সম্পর্কে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু লাহাব তখন এই বলে উঠে গেল “ধ্বংস হও, তুমি এ জন্যই কি আমাদের একত্র করেছিলে?” তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয় : ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও সূরার শেষ পর্যন্ত। (সূরা লাহাব : ১-৫)। অবশ্য রাবী আমাশ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্থলে **وَقَدْ تَبَّ** পাঠ করেন।

৪.৩. **وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الصَّفَا فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ نَزُولَ الْآيَةِ وَأَنْذَرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ .**

৪০৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আমাশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং বলেন : হায়, ‘মন্দ প্রভাত’! (বাকী অংশ) আবু উসামা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য তিনি **وَأَنْذَرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** আয়াতটি অবতরণের কথা উল্লেখ করেন নাই।

৪.৪. **بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفُ عَنْهُ بِسَبَبِهِ**

৮৩. পরিচ্ছেদ : আবু তালিবের জন্য নবী করীম পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফায়াত এবং তাতে তার আঘাত কম হওয়া

৪.৪. **وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْ لَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .**

৪০৪. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর আল-কাওয়ারিরী, মুহাম্মদ ইবন আবু বকর আল-মুকাদ্দামী ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক আল-উমাবী (র) আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আবু তালিবের কোন উপকার করতে পারেন? তিনি তো আপনার হিফায়ত করতেন, আপনার পক্ষ হয়ে (অন্যের প্রতি) ক্রোধান্বিত হতেন। রাসূলুল্লাহ পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, তিনি জাহান্নামের একটি ছোট গর্তে আছেন, যাতে পায়ের টাখনু পর্যন্ত ডোবে, আর যদি আমি না হতাম, তবে জাহান্নামের অতলতলেই তাকে অবস্থান করতে হতো।

৪.৫. **حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ غَلَّ نَفْعُهُ**

ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ وَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ .

৪০৫. ইবন আবু উমর (র) আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু তালিব তো আপনার হিফায়ত করতেন, আপনাকে সাহায্য করতেন এবং আপনার পক্ষ হয়ে (অন্যের প্রতি) রাগ করতেন। তার এই কর্ম তার কি কোন উপকারে এসেছে? রাসূলুল্লাহ ^{পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} উত্তরে বললেন : হ্যাঁ। আমি তাকে জাহান্নামের গভীরে পেয়েছিলাম এবং সেখান থেকে (তার পায়ের) গ্রন্থি পর্যন্ত ডোবে এমন এক গর্তে বের করে নিয়ে এসেছি।

মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে এবং আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) সুফিয়ান (র) থেকে ঐ সনদে পূর্ব বর্ণিত আবু আওয়ানার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪.৬. وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبِيَّةٍ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ .

৪০৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম}-এর কাছে তাঁর চাচা আবু তালিবের কথা আলোচিত হলে তিনি বলেন : কিয়ামত দিবসে তাঁর ব্যাপারে আমার সুপারিশ কাজে আসবে বলে আশা রয়েছে। তাঁকে জাহান্নামের একটা ছোট গর্তে রাখা হবে যে, আগুন তার পায়ের গিরা পর্যন্ত পৌঁছবে; এতেই তার মগজ উথলাতে থাকবে।

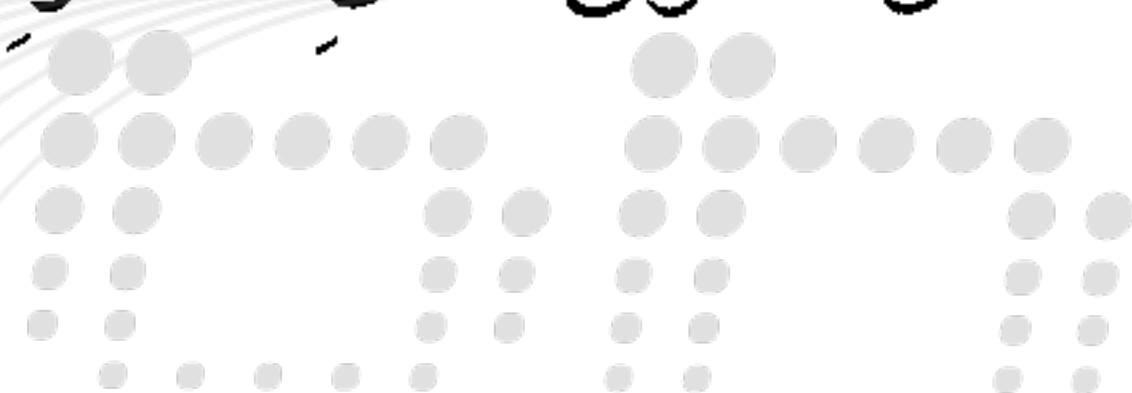
৪.৮. بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

৮৪. পরিচ্ছেদ : সর্বাপেক্ষা লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত জাহান্নামী

৪.৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ .

৪০৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন, জাহান্নামের সবচেয়ে কম আযাব সে ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের দু'টি জুতা পরান হবে। সে দু'টির তাপে তার মগজ উথলাতে থাকবে।

৪.৮. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .



বাংলা হাদিস

৪০৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : (চির) জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা শাস্তি হবে আবু তালিবের। তাকে দু'টি (আগুনের) জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, ফলে এ দু'টির কারণে তার মগজ পর্যন্ত উথলাতে থাকবে।

৪০৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اسْحَقَ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ تَوَضَّعَ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

৪০৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত দিবসে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির, যার দু'পায়ের তলায় দু'টি (জ্বলন্ত) অঙ্গার রাখা হবে, যার কারণে তার মগজ উথলাতে থাকবে।

৪১০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجُلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَأَنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا .

৪১০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা আযাব ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে এমন দু'টি পাদুকা পরিয়ে দেয়া হবে, যার তলা এবং ফিতা হবে আগুনের। ফলে এর দহনে (চুলার উপরে রাখা) পাতিলের মত মগজ উথলাতে থাকবে। আর সে মনে করবে যে, সে-ই বুঝি সর্বাপেক্ষা বেশি শাস্তি ভোগ করছে; অথচ এটি হচ্ছে সবচেয়ে হাল্কা আযাব।

৪১০. بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ

৮৫. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মারা যায়, তার কোন আমল তার উপকারে আসবে না

৪১১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمَسْكِينُ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ قَالَ لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ .

৪১১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইবন জুদআন জাহিলী যুগে আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করত এবং দরিদ্রদের আহাৰ্য দিত। আখিরাতে এসব কর্ম তার উপকারে আসবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : কোন উপকারে আসবে না। সে তো কোন দিন এ কথা বলে নাই যে, হে আমার রব! কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিও।

৪১১. بَابُ مَوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ

৮৬. পরিচ্ছেদ : মু'মিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করা ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা

৪১২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي

خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ إِلَّا إِنْ أَلِ
أَبِي يَعْنِي فَلَانًا لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَ لِيَّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ .

৪১২. আহমদ ইবন হাম্বল (র) আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
-কে চুপে চুপে নয়, স্পষ্ট করে বলতে শুনেছি যে, জেনে রাখ, অমুক বংশ (আত্মীয়তার কারণে) আমার বন্ধু
নয়, বরং আল্লাহ এবং নেককার মু'মিনগণই হলেন আমার বন্ধু।

৪১৩. ৮৭. بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ

৮৭. পরিচ্ছেদ : হিসাব ও শাস্তি ছাড়াই একদল মুসলিমের জান্নাতে প্রবেশ করার প্রমাণ

٤١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ
حِسَابٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ أَجْعَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ آخَرُ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ .

৪১৩. আবদুর রহমান ইবন সাল্লাম ইবন উবায়দুল্লাহ জুমাহী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে,
নবী করীম বলেছেন : আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জনৈক
সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি আমাকে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত
করেন। রাসূলুল্লাহ দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ! ওকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। তারপর আরেকজন
সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্যও আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন আমাকেও তাঁদের
অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ বললেন : এ ব্যাপারে উচ্চাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

٤١٤. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ
بْنَ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ .

৪১৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
-কে বলতে শুনেছি পরবর্তী অংশ উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ।

٤١٥. وَ حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَدْخُلُ مِنْ
أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وَجُوهُهُمْ أَضَاءَةُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ
عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمْرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ .

৪১৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার। তারা পূর্ণিমার চাঁদের মত চমকাতে থাকবে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তখন উক্কাশা ইব্ন মিহসান আসাদী দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ে একটি চাদর ছিল। সেটি উচিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ইয়া আল্লাহ! একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। এরপর আরেকজন আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ ব্যাপারে উক্কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

৪১৬. وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا زُمْرَةً وَاحِدَةً مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ .

৪১৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজারের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের একটি দলের চেহারা হবে চাঁদের মত (উজ্জ্বল)।

৪১৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ قَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৪১৭. ইয়াহইয়া ইব্ন খালাফ বাহিলী (র) ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যারা লোহার দাগ লাগায় না এবং ঝাড়ফুক করায় না; বরং তাদের রবের উপর নির্ভরশীল থাকে। তখন উক্কাশা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি তাদেরই একজন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই সুযোগ লাভে উক্কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

৪১৮. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاجِبُ ابْنِ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .

৪১৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা কারা? রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বললেন : যারা ঝাড়ফুক করায় না, শুভাগমনের লক্ষণ মেনে চলে না, অগ্নি দাগ গ্রহণ করে না, বরং সর্বদাই আল্লাহর উপর নির্ভর করে (তারাই)।

৪১৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي بَنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةَ أَلْفٍ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ مَتَمَّاسِكُونَ أَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أَوْلَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ .

৪১৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার বা সাত লক্ষ (এখানে রাবী আবু হাযিম কোন সংখ্যাই নিশ্চিত করে বলতে পারেন নাই) লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একে অন্যের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রথম ব্যক্তি শেষ ব্যক্তির প্রবেশের আগে প্রবেশ করবে না, বরং সবাই একত্রে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত চমকাবে।

৪২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ أَنَا ثُمَّ قُلْتُ أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ قَالَ فَمَاذَا صَنَعْتَ قُلْتُ اسْتَرْقَيْتُ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ حَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْقُبَهُ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهِيْطُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ فَانْظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ الْآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أَوْلِيكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وَلَّيْدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا الَّذِي

تَخَوْضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৪২০. সাঈদ ইবন মানসূর (র) হুসায়ন ইবন আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবন আবদুর রহমানের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, গত রাতে যে তারকাটি বিচ্যুত হয়েছিল তা তোমরা কেউ দেখেছ কি? আমি বললাম, আমি দেখেছি। অবশ্য আমি রাতের নামাযে রত ছিলাম না; আমাকে বিচ্ছু দংশন করেছিল। সাঈদ বললেন, দংশন করার পরে তুমি কি করেছিলে? আমি বললাম, ঝাড়-ফুক করিয়েছি। তিনি বললেন, তোমাকে এই ঝাড়-ফুক গ্রহণে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? আমি বললাম, সেই হাদীস যা আমি শা'বী থেকে শুনেছি। তিনি বললেন, শা'বী কী হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, শা'বী বুয়ায়দা ইবন হুসায়ন আল-আসলামী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কুদৃষ্টি বা বিচ্ছু দংশন ব্যতীত অন্য বিষয়ে ঝাড়-ফুক নেই।

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার শ্রুত বিষয়ের অনুসরণ করে চলে, সে ভালই করে। তবে ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, স্বপ্নে আমার সামনে সকল উম্মাতকে উপস্থিত করা হয়, তখন কোন কোন নবীকে দেখলাম যে, তাঁর সঙ্গে ছোট একটি দল রয়েছে; আর কাউকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে একজন কিংবা দু'জন লোক; আবার কেউ এমনও ছিলেন যে, তাঁর সাথে কেউ নাই। হঠাৎ আমার সামনে এক বিরাট দল দেখা গেল। মনে হলো, এরা আমার উম্মাত। তখন আমাকে বলা হলো, এরা হযরত মুসা (আ) ও তাঁর উম্মাত; তবে আপনি ওই দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন। আমি ওদিকে তাকালাম, দেখি বিরাট এক দল। আবার বলা হলো, আপনি অপর দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন, (আমি ওদিকে তাকালাম) দেখি এক বিরাট দল। বলা হলো, এরা আপনার উম্মাত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার এমন লোক আছে যারা শান্তি ব্যতীত হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আর উপস্থিত সাহাবীগণ তখন এই হিসাব ও আযাববিহীন জান্নাতে প্রবেশকারী কারা হবেন, এই নিয়ে বিতর্ক শুরু করলেন। কেউ বললেন, তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী। কেউ বললেন, তাঁরা সেসব লোক যারা ইসলামের উপর জন্মলাভ করেছে এবং আল্লাহর সঙ্গে কোন প্রকার শিরক করে নাই। এসব বিতর্ক শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, তোমরা কি নিয়ে বিতর্ক করছ? সবাই বিষয়টি খুলে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরা সেই সব লোক, যারা ঝাড়-ফুক করে না বা তা গ্রহণও করে না, অশুভ লক্ষণ মানে না, বরং সর্বদাই আল্লাহর উপর নির্ভর করে। তখন উক্কাশা ইবন মিহসান (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাদেরই একজন থাকবে। তারপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্যও দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর করলেন : এই সুযোগ লাভে উক্কাশা তোমার চাইতে অগ্রগামী হয়ে গেছে।

٤٢١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ .

৪২১. আবু বকর ইবন শায়বা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বপ্নে আমার সামনে সকল উম্মতকে পেশ করা হয় এভাবে বর্ণনাকারী হুসায়ন বর্ণিত হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেন। কিন্তু হাদীসটির প্রথমাংশ উল্লেখ করেন নাই।

৪৪. بَابُ بَيَانِ كَوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৮৮. পরিচ্ছেদ : জান্নাতীদের অর্ধেক হবে এই উম্মাত

৪২২. হান্নাদ ইবন সারী (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরাই জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হবে। (আবদুল্লাহ বলেন) এ শুনে আমরা (খুশিতে) ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি দিলাম। রাসূল ﷺ বললেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরাই জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে? সাহাবী বলেন, আমরা আবার ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে আমি আশা করি তোমরাই জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। আর এ সম্পর্কে তোমাদের আরও বলছি : কাফিরদের মধ্যে মুসলিমদের তুলনা হল কালো ঘাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশম অথবা একটি শ্বেত ঘাঁড়ের গায়ে কালো পশম।

৪২৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশজনের মত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একটি গম্বুজের নিচে অবস্থান করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কসম তাঁর, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আশা করি যে, অবশ্যই তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। কেননা কেবল মুসলিমই সেখানে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবে। আর

৪২৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশজনের মত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একটি গম্বুজের নিচে অবস্থান করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কসম তাঁর, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আশা করি যে, অবশ্যই তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। কেননা কেবল মুসলিমই সেখানে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবে। আর

মুশরিকদের মধ্যে তোমাদের তুলনা হল কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশম অথবা লাল ষাঁড়ের গায়ে একটি কাল পশম।

৪২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ بْنُ مِفْغُولٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةِ آدَمَ فَقَالَ أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ أَلَلَّهُمْ هَلْ بَلَغْتُ أَلَلَّهُمْ أَشْهَدُ أَتُحِبُّونَ أَنْكُمْ رُبْعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَتُحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا أَنْتُمْ فِي سِوَاكُمْ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ.

৪২৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চর্ম নির্মিত গম্বুজে হেলান দিয়ে বসে আমাদের সম্বোধন করে বললেন : জেনে রাখ, মুসলিম ব্যতীত কেউ-ই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এরপর বললেন : আল্লাহ! আমি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। তারপর বললেন : তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরপর তিনি বললেন : তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তবে আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। তোমরা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় সাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কাল পশমের মত অথবা কাল ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত।

৪২৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعَثَ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَلِكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آيُنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ.

৪২৫. উসমান ইবন আবু শায়বা-আবসী (র) ... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মহামহিম আল্লাহ (কিয়ামত দিবসে) আহ্বান করবেন, হে আদম! তিনি উত্তরে বলবেন, আমি আপনার সামনে

হাযির, আপনার কাছে শুভ কামনা করি এবং সকল মঙ্গল আপনারই হাতে। মহান আল্লাহ বলবেন : জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম (আ) জিজ্ঞেস করবেন : জাহান্নামী দল কতজনের ? মহান আল্লাহ বলবেন : প্রতি হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বই। রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এই-ই সেই মুহূর্ত, যখন বালক হয়ে যাবে বৃদ্ধ, সকল গর্ভবতী তাদের গর্ভপাত করে ফেলবে আর মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বস্তুত আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন। রাবী বলেন, কথাগুলো সাহাবীগণের কঠিন মনে হলো। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে সেই ব্যক্তি ? বললেন : আনন্দিত হও। ইয়াজুজ ও মাজুজের সংখ্যা এক হাজার হলে তোমাদের সংখ্যা হবে একজন। তারপর রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : কসম সে সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে। সাহাবী বলেন, আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলাম এবং ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনি দিলাম। তারপর আবার তিনি বললেন, শপথ সে সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আশা রাখি, জান্নাতীদের মধ্যে তোমরা তাদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। সাহাবী বলেন, আমরা বললাম, ‘আলহামদু লিল্লাহু’ এবং ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনি দিলাম। তারপর আবার রাসূলুল্লাহ পালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : কসম সে সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে এবং তোমরা অন্যান্য উম্মতের মধ্যে কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত অথবা গাধার পায়ের চিহ্নের মত।

৪২৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا مَا أَنْتُمْ يَوْمئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثُّورِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السُّودَاءِ فِي الثُّورِ الْأَبْيَضِ وَلَمْ يَذْكُرَا أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ .

৪২৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আ‘মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন, “তোমরা সকল মানুষের মধ্যে কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত হবে অথবা সাদা ষাঁড়ের গায়ে কালো পশমের মত হবে।” তাঁরা “গাধার পায়ের চিহ্নের মত” কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ

অধ্যায় : তাহারাৎ—পবিত্রতা

১- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ

১. পরিচ্ছেদ : উযূর ফযীলত

৬২৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعَ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا.

৪২৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র).....আবু মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অংশ। 'আলহামদু লিল্লাহ' (শব্দটি) পাল্লাকে ভরে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' (পাল্লাকে) ভরে দেয়, কিংবা [রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। সালাত হল আলো, সাদকা, প্রমাণিকা ও ধৈর্য জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যহ আপন সত্তাকে বিক্রি করে, তখন কেউ নিজ সত্তার উদ্ধারকারী হয় আর কেউ হয় তার ধ্বংসকারী।

২- بَابُ وَجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

২. পরিচ্ছেদ : সালাত আদায়ের জন্য তাহারাৎ (পবিত্রতার) আবশ্যিকতা

৬২৮- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصَنَّبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ لَا تَدْعُوا اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتُ عَلَى الْبَصِيرَةِ.

৪২৮. সাঈদ ইব্ন মানসূর, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু কামিল জাহদারী (র).....মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) অসুস্থ ইব্ন আমিরকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন ইব্ন আমির তাঁকে বললেন, হে ইব্ন উমর! আপনি কি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন না? ইব্ন উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তাহারাত ব্যতিরেকে সালাত কবুল হয় না। খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদকা কবুল হয় না। আর তুমি তো ছিলে বাসরার শাসনকর্তা (ফলে তোমার দ্বারা খিয়ানত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আর খিয়ানতকারীর পক্ষে দু'আ কবুল হয় না)।

৪২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

৪২৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... শু'বা (র) থেকে, অন্যসূত্রে আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইসরাঈল (র) থেকে, সকলে সিমাক ইব্ন হারব-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৩০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

৪৩০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেন), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারুর উযু ভেঙ্গে গেলে তার সালাত কবুল হবে না-উযু না করা পর্যন্ত।

৩- بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ

৩. পরিচ্ছেদ : উযু করার নিয়ম ও উযুর পূর্ণতা

৪৩১- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرَحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالِ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاءُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ.

৪৩১. আবুত তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন সারহ ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া তুজীবী (র)..... উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান থেকে বর্ণিত যে, হযরত উসমান (রা) উযূর পানির চাইলেন। তারপর তিনি উযূ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি তিনবার তাঁর হাতের কজি পর্যন্ত ধুইলেন এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এরপর তিনবার তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুইলেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ করলেন। এরপর তাঁর ডান পা টাখনু পর্যন্ত ধুইলেন, এরপর বাম পা অনুরূপভাবে ধুইলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার এ উযূ করার ন্যায় উযূ করতে দেখেছি এবং উযূর শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং দাঁড়িয়ে একপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে যে, সে সময়ে মনে মনে অন্য কোন কিছু কল্পনা করবে না, সে ব্যক্তির পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবন শিহাব বলেন, আমাদের আলিমগণ বলতেন যে, সালাতের জন্য কারো এ নিয়মের উযূই হল পরিপূর্ণ উযূ।

৪৩২- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ إِنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِأَنَاءٍ فَافْرَغَ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ ادْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْأَنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَتْ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৪৩২. যুহায়র ইবন হারব (র).....হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত উসমান (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর দু'কবজার উপর তিনবার পানি ঢাললেন এবং উভয়টি ধুয়ে নিলেন। তারপর তাঁর ডান হাত পাত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়ে তিনি কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তিনবার। দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন তিনবার। তারপর মাথা মাসেহ করলেন। এরপর উভয় পা ধুইলেন তিনবার। এরপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযূ করার ন্যায় উযূ করবে এবং এর পরে একপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে যাতে সে মনে মনে ভিন্ন কোন কল্পনা করেনি, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

৪- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ

৪. পরিচ্ছেদ : উযূ এবং তারপর সালাত আদায়ের ফযীলত

৪৩৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ

مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّيُ صَلَاةً إِلَّا غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا.

৪৩৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র)..... হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) মসজিদের চত্বরে ছিলেন এমন সময়ে আসরের সালাতের জন্য মু'আয্বিন আসলেন। তখন আমি গুনলাম তিনি উযূর পানি আনতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর উযূ করলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস গুনাব-যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকত, তাহলে কখনোই আমি তোমাদেরকে তা গুনাতাম না। আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যেই মুসলিম ব্যক্তি উযূ করবে এবং উযূকে সুন্দরভাবে আদায় করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে, সেই ব্যক্তির এই সালাত ও তার পূর্ববর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

৪৩৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّيُ الْمَكْتُوبَةَ.

৪৩৪. আবু কুরায়ব, আবু উসামা থেকে, অন্য সূত্রে যুহায়র ইব্ন হারব ও আবু কুরায়ব উভয়ে ওয়াকী' (র) থেকে- অন্য সূত্রে ইব্ন আবু উমর সুফিয়ান থেকে, আবার সকলে হিশামের মাধ্যমে উপরোক্ত সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আবু উসামার সূত্রে অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, অতঃপর সে তার উযূকে সুন্দররূপে করে, তারপর ফরয সালাত আদায় করে।

৪৩৫- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا وَاللَّهُ لَوْلَا آيَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْوهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّيُ الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَى قَوْلِهِ اللَّاعِنُونَ.

৪৩৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... হুমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা) উযূর কাজ সেয়ে বললেন, আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস গুনাব। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে একটি আয়াত না থাকত, তাহলে আমি তোমাদেরকে কখনোই হাদীসটি গুনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যক্তি যখন উযূ করে এবং উযূকে উত্তমরূপে আদায় করে তারপর সালাত

আদায় করে, তখন তার সালাত ও পূর্ববর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। উরওয়া (র) বলেন, আয়াতটি হল : “আমি যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্যে কিতাবে, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরেও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।” (সূরা বাকারা : ১৫৯)

৪২৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ.

৪৩৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র)..... আমর ইব্ন সাঈদ ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তিনি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলিম ব্যক্তির যখন কোন ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয় আর সে সালাতের উযুকে উত্তমরূপে আদায় করে, সালাতের বিনয় ও রুকুকে উত্তমরূপে আদায় করে, তা হলে যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার এই সালাত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান।

৪২৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ الدَّرَّاورِدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ.

৪৩৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আহমদ ইব্ন আবদা আয-যাব্বী (র)....হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর নিকট উযূর পানি আনলাম। অতঃপর তিনি উযূ করলেন, তারপর তিনি বললেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক হাদীস বর্ণনা করে থাকে। আমি ওসব জানি না, তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করেছেন। তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে উযূ করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর তার সালাত আদায় ও মসজিদের দিকে গমনের সাওয়াব থাকবে অতিরিক্ত। ইব্ন আবদা-এর সনদে بِوُضُوءٍ কথাটি বাদ দিয়ে কেবল أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ (আমি উসমান রা-এর কাছে আসলাম। তারপর তিনি উযূ করলেন) বলা হয়েছে।

৬৩৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ قَالَ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৪৩৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) মাকাইদে^১ উযু করতে বসে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযু করা দেখাব? তারপর তিনি তিন-তিনবার ধুয়ে উযু করলেন। কুতায়বা আনাস (রা) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা)..... বলেছেন, তখন উসমান (রা)-এর পাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

৬৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ قَالَ كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ ظَهْرَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهَا الْعَصْرَ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَحَدْتُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدَّثْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا .

৪৩৯. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... হুমরান ইবন আবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-এর জন্য উযুর পানি রাখতাম। আর তিনি প্রত্যহ গোসল করতেন। হযরত উসমান (রা) বলেছেন, আমাদের এ সালাত আদায়ের পর, মিস'আর বলেন, আমার মনে হয় সালাতটি ছিল আসরের- রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কিছু বলতে মনস্থ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি ঠিক করতে পারছি না যে, তোমাদেরকে একটি বিষয়ে কিছু বলব না নীরব থাকবো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তা কল্যাণকর হয় তাহলে আমাদেরকে বলুন, আর অন্য কিছু হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন মুসলমান যখন পবিত্রতা অর্জন করে এবং আল্লাহ তার উপর যে পবিত্রতা অপরিহার্য করেছেন তা পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জন করে এবং তারপর এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, তাহলে এ সকল সালাত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের সকল গুনাহের কাফ্যারা হয়ে যায়।

৬৪০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ

১. মাকাইদ (مقاعِد) : কেউ বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর বাড়ির কাছে কতগুলো দোকান ছিল, তাকে মাকাইদ বলা হত। কেউ বলেন, এটা মসজিদের নিকটস্থ একটি স্থান, যেখানে তিনি মানুষের প্রয়োজনীয় কথা শোনা ও উযু ইত্যাদির জন্য বসতেন।

يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بَشْرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَازٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ فِي إِمَارَةِ بَشْرٍ وَلَا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ.

৪৪০. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয তাঁর পিতার সূত্রে, অন্য সনদে মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... জামি' ইবন শাদাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিশ্রের শাসনকালে এই মসজিদে হুমরান ইবন আবানকে আবু বুরদাকে লক্ষ্য করে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবে উযুকে পূর্ণভাবে করে, তার জন্য পাঁচ ওয়াক্তের ফরয সালাত তাদের মধ্যবর্তী সময়ে (গুনাহের) কাফ্যারা হয়ে যায়। ইবন মু'আযের হাদীসে এভাবেই বলা হয়েছে। কিন্তু গুনদার বর্ণিত হাদীসে বিশ্রের শাসনকাল ও ফরয সালাতের কথা উল্লেখ নেই।

৪৪১- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وَضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَازُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ.

৪৪১. হারুন ইবন সাঈদ আল-আইলী (র) হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উসমান (রা) খুব উত্তমরূপে উযু করলেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি উযু করেছেন এবং উত্তমরূপে উযু করেছেন। তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এ নিয়মে উযু করে এবং তারপর কেবল সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে বেরিয়ে যায়, তার বিগত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

৪৪২- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحَكِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَازِينَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُهُ.

৪৪২. আবুত তাহির ও ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র) উসমান ইবন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সালাতের জন্য উযু করে এবং পরিপূর্ণভাবে উযু করে, অতঃপর ফরয সালাতের উদ্দেশ্যে হেঁটে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে সালাত আদায় করে, কিংবা তিনি বলেন,

জামা'আতের সঙ্গে সালাত আদায় করে, কিংবা তিনি বলেন, মসজিদে সালাত আদায় করে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন।

৫- **بَابُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مَكْفَرَاتٍ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنِبَتِ الْكَبَائِرُ-**

৫. পরিচ্ছেদ : পাঁচ সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ পরিহার করা হয়

৬৬২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرْقَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشِ الْكَبَائِرُ.

৪৪৩. ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পাঁচ সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ করা না হয়।

৬৬৬- حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ.

৪৪৪. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ।

৬৬৫- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مَكْفَرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ.

৪৪৫. আবুত তাহির ও হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : পাঁচ সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

৬- بَابُ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ

৬. পরিচ্ছেদ : উযূর শেষে মুস্তাহাব দু'আ

৬৬৬- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو عَثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْأَيْلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَحْتُهَا بِعَشْيٍ فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجُودُ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجُودُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ أَنْفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسَبِّغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

৪৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র) উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিজেদের উপরে উট চরানোর দায়িত্ব ছিল। একবার আমার পালা এলে আমি উট চরিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আমি তাঁর এ কথা শুনে পেলাম, “যে মুসলমান সুন্দররূপে উযূ করে, তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে পুরোপুরি তার প্রতি নিবদ্ধ রেখে দুই রাক‘আত সালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।” উক্বা বলেন, কথাটি শুনে আমি বলে উঠলাম ওহ, কথাটি কত উত্তম! তখন আমার সামনের একজন বলতে লাগলেন, আগের কথাটি আরো উত্তম। আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি উমর (রা)। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে দেখেছি এইমাত্র এসেছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগে বলেছেন, তোমাদের যে ব্যক্তি উযূ করে এবং উযূকে পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন করে, তারপর এই দু‘আ পাঠ করে, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল” তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

৬৬৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عَثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

৪৪৭. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... উক্বা ইব্ন আমির জুহানী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় বলেছেন : যে ব্যক্তি উযূ করে পাঠ করবে- “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি

যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ পাকিস্তান
আলাহুজ্জি
তহা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।”

৭- بَابُ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ

৭. পরিচ্ছেদ : নবী পাকিস্তান
আলাহুজ্জি
তহা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযূর পদ্ধতি

৪৪৮- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأَ لَنَا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا بِنَاءً فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَادْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৪৪৮. মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ (র).....আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম আনসারী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ পাকিস্তান
আলাহুজ্জি
তহা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। রাবী বলেন, তাঁকে বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ পাকিস্তান
আলাহুজ্জি
তহা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযূর মত উযূ করে আমাদের দেখিয়ে দিন। তখন তিনি পানির পাত্র আনালেন। তারপর তা থেকে দুই হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধুইলেন, তারপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একই আঁজলা দিয়ে। এরূপ তিনবার করলেন। আবার পানিতে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে আবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। দুই হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার করে ধুইলেন। তারপর হাত ঢুকিয়ে বের করে মাথা মাস্হ করলেন- দুই হাত সামনের দিকে আনলেন ও পিছন দিকে নিলেন। তারপর উভয় পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধুইলেন, এরপর বললেন : এইরূপ ছিল রাসূলুল্লাহ পাকিস্তান
আলাহুজ্জি
তহা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযূ।

৪৪৯- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

৪৪৯. কাসিম ইবন যাকারিয়া, খালিদ ইবন মাখলাদ, সুলায়মান ইবন বিলাল আমর ইবন ইয়াহইয়া (র) থেকে ঐ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ‘পায়ের গ্রন্থি’ পর্যন্ত শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

৪৫০- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ

فَاقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي
بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৪৫০. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র)..... মালিক ইব্ন আনাস (রা) থেকে আমর ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বলেছেন, “কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন তিনবার” আর আঁজলার কথা বলেননি। অবশ্য ‘সম্মুখের দিকে আনলেন ও পিছনের দিকে নিলেন’ কথার পর বৃদ্ধি করেছেন, “মাথার সম্মুখ থেকে পেছন পর্যন্ত মাসহ্ করেছেন এভাবে যে, মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে মাসহ্ আরম্ভ করলেন, এরপর উভয় হাত ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, পুনরায় উভয় হাত ফিরিয়ে আনলেন, যে স্থান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত”, তারপর উভয় পা ধুইলেন।

৪৫১- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ
يَحْيَى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَأَقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَمَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ وَأَسْتَنْشَرُ مِنْ ثَلَاثِ
غُرَفَاتٍ وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاقْبَلَ بِهِ وَادْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بِهِزُ أَمْلَى عَلَى وَهَيْبٍ هَذَا
الْحَدِيثَ وَقَالَ وَهَيْبٌ أَمْلَى عَلَى عَمْرٍو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ.

৪৫১. আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র আবদী (র)..... আমর ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের রাবী বলেন : অতঃপর তিনি তিনবার তিন অঞ্জলী দিয়ে কুলি করেন, নাকে পানি দেন ও নাক ঝেড়ে নেন। তিনি আরো বলেন : এরপর সম্মুখ থেকে পেছনে এবং পিছন থেকে সম্মুখে (হাত নিয়ে) একবার মাথা মাসহ্ করেন। রাবী বাহয্ বলেন : উহায়ব আমাকে হাদীসটি লিখিয়েছেন, উহায়ব বলেন : আমর ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আমাকে এই হাদীসটি দুইবার লিখিয়েছেন।

৪৫২- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ بْنَ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ ثُمَّ الْأَنْصَارِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَرُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ
بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى انْقَاهُمَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.

৪৫২. হারুন ইব্ন মা'রুফ, হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী এবং আবুত তাহির (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম মাযিনী আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে উযু করতে দেখেছেন। তিনি প্রথমে কুলি করলেন, নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনবার মুখ ধুইলেন এবং তিনবার ডান হাত ও তিনবার বাম হাত। আর এমন পানি দিয়ে মাথা মাসহ্ করলেন, যা হাতের অবশিষ্ট পানি নয়। তারপর উভয় পা পরিষ্কার করে ধুইলেন। আবুত তাহির (র) বলেন, ইব্ন ওহাব হাদীসটি আমর ইবনুল হারিসের সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

৪- بَابُ الْإِيتَارِ فِي الْأِسْتِنْثَارِ وَالْأَسْتِجْمَارِ

৮. পরিচ্ছেদ : নাক ঝাড়া ও ঢেলা ব্যবহারে বেজোড় সংখ্যা

৪৫৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وَتَرًّا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ.

৪৫৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আমরুন নাকিদ ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ঢেলা ব্যবহার করবে, তখন বেজোড় সংখ্যার ঢেলা নিবে। আবার যখন উযু করবে, তখন নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে নিবে।

৪৫৪- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخَرِيهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ.

৪৫৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) হাম্মাম ইবন মুনাবিহ' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এগুলি হযরত আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তারমধ্যে এও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন উযু করবে তখন দুই নাসারঞ্জে পানি টেনে নিবে, এরপর ঝেড়ে ফেলবে।

৪৫৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.

৪৫৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে উযু করবে, সে যেন নাক ঝাড়ে, আর যে ইস্তিনজা করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করে।

৪৫৬- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৫৬. সাঈদ ইবন মানসূর এবং হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৪৫৭- حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّارَوَرْدِيُّ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْتِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خِيَاشِيمِهِ.

৪৫৭. বিশ্বর ইবনুল হাকাম আবদী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে, সে যেন প্রথমত (পানি দিয়ে) তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কারণ শয়তান নাসারঞ্জে রাত্রি যাপন করে।

৪৫৮- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ.

৪৫৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন ঢেলা ব্যবহার করবে, তখন বেজোড় সংখ্যক নিবে।

৯- بَابُ وَجُوبِ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

৯. পরিচ্ছেদ : উভয় পা পুরোপুরি ধোয়ার আবশ্যিকতা

৪৫৯- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَآحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৫৯. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী, আবুত তাহির ও আহম্মদ ইবন ইসা (র)..... সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাসের ইত্তিকালের দিন নবী সহধর্মিণী আয়েশার কাছে উপস্থিত হই। সে সময়ে আবদুর রহমান ইবন আবু বকরও এলেন এবং তাঁরা সেখানে উযু করতে লাগলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন : হে আবদুর রহমান! পূর্ণভাবে উযু করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, গোড়ালীগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের।

৪৬০- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৬০. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। এরপর তিনি আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৬৬১- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْزَرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৬১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবু মান রুকাশী (র)..... সালিম মাওলা মাহতী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ও আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা) সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাসের জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরের দরজার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬৬২- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৬২. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... সালিম মাওলা শাদ্দাদ ইব্ন হাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬৬৩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمْسَسْهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اسْبِغُوا الْوُضُوءَ.

৪৬৩. যুহায়র ইব্ন হারব এবং ইসহাক (র)..... আবু ইয়াইয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা মক্কা থেকে মদীনার দিকে ফিরছিলাম। রাস্তায় এক যায়গায় পানি ছিল। তখন কিছু লোক জলদী আসরের সময় এগিয়ে গেল এবং তাড়াহুড়া করে উযু করল। অতঃপর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম তাদের পায়ের গোড়ালি এমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাতে পানি পৌঁছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের। অতএব পূর্ণভাবে উযু সম্পাদন কর।

৬৬৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ اسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَفِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ.

৪৬৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) সুফিয়ান সূত্রে এবং ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার শু'বা (র) সূত্রে উভয়ে উক্ত সনদে মানসূর থেকে বর্ণনা করেন, তবে শু'বা বর্ণিত হাদীসে “পূর্ণভাবে উযু সম্পাদন করবে” কথাটি নাই। এই হাদীসের সনদে ‘আবু ইয়াহইয়া’ নামের সাথে ‘আল আ'রাজ’ পদবী যুক্ত আছে।

৪৬৫- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكْنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৫. শায়বান ইবন ফাররুখ ও আবু কামিল জাহদারী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন এক সফরে নবী ﷺ আমাদের পিছনে পড়ে যান। অবশেষে তিনি আমাদের পেলেন যখন আসরের সময় উপস্থিত। আর আমরা উযু করতে গিয়ে পা মাস্হ করছি, তখন তিনি ঘোষণা দিলেন : গোড়ালিগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের।

৪৬৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقْبِيهِ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৬. আবদুর রহমান ইবন সাল্লাম জুমাহী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার গোড়ালি ধোয়নি। তখন তিনি বললেন : ঐ গোড়ালোগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের।

৪৬৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمُطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَوَاقِبِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৭. কুতায়বা, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকজন লোককে দেখলেন, তারা পাত্র থেকে পানি নিয়ে উযু করছে। তখন তিনি বললেন : পূর্ণরূপে উযু কর। কারণ, আমি আবুল কাসিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : গোড়ালিগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের।

৪৬৮- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৮. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গোড়ালিগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের।

১- بَابُ وَجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ اجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

১০. পরিচ্ছেদ : তাহারাতের সকল অঙ্গ পূর্ণভাবে ধোয়ার আবশ্যিকতা

৬৬৯- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظِفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ فَارْجِعْ ثُمَّ صَلِّ.

৪৬৯. সালামা ইবন শাবীব (র)..... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি উযু করল কিন্তু সে তার পায়ের নখ পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দেয়। তা দেখে নবী ﷺ বললেন : যাও, আবার ভালভাবে উযু করে আস। লোকটি ফিরে গেল। তারপর (পুনরায়) উযু করে সালাত আদায় করল।

১১- بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوَضُوءِ

১১. পরিচ্ছেদ : উযুর পানির সঙ্গে গুনাহ ঝরে যাওয়া

৬৭০- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

৪৭০. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ এবং আবুত তাহির (র) শব্দগুলো আবুত তাহির থেকে গৃহীত..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমান কিংবা বলেছেন, কোন মু'মিন বান্দা যখন যখন উযু করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যার দিকে তার দু' চোখের দৃষ্টি পড়েছিল; এবং যখন দুই হাত ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়। যেগুলো তার দু' হাতে ধরেছিল; এবং যখন দুই পা ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে তার দু'পা অগ্রসর হয়েছিল; ফলে (উযুর শেষে) লোকটি তার সমুদয় গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠে।

৬৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ عَنْ رَبِيعٍ الْقَيْسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

৪৭১. মুহাম্মদ ইবন মা'মার রিবঈ আল-কায়সী (র)..... উসমান ইবন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উযু করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়।

১২- بَابُ اسْتِحْبَابِ اطَّالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ.

১২. পরিচ্ছেদ : উযুতে মুখমণ্ডলের শুভ্রতা এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়া মুসতাহাব

৬৭২- حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَصْدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَصْدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتُمْ الْغُرَّةُ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ.

৪৭২. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র), কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র) ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... নু'আয়ম ইবন আবদুল্লাহ আল-মুজমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবু হুরায়রা (রা)-কে উযু করতে দেখলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপেই তা ধুইলেন। এরপর তিনি ডান হাত ধুইলেন এমনকি বাহুর কিছু অংশও ধুইলেন। তারপর বাম হাতও বাহুর কিছু অংশসহ ধুইলেন। এরপর মাথা মাসহ করলেন। তারপর তিনি ডান পা ধুলেন এমনকি গোছারও কিছু অংশ ধুইলেন। তারপর বাম পা গোছার কিছু অংশসহ ধুইলেন। তারপর বললেন, “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবেই উযু করতে দেখেছি”। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “উযু পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপে করার কারণে কিয়ামাতের দিন তোমরা শুভ্র মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল হাত-পাবিশিষ্ট হবে। অতএব, তোমাদের যার ইচ্ছা সে যেন তার মুখমণ্ডলের শুভ্রতা এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়।

৬৭৩- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغَ الْمَنْكَبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

৪৭৩. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... নু'আয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার আবু হুরায়রা (রা)-কে উযু করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি (আবু হুরায়রা রা) তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত ধুইলেন। এমনকি ধুইতে উভয় কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যাবার উপক্রম হলো। তারপর উভয় পা ধুইলেন এবং গোছা ধুয়ে নিলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন উযুর বদৌলতে মুখমণ্ডল শুভ্র এবং হাত-পা উজ্জ্বল অবস্থায় আসবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে তার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল্য বাড়াতে চায়, সে যেন তা করে।

৪৭৪- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ آيَلَةٍ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَأَنِّيْتُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لَأَصْدُ النَّاسِ عَنْهُ كَمَا يَصْدُ الرَّجُلُ ابِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ.

৪৭৪. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন আবু উমার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার হাউয হবে আদন থেকে আয়লার যত দূরত্ব, তার থেকেও বেশি দীর্ঘ। আর তা হবে বরফের থেকেও সাদা এবং দুধ মধু থেকেও মিষ্টি। আর তার পাত্রের সংখ্যা হবে তারকারাজির চেয়েও অধিক। আমি কিছু সংখ্যক লোককে তা থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে তার হাউয থেকে অন্যের উট ফিরিয়ে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন : “ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেদিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ তোমাদের এমন চিহ্ন হবে যা অন্য কোন উম্মতের হবে না। উযুর বদৌলতে তোমাদের মুখমণ্ডল শুভ্র ও হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায় তোমরা আমার কাছে আসবে।”

৪৭৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِوَصِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ ابِلَ الرَّجُلِ عَنْ ابِلِهِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بِعَدَنٍ.

৪৭৫. আবু কুরায়ব ও ওয়াসিল ইবন আতা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার উম্মাত হাউযের পাড়ে আমার কাছে আসবে আর আমি তখন (অন্যান্য উম্মাতের) লোকজনকে সে হাউয থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে অন্যের উটকে নিজের উট থেকে ফিরিয়ে রাখে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আপনি কি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন : “হ্যাঁ, তোমাদের এমন এক চিহ্ন থাকবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো থাকবে না। (আর তা হল) তোমরা আমার কাছে আসবে মুখমণ্ডল শুভ্র এবং হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায়। এটা হবে উযূর কারণে। আর তোমাদের মধ্য থেকেই একটি দলকে আমার কাছে আসতে বাঁধা দেয়া হবে, তাই তারা আমার কাছে আসতে পারবে না। তখন আমি বলব, প্রভু! এরা তো আমার লোকজন! তখন এর জবাবে একজন ফেরেশতা আমাকে বলবে : “আপনি কি জানেন, এরা আপনার পরে কী অঘটন ঘটিয়েছিল?”

৪৭৬- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ حَوْضِي لَبَعْدُ مِنْ أَيْلَةٍ مِنْ عَدَنٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ.

৪৭৬. উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউয আদন থেকে আয়লা-র যত দূরত্ব, তার চেয়েও বড় হবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি সে হাউয থেকে (অন্যান্য) লোকজনকে দূর করে করে দেব—যেমনিভাবে লোকে অপরিচিত উটকে তার হাউয থেকে দূর করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তোমরা আমার কাছে এ অবস্থায় আসবে যে, উযূর কারণে তোমাদের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং তোমাদের হাত-পা ঝলমল করতে থাকবে। তোমাদের ছাড়া আর কারো এরকম হবে না।

৪৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَا قَدَرًا إِنَّا إِخْوَانُنَا قَالُوا أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مَحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرِي خَيْلٍ دُهُمٌ بِهِمْ إِلَّا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ إِلَّا لِيُذَادَنَّ رِجَالَ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أَنْادِيهِمْ أَالَهُمْ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سَحَقًا سَحَقًا.

৪৭৭. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব, সুরায়জ ইব্ন ইউনুস, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কবরস্থানে এসে বললেন : তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মু'মিনদের বাড়ি। ইনশা আল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলব। আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি, তারা আমাদের ভাই। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উম্মাতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি, তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন : “কেন, যদি কোন ব্যক্তির কপাল ও হাত-পা সাদাযুক্ত ঘোড়া ঘোর কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায়, তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারে না”? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : তারা (আমার উম্মাত) সেদিন এমন অবস্থায় আসবে যে, উযূর ফলে তাদের মুখমণ্ডল হবে শুভ্র এবং হাত-পা দীপ্তিময়। আর হাউযের পাড়ে আমি হব তাদের অগ্রবর্তী। জেনে রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাউয থেকে হটিয়ে দেয়া হবে—যেমনভাবে পথহারা উটকে হটিয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকব, এসো এসো। তখন বলা হবে : “এরা আপনার পরে (আপনার দীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিল।” তখন আমি বলব : “দূর হ', দূর হ'।”

৪৭৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) এবং ইসহাক ইব্ন মুসা আনসারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরস্থানে গেলেন ও বললেন : “তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মু'মিনদের বাড়ি। আর আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে এসে शामिल হবো।” অতঃপর ইসমাইল ইব্ন জাফর-এর বর্ণিত (পূর্বের) হাদীসের অনুরূপ। তবে মালিক-এর হাদীসে **حَوْضٍ** স্থলে **فَلْيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضٍ** (অবশ্যই কিছু লোককে আমার হাউয থেকে হটিয়ে দেয়া হবে) রয়েছে।

১৩- **بَابُ تَبْلُغِ الْحَلِيَّةِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ.**

১৩. পরিচ্ছেদ : যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌঁছবে সে পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে

৪৭৯- **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يُمَدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَاهُ هُرَيْرَةُ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا بَنِي فَرُوحَ أَنْتُمْ هُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هُنَا مَاتَوْضَأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ تَبْلُغُ الْحَلِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ**

৪৭৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি সালাতের জন্য উযু করছিলেন। অতঃপর তিনি হাত (ধোয়ার সময়) লম্বা করে দিলেন এমনকি (ধুইতে ধুইতে) বগল পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবু হুরায়রা! এটা কেমন উযু! তিনি বললেন, হে ফাররুখের বংশধর! তোমরা এখানে আছ নাকি? আমি যদি জানতাম যে, তোমরা এখানে আছ, তাহলে আমি এরকম উযু করতাম না। (এ জন্য এরকম করেছি যে), আমি আমার দোস্তু মুহাম্মদ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মু'মিনের উযুর পানি যে পর্যন্ত পৌঁছবে, কিয়ামতের দিন তার অলংকারও সে পর্যন্ত পৌঁছবে।

১৬- بَابُ فَضْلِ اسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ.

১৪. পরিচ্ছেদ : কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযু করার ফযীলত

৪৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ.

৪৮০. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন (কাজের) কথা বলব না, যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা পাপরাশি দূর করে দেবেন এবং মর্যাদা উঁচু করে দেবেন? সাহাবায়ে কিরাম আরম্ভ করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন: তা হল, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযু করা, মসজিদে আসার জন্য বেশি পদচারণা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখ, এটাই হল রিবাত (তথা নিজেকে আটকে রাখা ও শয়তানের মুকাবিলায় নিজেকে প্রস্তুত রাখা)।

৪৮১- حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ثِنْتَيْنِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ.

৪৮১. ইসহাক ইব্ন মুসা আল-আনসারী (র)..... আলা ইব্ন আবদুর রাহমান (র) থেকে এই সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু শু'বার বর্ণিত হাদীসটিতে 'رِبَاط' শব্দটির উল্লেখ নেই। আর মালিকের বর্ণিত হাদীসে 'فَذَلِكَ الرِّبَاطُ' শব্দটি দু'বার উল্লিখিত হয়েছে।

১৫- بَابُ السُّوَاكِ.

১৫. পরিচ্ছেদ : মিসওয়াকের বিবরণ

৪৮২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

৪৮২. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মু'মিনদের ওপর (যুহায়র-এর হাদীসে আছে, আমার উম্মাতের উপর) যদি কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে না করতাম তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

৪৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسُّوَاكِ.

৪৮৩. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... মিকদামের পিতা শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।

৪৮৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسُّوَاكِ.

৪৮৪. আবু বাক্র ইবন নাফি আল-আবদী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন প্রথমেই মিসওয়াক করতেন।

৪৮৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَعُولِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السُّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.

৪৮৫. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব আল-হারিসী (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন মিসওয়াকের একপ্রান্ত তাঁর জিহ্বার উপর ছিল।

৪৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّوَاكِ.

৪৮৬. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ মার্জনা করতেন।

৪৮৭- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولُوا لِيَتَّهَجِدْ.

৪৮৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে উঠতেন, এরপর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। এ হাদীসে তাহাজ্জুদের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৪৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُورُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ.

৪৮৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

৪৮৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْإِمْرَانِ "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّىٰ بَلَغَ فِقْنًا عَذَابَ النَّارِ" ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ.

৪৮৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রাত যাপন করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষরাতে উঠলেন। বেরিয়ে এসে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। এরপর আলে-ইমরানের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : وَفِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ থেকে "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّىٰ بَلَغَ فِقْنًا عَذَابَ النَّارِ" পর্যন্ত। এরপর ঘরে ফিরে এসে মিসওয়াক করলেন এবং উযু করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। তারপর আবার উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর ফিরে এসে মিসওয়াক করলেন, উযু করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন।

১৬- بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ.

১৬. পরিচ্ছেদ : মানবীয় ফিতরাতের (অভ্যাসের) বিবরণ

৪৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

৪৯০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ফিতরাত (তথা সুন্নাত) পাঁচটি অথবা তিনি বলেছেন, পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত : খাতনা করা, নাভির নিচের পশম কাটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং গোফ ছাঁটা।

৪৯১- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْإِخْتِتانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ.

৪৯১. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফিতরাত পাঁচটি : খাতনা করা, নাভির নিচের পশম কাটা, গোফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

৪৯২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وَقْتُ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

৪৯২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের জন্য গোফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নিচের পশম কাটার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, চল্লিশ দিনের অধিক যেন না রাখি।

৪৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى.

৪৯৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা গোফ ছোট্টে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।

৪৯৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ.

৪৯৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোফ ছাঁটতে এবং দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৬৯৫- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَخْفُوا الشُّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى.

৪৯৫. সাহল ইবন উসমান (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর- গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।

৬৯৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرْقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جُزُوا الشُّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

৪৯৬. আবু বাকর ইবন ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর-(এভাবেই) তোমরা অগ্নি পূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর।

৬৯৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَأَعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسُّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْأَبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةُ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ "انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ".

৪৯৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত : গোঁফ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিস্ওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কাটা এবং পানিদ্বারা ইস্তিনজা করা। হাদীসের রাবী মুস'আব বলেন, দশম কাজটির কথা আমি ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা। এ হাদীসের বর্ণনায় কুতায়বা আরো একটি বাক্য বাড়ান যে, ওয়াকী বলেন, **انْتِقَاصُ الْمَاءِ** অর্থ ইস্তিনজা করা।

৬৯৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

৪৯৮. এই হাদীসটিই আবু কুরায়ব-এর সূত্রে মুস'আব ইবন শায়বা (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। অবশ্য তিনি বলেন যে, তার পিতা বলেন, আমি দশম কাজটির কথা ভুলে গিয়েছি।

১৭- بَابُ الْأِسْتِطَابَةِ

১৭. পরিচ্ছেদ : ইস্তিনজার বিবরণ

৬৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيِّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلَ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

৪৯৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁকে বলা হল, তোমাদের নবী সহীহ আল-মুশতাহ তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন, এমনকি পেশাব-পায়খানার পদ্ধতিও! তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানা বা পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে, তিনটির কম টিলা দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং গোবর বা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে।

৫০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ إِنِّي أَرَأَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمْ الْخِرَاءَةَ فَقَالَ أَجَلَ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَهَانَا عَنْ الرُّوثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

৫০০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা একবার আমাকে বলল, আমরা দেখছি তোমাদের সঙ্গী (রাসূল সহীহ আল-মুশতাহ) তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন এমনকি পেশাব-পায়খানার নিয়ম নীতিও তোমাদেরকে শিক্ষা দেন! (জবাবে) তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ডান হাতে ইস্তিনজা করতে, (ইস্তিনজার সময়) কিবলামুখী হয়ে বসতে এবং তিনি আমাদেরকে আরো নিষেধ করেছেন গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে। তিনি বলেছেন : “তোমাদের কেউ যেন তিনটি টিলার কম দিয়ে ইস্তিনজা না করে”।

৫০১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ.

৫০১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সহীহ আল-মুশতাহ হাড় অথবা গোবর দিয়ে মুছতে (ইস্তিনজা করতে) নিষেধ করেছেন।

৫০২- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَنَحَّرَفْنَا عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قَالَ نَعَمْ.

৫০২. যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন নুমায়র ও ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করে বসো না এবং পিছন করে বসো না- পেশাব করতেও না, পায়খানা করতেও না; বরং পূর্বদিকে অথবা পশ্চিমদিকে ফিরে বস।^১ আবু আইউব (রা) বলেন, অতঃপর আমরা শাম (সিরিয়া) গেলাম। সেখানে আমরা দেখলাম যে, শৌচাগারগুলো কিবলার দিকে মুখ করে নির্মাণ করা হয়েছে। তখন আমরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসতাম এবং আল্লাহর কাজে মাগফিরাত চাইতাম। রাবী ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, আপনি কি যুহরীকে আতা ইব্ন ইয়াযীদ লায়সী থেকে আবু আইউব (রা)-এর সূত্রে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৫.৩- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا.

৫০৩ আহমাদ ইব্নুল হাসান ইব্ন খিরাশ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করতে বসলে যেন সে কিবলার দিকে মুখ করে এবং সেদিকে পিছন দিয়েও না বসে।

৫.৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ وَأَسْعِ بْنِ حَبَّانٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدُ ظَهْرِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقْيٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدَتْ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلَاتَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ.

৫০৪. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসালামা ইব্ন কা'নাব (র)..... ওয়াসি ইব্ন হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে সালাত আদায় করছিলাম। আর আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তখন কিবলার দিকে পিছন করে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অতঃপর আমি সালাত শেষ করে তাঁর দিকে ঘুরে বসলাম। তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কিছু লোকে বলে, “তুমি যখন ইস্তিনজা করতে বসবে, তখন কিবলার দিকে মুখ করে বসো না এবং

১. মদীনা তায়্যিবা মক্কা মুকাররমা হতে উত্তরে অবস্থিত। এ হুকুম মদীনাবাসী ও দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থানরতদের জন্য উত্তর-দক্ষিণমুখী বসার নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

বায়তুল মুকাদাসের দিকে না।” অথচ একবার আমি একটি ঘরের ছাদের ওপর উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু’টি ইটের ওপর বসা অবস্থায় দেখলাম। তিনি তখন ইস্তিনজার জন্য বায়তুল মুকাদাসের দিকে মুখ করে বসেছিলেন।

৫০৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَأَسْعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

৫০৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আমার বোন হাফসা (রা)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইস্তিনজায় বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি শাম (সিরিয়া)-এর দিকে মুখ করে এবং কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন।^১

১৮- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ.

১৮. পরিচ্ছেদ : ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করা নিষেধ

৫০৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُمْسِكُنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَمْسَحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْأَنْاءِ.

৫০৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (রা)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে এবং পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে যেন ইস্তিনজা (শৌচকর্ম) না করে এবং (পানি পান করার সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।

৫০৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ.

৫০৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (রা)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় (শৌচাগারে) যায়, তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে।

৫০৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْأَنْاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ.

৫০৮. ইবন আবু উমর (রা)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করতে এবং ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন।

১. এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো : সাড়া পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক হবার জন্য হয়ত ঘুরে বসতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ইবন উমর (রা)-এর দৃষ্টি আকস্মিকভাবে নিপতিত হয় এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেন।

১৯- بَابُ التَّيْمُنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

১৯. পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য কাজ ডানদিক থেকে শুরু করা

৫০৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ بْنُ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ.

৫০৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পবিত্রতাজর্ন, চুল আঁচড়ানো এবং জুতা পরার বেলায় ডানদিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন।

৫১০- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ.

৫১০. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর সব কাজেই—জুতা পারায়, চুল আঁচড়ানোতে এবং পবিত্রতা অর্জনে ডানদিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন।

২০- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخْلِى فِي الطَّرِيقِ وَالْظَّلَالِ

২০. পরিচ্ছেদ : রাস্তায় বা (গাছের) ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ

৫১১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَانِينَ قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.

৫১১. ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেন : তোমরা লানতের দু'টি কাজ থেকে দূরে থাক। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, সে কাজ দু'টি কি? ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : মানুষের (যাতায়াতের) রাস্তায় অথবা তাদের (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করা।

২১- بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ

২১. পরিচ্ছেদ : পানি দিয়ে ইসতিনজা করা

৫১২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِضْبَاءٌ هُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

৫১২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাগানে ঢুকলেন। একটি পানির পাত্রসহ একজন বালক তাঁর পেছনে গেল। সে ছিল আমাদের সকলের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ। সে বদনাটি একটি কুলগাছের কাছে রেখে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রয়োজন শেষ করে আমাদের কাছে এলেন। তিনি পানি দিয়ে ইস্তিনজা করেছিলেন।

৫১৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

৫১৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শৌচাগারে ঢুকতেন তখন আমি এবং আমার মতই একটি বালক পানির লোটা ও একখানা লাঠি বয়ে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি পানিদ্বারা ইস্তিনজা করতেন।

৫১৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَاتِيَهُ بِمَاءٍ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ.

৫১৪. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবু কুরায়ব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধার জন্য যেতেন, তখন আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা দ্বারা শৌচকর্ম করতেন।

২২- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

২২. পরিচ্ছেদ : মোজার ওপর মাসেহ করা

৫১৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّهُ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ.

৫১৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া আত-তামীমী, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, আবু কুরায়ব ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়রা (র)..... হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (রা) একবার পেশাব করলেন। তারপর উযু করলেন এবং তার উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কি এরকম করে থাকেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি পেশাব করেছেন, তারপর উযু করেছেন এবং তাঁর উভয়

মোজার ওপর মাসেহ করেছেন। আ'মাশ বলেন, ইব্রাহীম বলেছেন যে, এ হাদীসটি (হাদীস বিশারদ) লোকেরা অথহের সাথে গ্রহণ করেছেন। কারণ জারীর (রা) সূরা মায়িদা নাযিলের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। সূরা মায়িদা আয়াতে পা ধোয়ার হুকুম আছে। এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল সে আয়াত দ্বারা (মাথার ওপর মাসেহের বিধান রহিত হয়নি)।

৫১৬- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَيْسَى وَسُفْيَانَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ.

৫১৬. এ হাদীসটিই ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আলী ইবন খাশরাম (র) অপর বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবন আবু উমার (র)..... আমাশ থেকে এই সনদেই আবু মু'আবিয়ার হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে ঈসা ও সুফয়ানের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহর সঙ্গীসাথীদের কাছে এ হাদীসটি আনন্দদায়ক বলে মনে হত। কারণ জারীর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূরা মায়িদা নাযিলের পরে।

৫১৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَّاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ أَدْنُهُ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقْبِيهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ.

৫১৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি কোন কাওমের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গায় এসে পৌঁছলেন। অতঃপর সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। আমি তখন দূরে সরে গেলাম। তিনি বললেন, কাছে এস। আমি তাঁর নিকটে গেলাম, এমনকি একেবারে তাঁর গোড়ালির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পেশাব শেষে তিনি উযু করলেন। তাতে তাঁর উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন।

৫১৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَمَاشَى فَاتَى سُبَّاطَةَ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقْبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

৫১৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু ওয়ায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মুসা (রা) পেশাবের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তিনি একটি বোতলে পেশাব করতেন এবং বলতেন, বনী

ইসরাঈলদের কারো চামড়ায় (অর্থাৎ চামড়ার পোশাকে) যদি পেশাব লাগত, কাঁচি দিয়ে সে স্থান কেটে ফেলত। অতঃপর ছ্যায়ফা (রা) (একথা শুনে) বললেন, আমি চাই যে, তোমাদের সঙ্গী (আবু মুসা) এ ব্যাপারে এত কঠোরতা না করলেই ভাল হত। (কারণ) একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি একটি দেয়ালের পিছনে কোন এক কাওমের আবর্জনা ফেলার জায়গায় পৌঁছলেন। অতঃপর তোমরা যেমনভাবে দাঁড়াও, তেমনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। আমি তাঁর থেকে দূরে সরে ছিলাম। তিনি আমার দিকে ইশারা করলেন। অতঃপর আমি এলাম এবং একেবারে তাঁর গোড়ালির কাছে এসে দাঁড়িলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজন শেষ করলেন।

৫১৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَا جِرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمَحٍ مَكَانَ حِينَ حَتَّى.

৫১৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবন রুমহ ইবনুল-মুহাজির (র)..... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধার জন্য বের হলেন। তারপর মুগীরা (রা) একটি পানিভর্তি বদনা নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজন শেষ করলে তিনি তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। এরপর তিনি উযু করলেন এবং উভয় মোজার উপর মাসেহ করলেন। ইবন রুমহ-এর বর্ণনায় حِينَ শব্দের স্থলে حَتَّى শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

৫২০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

৫২০. এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ করলেন। তারপর উভয় মোজার উপর মাসেহ করলেন।

৫২১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

৫২১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (র)..... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি এক স্থানে থেমে প্রয়োজন সমাধা করলেন। এরপর ফিরে এলেন এবং আমার কাছে রাখা একটি পাত্র থেকে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি উযু করলেন এরপর তাঁর উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন।

৫২২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذْ

الْأَدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَاَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةٌ الْكُمَيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

৫২২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, মুগীরা! পানির পাত্র (সঙ্গে) নাও। আমি তা (সঙ্গে) নিলাম। তারপর তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁটতে হাঁটতে আমার থেকে আড়ালে চলে গেলেন। তারপর তিনি তাঁর প্রয়োজন সমাধা করলেন ও ফিরে এলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি শামী জোকা যার আস্তিন ছিল চাপা (অপ্রশস্ত)। তিনি আস্তিন থেকে তাঁর হাত বের করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু (অপ্রশস্ত হওয়ার কারণে) তা আটকে গেল। অতঃপর তিনি জোকের নিচ থেকে তাঁর হাত বের করলেন। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি সালাতের জন্য যেমন উযু করা হয়, তেমনি উযু করলেন। তারপর তাঁর উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন।

৫২৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْأَدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا.

৫২৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আলী ইবন খাশরাম (র).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজন সমাধার জন্য বের হলেন। (হাজত শেষে) তিনি যখন ফিরে এলেন তখন পানির পাত্র নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর উভয় হাত ধুইলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর উভয় বাহু ধোয়ার ইচ্ছা করলেন; কিন্তু জোকায় (অপ্রশস্ততার কারণে) তা আটকে গেল। তিনি জোকের নিচে দিয়ে বের করে উভয় বাহু ধুইয়ে ফেললেন এবং মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন। তারপর আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন।

৫২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي أَمْعَكَ مَاءً قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لَأَنْزِعَ خَفَّيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَاِنِّي ادْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

৫২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ নুমায়র (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কোন এক সফরে এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, “তোমার সাথে কি পানি আছে?” আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তখন আমি বদনা থেকে তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি পশমের জোকা। তিনি তা থেকে হাত বের করতে না পেরে জোকবার নিচ দিয়ে বের করলেন। তারপর তাঁর উভয় বাহু ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ করলেন। আমি তাঁর উভয় মোজা খুলে দিতে চাইলাম কিন্তু (বাধা দিয়ে) তিনি বললেন, ওভাবেই থাকতে দাও। কারণ আমি ও দু’টি পবিত্র অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। (এই বলে) তিনি তার উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন।

৫২৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَأَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.

৫২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করালেন। তিনি উযু করলেন এবং উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন। মুগীরা (রা) এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু বললে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : আমি এ দু’টিকে পবিত্রাবস্থায় পরেছি।

২৩- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ

২৩. পরিচ্ছেদ : পাগড়ির উপর মাসেহ করা

৫২৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمْعَكَ مَاءً فَاتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَالْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خَفَيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَاَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَاَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتُنَا.

৫২৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাযী (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছনে রয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে পেছনে পড়লাম। তিনি প্রয়োজন সমাধা করে বললেন, তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি একটি পানির পাত্র নিয়ে এলাম। তিনি উভয় হাতের কজা পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর উভয় বাহু বের করতে চাইলেন; কিন্তু জোকবার আস্তিনে আটকে গেল। তিনি জোকবার নিচ থেকে হাত বের করলেন এবং জোকাটি কাঁধের ওপর রেখে দিলেন। তারপর উভয় হাত ধুইলেন, মাথার সম্মুখভাগ মু. শরীফ (১ম) — ৩৮

এবং পাগড়ি ও উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন। তারপর তিনি সওয়ার হলেন এবং আমিও সওয়ার হলাম। আমরা যখন আমাদের কাওমের কাছে পৌঁছলাম, তখন তারা সালাত আদায় করছিল। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) তাদের সালাতে ইমামতি করছিলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত পড়ে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন টের পেয়ে তিনি পিছিয়ে আসছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (সেখানে থাকতে) ইশারা করলেন। এতে তিনি (আবদুর রহমান ইব্ন আওফ) তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর আমাদের থেকে যে রাক'আত ছুটে গিয়েছিল, তা আদায় করলাম।

৫২৭- حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدِّمَ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

৫২৭. উমায়্যা ইব্ন বিসতাম ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় মোজার ওপর এবং মাথার সম্মুখ ভাগ ও পাগড়ির ওপর মাসেহ করেন।

৫২৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫২৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র)..... মুগীরা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫২৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

৫২৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র).....বাকর ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হাসান (র) থেকে, তিনি মুগীরা (রা)-এর পুত্র হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। বাকর বলেন, আমি মুগীরা (রা)-র পুত্র থেকে সরাসরিও শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা উযু করলেন। এতে তিনি মাথার সম্মুখ ভাগ এবং পাগড়ি ও উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন।

৫৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى حَدَّثَنِي الْحَكَمُ قَالَ حَدَّثَنِي بِلَالٌ.

৫০৩. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় মোজা ও পাগড়ির ওপর মাসেহ করেছেন।

৫৩১- وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنُ مُسْهَرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

৫৩১. এ হাদীসটিই সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)..... একই সনদে আমাশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসে এরূপ রয়েছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি.....।

২৬- بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

২৪. পরিচ্ছেদ : মোজার ওপর মাসেহ করার সময়সীমা

৫৩২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَلَائِيِّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ .

৫৩২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)..... শুরায়হ ইবন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম মোজার ওপর মাসেহ করার মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে। তিনি বললেন, আবু তালিবের পুত্র (আলী রা)-এর কাছে গিয়ে এ মাস'আলা জিজ্ঞেস কর। কারণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফর করত। অতঃপর আমরা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত। এ হাদীসের রাবী সুফয়ান সাওরী (র) যখন তাঁর উস্তাদ আমর-এর উল্লেখ করতেন, তখন তাঁর প্রশংসা করতেন।

৫৩৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৫৩৩. ইসহাক (র)..... হাকাম (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫৩৪- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي فَاتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

৫৩৪. যুহায়র ইবন হারব (র)..... শুরায়হ ইবন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আলীর কাছে যাও। কারণ এ ব্যাপারে সে

আমার চেয়ে বেশি জানে। আমি আলী (রা)-এর কাছে এলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করলেন।

২৫- بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

২৫. পরিচ্ছেদ : এক উযুতে সব সালাত আদায় করা জাযেয হবার বিবরণ

৫৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ.

৫৩৫. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন এক উযু দিয়ে কয়েক (পাঁচ) ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন এবং মোজার ওপর মাসেহ করেন। উমার (রা) তাঁকে বললেন, আপনি আজ এমন কাজ করেছেন যা ইতিপূর্বে আর করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “উমার! আমি ইচ্ছে করেই এমনটি করেছি।”

২৬- بَابُ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضُّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمُشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

২৬. পরিচ্ছেদ : যার হাতে নাপাকীর সন্দেহ রয়েছে, তার জন্য তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেয়া মাকরুহ

৫৩৬- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

৫৩৬. নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী ও হামিদ ইবন উমার আল-বাকরাবী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে, তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ঢোকায়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

৫৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ.

৫৩৭. আবু কুরায়ব ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫৩৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৩৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫৩৯- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ يَدَهُ فِي إِنْاءِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ.

৫৩৯. সালামা ইবন শাবীব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ জাগ্রত হবে, তখন সে তার হাত পায়ে ঢুকবার পূর্বে যেন তিনবার ধুয়ে নেয়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

৫৪০- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُلَوَانِيُّ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ حَتَّى يَغْسِلَهَا وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلَاثًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ..

৫৪০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র), নাসর ইবন আলী (র), আবু কুরায়ব (র), মুহাম্মাদ ইবন রাফি (র), মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) ও আল-হুলওয়ানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণিত আছে, প্রত্যেকের বর্ণনাতেই يَغْسِلَهَا (হাত না ধোয়া পর্যন্ত) রয়েছে। তাদের কেউ তিনবারের কথা উল্লেখ করেন নি। কেবলমাত্র জাবির (র), ইবনুল মুসায়্যিব (র), আবু সালামা (র), আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র), আবু সালিহ (র) ও আবু রাযীন (র)-এর বর্ণনায় 'তিন বার'-এর উল্লেখ রয়েছে।

২৭- بَابُ حُكْمِ وَلَوْغِ الْكَلْبِ

২৭. পরিচ্ছেদ : কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে বিধান

৫৪১- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْقَهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

৫৪১. আলী ইবন হুজর আস-সা'দী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়, তখন সে যেন তা ঢেলে ফেলে। তারপর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে।

৫৪২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فَلْيُرْقَهُ.

৫৪২. মুহাম্মাদ ইবনুস সাববাহ (র).....আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে; কিন্তু তিনি ফলির্কহু (সে যেন তা ঢেলে ফেলে)-এর উল্লেখ করেননি।

৫৪৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

৫৪৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো পাত্র থেকে যখন কুকুর পান করবে, তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে।

৫৪৪- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

৫৪৪. যুহায়র ইবন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ লাগিয়ে পান করবে, তখন সে পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি হল সাতবার তা ধুয়ে ফেলা। প্রথমবার মাটি দিয়ে (ঘষা)।

৫৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

৫৪৫. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ লাগিয়ে পান করবে, তখন সে পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি হলো, সাতবার ধুয়ে ফেলা। প্রথমবার মাটি দ্বারা।

৫৪৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ الْمُغْفَلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالَ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيِّدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ.

৫৪৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ইবনুল মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে বললেন, তাদের কী হয়েছে যে, তারা কুকুরের পিছনে পড়লো? তারপর শিকারী কুকুর এবং বকরীর (পাহারা দেয়ার) কুকুর রাখার অনুমতি দেন এবং বলেন, কুকুর যখন পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করবে, তখন তা সাতবার ধুয়ে ফেলবে এবং অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঘষে ফেলবে।

৫৪৭- وَ- ثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيِّدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى.

৫৪৭. এ হাদীসটিই ইয়াহইয়া ইবন হাবীব আল-হারিসী (র), মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) ও মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ (র).....শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ-এর বর্ণনায় একটু অতিরিক্ত আছে। তা হল, তিনি বকরী পাহারা দেয়ার, শিকার করার এবং ফসল পাহারা দেয়ার কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন। ইয়াহইয়া ছাড়া আর কারো বর্ণনায় ফসলের কথা উল্লেখ নেই।

২৮- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

২৮. পরিচ্ছেদ : স্থির পানিতে পেশাব করা নিষেধ

৫৪৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ.

৫৪৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র), মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র) ও কুতায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

৫৪৯- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৫৪৯. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেন, তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব করে পরে তা দিয়ে যেন গোসল না করে।

৫৫০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৫৫০. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি এমনটি করো না যে, প্রবাহিত নয় এমন স্থির পানিতে পেশাব করবে তারপর আবার তা থেকে গোসল করবে।

২৯- بَابُ النُّهْيِ عَنِ الْاِغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

২৯. পরিচ্ছেদ : (নাপাক অবস্থায়) স্থির^১ পানিতে গোসল করা নিষেধ

৫৫১- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ هُرُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

৫৫১. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র), আবু তাহির (র) ও আহমাদ ইব্ন ইসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় স্থির পানিতে গোসল না করে। রাবী বলল, হে আবু হুরায়রা! তখন সে কিভাবে (গোসল) করবে? তিনি বললেন, পানি তুলে নিয়ে করবে।

৩০- بَابُ وَجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النُّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ الْأَرْضُ تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حُفْرِهَا-

৩০. পরিচ্ছেদ : মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা ধুয়ে ফেলা জরুরী; আর পানিদ্বারাই মাটি পবিত্র হয়, খুঁড়ে ফেলার প্রয়োজন পড়ে না

৫৫২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ وَلَا تَزْرِمُوهُ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

৫৫২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন কিছু লোক তার কাছে উঠে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং পেশাব করতে বাধা দিও না। রাবী বলেন, সে যখন পেশাব করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বালতি পানি চাইলেন। অতঃপর তা সেখানে ঢেলে দিলেন।

১. স্থির পানি বলতে 'কম পরিমাণ পানি' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الدَّرَا وَرْدِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ فِيهَا فَصَّاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذُنُوبٍ فَصَبَّ عَلَى بَوْلِهِ.

৫৫৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদের মধ্যে এক কোণে দাঁড়িয়ে সেখানেই পেশাব করে দিল। অতঃপর লোকজন এতে হৈ চৈ শুরু করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। তার পেশাব শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বালতি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার পেশাবের ওপর তা ঢেলে দেওয়া হল।

৫৫৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ إِسْحَقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَبِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَهْ مَهْ فَالَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرْكُوهُ حَتَّى يَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

৫৫৪. যুহায়র ইবন হারব (র).....ইসহাকের চাচা আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন এল। সে দাঁড়িয়ে মসজিদেই পেশাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ বলতে লাগলেন, ‘থাম, থাম’। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ‘তোমরা ওকে বাধা দিও না, ছেড়ে দাও ওকে’। অতঃপর তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলে সে পেশাব করা শেষ করল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে বললেন, “দেখ এই যে মসজিদগুলো, এতে পেশাব করা বা এতে কোন রকম ময়লা ফেলা উচিত নয়। এ সব তো কেবল আল্লাহর যিকির করা, সালাত আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য”। অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ধরনের কিছু বলেছিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত লোকদের কোন একজনকে নির্দেশ দিলেন, সে এক বালতি পানি নিয়ে এল। তিনি তা তার ওপর ঢেলে দিলেন।

৩১- بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرُّضِيعِ وَكَيْفِيَةِ غَسْلِهِ

৩১. পরিচ্ছেদ : দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের হুকুম এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি

৫৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيُبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأَتِي بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫৫৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও আবু কুরায়ব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শিশুদেরকে নিয়ে আসা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন এবং কিছু চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। একবার একটি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল। অতঃপর শিশুটি তাঁর শরীরে পেশাব করে দিল। অতঃপর তিনি পানি আনিয়া পেশাবের জায়গায় ঢেলে দিলেন। আর (ভালো করে) তা ধুলেন না।

৫৫৬- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

৫৫৬. যুহায়র ইবন হারব (র)আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একবার একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। অতঃপর তিনি পানি আনিয়া তার ওপর ঢেলে দিলেন।

৫৫৭- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

৫৫৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... হিশাম (র) থেকে এই সনদে ইবন নুমায়রের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৫৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ قَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالمَاءِ .

৫৫৮. মুহাম্মাদ ইবন রুমহ ইবনুল মুহাজির (র).....কায়স বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার এক শিশু পুত্রকে যে তখনো খাবার খেতে পারত না—নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে দিলেন। শিশুটি পেশাব করে দিল। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) শুধু পানি ছিটিয়ে দেয়ার বেশি কিছু করলেন না।

৫৫৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

৫৫৯. এ হাদীসটিই ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র), আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র), আমর আন-নাকিদ (র) ও যুহায়র ইবন হারব (র) সকলেই ইবন উয়ায়না (র)-এর মাধ্যমে যুহরী (র) থেকে এই সনদে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) পানি আনিয়ে তা ছিটিয়ে দিলেন।

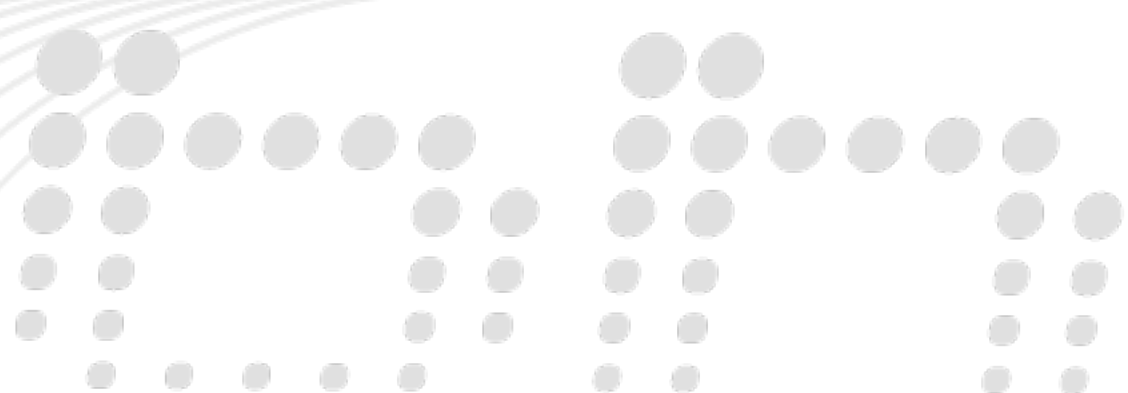
৫৬০- وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَحَدُ بَنِي أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا.

৫৬০. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র).....উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা ইবন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত, উম্মু কায়স বিনত মিহসান (রা) যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়'আত গ্রহণকারিণী, প্রথম মুহাজির মহিলাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বনু আসাদ ইবন খুযায়মা গোত্রের উক্কাশা ইবন মিহসান (রা)-এর বোন। রাবী বলেন, তিনি (উম্মু কায়স) আমাকে জানান যে, তিনি একবার তার এক পুত্রকে—যে তখনো খাবার গ্রহণের বয়সে পৌছেনি, নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, তিনি আমাকে জানান যে, তাঁর সে পুত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে পেশাব করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি আনিয়ে তাঁর কাপড়ের ওপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা ভাল করে ধুলেন না।

৩২- بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ

৩২. পরিচ্ছেদ : বীর্যের হুকুম

৫৬১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَاصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَاتَ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ أَنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْنَضَحْتِ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُكًا فَيُصَلِّي فِيهِ.



বাংলা হাদিস

৫৬১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)আলকামা (র) ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি আয়েশা (রা)-এর মেহমান হল। অতঃপর সকালে সে তার কাপড় ধুতে লাগল। তখন আয়েশা (রা) বললেন, তুমি যদি (কাপড়ে) তা (বীর্য) দেখতে পাও, তবে তোমার জন্য শুধু সে জায়গাটা ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। আর যদি তা না দেখ, তবে তার আশেপাশে পানি ছিটিয়ে দিবে। আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা নখ দিয়ে ভাল করে খুটে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরে সালাত আদায় করতেন।

৫৬২- وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৫৬২. উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র).....আয়েশা (রা) থেকে বীর্য সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তা (বীর্য) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে নখ দিয়ে খুটে ফেলতাম।

৫৬৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَهْدِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْذَبِ ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ كُلُّهُمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ.

৫৬৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র), ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র), আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)আয়েশা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য দূর করা সম্পর্কে আবু মা'শার থেকে খালিদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫৬৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৫৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)-এর সূত্রেও আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৫৬৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيُغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ.

৫৬৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আমর ইবন মায়মুন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইবন ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন লোকের কাপড়ে বীর্য লেগে গেলে সে শুধু সেই বীর্য ধুয়ে ফেলবে, না কাপড়টাই ধুয়ে ফেলবে? তিনি বললেন, আয়েশা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য ধুয়ে ফেলতেন। তারপর সেই কাপড়েই সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন, আর আমি (পেছন থেকে) সে কাপড়ে ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম।

৫৬৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ كُلُّهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৫৬৬. আবু কামিল আল-জাহদারী (র), আবু কুরায়ব (র) ও ইবন আবু যায়িদা (র)-এরা সকলেই আমর ইবন মায়মুন (র) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবন যায়দার হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য ধুতেন। আর ইবনুল মুবারক (র) ও আবদুল ওয়াহিদ (র)-এর হাদীসে রয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলতাম।

৫৬৭- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبِي فَغَمَسْتُهَا فِي الْمَاءِ فَرَأَتْنِي جَارِيَةً لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِيكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ قَالَتْ هَلْ رَأَيْتَ فِيهَا شَيْئًا قُلْتُ لَا قَالَتْ فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَا هُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَابِسًا بِظَفْرِي.

৫৬৭. আহমাদ ইবন জাওয়াস আল-হানাকী আবু আসিম (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শিহাব আল-খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আয়েশা (রা)-এর মেহমান ছিলাম। (রাতে) আমার কাপড়ে স্বপ্নদোষ হল। আমি সে কাপড় দু'টি পানিতে ডুবিয়ে ধুচ্ছিলাম। আয়েশা (রা)-এর এক দাসী আমাকে এরূপ করতে দেখে তাঁকে গিয়ে জানাল। আয়েশা (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর বললেন, তুমি তোমার কাপড় দু'টিকে এরূপ করছ কেন? তিনি (আবদুল্লাহ ইবন শিহাব) বলেন, আমি বললাম, ঘুমন্ত ব্যক্তি তার স্বপ্নে যা দেখে, আমি তাই দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি কি কাপড় দু'টিতে কিছু দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি যদি কিছু দেখতে, তবে তা ধুয়ে ফেলতে। আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলতাম।

২৩- بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَةِ غَسْلِهِ

৩৩. পরিচ্ছেদ : রক্ত অপবিত্র এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি

৫৬৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

৫৬৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র).....আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন, (প্রথমে) তা নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলবে। এরপর পানি দিয়ে রগড়িয়ে ফেলবে, তারপর ধুয়ে ফেলবে, তারপর তাতে সালাত আদায় করবে।

৫৬৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

৫৬৯. আবু কুরায়ব (র) ও আবু তাহির (র)-প্রত্যেকেই হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে এ সনদে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদের (উপরোক্ত) হাদীস-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الْإِسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

৩৪. পরিচ্ছেদ : পেশাব অপবিত্র হবার দলীল এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য জরুরী

৫৭০- وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطَبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

৫৭০. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র), আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ^{সংগ্রাহিত আলহাদিথ ও হাসানাত} দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, জেনে রাখ, এ কবরবাসীদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে কোন কঠিন কাজের দরুন তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন চোগলখুরী করত। আর অপরজন তার পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। তিনি [ইব্ন আব্বাস (রা)] বলেন, অতঃপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল আনিয়া দু'টুকরা করলেন। তারপর এ কবরের উপর একটি এবং অন্য কবরের উপর একটি পুঁতে দিলেন। এরপর বললেন, হয়ত বা এদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে যতদিন পর্যন্ত এ দু'টি শুকিয়ে না যাবে।

৫৭১- حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ الْآخِرُ لَا يَسْتَنْزَهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْ مِنَ الْبَوْلِ.

৫৭১. এ হাদীসটিই আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আল-আযদী (র).....সুলায়মান আল-আ'মশ (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেন, 'আর অপরজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না'।

كِتَابُ الْحَيْضِ

অধ্যায় : হায়েয

১- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْأَزَارِ

১. পরিচ্ছেদ : ইয়ারের উপরে ঋতুমতী মহিলার সাথে মেলামেশা করা

৫৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتَرُ بِأَزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

৫৭২. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র), যুহায়র ইবন হারব (র) ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুমতী হয়ে পড়ত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে সে নিম্নাঙ্গে ভাল করে বস্ত্র বেঁধে নিত। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে মেলামেশা করতেন।

৫৭৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأْتَرُ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ أَرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ أَرْبَهُ.

৫৭৩. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র) ও আলী ইবন হুজর সা'দী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুমতী হয়ে পড়ত, তখন তার পূর্ণ হায়েযের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইয়ার বেঁধে নেয়ার হুকুম দিতেন। তারপর তার সাথে মেলামেশা করতেন। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন, তোমাদের মধ্যে কে তার কামভাব সেরূপ আয়ত্তে রাখতে সক্ষম রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ তাঁর কামভাব আয়ত্তে রাখতে সক্ষম ছিলেন?

৫৭৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْأَزَارِ وَهُنَّ حَائِضٌ.

৫৭৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সাথে ইয়ারের উপরে মেলামেশা করতেন—যখন তাঁরা ঋতুমতী হতেন।

২- بَابُ الْأَضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ

২. পরিচ্ছেদ : ঋতুমতী মহিলার সাথে একই চাদরের নিচে শয়ন করা

৫৭৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِيَ وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.

৫৭৫. আবু তাহির (র), হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) এবং আহমাদ ইবন ইসা (র)নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে শুতেন আর আমি তখন ঋতুমতী থাকতাম এবং আমার ও তাঁর মধ্যে কেবল একটি কাপড় থাকত।

৫৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيرِ إِذْ حِضْتُ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِضَّتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْفُسْتُ قُلْتُ نَعَمْ فُدَعَالِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيرِ قَالَتْ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৫৭৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি রেখাযুক্ত চাদরের নিচে শুয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই আমার হায়েয এল। আমি চাদরের নিচ থেকে বের হয়ে গিয়ে আমার হায়েয-এর কাপড় পরে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার কি হায়েয এসেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে (কাছে) ডাকলেন। অতঃপর আমি তাঁর সাথে চাদরটির নিচে শুলাম। রাবী বলেন, তিনি (উম্মু সালামা) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) জানাবাত-এর গোসল করতেন।

৩- بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةَ سُورِهَا وَالْإِتِّكَاءِ فِي حَجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ

৩. পরিচ্ছেদ : ঋতুমতী মহিলার জন্য তার স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া; তার চুল আঁচড়িয়ে দেয়া জায়েয; তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র; তার কোলে মাথা রেখে শয়ন করে সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয

৫৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اِعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَى رَأْسِهِ فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

৫৭৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ই'তিকাফ করতেন তখন আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুকিয়ে দিতেন। আমি তা আঁচড়ে দিতাম। (ই'তিকাফকালে) তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন না মানবিক প্রয়োজন (যেমন পেশাব-পায়খানা) ছাড়া।

৫৭৮. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بَنَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَةٌ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدْخُلُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجُلُهُ وَكَانَ لَيَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ.

৫৭৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ও মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (ই'তিকাফে থাকাকালীন) প্রয়োজনের জন্য ঘরে যেতাম। সেখানে রোগী থাকত। আমি চলতে চলতেই তার খবরাদি জিজ্ঞেস করতাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে থাকা অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে যেতেন না। ইবন রুমহ বলেন, “যখন তাঁরা ই'তিকাফে থাকতেন।”

৫৭৯. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

৫৭৯. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র).....নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (অনেক সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন। আমি তা ধুয়ে দিতাম। আর তখন আমি ঋতুমতী থাকতাম।

৫৮০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَى رَأْسِهِ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأَرْجُلُ رَأْسِهِ وَأَنَا حَائِضٌ.

৫৮০. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজরায় থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন। আর আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম।

৫৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

৫৮১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুমতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা ধুয়ে দিতাম।

৫৮২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاوليني الخُمرة من المسجد قالت فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك .

৫৮২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাকে বললেন, “মসজিদ থেকে আমার জায়নামাযটি (হাতে বাড়িয়ে) নিয়ে এস” তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতী। তিনি বলেন, “তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নয়।”

৫৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَنْيَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَناولَهُ الخُمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك .

৫৮৩. আবু কুরায়ব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ থেকে জায়নামায (হাতে বাড়িয়ে) তুলে নিয়ে আসতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতী। তিনি বললেন, তুমি তা আমার কাছে নিয়ে এস। কারণ হায়েয তোমার হাতে (লেগে) নেই।

৫৮৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ نَاوليني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فنناولته .

৫৮৪. যুহায়র ইবন হারব, আবু কামিল ও মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে থাকাবস্থায় বললেন, হে আয়েশা! আমাকে কাপড় এনে দাও। তিনি [আয়েশা (রা)] বললেন, আমি তো ঋতুমতী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নয়। অতঃপর তিনি তা এনে দিলেন।

৫৮৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أناولَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِي فَيْشَرَبُ وَاتَّعَرَّقَ الْعَرَقُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أناولَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِي وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ .

৫৮৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হয়েষ অবস্থায় পানি পান করে সে পাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিতাম। আমার মুখ লাগানো স্থানে তিনি তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি হয়েষ অবস্থায় হাড় থেকে গোশত কামড়ে খেতাম। তারপর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগাতেন। যুহায়র পান করার কথা উল্লেখ করেননি।

৫৮৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَكَيُّ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

৫৮৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (অনেক সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হয়েষ অবস্থায় আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

৫৮৭. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يَجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ آيَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بَشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

৫৮৭. যুহায়র ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীরা তাদের মহিলাদের হয়েষ হলে তার সঙ্গে এক সাথে আহাৰ করত না এবং এক ঘরে বাস করত না। সাহাবায়ে কিরাম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ “তারা তোমার কাছে হয়েষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও যে, তা হলো নাপাক। সুতরাং হয়েষ অবস্থায় তোমরা মহিলাদের থেকে পৃথক থাক”....। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ কর। এ খবর ইয়াহুদীদের কাছে পৌছলে তারা বলল, এ লোকটি সব কাজেই আমাদের বিরোধিতা করতে চায়। অতঃপর উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) ও আব্বাদ ইবন বিশ্র (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহুদীরা এ রকম এ রকম বলছে। আমরা কি তাদের সাথে (হয়েষ অবস্থায়) সহবাস করব না? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মূবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন। তারা (উভয়ে) বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দুধ হাদিয়া এল। তিনি তাদেরকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। (তারা এলে) তিনি তাদেরকে দুধ পান করালেন। তখন তারা বুঝল যে, তিনি তাদের ওপর রাগ করেন নি।

৪- بَابُ الْمَذَى

৪. পরিচ্ছেদ : মযীর ১ বিবরণ

৫৮৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهَشِيمٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

৫৮৮. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার বেশি বেশি মযী বের হত। আমি এ সম্পর্কে নবী ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম। কারণ তাঁর কন্যা ছিল আমার বিবাহাধীন। তাই আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে (এ সম্পর্কে জানতে) বললাম, তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, সে তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে এবং উযু করে নেবে।

৫৮৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذَى مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوءُ.

৫৮৯. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম ফাতিমার কারণে। তাই আমি মিকদাদকে বললাম, তখন তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাতে (মযী বের হলে) শুধু উযু করতে হয়।

৫৯০- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَرْسَلْنَا الْمُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذَى يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَأَنْضَحَ فَرَجَكَ.

৫৯০. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী ও আহমাদ ইব্ন ইসা (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) বলেন, আমি একবার মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালাম। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন লোকের মযী বের হলে সে তখন কি করবে? তিনি বললেন, উযু করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে।

৫- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ

৫. পরিচ্ছেদ : ঘুম থেকে উঠলে মুখ এবং উভয় হাত ধুয়ে নেবে

৫৯১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ.

১. কামভাবকালে যৌনাঙ্গ থেকে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়।

৫৯১. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একবার রাতে (ঘুম থেকে) উঠলেন, প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করলেন, তারপর তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত ধুইলেন। এরপর ঘুমিয়ে গেলেন।

৬- بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ

৬. পরিচ্ছেদ : নাপাক অবস্থায় ঘুমানো জায়েয, তবে পানাহার করতে, ঘুমাতে অথবা সহবাস করতে চাইলে তার জন্য উযু করা এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব

৫৯২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

৫৯২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী, মুহাম্মাদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপাক থাকা অবস্থায় যখন ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন ঘুমাবার পূর্বে সালাতের জন্য যেরূপ উযু করতে হয়, সেরূপ উযু করতেন।

৫৯৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

৫৯৩. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নাপাক থাকতেন তখন কিছু খাওয়া অথবা ঘুমাবার ইচ্ছা করলে উযু করে নিতেন।

৫৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَحْدُثُ.

৫৯৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... শু'বা (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৫৯৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْرَقْدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ.

৫৯৫. মুহাম্মদ ইবন আবু বাকর আল-মুকাদামী ও যুহায়র ইবন হারব (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ নাপাক অবস্থায় কি ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন সে উযু করে নেবে।

৫৯৬. - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَتَوَضَّأَ ثُمَّ لِيَنَامَ حَتَّى يَغْسِلَ إِذَا شَاءَ.

৫৯৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) একবার নবী ﷺ-এর কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাদের কেউ কি নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে যেন উযু করে তারপর ঘুমায়। এরপর যখন ইচ্ছা গোসল করে নেয়।

৫৯৭. - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

৫৯৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, তিনি রাতে অপবিত্র হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি (তখন) উযু করবে এবং তোমার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে, তারপর ঘুমাবে।

৫৯৮. - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَثْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

৫৯৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....আবদুল্লাহ ইবন আবু কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (সে সম্পর্কে) হাদীস বর্ণনা করলেন। (তারপর) আমি বললাম, তিনি নাপাকের সময় কি করতেন, তিনি কি ঘুমাবার আগে গোসল করতেন, না গোসল করার আগে ঘুমাতে? তিনি (আয়েশা রা) বললেন, সবই করতেন। কখনো গোসল করে ঘুমাতে, আর কখনো উযু করে ঘুমাতে। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি সবকাজেই অবকাশ রেখেছেন।

৫৯৯. - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৫৯৯. যুহায়র ইবন হারব ও হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... মু'আবিয়া ইবন সালিহ (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৬০০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وَضُوءٌ وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ.

৬০০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, আমর আন-নাকিদ ও ইবন নুমায়র (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলবে, তারপর আবার মিলতে ইচ্ছা করবে, সে যেন উযু করে নেয়। আবু বাকর তার হাদীস “উভয় মিলনের মধ্যে উযু করবে” (যদি সে আবার মিলনের ইচ্ছা করে) বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

৬০১. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ الْحَذَّاءَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

৬০১. হাসান ইবন আহমাদ ইবন আবু শু'আয়ব আল-হাররানী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে যেতেন, একই গোসলে।

৭- بَابُ وَجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا

৭. পরিচ্ছেদ : মহিলার মণী (বীর্য) বের হলে তার ওপর গোসল করা ওয়াজিব

৬০২. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أُمَّ سَلِيمٍ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ (قَوْلُهَا تَرَبَّتْ يَمِينُكَ خَيْرٌ) فَقَالَ لِعَائِشَةَ بَلْ أَنْتِ فَتَرَبَّتْ يَمِينُكَ نَعَمْ فَلْتَفْتَسِلْ يَوْمَ سَلِيمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ.

৬০২. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস ইবন ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম (রা) যিনি ছিলেন (এ হাদীসের রাবী) ইসহাকের দাদী। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আয়েশা (রা) তখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্ত্রী লোক যদি ঘুমে পুরুষে যা দেখে তাই দেখে, তবে পুরুষে যা করে তারও কি তাই করতে হবে বলে আপনি মনে করেন? তখন আয়েশা (রা) বললেন, উম্মু সুলায়ম! তুমি নারী জাতিকে অপমানিত করেছ। তোমার ডান হাতে মাটি লাগুক। (হাতে মাটি লাগুক; তাঁর এ কথা ছিল ভাল

উদ্দেশ্যে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-কে বললেন, বরং তোমার ডান হাতে মাটি লাগুক। (এরপর উম্মু সুলায়ম এর জবাবে বললেন) হ্যাঁ, উম্মু সুলায়ম! সে গোসল করবে যখন ঐরূপ দেখবে।”

৬.৩ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَفْتَسِلْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّيْبَةُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْبَةُ.

৬০৩. আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলায়ম (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে ঘুমে পুরুষ যা দেখে তাই দেখতে পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, স্ত্রীলোক যখন ঐরূপ দেখবে, তখন সে গোসল করবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, এ কথায় আমি লজ্জাবোধ করলাম। তিনি বললেন, এ রকমও কি হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তা না হলে ছেলেমেয়ে তার সদৃশ কোথেকে হয়? পুরুষের বীর্ষ গাঢ়, সাদা আর স্ত্রীলোকের বীর্ষ পাতলা, হলুদ। উভয়ের মধ্য থেকে যার বীর্ষ ওপরে উঠে যায় অথবা আগে চলে যায়, (সন্তান) তারই সদৃশ হয়।

৬.৪ - وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَفْتَسِلْ.

৬০৪. দাউদ ইবন রুশায়দ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেই স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যে পুরুষ ঘুমের মধ্যে যা দেখতে পায়, তাই দেখে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পুরুষের যা হয় (স্বপ্নদোষ) স্ত্রীলোকেরও তাই হলে সে গোসল করবে।

৬.৫ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ تَرَبَّتْ يَدَاكَ فِيمَ يُشَبِّهُهَا وَلَدَهَا.

৬০৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (র)..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের যখন স্বপ্নদোষ হয়, তখন কি তার ওপর গোসল করা জরুরী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে। (একথা শুনে) উম্মু সালামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেন, তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক! তাহলে তার সন্তান কিসের দ্বারা তার সদৃশ হয়?

৬.৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِذِهِ الْأِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَتْ قُلْتُ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ.

৬০৬. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র), যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র).....উরওয়া (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, তিনি (উম্মু সালামা রা) বললেন, তুমি নারী জাতিকে লজ্জিত করেছ।

৬.৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ # بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أَفْ لَكَ أَتَرَى الْمَرْأَةَ ذَالِكَ.

৬০৭. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবনুল লায়স (র)উম্মুল মু'নিীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জানান যে, আবু তালহার সন্তানদের মা উম্মু সুলায়ম (রা) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলো। তারপর রাবী হিশামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসটিতে ব্যতিক্রম যা রয়েছে তা হল, আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, তোমার অমঙ্গল হোক! উহ! স্ত্রীলোক কি ঐরূপ দেখে?

৬.৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتْ الْمَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرَبَّتْ يَدَاكِ وَأَلَّتْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ إِذَا عَلَمَاوُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخَوَالَهُ وَإِذَا عَلَمَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ.

৬০৮. ইব্রাহীম ইবন মুসা আর-রাযী, সাহল ইবন উসমান ও আবু কুরায়ব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, স্ত্রীলোকের যখন স্বপ্নদোষ হবে এবং সে বীর্য দেখতে পাবে, তখন কি সে গোসল করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এরপর আয়েশা (রা) মহিলাটিকে বললেন, তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক এবং তাতে অস্ত্রের খোঁচা লাগুক! তিনি (আয়েশা রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ছেড়ে দাও ওকে (ভর্ৎসনা করো না), সন্তানের মধ্যে মা-বাবার সাদৃশ্য এ কারণেই হয়ে থাকে যে, যখন স্ত্রীলোকের বীর্য পুরুষের বীর্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন সন্তানের আকৃতি তার মাতৃকুলের অনুরূপ হয়। আর যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীলোকের বীর্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন তার আকৃতি পিতৃকুলের অনুরূপ হয়।

৪- بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا.

৮. পরিচ্ছেদ : পুরুষ ও মহিলার বীর্যের বিবরণ এবং সন্তান যে উভয়ের বীর্য থেকে পয়দা হয় তার বিবরণ

৬.৯- حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ أَنَّ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يَصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِي فَقُلْتُ أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي فَقَالَ الْيَهُودِيُّ جِئْتُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْنَفَعُكَ شَيْءٌ أَنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنِي فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ قَالَ فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَارَةٌ قَالَ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا تَحَفَّتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ زِيَادَةُ كَبِدِ النَّوْنِ قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى اثْرِهَا قَالَ يُنْحَرُلُهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ يَنْفَعُكَ أَنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنِي قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِ الرَّجُلِ مَنِ الْمَرْأَةِ أَذْكَرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلَا مَنِ الْمَرْأَةِ مَنِ الرَّجُلِ أَنْثَى بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ الْيَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَالِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِي اللَّهُ بِهِ.

৬০৯. আল-হাসান ইবন আলী আল-হলওয়ানী (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই ইয়াহুদীদের এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসে বলল, আসসালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ! তখন আমি তাকে এমন এক ধাক্কা মারলাম যে, সে প্রায় পড়েই গিয়েছিল আর কি। সে বলল, তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন? আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলতে পার না? ইয়াহুদী বলল, আমরা তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন যে নাম রেখেছে, সে নামেই ডাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার নাম মুহাম্মদ। আমার পরিবারের লোকই আমার এ নাম রেখেছে। এরপর ইয়াহুদী বলল,

আমি আপনাকে (কয়েকটি কথা) জিজ্ঞেস করতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার কি লাভ হবে, যদি আমি তোমাকে কিছু বলি? সে বলল, আমি আমার কান পেতে শুনব। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে যে লাঠিটি ছিল তা দিয়ে মাটিতে আঁকাঝোকা করলেন। তারপর বললেন, জিজ্ঞেস করো। ইয়াহুদী বলল, যেদিন এক যমীন ও আসমান পাল্টে গিয়ে অন্য যমীন ও আসমানে পরিণত হবে (অর্থাৎ কিয়ামত হবে), সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা সেদিন পুলসিরাতের কাছে অন্ধকারে থাকবে। সে বলল, কে সর্ব প্রথম (তা পার হবার) অনুমতি লাভ করবে? তিনি বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়াহুদী বলল, জান্নাতে যখন তারা প্রবেশ করবে তখন তাদের তোহফা কি হবে? তিনি বললেন, মাছের কলিজার টুকরা। সে বলল, এরপর তাদের সকালের নাস্তা কি হবে? তিনি বললেন, তাদের জন্য জান্নাতের ঘাঁড় যবেহ করা হবে যা জান্নাতের আশেপাশে চরে বেড়াত। সে বলল, এরপরে তাদের পানীয় কি হবে? তিনি বললেন, সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি, যার নাম 'সালসাবীল'। সে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন। সে আরো বলল যে, আমি আপনার কাছে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছি যা নবী ছাড়া পৃথিবীর কোন অধিবাসী জানে না অথবা একজন কি দুইজন লোক ছাড়া। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাকে তা বলে দিই, তবে তোমার কি কোন উপকার হবে? সে বলল, আমি আমার কান পেতে শুনব। সে বলল, আমি আপনাকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তিনি বললেন, পুরুষের বীর্য সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য হলুদ। যখন উভয়টি একত্র হয়ে যায় এবং পুরুষের বীর্য স্ত্রীলোকের বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন আল্লাহ হুকুমে পুত্র সন্তান হয়। আর যখন স্ত্রীলোকের বীর্য পুরুষের বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন আল্লাহ হুকুমে কন্যা সন্তান হয়। ইয়াহুদী বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন এবং নিশ্চয়ই আপনি নবী। এরপর সে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ লোক আমার কাছে যা জিজ্ঞেস করেছে, ইতিপূর্বে আমার সে সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এক্ষণে আমাকে তা জানিয়ে দিলেন।

৬১০- وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ زَائِدَةُ كَبِدِ النَّوْنِ وَقَالَ أَذْكَرَ وَأَنْثَ وَلَمْ يَقُلْ أَذْكَرَ وَأَنْثًا.

৬১০. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র)..... মু'আবিয়া ইবন সাল্লাম (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। রাবী যাইদা আরো বলেছেন, মাছের কলিজার টুকরা এবং তিনি أَذْكَرَ ও أَنْثَ শব্দ দু'টোকে দ্বিবচন ব্যবহার না করে একবচন ব্যবহার করেছেন।

৯- بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

৯. পরিচ্ছেদ : জানাবাত থেকে গোসলের বিবরণ

৬১১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَفْرُغُ بِيَمِينِهِ

عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৬১১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাত^১ থেকে গোসল করতেন, তখন প্রথমে উভয় হাত ধুইতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুইতেন। তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। তারপর পানি নিয়ে তাঁর আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় ঢুকাতেন। এমনিভাবে যখন মনে করতেন যে, চুল ভিজ়ে গেছে, তখন মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। তারপর তাঁর উভয় পা ধুয়ে ফেলতেন।

৬১২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُم عَنْ هِشَامٍ فِي هَذَا الْأِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ.

৬১২. কুতায়বা ইবন সাঈদ, যুহায়র ইবন হারব, আলী ইবন হুজর ও আবু কুরায়ব..... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তাদের হাদীসে পা ধোয়ার কথা উল্লেখ নেই।

৬১৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الرَّجْلَيْنِ.

৬১৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা.....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাত থেকে গোসলকালে প্রথমে তাঁর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইতেন। এরপর আবু মু'আবিয়ার (এই অনুচ্ছেদের প্রথম) হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন কিন্তু তিনি উভয় পা ধোয়ার কথা উল্লেখ করেননি।

৬১৪- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ يَدَهُ فِي الْأَنْاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِهِ لِلصَّلَاةِ.

৬১৪. আমার আন-নাকিদ (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন তখন পায়ে হাত ঢোকানোর পূর্বে প্রথমেই তাঁর উভয় হাত ধুতেন, তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন।

৬১৫- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ

১. সহবাসজনিত অপবিত্রতা।

اللَّهُ ﷺ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي الْأَنْاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسْلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمَنْدِيلِ فَرَدَّهُ.

৬১৫. আলী ইব্ন হুজর আস-সা'দী (র)..... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার খালা মায়মূনা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানাবাত থেকে গোসলের জন্য পানি এগিয়ে দিলাম। তিনি উভয় হাতের কজি পর্যন্ত দুইবার অথবা তিনবার ধুইলেন। তারপর উভয় হাত পাত্রে মধ্যে ঢুকালেন। তারপর লজ্জাস্থানে পানি ঢেলে দিলেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর বাম হাত মাটিতে ভালকরে ঘষলেন। তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। তারপর আঁজলাভরে তিন আঁজলা পানি মাথার ওপর ঢেলে দিলেন। তারপর একটু সরে গিয়ে তাঁর উভয় পা ধুলেন। তারপর আমি তাকে রুমাল দিলাম; কিন্তু তিনি তা ফেরত দিলেন।

৬১৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالْأَشَجُّ وَاسْحَقُ كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ ج وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَفْرَغُ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَصَفُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ فَذَكَرَ الْمَضْمُضَةَ وَالْإِسْتِنْثَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمَنْدِيلِ.

৬১৬. মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, আশাজ্জ ও ইসহাক প্রত্যেকেই ওয়াকী (র) থেকে এবং ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আবু কুরায়ব আবু মু'আবিয়া থেকে উভয়ে আমাশ থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তাদের উভয়ের হাদীসে তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢেলে দেয়ার কথা নেই। আর ওয়াকী-এর হাদীসে উযূর পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার কথা তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন। আবু মু'আবিয়ার হাদীসে রুমালের কথা উল্লেখ নেই।

৬১৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِمَنْدِيلٍ فَلَمْ يَمْسَهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ.

৬১৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রুমাল দেয়া হল, কিন্তু তিনি তা স্পর্শ করলেন না। তিনি পানি নিয়ে এরূপ করছিলেন অর্থাৎ পানি ঝেড়ে ফেলছিলেন।

৬১৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بَشِيٍّ نَحْوِ الْحِلَابِ فَآخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

৬১৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল-আনাযী (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{পার্বীতিঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন তখন হিলাব (দুধ দোহন করার পাত্র)-এর ন্যায় একটি পানির পাত্র চেয়ে নিতেন। অতঃপর তা হাত দিয়ে ধরে প্রথমে মাথার ডানদিকে ঢালতেন, তারপর বামদিকে, তারপর উভয় হাত দিয়ে পানি নিয়ে মাথায় ঢেলে দিতেন।

১.- بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ وَغَسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَسْلُ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ-

১০. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের গোসলে কতটুকু পরিমাণ পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের একই অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করা এবং তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের অবশিষ্ট পানি দিয়ে অপরজনের গোসল করার বিবরণ

৬১৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৬১৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{পার্বীতিঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এক ফারাক পরিমাণ পাত্রের পানি দিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন।

৬২.- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْع.

৬২০. কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইবন রুমহ, আবু বাকর আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ^{পার্বীতিঃ আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এক ফারাক পরিমাণ পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। আর আমি এবং তিনি একই পাত্রে গোসল করতাম। সুফিয়ানের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে একই পাত্র থেকে। কুতায়বা বলেন, সুফিয়ান বলেছেন, ফারাক হল তিন সা'১ পরিমাণ।

৬২১- وَحَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرَ الصَّاعِ فَأَغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوُفْرَةِ.

১. এক সা' প্রায় সাড়ে তিন সেরের সমান।

৬২১. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আল-আমবারী (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আয়েশা (রা)-এর রিয়াঈ (দুধ) ভাই একবার তাঁর কাছে গেলাম। অতঃপর তাঁর রিয়াঈ ভাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি একটি পাত্র আনালেন যা ছিল সা' পরিমাণ। তারপর তিনি গোসল করলেন। আমাদের এবং তাঁর মধ্যে পর্দা ছিল। তিনি তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢাললেন। আবু সালামা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ মাথার চুল কেটে তা ওয়াফরার ন্যায় (ঘাড়ের নিম্নভাগ পর্যন্ত) রাখতেন।

৬২২- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأُ بِبَيْمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بَيْمِينُهُ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ.

৬২২. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গোসল করতেন তখন ডান হাত থেকে শুরু করতেন। তিনি প্রথমেই ডান হাতে পানি ঢেলে তা ধুয়ে ফেলতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে শরীরের যেখানে নাপাক থাকত সেখানে পানি ঢেলে দিতেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ধুয়ে ফেলতেন। এটা শেষ করে তিনি মাথায় পানি ঢালতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়েই জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে (পানি দিয়ে) গোসল করতাম।

৬২৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.

৬২৩. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতেন যাতে তিন মূদ বা তার সামান্য কম পানি ধরত।

৬২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৬২৪. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। আমাদের উভয়ের হাত তাতে ওঠানামা করত। এ গোসল ছিল জানাবাত থেকে।

৬২৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ .

৬২৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম যা আমার এবং তাঁর মাঝখানে থাকত। তিনি আমার থেকে আগে তাড়াতাড়ি করে ফেলতেন। তখন আমি বলতাম, আমার জন্য একটু রেখে দিন, আমার জন্য একটু রেখে দিন। তিনি (আয়েশা (রা) বলেন, তাঁরা উভয়েই জানাবাত অবস্থায় ছিলেন।

৬২৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৬২৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) আমাকে জানান যে, তিনি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্রে গোসল করতেন।

৬২৭- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَكْبَرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ .

৬২৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনা (র)-এর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করেন।

৬২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৬২৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....উম্মু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্রে জানাবাতের গোসল করতেন।

৬২৯- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا

يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَائِكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى بِخَمْسِ مَكَائِكَ وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ جَبْرِ.

৬২৯. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ মাককূক পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং এক মাককূক পানি দিয়ে উযু করতেন। (মাককূক শব্দদ্বারা এখানে হয়ত মুদ বুঝানো হয়েছে)। ইবনুল মুসান্না بِخَمْسِ مَكَائِكَ এর স্থানের بِخَمْسِ مَكَائِكَ বলেছেন। ইবন মু'আয عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ বলেছেন। কিন্তু এর সাথে ابْنُ جَبْرِ কথাটি উল্লেখ করেননি।

৬২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ..

৬৩০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুদ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা' থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন।

৬২১- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ بَشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا بَشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رِيحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوضُّوهُ الْمُدُّ.

৬৩১. আবু কামিল আল-জাহদারী (র) ও আমর ইবন আলী (র)..... সাফীনা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সা' পানিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাবাতের গোসল সম্পন্ন হয়ে যেত এবং এক মুদ পানিতে উযু হয়ে যেত।

৬২২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي رِيحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ أَوْ قَالَ وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ وَقَالَ وَقَدْ كَانَ كَبِيرًا وَمَا كُنْتُ أَتَقُ بِحَدِيثِهِ.

৬৩২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও আলী ইবন হুজর (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সা' পানি দিয়ে গোসল এবং এক মুদ পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন (উযু) করতেন। বর্ণনাকারী আবু রায়হানা বলেন, সাফীনা (রা) বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর হাদীসের উপর আমি আস্থা রাখতে পারছি না।

১১- بَابُ اسْتِحْبَابِ افَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

১১. পরিচ্ছেদ : মাথা এবং অন্যান্য অঙ্গে তিনবার করে পানি ঢেলে দেয়া মুস্তাহাব

৬২১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْاُخْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ

تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفٍ.

৬৩৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র), কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে লোকেরা গোসল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, আমি তো মাথা এরকম এরকমভাবে ধুই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তো আমার মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢেলে দেই।

৬৩৪. مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا.

৬৩৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একবার জানাবাত থেকে গোসলের আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দিই।

৬৩৫. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشْرٍ وَقَالَ إِنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

৬৩৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ও ইসমাইল ইবন সালিম (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাকীফ-এর প্রতিনিধি-দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, আমাদের দেশ হল শীতপ্রধান দেশ। সুতরাং কিভাবে গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দেই। ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া এবং ইবন সালিমের বর্ণনার মাঝে শব্দগত কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই।

৬৩৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ.

৬৩৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন, তখন তাঁর মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিতেন। (এ হাদীস শুনে)

হাসান ইবন মুহাম্মদ তাকে [জাবির (রা)] বললেন, আমার চুল খুব বেশি। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাকে বললাম, ভ্রাতাপুত্র! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল তোমার চুলের চেয়ে অনেক বেশি এবং অনেক সুন্দর ছিল।

১২- بَابُ حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُفْتَسِلَةِ

১২. পরিচ্ছেদ : গোসলকারিণীর বেণীর হুকুম

৬৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرَ رَأْسِي فَأَنْقِضُهُ لِغَسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ.

৬৩৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন আবু উমর (র)..... উম্মু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাথার বেণী শক্ত করে বেঁধে থাকি। আমি কি জানাবাতের গোসলের জন্য তা খুলে ফেলব? তিনি বললেন, না, তোমার মাথায় কেবল তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিলেই চলবে। এরপর তোমার সর্বান্তে পানি ঢেলে দেবে। এভাবেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে।

৬৩৮- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقِضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

৬৩৮. আমর আন-নাকিদ ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবদুর রাযযাকের হাদীসে রয়েছে যে, আমি কি তা হায়েয ও জানাবাতের গোসলের জন্য খুলব? তিনি বললেন, না। এরপর ইবন উয়ায়নার (উপরোক্ত) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৩৯- وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِفَاحِلُهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ.

৬৩৯. আহমদ ইবন সাঈদ আদ-দারিমী (র)-এর সূত্রে আইউব ইবন মুসা থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। সেখানে উল্লেখ আছে যে, “আমি কি তা খুলে তারপর জানাবাত থেকে গোসল করব?” সেখানে তিনি হায়েযের কথা উল্লেখ করেন নি।

৬৪০- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُليَّةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَفْرَاقَاتٍ.

৬৪০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন হুজর (র)..... উবায়দ ইবন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (র)-এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, আবদুল্লাহ ইবন আমর (র) মহিলাদেরকে গোসলের সময় মাথার চুল (বেণী) খুলে ফেলতে আদেশ দেন। তিনি (আয়েশা রা) বললেন, ইবন আমরের পক্ষে এ বড়ই আশ্চর্য যে, সে মহিলাদেরকে গোসলের সময় তাদের চুল খুলে ফেলার আদেশ দেয়। সে তাদেরকে একেবারে মাথা মুড়ে ফেলতে আদেশ দেয় না কেন? আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দেয়ার বেশি কিছু করতাম না।

১২- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُفْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ

১৩. পরিচ্ছেদ : হায়েয থেকে গোসলকারিণীর জন্য রক্তের স্থানে (লজ্জাস্থানে) সুগন্ধিযুক্ত কাপড় বা তুলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব

৬৪১- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرْتُ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطْرُبُ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا سُبْحَنَ اللَّهِ وَاسْتَتِرَ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَى وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ تَتَّبَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَّبَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.

৬৪১. আমর ইবন মুহাম্মদ আন-নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র)..... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল যে, কিভাবে সে তার হায়েয থেকে গোসল করবে? হাদীসের রাবী, বলেন, আয়েশা (র) উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে মহিলাকে কিভাবে গোসল করবে, তারপর সুগন্ধিযুক্ত কাপড় বা তুলা ব্যবহার করে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে, এসবই শিক্ষা দিলেন। মহিলাটি বলল, তা (সুগন্ধিযুক্ত কাপড়) দ্বারা আমি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে, সুবহানাল্লাহ! (এত সোজা কথাও বোঝ না)। এরপর তিনি (মুখ) আড়াল করলেন। (রাবী বলেন) সুফিয়ান ইবন উয়ায়না তার মুখের ওপর হাত দিয়ে আমাদেরকে ইশারা করে দেখালেন। আয়েশা (র) বলেন, আমি তাকে আমার দিকে টেনে আনলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বুঝাতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝে ফেললাম। অতঃপর আমি (মহিলাটিকে)

বললাম, তুমি তা (সুগন্ধিযুক্ত কাপড় বা তুলা) রক্তের স্থানে (লজ্জাস্থানে) বুলিয়ে নিবে। ইবন আবু উমর তার বর্ণনায় - أَثَرُ الدَّمِ এর স্থানে الدَّمِ বলেছেন।

৬৪২- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ اغْتَسَلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ خُذِي فِرْصَةَ مُمْسَكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا ثُمَّ ذَكَّرِي نَحْوُ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

৬৪২. আহমদ ইবন সাঈদ আদ-দারিমী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, সে তুহর (হায়েয থেকে পবিত্র)-এর সময় কিভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন, একখণ্ড সুগন্ধিযুক্ত কাপড় বা তুলা নিয়ে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। এরপর সুফিয়ানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৬৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَحَدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ تَأْخُذُ أَحَدَاكُنْ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطْهَرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلَكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شَوْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةَ مُمْسَكَةً فَتَطْهَرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطْهَرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَنَ اللَّهِ تَطْهَرِينَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَعِينَ أَثَرَ الدَّمِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ مَاءً فَتَطْهَرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شَوْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعَمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

৬৪৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসমা (রা) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ পানি এবং বরই-এর পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালভাবে রগড়ে ফেলবে যাতে সমস্ত চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। তারপর তার ওপর পানি ঢেলে দেবে। তারপর সুগন্ধিযুক্ত কাপড় নিয়ে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে! আসমা বললেন, তা দিয়ে সে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর আয়েশা (রা) তাঁকে যেন চুপিচুপি বলে দিলেন, রক্ত বের হবার জায়গায় তা বুলিয়ে দিবে। তিনি জানাবাতের গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, পানিদ্বারা সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভাল করে রগড়ে ফেলবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সর্বাপেক্ষে পানি বইয়ে দেবে। আয়েশা (র) বললেন, আনসারদের মহিলারা কত ভাল! লজ্জা তাদেরকে দীন-এর জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখে না।

৬৪৪- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْأِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَالَ سُبْحَنَ اللَّهُ تَطْهَرِي بِهَا وَاسْتَتَرِي.

৬৪৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... শু'বা থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ। তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে এবং তিনি মুখ ঢাকলেন।

৬৪৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ أَسْمَاءَ بِنْتُ شَكْلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ أَحَدَانَا إِذَا طَهَّرْتَ مِنَ الْحَيْضِ وَسَاقِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

৬৪৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনতে শাকল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে, তখন সে কিভাবে গোসল করবে? এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসটির মধ্যে জানাবাতের গোসলের কথা উল্লেখ করেননি।

১৪- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَوَتِهَا.

১৪. পরিচ্ছেদ : মুস্তাহাযা মহিলা এবং তার গোসল ও সালাতের বিবরণ

৬৪৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي.

৬৪৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ইসতিহাযা হয়েছে (সব সময়ই রক্ত ঝরে), কখনো আমি পবিত্র হই না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? তিনি বললেন, না, ওটা শিরার (ধমনী) রক্ত, হায়েয নয়; যখন হায়েয আসবে, তখন সালাত ছেড়ে দেবে আর যখন তা চলে যাবে, তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং সালাত আদায় করবে।

৬৪৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَأَسْنَدُهُ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مَنَا قَالَ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ.

৬৪৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইবন নুমায়র ও খালাফ ইবন হিশাম (র)..... জারীর (র) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন আসাদ যিনি আমাদের বংশের একজন মহিলা ছিলেন—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন.....।

৬৪৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَفْتَيْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّيْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلْتُهُ هِيَ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ ابْنَةُ جَحْشٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أُمَّ حَبِيبَةَ.

৬৪৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মাসআলা জানতে চেয়ে বলল, আমার ইসতিহাযা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওটা হল একটা শিরার (ধমণী) রক্ত। তাই তুমি গোসল করে ফেলবে তারপর সালাত আদায় করবে। এরপর তিনি প্রতি সালাতের সময়ই গোসল করতেন। রাবী লায়স ইবন সাঈদ বলেন, ইবন শিহাব একথা উল্লেখ করেননি, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু হাবীবাকে প্রত্যেক সালাতের সময়ই গোসলের নির্দেশ দিয়েছিলেন; বরং এটা তিনি নিজের থেকেই করতেন। ইবন রুম্হ তার বর্ণনায় জাহশের কন্যার কথা বলেছেন, উম্মু হাবীবার নাম উল্লেখ করেননি।

৬৪৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتَحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّيْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ حَتَّى تَغْلُو حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ هَذَا لَوْ سَمِعْتُ بِهِذِهِ الْفُتْيَا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي.

৬৪৯. মুহাম্মাদ ইবন সালামা আল-মুরাদী (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্যালিকা এবং আবদুর রহমান ইবন আওফের স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহশ সাত বৎসর যাবত ইসতিহাযার রোগী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ব্যাপারে মাসআলা জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা হায়েয নয়; বরং ধমণীর (শিরা) রক্ত। তাই তুমি গোসল করে ফেল এবং সালাত

আদায় কর। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি তার বোন যায়নাব বিনতে জাহ্শের কক্ষে একটি পাত্রে (থেকে পানি নিয়ে) গোসল করতেন। এমনকি পানি রক্তে লাল হয়ে যেত। ইবন শিহাব বলেন, আমি এ হাদীসটি আবু বাকর ইবন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবন হিশাম-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা হিনদা-এর ওপর রহমত করুন। সে যদি এ ফাতওয়া (মাসআলা) শুনতে পেত! আল্লাহর কসম! সে শুধু কাঁদত। কারণ সে সালাত আদায় করত না (এ মাসআলা তার জানা ছিল না। ফলে নামায পড়তে না পারার কারণে কাঁদত)।

৬৫০. وَحَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍانُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ جَبِيَّةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ أُسْتَحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ تَعْلَوْ حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

৬৫০. আবু ইমরান মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন যিয়াদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনত জাহ্শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। তার সাত বছর ধরে তার ইসতিহাযা চলছিল। এরপর রাবী আবু ইমরান আমর ইবনুল হারিসের হাদীসের অনুরূপ تَعْلَوْ حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءِ পর্যন্ত বর্ণনা করে যান। এর পরবর্তী অংশ তিনি উল্লেখ করেননি।

৬৫১. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৬৫১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহ্শের কন্যার সাত বছর যাবত ইসতিহাযা ছিল। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

৬৫২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

৬৫২. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। এরপর আয়েশা (রা) বলেন, আমি তার পাত্র দেখেছি রক্তে পরিপূর্ণ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার হায়েয যে কয়দিন চলত, সে কয়দিন পরিমাণ তুমি অপেক্ষা কর। তারপর গোসল করে ফেল এবং সালাত আদায় কর।

৬৫৩. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَحْرٍ عَنْ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ

أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

৬৫৩. মুসা ইব্ন কুরায়শ আত-তামীমী (র)..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্শ (রা) যিনি আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (র)-এর স্ত্রী ছিলেন — একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রক্ত সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার যে কয়দিন হয়েচ চলত, সে কয়দিন পরিমাণ তুমি অপেক্ষা কর। তারপর গোসল কর। এরপর তিনি প্রতি সালাতের সময়ই গোসল করতেন।

১৫- بَابُ وَجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ.

১৫. পরিচ্ছেদ : ঋতুমতী মহিলার ওপর সাওম কাযা করা জরুরী, সালাত নয়

৬৫৪- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ.

৬৫৪. আবুর রাবী আয-যাহরানী (র)..... মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কেউ কি তার হয়েচ-এর দিনগুলির সালাত কাযা করবে? আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কি হারুরিয়া (খারেজী)? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমাদের কারো হয়েচ হলে পরে তাকে (সালাত) কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না।

৬৫৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضَ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنْ نِسَاءً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحِضْنَ أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ تَعْنِي يَقْضِينَ.

৬৫৫. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতুমতী মহিলা কি সালাত কাযা করবে? আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কি হারুরিয়া? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্নীগণের হয়েচ হত, তিনি কি তাদেরকে (সালাত) কাযা করার হুকুম দিয়েছেন?

৬৫৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصَيَّبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

৬৫৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুমতীর ব্যাপারটা কি যে, সে সাওম কাযা করে অথচ সালাত কাযা করে না? তিনি বললেন, তুমি কি হারুরিয়া? আমি বললাম, আমি হারুরিয়া নই; বরং আমি (জানার জন্যই কেবল) জিজ্ঞেস করছি। তিনি (আয়েশা রা) বললেন, আমাদের এরূপ হত, তখন আমাদেরকে কেবল সাওম কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত, সালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না।

১৬- بَابُ تَسْتُرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ.

১৬. পরিচ্ছেদ : গোসলকারী কাপড় অথবা অনুরূপ কিছু দিয়ে পর্দা করে নিবে

৬৫৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ.

৬৫৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন আমি তাঁকে এই অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন আর তাঁর কন্যা ফাতিমা একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন।

৬৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَتْ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى.

৬৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ ইব্ন মুহাজির (র)..... উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতহে মক্কার বছর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি তখন মক্কার উঁচু এলাকায় অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল করতে গেলেন। তখন ফাতিমা তাঁকে আড়াল করে দিল। এরপর তিনি নিজের কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন। তারপর আট রাকা'আত চাশ্তের সালাত আদায় করলেন।

৬৫৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى.

৬৫৯. আবু কুরায়ব (র)..... সাঈদ ইব্ন আবু হিনদ (রা) থেকে এ সনদে বর্ণিত। এবং তিনি বলেন, এরপর তাঁর কন্যা ফাতিমা তাঁর কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিল। গোসল সমাপন করে তিনি ঐ কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে আট রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। আর সেটা ছিল চাশ্তের সময়।

৬৬০. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَأَغْتَسَلَ.

৬৬০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)..... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য পানি রাখলাম এবং তাঁকে আড়াল করলাম। এরপর তিনি গোসল করলেন।

১৭- بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ.

১৭. পরিচ্ছেদ : অন্যের সতরের দিকে তাকানো হারাম

৬৬১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

৬৬১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলার সতরের দিকে তাকাবে না; কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না।

৬৬২. وَحَدَّثَنِيهِ هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ.

৬৬২. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).... যাহ্বাক ইবন উসমান (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই عَوْرَةِ الرَّجُلِ এর স্থলে عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ এর উল্লেখ করেছেন (অর্থ একই)।

১৮- بَابُ جَوَازِ الْإِغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخُلُوةِ.

১৮. পরিচ্ছেদ : নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয

৬৬৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوَاءِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ أَدْرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ

فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَعَ مُوسَى بِأَثَرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ حَتَّى نَظَرْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوَاءَةِ مُوسَى قَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ فَآخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَذَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ.

৬৬৩. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করে বলেন, এগুলি আবু হুরায়রা (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈল উলঙ্গ হয়ে গোসল করত এবং একে অপরের সতরের দিকে তাকাত। আর মূসা (আ) গোসল করতেন একাকী। তাই তারা বলাবলি করত, আল্লাহর কসম! মূসা আমাদের সাথে গোসল করে না, কারণ তার একশিরা রোগ রয়েছে। একবার তিনি গোসল করতে গিয়ে একটি পাথরের ওপর তাঁর কাপড় রাখলেন। এরপর পাথরটি তাঁর কাপড় নিয়ে দৌড়াতে লাগল। রাবী বলেন, মূসা (আ) তার পিছু পিছু ছুটলেন আর বলতে লাগলেন, পাথর! আমার কাপড়, পাথর! আমার কাপড়। এমনিভাবে বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-এর সতর দেখে ফেলল এবং তারা বলল, আল্লাহর কসম! মূসার তো কোন খুঁত নেই। এরপর পাথর দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁকে দেখা হয়ে গেল। রাবী বলেন, তিনি তাঁর কাপড় তুলে নিলেন এবং (রাগে) পাথরকে মারতে শুরু করে দিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! পাথরের ওপর হযরত মূসা (আ)-এর আঘাতের ছয়টি কি সাতটি চিহ্ন রয়েছে।

১৯- بَابُ الْأَعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ.

১৯. পরিচ্ছেদ : সতর ঢাকার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা

٦٦٤- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكُعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَعَلْ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتَ فَشَدَّ عَلَيْهِ إِذَا رَأَاهُ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رَوَايَتِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى عَاتِقِكَ.

৬৬৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-হানযালী ও মুহাম্মাদ ইবন হাতিম ইবন মায়মুন, ইসহাক ইবন মানসূর ও মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কা'বা নির্মাণ করা হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আব্বাস (র) পাথর বহনের জন্য গেলেন। আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, পাথর বহনের সুবিধার্থে তোমার লুঙ্গি কাঁধের ওপর রেখে নাও। তিনি তাই করলেন। সাথে সাথেই তিনি

(বেহুঁশ হয়ে) মাটিতে পড়ে গেলেন। আর তাঁর উভয় চোখ আকাশের দিকে নিবদ্ধ হল। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমার লুঙ্গি! আমার লুঙ্গি! তারপর তিনি লুঙ্গি পরে নিলেন। ইবন রাফি' তাঁর রিওয়াযাতে কাঁধের স্থলে ঘাড়ের উল্লেখ করেছেন।

৬৬৫- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ قَالَ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُرْيَانًا.

৬৬৫. যুহায়র ইবন হারব (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সাথে কা'বা মেরামতের জন্য পাথর বয়ে নিচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি। তাঁর চাচা আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, ভাতিজা! তোমার লুঙ্গি খুলে যদি কাঁধের ওপর পাথরের নিচে রেখে নিতে (তাহলে ভাল হত)। তিনি লুঙ্গি খুলে তাঁর কাঁধের ওপর রাখলেন। সাথে সাথেই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। জাবির (রা) বলেন, সেদিনের পর আর কখনো তাঁকে উলঙ্গ দেখা যায়নি।

৬৬৬- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ بْنُ عَبَّادِ بْنِ حَنْظَلٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنْظَلٍ عَنْ الْمِسُورِيِّ مَخْرَمَةَ قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمَلُهُ ثَقِيلٌ وَعَلَى إِزَارٍ خَفِيفٍ قَالَ فَأَنْحَلْتُ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاءً.

৬৬৬. সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া আল-উমাবী (র)..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি ভারী পাথর বয়ে নিয়ে আসছিলাম। তখন আমার পরণে ছিল একটি পাতলা লুঙ্গি। তিনি বলেন, এরপর আমার লুঙ্গি খুলে গেল। পাথরটি তখন আমার কাছে ছিল। তাই আমি লুঙ্গি তুলে নিতে পারলাম না। এমনভাবে আমি পাথরটি যথাস্থানে নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার কাপড়ের কাছে ফিরে গিয়ে তা নিয়ে এস। আর কখনো উলঙ্গ হয়ে চলো না।

২- بَابُ التَّسْتَرِّعِ عِنْدَ الْبَوْلِ.

২০. পরিচ্ছেদ : পেশাবের সময় পর্দা করা

৬৬৭- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أَرُدِّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسْرَأَ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ

أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدْفٌ أَوْ حَائِشٌ نَخَلَ قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَغْنَى حَائِطٌ نَخَلَ.

৬৬৭. শায়বান ইবন ফাররুখ ও আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আসমা আদ-দুবাই (র)..... আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সাওয়ারীর উপরে তাঁর পেছনে বসালেন। অতঃপর তিনি চুপিচুপি আমাকে একটা কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাজত পূরণের সময় যা দিয়ে আড়াল করতেন তার মধ্যে বেশি পসন্দনীয় ছিল টিলা অথবা খেজুরগাছ।

২১- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إِلَّا أَنْ يُنْزَلَ الْمَنَى وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِالْجِمَاعِ.

২১. পরিচ্ছেদ : ইসলামের প্রাথমিক যুগে সহবাসের দ্বারা বীর্যপাত না হলে গোসল ফরয হত না; কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে যায় এবং শুধু সহবাসের দ্বারাই গোসল ফরয হয়—তার বিবরণ

৬৬৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ عَثْبَانَ فَصَرَجَ بِهِ فَخَرَجَ يَجْرُ إِزَارُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ فَقَالَ عَثْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

৬৬৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সোমবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (মসজিদে) কুবা-র দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন বানু সালিম-এর এলাকায় পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতবান-এর বাড়ির দরজায় গিয়ে থামলেন এবং তাকে জোরে ডাক দিলেন। অতঃপর তিনি তার লুঙ্গি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বেরিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমরা এ ব্যক্তিকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলেছি। ইতবান আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী থেকে তাড়াতাড়ি পৃথক হয়ে গেলে এবং বীর্যপাত না হলে তার কি হুকুম (সে গোসল করবে কিনা)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পানি (অর্থাৎ গোসল করা) পানির (বীর্যপাতের) ফলেই ফরয হয়।

৬৬৯- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْمَاءُ بِالْمَاءِ-

৬৬৯. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পানির (ধাতু নির্গত হলে) দ্বারা পানি (গোসল) ফরয হয়।

৬৭০. ৬৭০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخِيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَجُ حَدِيثَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَجُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

৬৭০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আল-আনবারী (র)..... আবুল আলা ইব্ন শিখখীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক হাদীস অপর হাদীসকে মানসূখ (রহিত) করে দেয়, যেমনিভাবে কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতকে মানসূখ করে।

৬৭১. ৬৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ.

৬৭১. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না এবং ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর (বাড়ির) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। সে বেরিয়ে এল আর তার মাথা থেকে তখন পানি ঝরছিল। তিনি বললেন, সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলেছি। সে বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, যখন (কোন কারণে) তোমাকে তাড়াহুড়ি করতে হয় কিংবা বীর্যপাতের আগেই উঠে পড়তে হয়, তখন তোমার ওপর গোসল করা (ফরয) নয়, বরং তোমার ওপর শুধু উযু করা জরুরী।^১

৬৭২. ৬৭২- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَكْسِلُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.

৬৭২. আবুর-রাবী আয-যাহরানী ও আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র)..... উবাই ইব্ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে স্ত্রী সহবাস করে তারপর বীর্য নির্গত করে না। তিনি বললেন, স্ত্রীর (লজ্জাস্থান) থেকে তার (লজ্জাস্থানে) যা লেগেছে, তা ধুয়ে ফেলবে। তারপর উযু করবে এবং সালাত আদায় করবে।

১. এই হুকুম ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, পরে তা রদ হয়ে যায়। সঙ্গমে বীর্য স্থলিত না হলেও গোসল ফরয হবে।

৬৭৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمَلَى عَنْ الْمَلَى بِقَوْلِهِ الْمَلَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يَنْزِلُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

৬৭৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার স্ত্রী সহবাস করে, তারপর বীর্য নির্গত করে না —তার সম্পর্কে তিনি বলেন, সে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে এবং উযু করবে।

৬৭৪- وَحَدَّثَنِي هُزَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৬৭৪. যুহায়র ইবন হারব, আবদ ইবন হুমইদ ও আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস-সামাদ (র)..... যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার 'উসমান ইবন 'আফফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং বীর্য নির্গত না করে, তবে তার হুকুম কি? উসমান (রা) বললেন, সে সালাতের উযু ন্যায় উযু করে নেবে এবং তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। 'উসমান (রা) বলেন, আমি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

৬৭৫- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৬৭৫. আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ (র)..... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছেন।

২২- بَابُ نَسْخِ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

২২. পরিচ্ছেদ : বীর্যপাত হলেই গোসল ফরয-এ বিধান রহিত হওয়া প্রসঙ্গ

৬৭৬- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثٍ مَطَرٍ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ بَيْنَ اشْعَبَيْهَا الْأَرْبَعِ.

৬৭৬. যুহায়র ইব্ন হারব, আবু গাস্‌সান আল-মিসমালি, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্‌শার (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কেউ তার স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝখানে বসবে এবং তার উপর কসরত করবে, তখন তার ওপর গোসল ফরয হবে। মাতার (র)-এর হাদীসে “যদিও বীর্য নির্গত না করে”-বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে। যুহায়র (র) তাঁর বর্ণনায় **بَيْنَ اشْعَبِهَا الْأَرْبَعِ** বলেছেন (অর্থ একই)।

৬৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ثُمَّ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَقُلْ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ.

৬৭৭. মুহাম্মাদ আমর ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জাবালা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্নার সূত্রে কাতাদা থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে শু'বার হাদীসে “তারপর চেষ্টা চালায়” কথাটির উল্লেখ আছে কিন্তু “যদিও বীর্য নির্গত না করে” কথাটির উল্লেখ নেই।

৬৭৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الرِّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكَ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتُ سَائِلًا عَنْهُ أُمُّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلُ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ اشْعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ.

৬৭৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র).....আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজির ও আনসারদের একটি দল এ ব্যাপারে মতবিরোধ করল। আনসারগণ বলল, সবেগে অথবা স্বাভাবিক গতিতে নির্গত পানি (বীর্য) বের হওয়া ছাড়া গোসল ফরয হয় না। আর মুহাজিরগণ বলল, স্ত্রীর সঙ্গে শুধু মিললেই গোসল ফরয হয় (বীর্য বের হোক বা না হোক)। আবু মুসা (রা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে তোমাদেরকে শান্ত করছি। এরপর আমি উঠে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হল। আমি তাঁকে বললাম, মা! অথবা (তিনি বলেছিলেন) হে মু'মিনদের মা! আমি আপনার কাছে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করছি। তিনি বললেন, তুমি তোমার গর্ভধারিণী মাকে যে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারতে, সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করো না। আমি তো তোমার মা। আমি বললাম, গোসল কিসে ফরয হয়? তিনি বললেন, জানা-শোনা লোকের কাছেই তুমি এসে পড়েছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন

কোন পুরুষ স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝখানে বসবে এবং একের লজ্জাস্থান অপরের লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে, তখন গোসল ফরয হবে।

৬৭৭- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ.

৬৭৯. হারুন ইব্ন মা'রুফ ও হারুন ইব্ন সা'ঈদ আল-আয়লী (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তারপর বীর্য নির্গত হবার পূর্বেই তার পুরুষাঙ্গ বের করে ফেলে, তাহলে কি তাদের উভয়ের ওপর গোসল ফরয হবে? এ সময়ে আয়েশা (রা) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি এবং এ [আয়েশা (রা)] ঐরূপ করি, এরপর আমরা গোসল করি।

২২- بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

২৩. পরিচ্ছেদ : অগ্নিস্পর্শ দ্রব্যাদি খেলে উযু করা

৬৭৮- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا اتَّوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارٍ أَقْطِ أَكْلُهَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

৬৮০. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র).....যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অগ্নিস্পর্শ খাবার খেয়ে উযু করা জরুরী। ইব্ন শিহাব বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাঁকে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কারিয তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে মসজিদে উযুত অবস্থায় পেলেন। এরপর তিনি (আবু হুরায়রা রা) বললেন, আমি পণিরের টুকরো খাবার কারণে উযু করছি। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা অগ্নিস্পর্শ খাবার খেয়ে উযু কর। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন খালিদ ইব্ন আমর ইব্ন উসমান-এর নিকট যখন এ

হাদীসটি বর্ণনা করছিলাম, তখন তিনি আমাকে জানান যে, তিনি উরওয়া ইবনুয যুবারকে অগ্নিস্পর্শ দ্রব্যাদি সম্পর্কে উযু করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন উরওয়া বলেছিলেন যে, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা অগ্নিস্পর্শ খাবার খেয়ে উযু কর।

২৬- بَابُ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

২৪. পরিচ্ছেদ : অগ্নিস্পর্শ দ্রব্যের ক্ষেত্রে উযুর বিধান রহিত হওয়া প্রসঙ্গে

৬৮১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৬৮১. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার একটি বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন, তারপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু উযু করলেন না।

৬৮২- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنِي الزُّهَيْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَرَقًا أَوْ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

৬৮২. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন আলী তার পিতা (র) থেকে..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হাড়ে লাগানো গোশত অথবা গোশত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু উযু করলেন না বা পানি স্পর্শ করলেন না।

৬৮৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهَيْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৬৮৩. মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ (র)..... আমার ইবন উমায়্যা আদ-দামরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বকরীর কাঁধের গোশত কেটে খাচ্ছেন। তারপর তিনি (রাসূল সা) সালাত আদায় করলেন, আর উযু করলেন না।

৬৮৪- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السَّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا

ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي غَتَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطْنِ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৬৮৪. আহমাদ ইবন ঈসা (র)..... আমর ইবন উমায়্যা আদ-দামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম তিনি একটি বকরীর কাঁধের গোশত (ছুরি দিয়ে) কাটছেন। তারপর তিনি তা খেলেন। ইতিমধ্যেই সালাতের জন্য ডাকা হল। তিনি তখন দাঁড়িয়ে গেলেন ও ছুরিটি ফেলে দিলেন এবং সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযু করলেন না। আমর বলেন, বুকায়র ইবনুল আশাজ্জ কুরায়বের সূত্রে নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার তাঁর কাছে বসে কাঁধের গোশত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু উযু করলেন না। আমর বলেন, সাঈদ ইবন আবু হিলাল-এর সূত্রে আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বকরীর পেটের গোশত ভুনা করতাম (তিনি তা খেতেন), তারপর সালাত আদায় করতেন কিন্তু উযু করতেন না।

৬৮৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا

৬৮৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার দুধ পান করলেন। তারপর পানি আনালেন, এরপর কুলি করলেন এবং বললেন, এতে তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে।

৬৮৬- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو ح حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.

৬৮৬. আহমাদ ইবন ঈসা (র), যুহায়র ইবন হারব ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া প্রত্যেকেই ইবন শিহাব (র) থেকে উকায়ল-এর সনদে যুহরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৮৭- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأُوتِيَ بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَآكَلَ ثَلَاثَ لُقْمٍ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً.

৬৮৭. আলী ইবন হুজর (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কাপড় পরে সালাতের জন্য বের হলেন। ইতিমধ্যেই কিছু রুটি ও গোশত হাদিয়া এল। তিনি (তা থেকে) তিন লোকমা খেলেন। তারপর লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং পানি স্পর্শও করলেন না।

৬৮৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
بْنِ عَطَاءٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ صَلَّى وَلَمْ يَقُلْ بِالنَّاسِ.

৬৮৮. আবু কুরায়ব (রা)..... মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা আব্বাস (রা)-এর সাথে ছিলাম। এরপর তিনি ইবন হালহালার হাদীস (উপরোক্ত হাদীস)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন। সেখানে উল্লেখ আছে যে, ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর এ হাদীসের রাবী শুধু সালাত আদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। 'লোকদেরকে নিয়ে' কথাটির উল্লেখ করেননি।

২৫- بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

২৫. পরিচ্ছেদ : উটের গোশত আহারে উযু

৬৮৯- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ
مُرَّةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
أَتَوْضًا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَصَلَّى فِي مَبَارِكِ
الْإِبِلِ قَالَ لَا.

৬৮৯. আবু কামিল ফুদায়ল ইবন হুসায়ন আল-জাহদারী (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি বকরীর গোশত খেয়ে উযু করব? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা উযু করতে পার আর নাও করতে পার। সে বলল, আমি কি উটের গোশত খেয়ে উযু করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে তুমি উযু করবে। সে বলল, আমি কি বকরীর খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আমি কি উটের খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, না।

৬৯০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ ح
وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَوْهَبٍ وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ كُلُّهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.

৬৯০. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) প্রত্যেকেই নিজ নিজ সনদে জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে আবু কামিল-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَّارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَّثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ-

২৬. পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকার পর উযু ভঙ্গের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে সে উযু দিয়ে সালাত আদায় করা জায়েয হওয়ার দলীল

৬৯১- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شَكَّى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجْدِرِيحًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ.

৬৯১. আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব এবং আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আব্বাদ ইবন তামীম (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন, সালাতের মধ্যে যার মনে হয় যেন কিছু (বায়ু) বের হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে (সালাত ছেড়ে) যাবে না, যতক্ষণ না (বায়ু বের হবার) শব্দ শুনবে অথবা (তার) গন্ধ পাবে।^১ আবু বাকর ও যুহায়র ইবন হারব তাদের বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, ঐ ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)।

৬৯২- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاشْكَلْ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

৬৯২. যুহায়র ইবন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার পেটের মধ্যে কিছু অনুভব করে, তারপর তার সন্দেহ দেখা দেয় যে, পেট থেকে কিছু বের হল কিনা। তখন সে যেন মসজিদ থেকে কিছুতেই বের না হয়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে অথবা গন্ধ পায়।

২৭- بَابُ طَهَّارَةِ جُلُودِ الْمَيِّتَةِ بِالدُّبَاغِ

২৭. পরিচ্ছেদ : মৃত জন্তুর চামড়া পাকা (দাবাগাত) করাদ্বারা পবিত্র হয়

৬৯৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَّغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

৬৯৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মায়মূনা (রা)-এর দাসীকে কেউ একটি বকরী সাদকা দিল। পরে

১. অর্থাৎ এই বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত।

সে বকরীটি মারা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মরে পড়ে থাকা বকরীটির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তোমরা কেন এর চামড়া খুলে নিয়ে তা পাকা করে তা দিয়ে উপকৃত হওনা? সাহাবীগণ বললেন, এটা যে মৃত। তিনি বললেন, (তাতে কি) এটা খাওয়া হারাম (চামড়া ব্যবহার করা তো হারাম নয়)।

৬৯৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ شَاةَ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَّا أَنْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا-

৬৯৪. আবুত-তাহির ও হারমালা (রা).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মৃত বকরী দেখলেন, যা মায়মূনা (রা)-এর দাসীকে সাদকা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হওনা কেন? সাহাবীগণ বললেন, এটা তো মৃত। তিনি বললেন, এটা তো কেবল আহার করাই হারাম করা হয়েছে।

৬৯৫- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ.

৬৯৫. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (রা) এই সনদে ইউনুস-এর রিওয়ায়াত-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৯৬- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَخَذُوا إِيَّاهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ.

৬৯৬. ইবন আবু উমর ও আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আয-যুহরী (রা).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ফেলে দেয়া মরা বকরীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যা মায়মূনা (রা)-র দাসীকে সাদকা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা এর চামড়া কেন খুলে নিল না? চামড়াটি পাকা করে তা দিয়ে উপকৃত হত!

৬৯৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ وَبْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مِنْذُ حِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَاجِنَةَ كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ.

৬৯৭. আহমাদ ইবন উসমান আন-নাওফালী (রা).....আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মায়মূনা (রা) তাঁকে জানান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক স্ত্রীর একটি পালিত বকরী ছিল, সেটি মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কেন এর চামড়া খুলে নিয়ে তা দিয়ে উপকৃত হও না?

৬৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ أَلَا أَنْتَفَعْتُمْ بِهَايَةً.

৬৯৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়মুনা (রা)-এর দাসীর একটি মরা বকরীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়া কেন কাজে লাগাও না?

৬৯৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَهْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْأَهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

৬৯৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, চামড়া যখন পাকা (দাবাগাত) করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।

৭০০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالنَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

৭০০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭০১- حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَهْلَةَ السَّبَائِيَّ فَرَوًا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَالِكُ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُونَنَا بِالسَّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَّكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ دَبَاغُهُ طَهُورُهُ.

৭০১. ইসহাক ইবন মানসূর ও আবু বাকর ইবন ইসহাক (র).....আবুল খায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবন ওয়ালা আস-সাবাঈকে চামড়ার পোশাক পরিহিত দেখে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম। তিনি বললেন, হাত দিয়ে কি দেখছ? আমি (এ ব্যাপারে) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, আমরা আল-মাগরিব (আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে)-এ থাকি। আমাদের সঙ্গে বারবার ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায় বাস করে। তারা বকরী যবেহ করে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। আমরা তাদের যবেহকৃত জন্তু খাই না। তারা আমাদের

কাছে মশক নিয়ে আসে যাতে চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে (তখন আমরা কি করব?)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন যে, পাকা (দাবাগত) করলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে।

৭০২. وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِيْعَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَّائِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ أَشْرِبْ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ تَرَاهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ دَبَاغُهُ طَهُورُهُ.

৭০২. ইসহাক ইব্ন মানসূর ও আবু বাকর ইব্ন ইসহাক (র)..... ইব্ন ওয়া'লা আস-সাবাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমরা আল-মাগরিবে থাকি। সেখানে আমাদের কাছে অগ্নিপূজকরা মশক নিয়ে আসে, যাতে পানি এবং চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে (আমরা সেগুলো ব্যবহার করব কি?)। তিনি বললেন, তা পান করে নাও। আমি বললাম, এটা কি আপনার নিজের অভিমত? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, চামড়া পাক (দাবাগত) করলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।

২৮- بَابُ التَّيْمُمِ

২৮. পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুমের বিবরণ

৭০৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عَقْدٌ لِيْ فَاقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّمَاسِيهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبِعَظْمِ النَّبِيِّ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعَقْدَ تَحْتَهُ.

৭০৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক সফরে আমরা তাঁর সাথে বের হলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার হার খুলে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তালশ করতে সেখানে থেমে গেলেন। আর লোকজনও তাঁর সাথে সাথে থেমে পড়ল। তাদের কাছাকাছি কোথাও পানি ছিল না এবং তাদের নিজেরদের কাছেও পানি ছিল না।

অতঃপর লোকজন আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বলতে লাগল, আপনি দেখছেন না আয়েশা (রা) কি করল? রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আটকে দিয়েছে এবং সেই সাথে সমস্ত লোককে আটকে রেখেছে। অথচ তাদের কাছাকাছি কোথাও পানি নেই আর না তাদের নিজেদের কাছে পানি আছে। অতঃপর আবু বকর (রা) আমার কাছে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। তিনি এসে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সমস্ত লোকজনকে আটকে রেখেছ। অথচ না তারা পানির কাছাকাছি রয়েছে, আর না তাদের নিজেদের কাছে পানি আছে। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আবু বকর (রা) আমাকে ভৎসনা করলেন এবং যতদূর বলার বললেন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার পাজরে আঘাত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর ওপর থাকার কারণে আমি নড়তেও পারলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়েই রইলেন। এমনি করে পানিবিহীনভাবে সকাল হল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তায়ান্নুমের আয়াত নাযিল করলেন। তখন উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) যিনি ছিলেন নাকীবদের^১ অন্যতম, বললেন, “হে আবু বকর তনয়া! এটাই আপনার প্রথম বরকত নয়।”

আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আমি যে উটের ওপর ছিলাম, সেটিকে চলার জন্য উঠালাম। তখন উক্ত হারটি তার নিচে পাওয়া গেল।

৭.৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بَشْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَذْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضْوءٍ فَلَمَّا اتَّوُ النَّبِيُّ ﷺ شَكُّوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمُمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكََةً.

৭০৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা এবং আবু কুরায়ব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আসমা (রা) থেকে একটি হার ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর তা হারিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোককে তা খুঁজতে পাঠালেন। (পথে) তাদের সালাতের সময় হয়ে গেল। তখন তারা উযু ছাড়াই সালাত আদায় করলেন। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে এ ঘটনা জানালেন। তখন তায়ান্নুমের আয়াত নাযিল হল। এ সময় উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বদলা দান করুন। আল্লাহর কসম! আপনার ওপর যখনই কোন সমস্যা এসেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য এর সমাধানের পথ করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্য তাতে বরকত রেখেছেন।

৭.৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ

১. নাকীব-হিজরতের আগে যে সকল আনসার 'আকাবায় নবী ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে 'নাকীব' বলে।

لَا وَشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَاجْتَنِبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجَّهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَوْلَمْ تَرَ عَمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ .

৭০৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র).....শাকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) ও আবু মূসা (রা)-র কাছে বসেছিলাম। তখন আবু মূসা (রা) বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! কোন ব্যক্তি যদি জানাবতওয়ালা হয় (যার ফলে তার গোসল ফরয হয়) এবং সে এক মাস যাবত পানি না পায়, তাহলে সে কিভাবে সালাত আদায় করবে? আবদুল্লাহ বললেন, সে তায়াম্মুম করবে না যদিও একমাস পানি না পায়। আবু মূসা বললেন, তাহলে সূরা মায়িদার এ আয়াত (”যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর”) এর কি হবে? আবদুল্লাহ বললেন, এ আয়াতের দ্বারা তাদেরকে যদি তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে (ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায়ে পৌছবে যে) পানি ঠাণ্ডাবোধ হলে তারা মাটি দিয়ে তায়াম্মুম শুরু করবে। আবু মূসা (রা) তখন আবদুল্লাহকে বললেন, আপনি কি আশ্মারের বর্ণনা শোনেননি (তিনি বলেন) যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোন এক প্রয়োজনে পাঠালেন। (পথিমধ্যে) আমি অপবিত্র হয়ে গেলাম এবং পানি পেলাম না। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে এ ঘটনা বললাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, তোমার জন্য দুই হাত দিয়ে এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল—এই বলে তিনি তাঁর দুই হাত একবার মাটিতে মারলেন। তারপর বামহাত দিয়ে ডান হাত মাসেহ করলেন এবং উভয় হাতের কজির উপরিভাগ ও মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। আবদুল্লাহ বললেন, তুমি কি দেখনি যে, উমর (রা) আশ্মার (রা)-এর কথা যথেষ্ট মনে করেন নি?

৭.৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৭০৬. আবু কামিল আল-জাহদারী (র).....শাকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবু মূসা আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন, এরপর আবু মু'আবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল—এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত মাটিতে মারলেন। অতঃপর ঝেড়ে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাতের কজি মাসেহ করলেন।

৭.৭- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذُرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَنَا وَأَنْتَ فِي

سَرِيَّةٍ فَاجْتَنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكَتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفْيِكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ فِي هَذَا الْأِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتُ.

৭০৭. আবদুল্লাহ ইবন হাশিম আল-আবদী (র).....আবদুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর কাছে এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি, কিন্তু পানি পাইনি (তখন কি করব?)। তিনি বললেন, তুমি সালাত আদায় করো না। তখন আম্মার (রা) বললেন, আমীরুল মু’মিনীন! আপনার কি স্বরণ নেই যে, আমি ও আপনি কোন এক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর আমরা উভয়েই অপবিত্র হয়ে পড়লাম। আর একটুও পানি পেলাম না। তখন আপনি সালাত আদায় করলেন না, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং সালাত আদায় করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ঘটনা জানালে (তিনি) বললেন, “তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তোমার উভয় হাত মাটিতে মারতে তারপর তা ঝেড়ে ফেলে তা দিয়ে তোমার মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কজি মাসেহ করতে।” উমর (রা) বললেন, “আম্মার! আল্লাহকে ভয় কর।” তিনি (আম্মার রা) বললেন, “আপনি চাইলে আমি এটা আর বর্ণনা করব না।”

হাকাম বলেন, আবদুর রহমান ইবন আবযার পুত্র তাঁর পিতা আবদুর রহমান থেকে আমার কাছে যাব্বর-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর উমর (রা) বললেন, তোমার বর্ণনার দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম।

৭.৮- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً وَسَأَى الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَمَّارُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَى مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بَيْتٍ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

৭০৮. ইসহাক ইবন মানসূর (র).....আবদুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর কাছে এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি এবং পানি পাইনি (তখন কি করব)-এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত আছে যে, আম্মার (রা) বললেন, হে আমীরুল মু’মিনীন! আল্লাহ তা’আলা আমার ওপর আপনার যে হুক রেখেছেন (অর্থাৎ আপনাকে খলীফা বানিয়েছেন) তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলছি : আপনি চাইলে আমি আর কারো কাছে এটা বর্ণনা করব না।

মুসলিম বলেন, লায়স ইবন সা'দ-এর সূত্রে ইবন আব্বাস (র)-এর আযাদকৃত দাস উমায়র থেকে বর্ণিত। তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি এবং উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবদুর রহমান ইবন ইয়াসার একবার আবুল জাহম ইবনুল হারিস সিন্মা আল-আনসারীর কাছে গেলাম। তখন আবুল জাহম (র) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বি'র-ই জামাল (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান)-এর দিক থেকে আসছিলেন, অতঃপর পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে সালাম দিল কিন্তু তিনি তার উত্তর দিলেন না, বরং একটি দেয়ালের কাছে গিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত মাসেহ করলেন। তারপর সালামের জবাব দিলেন।

৭.৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

৭০৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).....ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি পথ দিয়ে যাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পেশাব করছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম করল কিন্তু তিনি তার জবাব দিলেন না।

২৭- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ.

২৯. পরিচ্ছেদ : মুসলমান অপবিত্র হয় না, এর প্রমাণ

৭১. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَنْسَلَ فَذَهَبَ فَأَغْتَسَلَ فَتَفَقَّدهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَنَ اللَّهِ أَنْ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ.

৭১০. যুহায়র ইবন হারব ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার মদীনার কোন এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি (আবু হুরায়রা) তখন (জানাবাত) অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। এই কারণে তিনি আস্তে করে পাশ কেটে চলে গেলেন এবং গোসল করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তালাশ করলেন। পরে তিনি আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আবু হুরায়রা। তুমি কোথায় ছিলে?” তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাত হয় তখন আমি অপবিত্রাবস্থায় ছিলাম। তাই আমি গোসল না করে আপনার মজলিসে বসা ভাল মনে করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! মু'মিন তো অপবিত্র হয় না।

৭১১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهِ وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَّ عَنْهُ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ كُنْتُ جُنُبًا قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ.

১. গোসল ফরয হওয়ার কারণে একজন এমন অপবিত্র হয় না যদ্বারা তাকে স্পর্শ করা বা তার সঙ্গে উঠাবসা করা যায় না।

৭১১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).....হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা অপবিত্র থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পাশ কেটে চলে গেলেন এবং গোসল করে পরে এলেন এবং বললেন, আমি জানাবাত (গোসল ফরয হওয়ার কারণে নাপাক) অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুসলিম তো নাপাক হয় না।

২- بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا.

৩০. পরিচ্ছেদ : জানাবত বা অন্য কারণে অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকর করা

৭১২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

৭১২. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ও ইব্রাহীম ইবন মূসা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময়ই আল্লাহর যিকর করতেন।

৩১- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامِ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ.

৩১. পরিচ্ছেদ : উযু না থাকা অবস্থায় খানা খাওয়া জায়েয; এতে কোন দোষ নেই। কারণ উযু ভঙ্গের সাথে সাথেই তা করা জরুরী নয়

৭১৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَتَى بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَاتَوَضَّأَ؟

৭১৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া আত-তামীমী ও আবুর-রাবী আয-যাহরানী (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগার থেকে বের হলেন। ইতিমধ্যেই খানা হাযির করা হল। লোকজন তাঁকে উযুর কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তিনি বললেন, আমি কি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করছি যে উযু করব?

৭১৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَأَتَى بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَوَضَّأُ فَقَالَ لِمَ أُصَلِّي فَاتَوَضَّأَ.

৭১৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। তিনি পায়খানা থেকে এলেন। খানা হাযির করা হল। তাঁকে বলা হল, আপনি কি উযু করবেন না? তিনি বললেন : কেন আমি কি সালাত আদায় করছি যে উযু করব।

৭১৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَوْلَى آلِ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا جَاءَ قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَوَضَّأُ قَالَ لِمَ الْأُصْلَاحُ.

৭১৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার পায়খানায় গেলেন। পরে তিনি যখন (পায়খানা সেরে ফিরে) এলেন তখন তাঁর সামনে খানা পেশ করা হল। অতঃপর তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি উযু করবেন না? তিনি বললেন, কেন, সালাতের জন্য?

৭১৬. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন আব্বাদ ইবন জাবালা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগার থেকে প্রয়োজন সেরে এলেন। তাঁর সামনে খানা পেশ করা হল। তিনি পানি স্পর্শ না করে (উযু না করে) তা আহাৰ করলেন।

আমর ইবন দীনার-এর বর্ণনায় আরো অতিরিক্ত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হল, আপনি যে উযু করলেন না? তিনি বললেন, আমি তো আর এখন সালাত আদায়ের ইচ্ছা করিনি যে, উযু করব। আমর ইবন দীনার বলেন, এ হাদীসটি তিনি সাঈদ ইবনুল হুওয়ায়রিস (র) থেকে শুনেছেন।

২২- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ.

৩২. পরিচ্ছেদ : শৌচাগারে প্রবেশের দু'আ

৭১৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় বলতেন, الْخُبْثُ وَالْخَبَائِثُ (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুষ্ট পুরুষ জিন ও নারী জিন থেকে পানাহ চাচ্ছি)।

৭১৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবদুল আযীয (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় الْخُبْثُ وَالْخَبَائِثُ এর উল্লেখ রয়েছে।

৭১৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার পায়খানায় গেলেন। পরে তিনি যখন (পায়খানা সেরে ফিরে) এলেন তখন তাঁর সামনে খানা পেশ করা হল। অতঃপর তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি উযু করবেন না? তিনি বললেন, কেন, সালাতের জন্য?

৭২০. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন আব্বাদ ইবন জাবালা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগার থেকে প্রয়োজন সেরে এলেন। তাঁর সামনে খানা পেশ করা হল। তিনি পানি স্পর্শ না করে (উযু না করে) তা আহাৰ করলেন।

আমর ইবন দীনার-এর বর্ণনায় আরো অতিরিক্ত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হল, আপনি যে উযু করলেন না? তিনি বললেন, আমি তো আর এখন সালাত আদায়ের ইচ্ছা করিনি যে, উযু করব। আমর ইবন দীনার বলেন, এ হাদীসটি তিনি সাঈদ ইবনুল হুওয়ায়রিস (র) থেকে শুনেছেন।

২৩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يُنْقِصُ الْوُضُوءَ.

৩৩. পরিচ্ছেদ : বসা অবস্থায় ঘুমালে উযু ভঙ্গ হয় না

৭১৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجَى لِرَجُلٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

৭১৯. যুহায়র ইবন হারব ও শায়বান ইবন ফাররুখ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) সালাত শুরু হয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে নিভতে আলাপ করছিলেন। অতঃপর তিনি এত দেবী করে এসে সালাত শুরু করলেন যে, লোকজন তখন (বসে বসে) ঘুমাচ্ছিলেন।

৭২০- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الْمَلَأَةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

৭২০. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আল-আনবারী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) সালাত শুরু হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে একান্তে আলাপ করছিলেন। তিনি এভাবে এতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ করতে থাকলেন যে, তাঁর সাহাবীগণ (বসে বসে) ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি এসে তাঁদের সহ সালাত আদায় করলেন।

৭২১- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ أَيْ وَاللَّهِ.

৭২১. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব আল হারিসী (র).....কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে যেতেন, তারপর সালাত আদায় করতেন কিন্তু উযু করতেন না।

বর্ণনাকারী শু'বা বলেন, আমি কাতাদাকে বললাম “আপনি কি নিজে হযরত আনাস (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছেন?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আল্লাহর কসম!”

৭২২- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ أُقِيمَتِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِي حَاجَةٌ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّوْا.

৭২২. আহমাদ ইবন সঈদ ইবন সাখর আদ দারিমী (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) এশার জামা'আত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমার কিছু প্রয়োজন আছে। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তার সাথে আলাপ করতে লাগলেন। তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ করলেন যে, উপস্থিত সকলেই অথবা কিছু লোক ঘুমিয়ে পড়ল (বসে বসে)। তারপর তারা সালাত আদায় করলেন।

মু. শরীফ (১ম) — ৪৬

كِتَابُ الصَّلَاةِ

অধ্যায় : সালাত

১. بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

১. পরিচ্ছেদ : আযান-এর সূচনা

৭২৩- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوْ لَا تَبْعَثُون رَجُلًا يَنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.

৭২৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-হানযালী, মুহাম্মাদ ইবন রাফি' ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মুসলমানগণ যখন মদীনায়ে এলেন তখন তারা একত্র হতেন এবং সালাতের সময়ের অপেক্ষা করতেন। সালাতের জন্য ডাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একদিন তারা এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করলেন। কেউ কেউ বললেন খ্রিস্টানদের মত নাকুস (শঙ্খ) বাজানোর নিয়ম গ্রহণ করা হোক। কেউ কেউ বললেন ইয়াহুদীদের মত শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার নিয়ম গ্রহণ করা হোক। উমর (রা) বললেন, তোমরা সালাতে ডাকার জন্য একজন লোক প্রেরণের ব্যবস্থা কেন করছ না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিলাল! তুমি উঠ এবং সালাতের জন্য ডাক দাও (আযান দাও)।

২. بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْأَقَامَةِ إِلَّا كَلِمَةَ الْأَقَامَةِ فَإِنَّهَا مَثْنَى.

২. পরিচ্ছেদ : আযানের শব্দগুলো দুই-দুইবার এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলা

৭২৪- حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَمَرَ بِلَالُ

أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْأَقَامَةَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ ابْنِ عُليَّةٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ
الْأَقَامَةَ.

৭২৪. খালাফ ইব্ন হিশাম ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আযানের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলতে।

ইয়াহইয়া তার হাদীসে ইব্ন উলায়্যার মাধ্যমে এতটুকু যোগ করেন যে, আমি আইউব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, قد قامت الصلاة শব্দটি ছাড়া (এটি দু'বার বলবে) বাকী শব্দগুলো একবার করে বলবে।

٧٢٥- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلَمُوا وَقَتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْأَقَامَةَ.

৭২৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একদা) সাহাবায়ে কিরাম কোন পরিচিত জিনিসের মাধ্যমে সালাতের ওয়াক্ত জানিয়ে দেয়া সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করলেন। এ ব্যাপারে তারা আগুন জ্বালানো অথবা নাকুস (শঙ্খ) বাজানোর কথা উল্লেখ করলেন। শেষে হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হল, আযানের শব্দগুলোকে দু'বার করে বলতে এবং ইকামাতের শব্দগুলোকে একবার করে বলতে।

٧٢٦- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا كَثَرُ النَّاسِ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلَمُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَنْ يُورُوا نَارًا.

৭২৬. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র).....খালিদ আল-হায্যা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত আছে যে, যখন লোকজন বেশি হয়ে গেল, তখন তারা সালাতের ওয়াক্ত জানিয়ে দেয়ার আলোচনা করল। এরপর তিনি সাকারী হাদীস-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে أَنْ يُورُوا نَارًا এর স্থলে أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا উল্লেখ রয়েছে।

٧٢٧- وَحَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْأَقَامَةَ.

৭২৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারীরী (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আযানের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলতে।

১. হানাফী মতে ইকামাতের শব্দও দু'বার করে বলা উত্তম। এই বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সহীহ রিওয়ায়াত আছে।

৩- بَابُ صِفَةِ الْإِذَانِ.

৩. পরিচ্ছেদ : আযানের পদ্ধতি

৭২৮- حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ هَذَا الْإِذَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ زَادَ إِسْحَقُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

৭২৮. আবু গাস্‌সান আল মিসমাই, মালিক ইবন আবদুল ওয়াহিদ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এই আযান শিখিয়েছিলেন 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন (আল্লাহ্‌ মহান); 'أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْহَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ইলাহ নেই); 'أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল); এরপর আবার বলবে 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ' দুইবার 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ' দুইবার। 'حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ' (কল্যাণের দিকে এস) দুইবার; 'حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ' (সালাতের জন্য এস) দুইবার; ইসহাক তার বর্ণনায় 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ' এবং 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ' বাক্য দু'টি বর্ণনা করেছেন।

৪- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ.

৪. পরিচ্ছেদ : এক মসজিদের জন্য দুইজন মু'আযযিন নির্ধারণ করা মুস্তাহাব

৭২৯- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى.

৭২৯. ইবন নুমায়র (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুইজন মু'আযযিন ছিল। বিলাল এবং অন্ধ সাহাবী ইবন উম্মু মাকতুম।

৭৩০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

৭৩০. ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫- بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ

৫. পরিচ্ছেদ : যদি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কেউ সাথে থাকে তবে অন্ধ ব্যক্তির আযান দেওয়া জাযেয

৭৩১- حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَعْمَى.

৭৩১. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা আল-হামদানী (র)..... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইবন উম্মু মাকতুম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতিক্রমে আযান দিতেন। আর তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন।

৭৩২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৭৩২. মুহাম্মাদ ইবন সালামা আল-মুরাদী (র)..... হিশাম (র)-এর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৬- بَابُ الْأَمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سَمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانَ

৬. পরিচ্ছেদ : দারুল কুফর বা অমুসলিম দেশে কোন গোত্রে আযানের ধ্বনি শোনা গেলে সেই গোত্রের উপর হামলা করা থেকে বিরত থাকা

৭৩৩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَالْأَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَانْظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى.

৭৩৩. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতেন। তিনি আযান শোনার অপেক্ষা করতেন। আযান শুনতে পেলে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন। আযান শুনতে না পেলে আক্রমণ করতেন। একবার তিনি কোন এক ব্যক্তিকে 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ' বলতে শুনলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি ফিতরাত (দীন ইসলাম)-এর উপর রয়েছ। এরপর সে ব্যক্তি 'أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ + أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' বলল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে এলে। সাহাবায়ে কিরাম লোকটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন যে, সে ছিল একজন ভেড়ার রাখাল।

৭৩৪- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

৭৩৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মু'আয্বিন যা বলে তাই বলবে।

٧٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيَّوَةَ وَسَعِيدِ ابْنِ أَبِي
يُؤَبَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى
عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي
إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَا فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

✓ ৭৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা যখন মু'আয্যিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যা বলে তাই বলবে। তারপর আমার ওপর দরুদ পাঠ করবে। কারণ যে আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন। পরে আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসীলার দু'আ করবে। ওসীলা হল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোন এক বান্দাকে দেয়া হবে। আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। যে আমার জন্য ওসীলার দু'আ করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

٧٣٦- حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ
عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ
الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ
قَالَ حَيُّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَأَحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَأَحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مَنْ قَبْلَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৭৩৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র).....উমর উবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মু'আয্যিন যখন 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ' বলে, তখন তোমাদের কেউ যদি 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ' বলে। তারপর মু'আয্যিন যখন 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ' বলে, তখন সে-ও 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ' বলে। অতঃপর মু'আয্যিন যখন 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ' বলে, তখন সেও 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ' বলে। পরে মু'আয্যিন যখন 'حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ' বলে, তখন সে 'حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ' বলে। এরপর মু'আয্যিন যখন 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ' বলে, তখন সেও 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ' বলে। তারপর মু'আয্যিন যখন 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ' বলে তখন সেও 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ' বলল-এ সবই যদি সে বিশুদ্ধ অন্তরে বলে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٧٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْقُرَشِيِّ
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ح
وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ وَلَمْ
يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَأَنَا.

৭৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত।
 রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মু'আয্বিনের আযান শুনে নিজের দু'আটি পাঠ করে, তার গুনাহ মাফ করে
 দেয়া হয় :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ্কে রব হিসেবে পেয়ে, মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে পেয়ে।”

٨- بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ

৮. পরিচ্ছেদ : আযানের ফযীলত এবং তা শুনে শয়তানের পলায়ন

٧٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৭৩৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... তালহা ইবন ইয়াহুইয়ার চাচা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি (একবার) মু'আবিয়া (রা) ইবন আবু সুফিয়ানের কাছে ছিলাম। মু'আযযিন এসে তাঁকে সালাতের জন্য ডাকল। মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মু'আযযিনদের ঘাড় সকলের চেয়ে লম্বা হবে।^১

৭৩৯- حَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৭৩৯. ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... মু'আবিয়া (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৪০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرُّوحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الرُّوحَاءِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيلًا.

৭৪০. কুতায়বা ইবন সাঈদ, উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, শয়তান যখন সালাতের আযান শোনে, তখন (মদীনা থেকে) রাওহা পর্যন্ত চলে যায়। সুলায়মান (আ'মাশ) বলেন, আমি রাবী আবু সুফিয়ানকে 'রাওহা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ জায়গাটি মদীনা থেকে ছত্রিশ (৩৬) মাইল দূরে অবস্থিত।

৭৪১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৭৪১. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়বের সূত্রে আ'মাশ (র) থেকেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

৭৪২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوْسُوسٌ فَإِذَا سَمِعَ الْأَقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوْسُوسٌ.

৭৪২. কুতায়বা ইবন সাঈদ, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শয়তান যখন সালাতের আযান শোনে, তখন বায়ু ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে পালায় যাতে সে আযানের শব্দ শুনতে না পায়। অতঃপর আযান যখন থেমে যায়, তখন ফিরে এসে ওয়াসওয়াসা

(ধোঁকা) দেয়। তারপর যখন ইকামাত শোনে, তখন আবার চলে যায় যাতে তার শব্দ সে শুনতে না পায়। অতঃপর যখন তা (ইকামাত) শেষ হয়, তখন ফিরে এসে ওয়াসওয়াসা (ধোঁকা) দেয়।

৭৪৩- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَدَّيْنَا الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ.

৭৪৩. আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান আল-ওয়াসিতী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, মু'আযযিন যখন আযান দেয়, শয়তান তখন পেছন ফিরে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে।

৭৪৪- حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ قَالَ وَمَعِيَ غُلَامٌ لَنَا أَوْصَابٌ لَنَا فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ قَالَ وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِيَ عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أَرْسَلِكَ وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادٍ بِالصَّلَاةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْدُثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ.

৭৪৪. উমায়্যা ইব্ন বিসতাম (র)..... সুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বনু হারিসা নামক গোত্রের কাছে পাঠালেন। আমার সাথে তখন আমাদেরই একটি গোলাম ছিল বর্ণনান্তরে (তিনি বলেন) আমার একজন সঙ্গী ছিল। অতঃপর একটি বাগানের প্রাচীর থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাক দিল। তিনি বলেন, আমার সঙ্গী তখন প্রাচীরের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। পরে এ ঘটনা আমি আমার পিতার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আমি যদি জানতাম যে, তুমি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে, তাহলে তোমাকে আমি পাঠাতাম না। তুমি (ভবিষ্যতে) যখন এরূপ আওয়ায শুনবে, তখন সালাতের আযান দিবে। কারণ আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, যখন সালাতের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে।

৭৪৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثَوُّبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ أَذْكَرُ كَذَا وَأَذْكَرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ مَا يَذَرِي كَمْ صَلَّى.

৭৪৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যখন সালাতের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পেছন ফিরে দৌড় দেয় যাতে সে আযানের ধ্বনি শুনতে না পায়। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। আর যখন ইকামাতের তাকবীর বলা হয়, তখন আবার

পেছন ফিরে দৌড় দেয়। ইকামাত শেষ হলে ফিরে আসে এবং মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা (ধোঁকা) দেয়। সে তাকে বলে, এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর। এভাবে সে এমন সব জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা ইতিপূর্বে সে মনে করেনি। ফলে সে কত রাক'আত সালাত আদায় করল তা ঠিক মনে করতে পারে না।

৭৪৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى .

৭৪৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তাতে আছে যে, ফলে সে কিভাবে সালাত আদায় করল তা খেয়াল করতে পারে না।

৯- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوِ الْمُنْكَبِينَ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَفِي الرُّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ

৯. পরিচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমা, রুকু এবং রুকু থেকে উঠার পর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব; সিজদা থেকে উঠার পর এরূপ করতে হবে না

৭৪৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ مَنْكَبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

৭৪৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী, সাঈদ ইবন মানসূর, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন নুমায়র (র)..... সালিম-এর পিতা ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন। এমনকি তা একেবারে তার উভয় কাঁধ বরাবর হয়ে যেত। আর রুকু' করার পূর্বে এবং যখন রুকু' থেকে উঠতেন (তখনো অনুরূপভাবে হাত উঠাতেন)। কিন্তু উভয় সিজদার মাঝখানে তিনি হাত উঠাতেন না।

৭৪৮- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوِ مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ .

৭৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন। এমনকি তা তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর হয়ে যেত। তারপর তাকবীর বলতেন। পরে যখন রুকু' করার ইবাদা করতেন তখনও অনুরূপ করতেন। আবার রুকু' থেকে যখন উঠতেন তখন অনুরূপ করতেন। কিন্তু সিজদা থেকে যখন মাথা তুলতেন তখন এরূপ করতেন না।

৭৪৭- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ.

৭৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কুহযায় (র)..... যুহরী (র) সূত্রে উক্ত সনদে ইব্ন জুরায়জ (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতে তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, তারপর তাক্বীর বলতেন।

৭৫০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا.

৭৫০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (র)-কে দেখলেন, যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন, তখন তাক্বীর বলে উভয় হাত উঠালেন। আর যখন রুকু' করার ইচ্ছা করলেন তখন উভয় হাত উঠালেন। আর রুকু' থেকে যখন মাথা উঠালেন তখন আবার হাত উঠালেন এবং (পরে) বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

৭৫১- حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِبْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

৭৫১. আবু কামিল আল-জাহদারী (র)..... মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (র) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাক্বীর (তাক্বীরে তাহরীমা) বলে উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকু' করতেন তখনও কান বরাবর উভয় হাত উঠাতেন। আবার যখন রুকু' থেকে মাথা তুলে লেহু লিমন হামদে বলতেন তখনো অনুরূপ করতেন।

৭৫২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

৭৫২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (র) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কান বরাবর হাত তুলতে দেখেছেন।

১. - بَابُ اثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

১০. পরিচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে প্রত্যেক নিচু এবং উঁচু হবার সময় 'اللَّهُ أَكْبَرُ' বলা, তবে 'রুকু' থেকে উঠার সময় বলবে 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ'

৭৫২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৫৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, আবু হুরায়রা (রা) (একবার) তাদের সালাতে ইমামতি করলেন। তিনি সব কয়বার নিচু হওয়ার এবং উঠার সময় 'اللَّهُ أَكْبَرُ' বললেন। তিনি সালাত সমাপ্ত করার পর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহর কসম! সালাতের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা আমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

৭৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمُتْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৫৪. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতে তখন দাঁড়িয়ে 'اللَّهُ أَكْبَرُ' বলতেন। তারপর 'রুকু' করার সময় তাকবীর বলতেন। তারপর যখন 'রুকু' থেকে পিঠ তুলতেন তখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলতেন। তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ তারপর সিজদায় ঝুঁকবার সময় তাকবীর বলতেন। তারপর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাকবীর বলতেন। তারপর সিজদা করার সময় (আবার) তাকবীর বলতেন। তারপর মাথা তুলবার সময় তাকবীর বলতেন। তারপর সালাত শেষ করা পর্যন্ত পূর্ণ সালাতেই এরূপ করতেন। তারপর দুই রাক'আতের বৈঠকের পর উঠে দাঁড়াবার সময় তাকবীর বলতেন। তারপর আবু হুরায়রা (রা) বললেন, তোমাদের সকলের চাইতে আমার সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

৭৫৫- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي أَشَبَّهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৫৫. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতে তখন দাঁড়াবার সময় তাকবীর বলতেন। অতঃপর ইবন জুরায়জ-এর হাদীসের অনুরূপ। অতঃপর কিন্তু তিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর উক্তি 'তোমাদের সকলের চেয়ে আমি সালাতের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ'-এর উল্লেখ করেন নি।

৭৫৬- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرَّوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِي حَدِيثِهِ فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشَبَّهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৫৬. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা)-কে মারওয়ান যখন মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন তখন তিনি ফরয সালাতের জন্য দাঁড়ালে তাকবীর বলতেন। এরপর ইবন জুরায়জ-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তার হাদীসে (আরো) রয়েছে যে, অতঃপর তিনি যখন সালাত শেষ করতেন এবং সালাম ফিরাতেন, তখন মসজিদে উপস্থিত লোকদের দিকে মুখ করে বলতেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের সকলের চেয়ে আমার সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

৭৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ فَقُلْنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ قَالَ إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৫৭. মুহাম্মাদ ইবন মিহরান আর রাযী (র)..... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত, আবু হুরায়রা (রা) সালাতে প্রত্যেকবার উঁচু এবং নিচু হবার সময় তাকবীর বলতেন। আমরা বললাম, হে আবু হুরায়রা! এ কেমন তাকবীর? তিনি বললেন, এটাই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত।

৭৫৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

৭৫৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ-এর সূত্রে সুহায়ল-এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, হযরত হুরায়রা (রা) প্রত্যেকবার নিচু এবং উঁচু হবার সময় তাকবীর বলতেন এবং বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

৭৫৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيلَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْتَصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

৭৫৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও খালাফ ইবন হিশাম (র)..... মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি যখন সিজদায় গেলেন তখন তাকবীর বললেন। আর যখন (সিজদা থেকে) মাথা তুললেন তখন তাকবীর বললেন। আর যখন দুই রাক'আতের পর দাঁড়ালেন তখন তাকবীর বললেন। অতঃপর আমরা যখন সালাত শেষ করলাম তখন ইমরান (রা) আমার হাত ধরে বললেন, “ইনি আমাদেরকে নিয়ে ঠিক মুহাম্মাদ ﷺ-এর সালাতের মত সালাত আদায় করেছেন। অথবা তিনি বলেন, ইনি আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

১১- بَابُ وَجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمَكَّنَهُ تَعَلُّمَهَا قَرَأَ مَا تيسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا-

১১. পরিচ্ছেদ : প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী, যে ফাতিহা ভাল করে জানে না এবং তা শিক্ষা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, সে তার জন্য যা সহজ হয় তাই পাঠ করবে

৭৬০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

৭৬০. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করবে না, তার (পরিপূর্ণ) সালাত হবে না।^১

৭৬১- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ.

১. সালাতে ফাতিহা পাঠ করা 'ওয়াজিব'; কুরআন ও হাদীসে এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

৭৬১. আবুত তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করল না, তার সালাত হবে না।

৭৬২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ مِنْ بَثْرِهِمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ.

৭৬২. আল-হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী (র)..... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে উম্মুল কুরআন পাঠ করবে না, তার সালাত হবে না।

৭৬৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَصَاعِدًا.

৭৬৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে অনুদ্বয় বর্ণিত আছে। সেখানে فَصَاعِدًا (অর্থাৎ আরেকটু বেশি) শব্দটি অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৬৪- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمْدِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ قَالَ مَجْدُنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوْضَ إِلَى عَبْدِي فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ.

৭৬৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল (অথচ) তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না, সে সালাত হবে অসম্পূর্ণ। তিনি তিনবার এটা বললেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা তো ইমামের পেছনে থাকি (তখনো কি ফাতিহা পড়ব?) তিনি বললেন, তখন মনে মনে তা পাঠ কর। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সমস্ত প্রশংসা

জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য) আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন সে বলে, الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু), আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে। অতঃপর যখন সে বলে مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ (কর্মফল দিবসের মালিক), তিনি বলেন আমার বান্দা আমার মহিমা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। আর কখনো বলেন, আমার বান্দা (তার সব কাজ) আমার ওপর সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি), তিনি বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। যখন সে বলে اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথে, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ; যারা ক্রোধ নিঃপতিত নয়, পথ ভ্রষ্টও নয়), তখন তিনি বলেন, এটা কেবল আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে।

সুফিয়ান বলেন, এ হাদীসটি আলা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াকুব (র) আমার কাছে তখন বর্ণনা করেন যখন তিনি বাড়িতে অসুস্থ ছিলেন। আমি (শুশ্রূষার জন্য) তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। অতঃপর এ সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

৭৬৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي.

৭৬৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইব্ন রুমহের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন সালাত আদায় করল, যাতে সে উম্মুল-কুরআন পড়েনি। অতঃপর সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাদের হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। এর অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য।

৭৬৬ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيسَيَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

৭৬৬. আহমাদ ইবন জা'ফর আল-মা'কারী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল (অথচ) তাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করল না, সে সালাত অসম্পূর্ণ। তিনি তিনবার এ বাক্যটি বললেন, উপরের বর্ণনাকারীদের হাদীসের অনুরূপ।

৭৬৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সালাত হবে না কিরা'আত ছাড়া। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সালাত উচ্চস্বরে আদায় করেছেন তোমাদের জন্য আমরাও তা উচ্চস্বরে আদায় করি, আর যা নিম্নস্বরে আদায় করেছেন আমরাও তা নিম্নস্বরে আদায় করি।

৭৬৮. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র).....আতা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরা'আত পাঠ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব সালাতে আমাদেরকে শুনিye কিরা'আত পাঠ করেছেন, সে সব সালাতে আমরাও তোমাদেরকে শুনিye পাঠ করি। আর যেসব সালাতে কিরা'আত নীরবে পাঠ করেছেন সে সব সালাতে আমরাও নীরবে পাঠ করি। অতঃপর তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আমি যদি উম্মুল কুরআন-এর চেয়ে আর বেশি না পড়ি? তিনি বললেন, তুমি যদি উম্মুল কুরআনের পর আরো বেশি পড় তাহলে তা হবে উত্তম। আর যদি শুধু উম্মুল কুরআনই পড়, তাহলে তা হবে তোমার জন্য যথেষ্ট।

৭৬৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).....আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরা'আত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যে সালাতে (কিরা'আত) শুনিyeছেন, আমরাও সে সালাতে তোমাদেরকে শোনাই। আর যে সালাতে তিনি নীরবে পাঠ করেছেন, আমরাও সে সালাতে নীরবে পাঠ করি। যে ব্যক্তি উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে।^১ আর যে আরো বেশি পাঠ করবে, তা হবে উত্তম।

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করা কিরা'আতের ফরয আদায় হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব এবং ফাতিহার পর সূরা মিলানও ওয়াজিব।

৭৭০. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلَامَ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلِمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

৭৭০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন একটি লোক প্রবেশ করল। সে সালাত আদায় করল। তারপর এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর। কারণ তোমার সালাত হয়নি। লোকটি ফিরে গিয়ে পূর্বের মত সালাত আদায় করল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর। কারণ তোমার সালাত হয়নি। এইরূপ তিনবার করলেন। অতঃপর লোকটি বলল, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার কসম! সালাত আদায়ের এর চেয়ে ভাল কোন পন্থা থাকলে আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাক্বীর বলবে। তারপর তুমি কুরআনের যতটুকু জান তা থেকে যা সহজ হয় তাই পাঠ করবে। তারপর রুকু করবে। এমনকি নিবিষ্টভাবে (কিছুক্ষণ) রুকু করবে। তারপর (রুকু থেকে) উঠবে, সোজাভাবে (কিছুক্ষণ) দণ্ডায়মান থাকবে। তারপর সিজদা করবে। (কিছুক্ষণ) নিবিষ্টভাবে সিজদারত থাকবে। তারপর উঠে বসবে এবং (কিছুক্ষণ) সোজাভাবে বসা থাকবে। তোমার গোটা সালাতেই এরূপ করবে।

৭৭১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ وَسَاقَا الْحَدِيثِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَزَادَ فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.

৭৭১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন একপাশে ছিলেন। এরপর রাবী উপরোক্ত ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়ায়াতটিতে রাবীদ্বয় আরেকটু যোগ করেছেন যে, “যখন তুমি সালাতের ইচ্ছা করবে তখন সুন্দর করে উষু করবে তারপর কিবলামুখী হয়ে তাক্বীর বলবে।”

১২- بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ

১২. পরিচ্ছেদ : ইমামের পেছনে মুক্তাদীর জোরে কিরা'আত পাঠ নিষেধ

৭৭২- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَقَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا.

৭৭২. সাঈদ ইবন মানসূর ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (একবার) আমাদেরকে নিয়ে যোহর অথবা আসরের সালাত আদায় করলেন। (সালাত শেষে) তিনি বললেন, তোমাদের কে আমার পেছনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى সূরাটি পড়ছিল? এক ব্যক্তি বলল, আমি। আর এরদ্বারা কল্যাণ লাভ ছাড়া আমার ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বললেন, আমার মনে হল, তোমরা কেউ আমার পাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।

৭৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ أَوْ أَيُّكُمْ الْقَارِئُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا.

৭৭৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র).....ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (একবার) যোহরের সালাত আদায় করলেন। এক লোক তাঁর পেছনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى সূরাটি পড়ল। তিনি সালাত শেষ করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে পাঠ করেছে? অথবা বললেন, তোমাদের মধ্যে কিরা'আত পাঠকারী কে? এক ব্যক্তি বলল, আমি। তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছিল তোমাদের কেউ আমার পাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।

৭৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا

৭৭৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ যোহরের সালাত আদায় করে বললেন, আমি মনে করলাম তোমাদের কেউ আমার পাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।

১২- بَابُ حُجَّةٍ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

১৩. পরিচ্ছেদ : বিস্মিল্লাহ্ সরবে পাঠ না করা

৭৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

৭৭৫. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বশ্শার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি; কিন্তু তাঁদের কাউকে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** সরবে পড়তে শুনি নি।

৭৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

৭৭৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র).....শু'বা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি (নিজে) কি এটা আনাস (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম।

৭৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يُجْهَرُ بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا.

৭৭৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মিহরান আর রাযী (র).....আবদা থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এই বাক্যগুলি সরবে পাঠ করতেন : **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ** :

কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাকে লিখিতভাবে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে জানান যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সবাই সালাত আরম্ভ করতেন **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পাঠ দিয়ে। তাঁরা কিরা'আতের শুরুতেও **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** উল্লেখ করতেন না, শেষেও না।

৭৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ.

৭৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মিহরান (র).....ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবু তালহা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন।

১৪- بَابُ حُجَّةٍ مَنْ قَالَ الْبَسْمَلَةَ آيَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةِ

১৪. পরিচ্ছেদ : যারা বলেন, বিসমিল্লাহ সূরা বারা'আত (তাওবা) ছাড়া সকল সূরার শুরুর আয়াত, তাদের দলীল

৭৭৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْمُخْبَارِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهَرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مَتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْزِلَتْ عَلَيَّ أَنْفَاسُورَةٌ فَقَرَأْتُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ « إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ » ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدْنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنِّي تَهُ عِدُّ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْتُ بَعْدَكَ زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَ أَظْهَرِنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ.

৭৭৯. আলী ইব্ন হুজর আস-সা'দী ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কিছুটা তন্দ্রার ভাব হল, এরপর তিনি মুচকি হেসে মাথা উঠালেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিসে আপনার হাসি এল? তিনি বললেন, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। এই বলে তিনি পড়লেন, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ এরপর বললেন, তোমরা কি জান কুওথর (কাওসার) কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলেন, সেটা হল একটি নহর। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যার ওয়াদা করেছেন। সেখানে বহু কল্যাণ রয়েছে। সেটা একটা জলাশয়। কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাত (পানি পানের জন্য) সেখানে আসবে। তার পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একজন বান্দাকে সেখান থেকে ধাক্কিয়ে সরিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, পরোয়ারদিগার! সেতো আমার উম্মাত। বলা হবে, আপনার জানা নেই যে, আপনার পরে এরা কি নতুন রীতি (বিদ্'আত) উদ্ভাবন করেছিল। ইব্ন হুজর আরো একটু যোগ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে মসজিদে বসা ছিলেন। শেষে আছে, আল্লাহ বলবেন, এ ব্যক্তি আপনার পর কী বিদ্'আত সৃষ্টি করেছিল (তা আপনি জানেন না)।

৭৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِغْفَاءَةً بَنَحُو حَدِيثَ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ نَهْرٌ وَعَدْنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ وَلَمْ يَذْكُرْ إِنِّي تَهُ عِدُّ النُّجُومِ.

৭৮০. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন মুসহির বর্ণিত (উপরিউক্ত) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছুটা তন্দ্রার ভাব দেখা দিল.....। এ রিওয়াযাতে 'হাউযের গ্লাসের সংখ্যা তারকার সমপরিমাণ' কথাটির উল্লেখ নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তা (কাওসার) হল জান্নাতের একটি নহর যা আমার রব আমাকে দেয়ার ওয়াদা করেছেন।

১৫- بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعُهُمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ حَذْوً مَنَكِبَيْهِ

১৫. পরিচ্ছেদ : তাক্বীরে তাহরিমার পর বুকের নিচে নাভীর উপরে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা এবং সিজ্দায় উভয় হাত মাটিতে কান বরাবর রাখা

৭৮১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلٍ وَمَوْلَى لَهُمْ أَنَّهِمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أَذُنَيْهِ ثُمَّ التَّحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيِّنَ كَفِّيهِ.

৭৮১. যুহায়র ইবন হারব (র).....ওয়ায়ল ইবন হুজর (রা) বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন যে, তিনি যখন সালাত শুরু করলেন তখন উভয় হাত উঠিয়ে তাক্বীর বললেন। রাবী হাম্মাম বলেন, তিনি উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন। তারপর কাপড়ে (গায়ের চাদরে) ঢেকে নিলেন। তারপর তাঁর ডানহাত বামহাতের উপর রাখলেন। তারপর রুকু করার সময় তাঁর উভয় হাত কাপড় থেকে বের করলেন। পরে উভয় হাত উঠালেন এবং তাক্বীর বলে রুকুতে গেলেন। যখন سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন উভয় হাত তুললেন। পরে উভয় হাতের মাঝখানে সিজ্দা করলেন।

১৬- بَابُ التَّشَهُُّدِ فِي الصَّلَاةِ

১৬. পরিচ্ছেদ : সালাতে তাশাহুদ পাঠ

৭৮২- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا

أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

৭৮২. যুহায়র ইব্ন হারব, উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাত আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে সালাতে আমরা বলতাম, السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى (আল্লাহর ওপর সালাম; অমুকের ওপর সালাম)। একদিন রাসূলুল্লাহ সালাত আল্লাহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, আল্লাহর নামই সালাম। তোমাদের কেউ যখন সালাতে (তাশাহুদে এর জন্য) বসবে তখন সে যেন বলে :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

“যাবতীয় মহত্ত্ব ও সম্মান আল্লাহর জন্য; সালাত ও প্রার্থনা তাঁর জন্যই, সব পবিত্রতাও তাঁরই। হে নবী : সালাম আপনার উপর। আল্লাহর রহমত এবং বরকত আপনার উপর, আমাদের এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের উপরও সালাম।” এটুকু বললে আসমান ও যমীনে যত নেক বান্দা আছে, সবার উপর গিয়েই (সালাম) পৌঁছবে। (পরে বলবে) “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।” এরপর তার যা মনে চায় দু’আ করবে।

৭৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

৭৮৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (রা).....মানসূর (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি “তারপর যা মনে চায় দু’আ করবে”-কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৭৮৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ.

৭৮৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দের সূত্রে মানসূর (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি তাঁর রিওয়াযাতে উল্লেখ করেন যে, “তারপর যে দু’আ তার ইচ্ছা বা পসন্দনীয়, তা করবে।”

৭৮৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَقَالَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءِ.

৭৮৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সালাত আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যখন সালাতে (তাশাহুদে এর জন্য) বসতাম, এরপর মানসূর-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। শেষে তিনি বলেন, “এবং রাসূলুল্লাহ সালাত আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর যে কোন দু’আ করবে।”

৭৮৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَفَى بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَقْتَصَرَ التَّشَهُّدَ بِمِثْلِ مَا أَقْتَصَوْا.

৭৮৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন, আমার হাত তাঁর হাতের মধ্যে রেখে, যেমনিভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। এবং তিনি অন্যান্য রাবীর তাশাহুদদের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

৭৮৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمَحٍ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ.

৭৮৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমনিভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনিভাবে আমাদেরকে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ইবন রুমহ এর বর্ণনায় রয়েছে, “যেভাবে আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।”

৭৮৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

৭৮৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন, যেমনিভাবে শিক্ষা দিতেন আমাদেরকে কুরআনের সূরা।

৭৮৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَّاشِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ

الْقَوْمِ أَقْرَبَ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزُّكَاةِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَاحِطُّانُ قُلْتُمَا قَالَ مَا قُلْتُمَا وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعْنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُمَا وَلَمْ أَرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمَكُمْ أَحَدَكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

৭৮৯. সাঈদ ইব্ন মানসূর, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবু কামিল আল-জাহদারী ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক আল-উমাবী (র).....হিত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ্ আর রুকাশী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন (একবার) আমি আবু মূসা (রা)-এর সাথে এক সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন তাশাহুদের বৈঠকে ছিলেন তখন মুসল্লীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল, أَقْرَبَ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزُّكَاةِ (সালাত নেকী ও যাকাতের সাথে ফরয করা হয়েছে)। হিত্তান বলেন, আবু মূসা (রা) যখন সালাত শেষ করলেন এবং সালাম ফিরালেন, তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে এই ধরনের কথা কে বলেছে? সবাই চুপ করে রইল। তিনি আবার বললেন, এরকম কথা তোমাদের কে বলেছে? সবাই চুপ রইল। তিনি বললেন, “হিত্তান! তুমিই হয়ত এরকম বলেছ।” হিত্তান বললেন, আমি এটা বলিনি। আমি ভয় করছিলাম যে, আপনি এ কারণে আমাকে তিরস্কার করবেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, “আমি এটা বলেছি। আর আমি এটা কেবলমাত্র সাওয়াব হাসিলের জন্যই বলেছি।”

আবু মূসা (রা) বললেন, তোমরা তোমাদের সালাতে কি বলবে তা জান না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদেরকে খুত্বা দিলেন। তিনি আমাদের করণীয় কাজসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করলেন এবং আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিয়ে বললেন, যখন তোমরা সালাতের ইচ্ছা করবে তখন তোমাদের কাতার সোজা করবে। তারপর তোমাদের একজন ইমামাত করবে। ইমাম যখন তাকবীর বলবে তখন তোমরা সবাই তাকবীর বলবে আর যখন لَا الضَّالِّينَ বলবে তখন তোমরা آمِينَ বলবে। এতে আল্লাহ্ তোমাদের দু'আ কবুল করবেন। অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে। কারণ ইমামকে তোমাদের আগে রুকুতে যেতে হয় এবং তোমাদের আগে উঠতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ফলে

এটা তোমাদের এই দেরী করাটা ওটা (ইমাম কর্তৃক আগে করা)-এর বদলা হয়ে যাবে। আর যখন ইমাম আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দু'আ শোনে। কারণ তিনি তাঁর নবীর যবানীতে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তা শোনে। আর যখন ইমাম তাকবীর বলবে এবং সিজদা করবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে এবং সিজদা করবে। কারণ ইমাম তোমাদের আগে সিজদা করে এবং তোমাদের আগে উঠে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ফলে এটা তোমাদের এই দেরী করা ওটা (ইমাম কর্তৃক আগে করা)-এর বদলা হয়ে যাবে। ইমাম যখন তাশাহুদে বসবে তখন সর্বপ্রথমে তোমরা বলবে :

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

৭৯. - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ وَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ * قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مُسْلِمٌ تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَهُنَا قَالَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُ هَهُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَهُنَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

৭৯০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু গাস্‌সান আল-মিস্মাঈ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....কাতাদা (র) আরো একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, “ইমাম যখন কিরা'আত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।” আবু কামিল (র) আবু আওয়ানা (র) থেকে যে রিওয়ায়াত করেছেন, সেটিতে ছাড়া আর কারো বর্ণনায় এ বাক্যটি নেই যে, “কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর যবানীতে বলেছেন, ‘যে তার প্রশংসা করে তিনি তা শোনে।’”

ইসহাক (ইমাম মুসলিমের ছাত্র) বলেন, আবুন নযর-এর ভাগিনেয় আবু বাকর (র) এ রিওয়ায়াত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ইমাম মুসলিম (র) বললেন, তুমি কি কাউকে সুলায়মান থেকে বেশি স্বরণশক্তিসম্পন্ন বলে মনে কর? আবু বকর (র) বললেন, তাহলে আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস? অর্থাৎ “ইমাম যখন কিরা'আত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক” (এটার কি হবে?) তিনি বললেন, এটা আমার কাছে সহীহ। আবু বকর বললেন, তাহলে সেটা আপনি এখানে কেন আনলেন না? তিনি জবাব দিলেন, আমি সব সহীহ হাদীসই এখানে আনছি না, বরং এখানে কেবল সেগুলোই আনছি যার উপর মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

৭৯১- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ*

৭৯১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন আবু উমর (র)..... কাতাদা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি তাঁর রিওয়াযাতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর যবানীতে বলেছেন, 'যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শোনে।'

১৭- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

১৭. পরিচ্ছেদ : তাশাহুদ-এর পর নবী ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ

৭৯২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمَّرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ سَعْدِ بْنِ عُبادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.

৭৯২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (র)..... আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা একবার সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। অতঃপর বশীর ইবন সা'দ (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপনার উপর সালাত পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত পাঠ করব? আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ রইলেন। এমনকি আমরা আক্ষেপ করতে লাগলাম যে, তাঁকে যদি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা না হত (তা হলে খুবই ভাল হত)।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা বলবে:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ-

আর সালাম তো তোমাদের জানাই আছে।

৭৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدَى

لَكَ هَدِيَّةٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৭৯৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন আবু লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একবার কা'ব ইবন উজ্জরা (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না? একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। আমার বললাম, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আপনাকে কিভাবে সালাম দিতে হয় তাতো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর সালাত আমরা কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

৭৯৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرٍ إِلَّا أَهْدَى لَكَ هَدِيَّةً.

৭৯৪. যুহায়র ইবন হারব ও আবু কুরায়ব-এর সূত্রে হাকাম (র) থেকেও উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি “আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না” বাক্যটি উল্লেখ করেন নি।

৭৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ الْأَعْمَشِ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ.

৭৯৫. মুহাম্মাদ ইবন বাক্কার-এর সূত্রে হাকাম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি তার রিওয়াযাতে শুধু مُحَمَّدٌ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ এর উল্লেখ করেছেন; اَللّٰهُمَّ শব্দটির উল্লেখ করেন নি।

৭৯৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَمِيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৭৯৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুমায়দ আস-সাদ্দী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

৭৯৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةٍ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

৭৯৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুহু ওয়াসালাম} বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।

১৮- بَابُ التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّأْمِيْنِ.

১৮. পরিচ্ছেদ : সামি'আল্লাহ লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদু এবং আমীন বলা

৭৯৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৭৯৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুহু ওয়াসালাম} বলেছেন, ইমাম যখন 'সَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলেন, তোমরা তখন 'اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' বলবে। কেননা, যার বাক্য ফেরেশতাদের বাক্যের সাথে যুগপৎ হবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে।

৭৯৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَى.

৭৯৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮০০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَمِينَ.

৮০০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুহু ওয়াসালাম} বলেছেন, যখন ইমাম আমীন বলবেন, তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা, যে ব্যক্তি ফেরেশতাদের আমীন

বলার সাথে একই সময় আমীন বলবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে। রাবী ইব্ন শিহাব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলতেন।

৪.১- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.

৮০১. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি, এই বলে মালিকের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইব্ন শিহাবের কথা উল্লেখ করেন নি।

৪.২- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ أَمِينَ فَوَافَقَ أَحَدَاهُمَا الْآخَرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮০২. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে আমীন বলবে ও ফেরেশ্তারা আকাশের উপর আমীন বলবে এবং উভয়টি একই সময় হবে, যখন তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

৪.১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ أَمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ أَمِينَ فَوَافَقَتْ أَحَدَاهُمَا الْآخَرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮০৩. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আল-কানাবী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আমীন বলবে এবং ফেরেশ্তারা আকাশের ওপর আমীন বলবেন, আর উভয়টি একই সময় উচ্চারিত হবে, তখন তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

৪.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৮০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪.৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ أَمِينَ فَوَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮০৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন পাঠকারী (ইমাম) যখন **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** বলবেন এবং তাঁর পিছনের ব্যক্তি (মুকতাদী) **أَمِينَ** বলবে এবং তার বাক্য আকাশবাসীর (ফেরেশতার) বাক্যের অনুরূপ একই সময় উচ্চারিত হবে, তখন তার পূর্ববর্তী সমুদয় পাপ মোচন হয়ে যাবে।

১৭- **بَابُ اِتِّتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ.**

১৯. পরিচ্ছেদ : মুকতাদী কর্তৃক ইমামের অনুসরণ

৮.৬- **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.**

৮০৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার দরুণ নবী ﷺ-এর শরীরের ডান পাশ ছিলে যায়। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। ইতিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হলো। তিনি আমাদের নিয়ে বসে বসে সালাত আদায় করলেন। আমরাও বসে বসে তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, অনুসরণ করার জন্য ইমাম মনোনীত হন। তিনি যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলবে, তিনি যখন সিজদা করেন, তোমরাও সিজদা করবে, তিনি যখন উঠেন, তোমরাও উঠবে। তিনি যখন **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলবেন, তোমরা তখন **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** বল। আর তিনি যখন বসে সালাত আদায় করেন, তোমরাও তখন বসেই সালাত আদায় কর।^১

৮.৭- **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.**

৮০৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে গিয়ে তাঁর ডান পাঁজরে আঁচড়ে গেল। অতঃপর বসে বসে আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ তিনি উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেন।

১. বসে সালাত আদায় করার অর্থে সালাতের মাঝে যে সময় বসার (যেমন তাশাহুদ পড়ার) নিয়ম আছে, সে সময়ের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৮- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجَحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَزَادَ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا.

৮০৮. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আশাহাদে ওয়াসতাহ ঘোড়া হতে পড়ে গেলেন। তাঁর ডান পাশ আঁচড়ে গেল। তারপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি একটি কথা বেশি বলেছেন, তা হলো, ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন, তোমরাও তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

৪.৯- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجَحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا.

৮০৯. ইবন আবু উমর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আশাহাদে ওয়াসতাহ ঘোড়ায় সাওয়ার হলেন। তারপর পড়ে গিয়ে তাঁর ডান পার্শ্বদেশ আঁচড়ে গেল। এরপর তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এতেও বলা হয়েছে যে, “ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর।”

৪.১০- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَجَحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ يُونُسَ وَمَالِكٍ.

৮১০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী সাহায্যে আশাহাদে ওয়াসতাহ ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বদেশ আঁচড়ে গেল। তারপর তিনি পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু এতে ইউনুস ও মালিকের বর্ণিত অতিরিক্ত কথাটি নেই।

৪.১১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

৮১১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আশাহাদে ওয়াসতাহ অসুস্থ হলে তাঁর শুশ্রূষার জন্য সাহাবায়ে কিরাম আগমন করলেন। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে বসে বসে সালাত আদায় করলেন। কিছু লোক দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলে তিনি তাদেরকে বসে সালাত আদায় করতে ইশারা করলেন।

তাই তারা বসে পড়লেন। সালাত সমাপনান্তে তিনি বললেন, ইমাম নিয়োগ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি রুকু' করলে তোমরাও রুকু' করবে। তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে। আর তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

৪১২- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৮১২. আবুর রাবী আয-যাহরানী, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (র)..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪১৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَابُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ أَنْفًا لَتَفْعَلُونَ فَعَلَ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا إِنْ تَمَتُّوا بِأَيْمَتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.

৮১৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুগ্নবস্থায় আমরা তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি বসে সালাত আদায় করলেন এবং আবু বকর (রা) (মুকাব্বির হিসাবে) লোকদেরকে তাঁর তাক্বীর শোনাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে ফিরে দেখলেন যে, আমরা দাঁড়িয়ে। তিনি আমাদের প্রতি ইঙ্গিত করলে আমরা বসলাম এবং আমরা তাঁর পেছনে বসে সালাত আদায় করলাম। অতঃপর সালামান্তে তিনি বললেন, এই মুহূর্তে যে কাজটি করেছ, তা পারস্য ও রোমবাসীদের অনুরূপ। তারা তাদের সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সম্রাট থাকেন বসে। তোমরা এরূপ কখনো করবে না; বরং সর্বদা স্বীয় ইমামের অনুসরণ করবে। তিনি দাঁড়িয়ে সালাত পড়ালে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে আদায় করবে।^১

৪১৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَابُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيَسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

৮১৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং আবু বাকর (রা) তাঁর পিছনে ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাক্বীর বলতেন আবু বকরও আমাদেরকে শোনাবার জন্য তাক্বীর বলতেন। তারপর লায়স কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১. এ বিধান পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা রহিত হয়েছে বলে উলামায়ে কিরাম মত ব্যক্ত করেছেন।

৪১৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

৮১৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম মনোনীত হন। তোমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে। তিনি রুকু করলে তোমরাও রুকু করবে। তিনি سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে তোমরাও سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে। তিনি সিজদা করলে তোমরাও সিজদা করবে। আর তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও সকলে বসে সালাত আদায় করবে।

৪১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৮১৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২- بَابُ النُّهْيِ عَنْ مُبَادِرَةِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ

২০. পরিচ্ছেদ : তাকবীর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রগামী হওয়া নিষেধ

৪১৭- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَاقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

৮১৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন খাশরাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তা'লীম দিতেন এবং বলতেন যে, তোমরা ইমামের থেকে আগে বেড়ে যেও না। তিনি তাকবীর বললে তোমরা তাকবীর বলবে। তিনি لَا الضَّالِّينَ বললে তোমরা آمِينَ বলবে। তিনি রুকু করলে তোমরা রুকু করবে। তিনি سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে, তোমরা اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে।

৪১৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّأَوْرِدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَزَادَ وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ.

৮১৮. কুতায়রা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ হতে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এই সনদের বর্ণনায় لَا الضَّالِّينَ এরপর آمِينَ বলার কথাটি নেই। তবে “তোমরা ইমামের আগে (মাথা) উঠাবে না” এই কথাটি বেশি আছে।

৪১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ سَمِعَ أَبَاهُ رَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْأِمَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮১৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম হলেন ঢালস্বরূপ। তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে। তিনি 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বললে তোমরা 'اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' বলবে। পৃথিবীবাসীর (মুসল্লির) কথা যখন আকাশবাসীর (ফেরেশতার) কথার সাথে যুগপৎ হয়, তখন তার বিগত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৪২০- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.

৮২০. আবু তাহির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয় অনুসরণের উদ্দেশ্যে। তিনি তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে। তিনি রুকু' করলে তোমরাও রুকু' করবে। তিনি 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বললে তোমরা 'اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' বলবে। তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

২১- بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عُرِضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَغَيْرِ هِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَإِنْ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعِجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسَخَ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ.

২১. পরিচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক রোগ, সফর ইত্যাদি ওযরের কারণে সালাত আদায়ে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্তকরণ; ইমাম যদি কোন ওযরে বসে সালাত আদায় করেন এবং মুক্তাদী দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে; কেননা দণ্ডায়মানক্ষম মুক্তাদীর বসে সালাত আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে গেছে

৪২১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوهَا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوهَا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَاتَّاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَأْمُرُ صَلِّ بِالنَّاسِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَتْ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِيفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا اجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَاجْلِسَا إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثْتَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّيْتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ.

৮২১. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুখের বৃত্তান্ত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ রোগাক্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন কি সালাত আদায় করেছে? আমি বললাম, জী না। তারা আপনার প্রতীক্ষায় আছে। তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি রাখ। আমরা পানি দিলাম। তিনি গোসল করলেন। অতঃপর গমনোদ্যত হলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। চেতনা ফিরে পেয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, লোকে কি সালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম জী, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা করেছে। তিনি বললেন, গামলায় পানি দাও। আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। অতঃপর গমনোদ্যত হলে পুনরায় সংজ্ঞা হারালেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকে কি সালাত আদায় করেছে? আমি বললাম, জী, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, লোকে 'ইশার সালাত' আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন অপেক্ষায় মসজিদে বসে ছিল। অবশেষে তিনি লোক মারফত আবু

বকর (রা)-কে সালাত আদায় করতে বলে পাঠালেন। লোকটি আবু বকর (রা)-এর নিকট এসে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে লোকদের সালাতে ইমামত করার আদেশ করেছেন। আবু বকর (রা) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তাই তিনি উমর (রা)-কে বললেন, হে উমর! তুমি সালাত পড়িয়ে দাও। উমর (রা) বললেন, জী না, আপনিই এ কাজের অধিক যোগ্য ব্যক্তি। আয়েশা (রা) বলেন, সুতরাং আবু বকর (রা) ঐ কয়েক দিন সালাতে ইমামত করেন। ইত্যবসরে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করলেন। এবং দুইজন মানুষের কাঁধে ভর করে যোহরের সালাত আদায় করতে মসজিদে গেলেন। ঐ দু'জনের একজন ছিলেন আব্বাস (রা)। রাসূলুল্লাহ মসজিদে পৌঁছে দেখেন যে, আবু বকর (রা) ইমাম হিসাবে সালাত আদায় করছেন। তিনি তাঁকে দেখে পিছে হটতে চাইলেন। কিন্তু নবী ﷺ ইঙ্গিতে তাঁকে পিছে হটতে বারণ করলেন। এবং স্বীয় সঙ্গী দু'জনকে বললেন যে, আমাকে আবু বকর (রা)-এর পাশে বসিয়ে দাও। তারা তাঁকে আবু বকর (রা)-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে বসে সালাত আদায় করতে লাগলেন এবং আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সালাতের অনুসরণ করতে লাগলেন। লোকজন সালাত আদায়ে আবু বকর (রা)-এর অনুসরণ করছিল। উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আমি কি আপনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগকালীন সালাতের আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি শুনাবো? তিনি বললেন বর্ণনা কর। আমি তাঁকে হাদীসটি শোনালাম, তিনি পুরা হাদীসের কোথাও আপত্তি করলেন না বটে, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাস (রা)-এর সাথে অপর ব্যক্তিটির নাম কি তোমার কাছে আয়েশা (রা) উল্লেখ করেছেন? আমি বললাম, জী না! তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি ছিলেন আলী (রা)।

৪২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَوَّلَ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِهَا فَأَذِنَ لَهُ قَالَتْ فَخَرَجَ وَيَدُّهُ عَلَى الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَدُّهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ وَهُوَ يَخْطُ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ هُوَ عَلِيٌّ.

৮২২. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম মায়মূনা (রা)-এর গৃহে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি তাঁর সকল সহধর্মিণীর নিকট আয়েশা (রা) এর গৃহে পরিচর্যা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তাঁরা সকলেই অনুমতি দিলেন। একদিন তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হলেন। তাঁর একখানা হাত ফযল ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাঁধের উপর এবং অপর হাতখানা অন্য এক ব্যক্তির কাঁধের উপর ছিল। দুর্বলতার জন্য তিনি মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে চলছিলেন। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি এই হাদীসটি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে শোনালাম তিনি বললেন, আয়েশা (রা) অন্য যে ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেন নি, তাঁর নাম কি তুমি জান? তিনি ছিলেন আলী (রা)।

৪২৩- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطُّ رَجُلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ أُخْرٍ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الْآخِرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيٌّ.

৮২৩. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইবনুল লায়স (র)..... নবী ﷺ-এর পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি পেয়ে চলল, তখন তিনি আমার ঘরে পরিচর্যা লাভের জন্য তাঁর স্ত্রীগণের নিকট অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। (এই সময়ে একদিন) তিনি দুই ব্যক্তির সহায়তায় মাটিতে দুই পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হলেন। একজন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) এবং আরেকজন অন্য ব্যক্তি। উবায়দুল্লাহ বলেন, আয়েশা (রা)-এর এই বর্ণনাটি আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে অবহিত করলে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) যে ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেন নি, তাঁর নাম কি তুমি জান? আমি বললাম, না! তিনি বললেন, তিনি আলী (রা)।

৪২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَ النَّاسُ بِهِ فَارَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

৮২৪. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইবনুল লায়স (র) নবী ﷺ পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমার পিতা আবু বকর (রা)-কে সালাত পড়বার আদেশ দিলেন তখন আমি এই নির্দেশ প্রত্যাহারের ব্যাপারে তাঁকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলাম। আমার এই পুনঃপুনঃ অনুরোধের কারণ ছিল-আমার মনে এই ধারণার উদ্বেক হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্থানে যে দাঁড়াবে (ইমামত করবে) লোকেরা তাকে সর্বদা ভালবাসবে, বরং আমার ধারণা হলো যে, তাঁর পর যে ব্যক্তি তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামত করবে লোকেরা তাকে অপয়া বলবে, তাই আমি চেয়েছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই নির্দেশ আবু বকর (রা) হতে অন্যত্র সরে যাক।

৪২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِي قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعُهُ فَلَوْ أَمَرْتُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَتَشَاءَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَرَأَجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكَ صَوَابٌ يُوسُفُ.

৮২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ও 'আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুহু ওয়াসালিম (পীড়িত অবস্থায়) আমার গৃহে প্রবেশ করে পরে বললেন, আবু বকরকে আদেশ (শুনিয়ে) দাও, সে যেন লোকদের সালাতের ইমামত করে। আমি আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বকর (রা) অত্যন্ত কোমল হৃদয় ব্যক্তি। তিনি যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না। আপনি যদি আবু বকর (রা)-কে ব্যতীত অন্য কাউকে আদেশ করতেন (তবে উত্তম হতো)। আল্লাহর কসম! আমার একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, যেন লোকেরা রাসূলুল্লাহ সালাতুহু ওয়াসালিম-এর স্থানে সর্বপ্রথম দাঁড়ানোর কারণে তাঁর সম্পর্কে অপরাধ হবার ধারণা করতে না পারে। তাই আমি এ ব্যাপারে তাঁর সাথে দু-তিনবার অনুরোধের পীড়াপীড়ি করেছি। এরপরেও তিনি বললেন, আবু বকর যেন লোকের সালাতে ইমামতি করে। (এবং বললেন) তোমরা হচ্ছো ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গীদের অনুরূপ।

৪২৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْمَعِ النَّاسُ فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْمَعِ النَّاسُ فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَأَنْتَ صَوَابٌ يُوسُفُ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَقَامَ يَهْدِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاهُ تَخْطَانِ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ مَكَانَكَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

৮২৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ও ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থাবস্থায় বিলাল (রা) তাঁকে সালাতের ইমামতের জন্য ডাকতে আসলেন। তিনি বললেন, যাও, আবু বকরকে ইমামতি করতে বল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি নিতান্ত নরম মানুষ। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে পারবেন না। আপনি উমরকে আদেশ করলে উত্তম হবে। কিন্তু তিনি তবুও বললেন, যাও, আবু বকরকে ইমামত করতে বল। এরপর আমি হাফসাকে বললাম, তুমি তাঁকে বল যে, আবু বকর অতি নরম লোক। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে মানুষকে কুরআন শুনাতে পারবেন না। আপনি উমরকে আদেশ করলে ভাল হবে। হাফসা তাঁকে তা-ই বললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তোমরা অবশ্যই ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গীদের ন্যায়। যাও, আবু বকরকে ইমামত করতে বল। শেষ পর্যন্ত লোকেরা আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ শুনালেন এবং তিনি লোকদের ইমামত করলেন। তিনি সালাত আরম্ভ করার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করলেন। তিনি দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চললেন। যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, তাঁর আগমন শব্দ পেয়ে আবু বকর (রা) পিছনে সরে আসার উপক্রম করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিতে তাঁকে তাঁর স্বস্থানে দণ্ডায়মান থাকতে বললেন এবং নিজে এসে আবু বকর (রা)-এর বামপাশে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে বসে সালাতের ইমামত করছিলেন এবং আবু বকর (রা) দণ্ডায়মান অবস্থায় নবী ﷺ-এর অনুসরণ করছিলেন। আর অন্য মুসল্লীগণ আবু বকর (রা)-এর সালাতের অনুসরণ করছিল।

৮২৭- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فَأَتَى بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اجْلَسَ إِلَى جَنْبِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ.

৮২৭. মিনজাব ইবনুল হারিস আত-তামীমী (র) ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এদের বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যু রোগে যখন আক্রান্ত হলেন। ইব্ন মুসহিরের হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে এসে তাঁর [আবু বকর (রা)-এর] পাশে বসিয়ে দেওয়া হলো। নবী ﷺ লোকদের ইমামতি করছিলেন এবং আবু বকর (রা) তাদেরকে তাকবীর শুনাত্তলেন। ইসার হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে বসে লোকদের সালাত পড়াচ্ছিলেন এবং আবু বকর (রা) তাঁর পাশে থেকে লোকদেরকে শুনাত্তলেন।

৮২৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَوْمُ النَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

৮২৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব এবং ইবন নুমায়র (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পীড়িত অবস্থায় আবু বকর (রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ দান করেন। সেমতে তিনি ইমামতি করতে থাকেন। রাবী উরওয়া (র) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করলে মসজিদে গমন করেন। তখন আবু বকর (রা) লোকদের ইমামতি করছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে আবু বকর (রা) পশ্চাতে সরে আসতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইশারায় তাঁর স্থানে থাকতে বললেন এবং নিজে তাঁর বরাবর পাশে বসে পড়লেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামতিতে আবু বকর (রা) সালাত আদায় করলেন এবং অন্যান্য মুসল্লীগণ আবু বকরের ইমামতিতে সালাত আদায় করলেন।

৪২৯- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَّةٌ مُصْحَفٌ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا قَالَ فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَكْصِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عَقْبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ أَنْ اتِمُّوا صَلَاتَكُمْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْخَى السِّتْرَ قَالَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ * وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْرُ نَظْرَةً نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَحَدِيثُ صَالِحٍ اتَّمَّ وَأَشْبَعُ.

৮২৯. আমর আন-নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুরোগ শয্যায় শায়িতাবস্থায় আবু বকর (রা) তাদের সালাতে ইমামতি করতে থাকেন। এভাবে যখন সোমবার দিন সকলে সারিবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কক্ষের পর্দা উত্তোলন করে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের দিকে তাকালেন। (উজ্জ্বলতায়) তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল যেন কুরআনের পৃষ্ঠা। তিনি ঈষৎ হাসলেন। এদিকে আমরাও সালাতের মধ্যেই তাঁর আগমনের খুশিতে অভিভূত হয়ে উঠলাম। আবু বকর (রা) মনে করলেন যে, তিনি সালাতের জন্য বের হচ্ছেন। তাই পিছনে সরে আসতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশারা করে বললেন যে, তোমরা তোমাদের সালাত সম্পন্ন কর। অতঃপর তিনি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে দরজার পর্দা ফেলে দিলেন এবং ঐ দিনই তিনি ইন্তিকাল করেন।

আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শেষবারের মত দেখেছিলাম যখন তিনি সোমবার দিন হুজরার পর্দা উত্তোলন করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে রাবী সালিহ কতৃক বর্ণিত হাদীসটি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।

৪২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ بَنَحُو حَدِيثَهُمَا.

৮৩০. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সোমবার হলো, তারপর উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَبْطُ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرَخَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

৮৩১. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আমাদের নিকট তিন দিন যাবত বের হননি। (তিন দিনের পরের ঘটনা,) এক সালাতে ইকামত দেয়া হল। আবু বকর (রা) সামনে অগ্রসর হবেন ইত্যবসরে আল্লাহর নবী ﷺ পর্দা উত্তোলন করলেন। আমরা তাঁর চেহারা মুবারক অবলোকন করলাম। তাঁকে এমন দেখাচ্ছিল যে, সেরূপ অপূর্ব দৃশ্য আর আমরা ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি। তিনি হাতের ইশারায় আবু বকর (রা)-কে সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করতে বললেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। এরপর আর তিনি ওফাত পর্যন্ত বের হতে পারেননি।

৪২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرِّي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنْ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৮৩২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পীড়িত হয়ে পড়লেন। ক্রমেই তাঁর পীড়া বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি বললেন, আবু বকরকে নির্দেশ দাও, যেন সে লোকদের সালাতে ইমামত করে। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বকর (রা) নরম দিল মানুষ। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত পড়াতে পারবেন না। তবু তিনি বললেন, যাও, আবু বকরকেই ইমামত করতে বল। তোমরা হচ্ছে ইউসুফের সঙ্গীদের অনুরূপ। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় আবু বকর (রা)-ই লোকদের সালাতে ইমামতি করেন।

২২- بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يَصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةَ بِالتَّقْدِيمِ

২২. পরিচ্ছেদ : ইমামের আসতে দেরী হলে এবং ফিতনা-ফাসাদের আশংকা না থাকলে উপস্থিত লোকজন কর্তৃক অন্য কাউকে ইমাম বানানো

৪২৩- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَقِيمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَّفَتَّ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَّبِعَ إِذَا أَمَرْتُكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مِنْ نَابِهِ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التَّفَتَّ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

৮৩৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... সাহল ইবন সা'দ আস-সাদ্দী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন আওফ গোত্রের তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসার কাজে গমন করলেন। ইত্যবসরে সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে মুআয্বিন (আযান দিয়ে) আবু বকর (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি কি ইমামত করবেন? আমি ইকামত বলছি। আবু বকর (রা) বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর (রা) সালাত পড়াচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছনদিক হতে আগমন করেন এবং মানুষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সালাতের কাতারে শরীক হলেন। মুক্তাদীগণ তালি বাজাতে লাগলেন কিন্তু আবু বকর (রা) সালাতের মধ্যে অন্য কোনদিকে মনোযোগ দিতেন না। মুক্তাদীগণ অধিক তালি বাজাতে থাকলে তিনি ফিরে তাকালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেয়ে পিছনে হটতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশারা করে বললেন, তুমি তোমার জায়গায় অবস্থান কর। আবু বকর (রা) দুই হাত উপরে তুলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক তাঁকে এই ইমামতির মর্যাদা প্রদানে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন এবং পশ্চাতে হটে এসে মুক্তাদীর কাতারে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বকর! তুমি তোমার জায়গায় দণ্ডায়মান থাকলে না কেন, যখন আমি তোমাকে থাকতেই আদেশ করেছিলাম? আবু বকর (রা) বললেন, আবু কুহাফার পুত্রের এমন দুঃসাহস নেই যে, আল্লাহর রাসূলের সামনে ইমামত করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (মুক্তাদীদের প্রতি তাকিয়ে) বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা এত তালি বাজালে কেন? তোমাদের কারো সালাতের মধ্যে যখন কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন তোমরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, তোমরা 'সুবহানাল্লাহ' বললেই ইমাম তোমাদের প্রতি মনোযোগ দিবেন। তালি বাজানোর বিধান তো নারীদের জন্য।

৮৩৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَأَاهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ.

৮৩৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সুহায়ল ইবন সা'দ (রা) থেকে মালিক (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এদের উভয়ের বর্ণনায় আছে, আবু বাকর (রা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং পিছনে সরে এসে সারিতে দণ্ডায়মান হলেন।

৮৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ ذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَفِيهِ أَنْ أَبَا بَكْرٍ رَجَعَ الْقَهْقَرَى.

৮৩৫. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাযী' (র).....সাহল ইবন সা'দ আস-সাইদী (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন : নবী ﷺ আমার ইবন আওফ গোত্রে একটি আপস-মীমাংসার কাজে গমন করেন। সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পিছনের কাতারসমূহ ভেদ করে সামনের কাতারে এসে দাঁড়ালেন এবং হযরত আবু বকর (রা) পশ্চাৎ দিকে হটে আসলেন।

৮৩৬- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ أَخَذْتُ أَهْرِيْقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمًا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خَفِيهِ ثُمَّ أَقْبَلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدَى الرُّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرُّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ يَغْرِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لَوَقَّتْهَا.

৮৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও হাসান ইব্ন আলী আল-হলওয়ানী (র).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুগীরা (রা) বলেন, একদিন ফজরের সালাতের পূর্বে (উক্ত তাবুক নামক স্থানে) রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রাতঃকৃত) সমাধার্থে নিম্নভূমির দিকে রওয়ানা হলে আমি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে গেলাম। যখন তিনি আমার নিকট ফিরে আসলেন আমি তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি প্রথমে তিনবার হাত ধৌত করলেন, অতঃপর মুখমণ্ডল। তারপর তাঁর জুব্বার আস্তিন হাতের উপর দিকে উঠাতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন সংকীর্ণ ছিল বিধায় তিনি জুব্বার নিচের দিক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দুই হাত জুব্বার নিচ দিয়ে বের করলেন। তারপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর উভয় মোজার উপর মাসহ করলেন। তারপর রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। ফিরে এসে দেখতে পেলাম, লোকজন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে আগে বাড়িয়ে দিয়েছে, তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাক'আত পেলেন এবং লোকজনের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করলেন। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) যখন সালাম ফিরালেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালাত পূর্ণ করার নিমিত্ত দাঁড়ালেন। মুসলমানগণ এই দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গেলেন এবং বেশি করে তাসবীহ পড়তে লাগলেন। নবী ﷺ সালাত শেষ করে তাঁদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা উত্তম কাজ করেছ। সঠিক ওয়াক্তেই সালাত আদায় করার জন্য তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন।

৮৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ও আল-হলওয়ানী (র).....হামযা ইবনুল মুগীরা (রা) থেকে আব্বাদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন। মুগীরা (রা) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে পিছনে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও।

২৩- بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيْقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

২৩. পরিচ্ছেদ : সালাতে ভুল-ত্রুটি হলে পুরুষ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং নারী করতালি দেবে

৮৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ هُمَا سَمِعَا أَبَاهُ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُصَفِّرُونَ.

৮৩৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, হরুন ইবন মা'রুফ ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষের জন্য 'সুবহানাল্লাহ' এবং নারীদের জন্য হলো হাততালি। হারমালা তাঁর বর্ণনায় আরও বলেন যে, ইবন শিহাব (র) বলেছেন, আমি কতিপয় আলেমকে সালাতের মধ্যে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে এবং ইশারা করতে দেখেছি।

৮৩৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৮৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فِي الصَّلَاةِ.

৮৪০. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনায় 'সালাতের মধ্যে' কথাটি অতিরিক্ত আছে।

২৪- بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا.

২৪. পরিচ্ছেদ : পূর্ণভাবে, উত্তমরূপে ও বিনীতভাবে সালাত আদায় করার নির্দেশ

৮৪১- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْقَبْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا فُلَانُ الْآتُحْسِنُ صَلَاتَكَ الْآيَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.

৮৪১. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আল-হামদানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সালাত আদায়শেষে বললেন, হে অমুক! তুমি তোমার সালাত উত্তমরূপে আদায় করবে না কি? মুসল্লী যখন সালাত আদায় করে তখন সে কীরূপে সালাত আদায় করে তা কি সে লক্ষ্য করে না? অথচ সালাত আদায়কারী তার নিজের কল্যাণের জন্যই সালাত আদায় করে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যেমন সামনের দিকে দেখি, তেমনি পিছনের দিকেও দেখি। ১

৮৪২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبَلَتِي هَهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي.

১. এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযা ছিল, এর সাথে ইলমে গায়বের কোন সম্পর্ক নেই।

৮৪২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি দেখছ-আমার মুখ এইদিকে? অথচ আল্লাহর শপথ! আমার নিকট তোমাদের রুকু এবং সিজদা কোনটাই গোপন নয়। আমি তোমাদেরকে পিছন হতেও দেখছি।

৮৪৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের রুকু এবং সিজদা যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহর শপথ! তোমরা যখন রুকু-সিজদা কর, তখন তা আমি পিছনদিক হতে (রাবী কখনও বলেছেন) আমি পৃষ্ঠদেশের দিক হতে দেখে থাকি।

৮৪৪. আবু গাস্‌সান আল-মিস্মাঈ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের রুকু-সিজদাগুলো পূর্ণরূপে আদায় করবে। আল্লাহর কসম! তোমরা যখন রুকু-সিজদা কর, তা আমি পিছনদিক হতে অবলোকন করি।

৮৪৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও আলী ইবন হুজর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সালাত আদায়ের পর আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! আমি

২৫- **بَابُ تَحْرِيمِ سَبْقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوِهِمَا.**

২৫. **পরিচ্ছেদ : ইমামের পূর্বে রুকু-সিজদা করা নিষেধ**

৮৪৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও আলী ইবন হুজর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সালাত আদায়ের পর আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! আমি

৮৪৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও আলী ইবন হুজর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সালাত আদায়ের পর আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! আমি

তোমাদের ইমাম। সুতরাং রুকু, সিজ্দা, কিয়াম ও সালামে আমার আগে চলে যেও না। কারণ আমি সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে তোমাদেরকে দেখতে পাই। অতঃপর বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ, আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখতে পেলো হাসতে কম, কাঁদতে বেশি। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কী দেখেছেন? তিনি বললেন, আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।

৪৮৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ جَمِيعًا عَنْ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَلَا بِالْإِنْصَرافِ.

৮৪৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইবন নুমায়র ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জারীর কর্তক বর্ণিত হাদীসে ‘সালাম ফেরানোর’ কথাটি নেই।

৪৮৭- حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حِمَارٍ قَالَ خَلْفٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

৮৪৭. খালাফ ইবন হিশাম, আবু রাবী আয-যাহরানী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, ইমামের পূর্বে সিজ্দা হতে যে ব্যক্তি মাথা তুলবে, তার ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথার মত করে দিবেন।

৪৮৮- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ.

৮৪৮. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সিজ্দা হতে তার শির উত্তোলন করবে, সে কি এ বিষয়ে নিশ্চয় হয়ে গেল যে, আল্লাহ তার চেহারাকে গাধার চেহারা রূপান্তরিত করে দিবেন।

৪৮৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُسْلِمٍ جَمِيعًا عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ.

৮৪৯. আবদুর-রাহমান ইবন সালাম আল-জুমাহী, আবদুর-রাহমান ইবনুর রাবী ইবন মুসলিম, উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয ও আবু আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

তবে আর-রাবী ইবন মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে গাধার চেহারায় রূপান্তরিত করে দিবেন।

২৬- **بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ.**

২৬. পরিচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকান নিষেধ

৮৫০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.

৮৫০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায়, অবশ্যই তাদের তা হতে বিরত হওয়া উচিত। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি আর ফিরে না আসতে পারে।

৮৫১- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

৮৫১. আবু তাহির ও আমর ইবন সাওয়াদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যেন সালাতের মধ্যে দু'আর সময় আকাশের দিকে না তাকায়। অন্যথায় তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।

২৭- **بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ وَاتِّمَامِ**

الصَّفُوفِ الْأَوَّلِ وَالتَّرَاصُّ فِيهَا وَالْأَمْرُ بِالْاجْتِمَاعِ

২৭. পরিচ্ছেদ : সালাতে নড়াচড়া করা, সালামের সময় হাতের ইশারা করা ও হাত উঠান নিষেধ এবং সামনের কাতার পূর্ণ করা ও পরস্পর মিলিত হয়ে এবং একত্র হয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ

৮৫২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْكُمْ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَأَانَا حِلَقًا فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْكُمْ عَزِيزِينَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الْأَوَّلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ.

৮৫২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করে বললেন, তোমরা চঞ্চল ঘোড়ার লেজের মত হাত উঠাচ্ছ কেন? সালাতের মধ্যে স্থির থাকবে। একবার তিনি আমাদেরকে দলে দলে বিভক্ত দেখে বললেন, তোমরা পৃথক পৃথক রয়েছে কেন? আরেকবার আমাদের সামনে এসে তিনি বললেন, তোমরা এমনভাবে কাতার বাঁধবে, যেমনিভাবে ফেরেশতাগণ তাঁদের রবের সামনে কাতারবন্দী হয়ে থাকেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ফেরেশতাগণ তাঁদের রবের সামনে কীভাবে কাতারবন্দী হন? তিনি বললেন, ফেরেশতাগণ সামনের কাতারগুলি আগে পূর্ণ করেন এবং গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়ান।

৮৫৩. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৮৫৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও আবু কুরায়ব (র)..... জাবির ইবন সামুরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম, তখন সালাতশেষে ডান-বামদিকে হাত ইশারা করে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলতাম। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা চঞ্চল ঘোড়ার লেজ নাড়ার মত হাত ইশারা করছ কেন? (সালাতের বৈঠকে) উরুর ওপর হাত রেখে ডানে-বামে অবস্থিত তোমাদের ভাইকে (মুখ ফিরিয়ে) আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

৮৫৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও আবু কুরায়ব (র)..... জাবির ইবন সামুরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায়ের শেষে আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম বলার সময় হাত

৮৫৬. আল-কাসিম ইবন যাকারিয়া (র)..... জাবির ইবন সামুরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায়ের শেষে আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম বলার সময় হাত

৮৫৭. আল-কাসিম ইবন যাকারিয়া (র)..... জাবির ইবন সামুরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায়ের শেষে আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম বলার সময় হাত

দিয়েও ইশারা করতাম। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা এমনভাবে হাত দ্বারা ইশারা করছ, যেন তা চঞ্চল ঘোড়ার লেজ? তোমরা সালাতশেষে যখন সালাম করবে, তখন ভাইয়ের দিকে মুখ করবে, হাতদ্বারা ইশারা করবে না।

২৮- بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَضْلِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا وَالْإِزْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا وَتَقْدِيمِ أَوْلَى الْفَضْلِ وَتَقْرِيْبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ

২৮. পরিচ্ছেদ : কাতার সোজা করা ও মিশে দাঁড়ানো, ক্রমানুসারে প্রথম কাতারের ফযীলত, প্রথম কাতারে দাঁড়াবার জন্য প্রতিযোগিতা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে ইমামের নিকট ও সামনের কাতারে দাঁড়াবার বিধান

৪৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَكَعْبٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلْنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا.

৪৫৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের শুরুতে আমাদের কাঁধের উপর হাত রেখে বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং আগে পিছে হয়ো না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরেও বিভেদ সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা অধিক সমঝদার ও জ্ঞানী, তারা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা তাদের পর, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা তাদের পর দাঁড়াবে। আবু মাসউদ (রা) বলেন, অথচ আজ তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ বিরাজ করছে।

৪৫৭- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৪৫৭. ইসহাক, ইবন খাশরাম ও ইবন আবু উমর (র)..... ইবন উয়ায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৫৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَلْنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ.

৮৫৮. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী ও সালিহ ইবন হাতিম ইবন ওয়ারদান (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে। অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা, অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা, অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা দাঁড়াবে। আর তোমরা বাজারী হউগোল হতে দূরে থাকবে।

৮৫৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

৮৫৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা রাখবে। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অংশ।

৮৬০. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي.

৮৬০. শায়বান ইব্ন ফারুখ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাতার পূরা কর। কেননা আমি তোমাদেরকে পিছন হতে দেখে থাকি।

৮৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ.

৮৬১. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) কতিপয় হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সালাতের মধ্যে কাতার সোজা রাখবে। কেননা, কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

৮৬২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَتُسَوَّنَّ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ.

৮৬২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইবন বাশ্শার (র)..... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা রাখবে। নতুবা আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

৪৬৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكْبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

৮৬৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতারগুলোকে এমনভাবে সোজা করে দিতেন যেন তিনি তীরের দণ্ড সোজা করছেন। যতক্ষণ না তিনি বুঝলেন, আমরা বিষয়টি তাঁর নিকট হতে যথাযথভাবে বুঝে নিয়েছি। অতঃপর একদিন (হুজুরা হতে) বের হয়ে এসে স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে তাক্বীর বলবেন এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তির বক্ষদেশ কাতার হতে আগে বেড়ে আছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তোমাদের কাতার অবশ্যই সোজা কর। নতুবা আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

৪৬৪- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৮৬২. হাসান ইবনুর-রাবী, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু 'আওয়ানা (র) থেকে উক্ত সনদে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৬৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاتَوَهَّمُوا وَلَوْ حَبَوًّا.

৮৬৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ যদি আযান ও প্রথম কাতারের সাওয়াবের কথা জানত এবং লটারী ছাড়া তা লাভের কোন উপায় না থাকত, তবে তারা এর জন্য অবশ্য লটারী করত এবং যদি (যোহরের সালাতে) আউয়াল ওয়াক্তে গমনের ফযীলত তারা জানত, তবে তারা এর জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। আর ইশা ও ফজরের মাহাত্ম্য যদি জানত, তবে তারা ঐ দুটির জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আগমন করত।

৪৬৬- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي وَلَيَّا تَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ.



বাংলা হাদিস

৮৬৬. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে পিছনে দেখে বললেন, সামনে এসো এবং আমার অনুসরণ কর, অতঃপর দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করবে। এমন কিছু লোক সব সময় থাকবে যারা সালাতে পিছনে থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে (নিজ রহমত হতেও) পিছনে রাখবেন।

৮৬৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর-রহমান আদ-দারিমী (র)..... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে দেখলেন, তারা মসজিদের পেছনের দিকে আছেন। তারপর উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৮৬৮. ইব্রাহীম ইবন দীনার ও মুহাম্মাদ ইবন হারব আল-ওয়াসিতি (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা (অথবা বলেছেন তারা) যদি সামনের কাতারের মাহাত্ম্য অবগত হতো, তবে লটারী করতে হতো। ইবন হারব (র) বর্ণনা করেছেন, প্রথম কাতারের। তবে অবশ্যই লটারী করা হত।

৮৬৯. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার এবং সর্বনিকৃষ্ট হচ্ছে শেষ কাতার। আর স্ত্রীলোকদের কাতারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে শেষ কাতার (যা পুরুষের কাতার হতে দূরে থাকে) এবং সর্বনিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার (যা পুরুষদের কাতারের নিকটবর্তী হয়)।

৮৭০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৯- بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَّاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُؤُسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ

২৯. পরিচ্ছেদ : পুরুষের পিছনে সালাত আদায়কারিণী নারীদের প্রতি নির্দেশ, তারা যেন পুরুষদের মাথা উঠানোর পূর্বে নিজেদের মাথা না উঠায়

৪৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أَرْهَمِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصَّبْيَانِ مِنْ ضَيْقِ الْأُزْرِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَائِلٌ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

৮৭১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে তাদের লুঙ্গি খাটো হবার দরুন বালকদের মত তা তাদের গলায় বেঁধে নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, হে নারী সমাজ! পুরুষরা তাদের মাথা না তোলা পর্যন্ত তোমরা সিজদা হতে মাথা তুলবে না।

৩- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يُتَرْتَبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطِيبَةً

৩০. পরিচ্ছেদ : ফিতনার আশংকা না থাকলে নারীগণ মসজিদে যেতে পারবে কিন্তু খোশবু লাগিয়ে (বাইরে) বের হবে না

৪৭২- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ أَحَدَكُمْ أَمْرًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا.

৮৭২. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... সালিমের পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যেতে চাইলে তাকে নিষেধ করবে না।

৪৭৩- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنْتُكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَأْسَمِعَةً سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أَخْبِرْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُنَّ.

৮৭৩. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের স্ত্রীলোকগণ মসজিদে যেতে চাইলে তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিবে

না। বিলাল ইবন আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে অবশ্যই বাধা প্রদান করব। তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) এমন রুঢ় ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করলেন যে, ইতিপূর্বে আমি কখনও তাঁকে এভাবে তিরস্কার করতে শুনিনি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস শোনাচ্ছি আর তুমি বলছ, আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে নিষেধ করব?

৪৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبْنُ إِدْرِيسَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.

৮৭৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহ মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না।

৪৭৫- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا اسْتَأْذَنْكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذْنُوا لَهُنَّ.

৮৭৫. ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যেতে অনুমতি চাইলে তাদেরকে মসজিদে যেতে অনুমতি দিবে।

৪৭৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَأَنْدَعُ هُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغْلًا قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ لَأَنْدَعُهُنَّ.

৮৭৬. আবু কুরায়ব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাত্রিকালে স্ত্রীলোকদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না, তখন তাঁর পুত্র বলল, আমরা তাদেরকে নিষেধ করব, যাতে তারা ছলনা করতে না পারে। তখন তিনি তাঁর পুত্রকে তিরস্কার করার পর বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ শোনাচ্ছি, আর তুমি তার বিরোধিতা করে বলছ যে, আমরা তাদের ছেড়ে দিব না।

৪৭৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৮৭৭. আলী ইবন খাশরাম (র)..... আল-আ'মশ (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ وَرَقَاءُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُذْنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنُ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَأَقْدُ أَذْنُ يَتَّخِذْنَهُ دَغْلًا قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ لَا.

৮৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম ও ইবন রাফি' (র)..... ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকদের রাতে মসজিদে যেতে অনুমতি দিবে। তখন ওয়াকিদ নামক তাঁর এক পুত্র বলল যে, তারা সেখানে গিয়ে প্রতারণা করবে। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তাঁর বুকে হাত মেরে বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি বলছ তাদেরকে যেতে দিবে না।

৮৭৭- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنَى ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عُلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ.

৮৭৯. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকগণকে রাতে মসজিদে পুণ্যলাভের জন্য যেতে নিষেধ করো না যখন তারা তার অনুমতি চাইবে। তখন বিলাল বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে নিষেধ করব। একথা শুনে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আর তুমি বলছ, আমরা তাদেরকে নিষেধ করব।

৮৮০- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تَحْدُثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَهِدْتَ احْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطِيبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

৮৮০. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... যায়নাব আস-সাকাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন স্ত্রীলোক যখন ইশার সালাত আদায় করতে (মসজিদে) আসে, তখন সে যেন ঐ রাতে খোশবু না লাগায়।

৮৮১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ أَمْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ لِنَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتَ احْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا.

৮৮১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে নারী মসজিদে আসবে, সে যেন খোশবু স্পর্শও না করে।

৮৮২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورٍ فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

৮৮২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে নারী কোন সুগন্ধির ধুনি নিবে, সে যেন ইশার সালাতে আমাদের সাথে শরীক না হয়।

৪৪৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنْسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنَعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ.

৪৪৩. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)..... আমরা বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি এ যুগের নারীরা কী করছে তা দেখতেন, তবে তাদেরকে বনী ইসরাঈলী নারীদের ন্যায় মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন। রাবী ইয়াহুইয়া বলেন, আমি আমারকে জিজ্ঞেস করলাম, বনী ইসরাঈলী নারীদেরকে কি মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

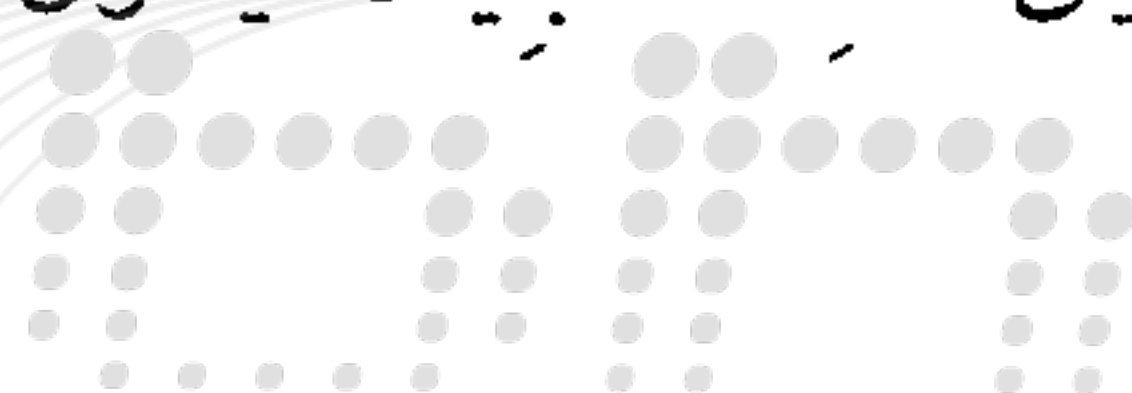
৪৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৪৪৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, আমর আন-নাকিদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি অনুরূপ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩১-بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مُفْسَدَةً.

৩১. পরিচ্ছেদ : যখন বিপদের আশংকা থাকে, জাহরী সালাতেও মধ্যম আওয়াযে কিরা'আত পড়া যায়

৪৪৫- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا" قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ "وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ" فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ أَسْمِعَهُمُ الْقُرْآنَ وَلَا تَجْهَرُ ذَلِكَ الْجَهْرُ "وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا" يَقُولُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَةِ.



বাংলা হাদিস

৮৮৫. আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ ও আমর আন-নাকিদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا সম্পর্কে বলেন, (মধ্যম আওয়াযে সালাত আদায় করার নির্দেশ সম্বলিত) এই আয়াত এমন সময় অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করার সময় উচ্চস্বরে কিরা'আত পাঠ করতেন। মুশরিকরা তা শ্রবণ করে কুরআন, তা অবতীর্ণকারী এবং যাঁর প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে তাঁকে গালি-গালাজ করত। তখন আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বললেন..... وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ আপনি সালাতে এত উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করবেন না যে, মুশরিকগণ তা শুনতে পায় এবং এত নিম্নস্বরেও পাঠ করবেন না যে, আপনার সাহাবীগণ তা শুনতে না পাবে; বরং মধ্যম আওয়াযে কুরআন পাঠ করুন।

৪৪৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا" قَالَتْ أُنْزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ.

৮৮৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا দু'আ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ অধিক উচ্চস্বরেও দু'আ করবে না, আর অধিক নিম্নস্বরেও না)।

৪৪৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكَيْعٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৮৮৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩২- بَابُ الْإِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ.

৩২. পরিচ্ছেদ : মনযোগ সহকারে কিরা'আত শ্রবণ

৪৪৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ" قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ كَانَ مِمَّا يُعَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرِفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى « لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ » أَخَذَهُ أَنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ " أَنْ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ

فَتَقْرَأُهُ "فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ" قَالَ أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ «إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلسَانِكَ فَكَانَ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ-

৮৮৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী : لَا تُحَرِّكُ بِهِ সম্পর্কে বলেন, জিব্রাইল (আ) যখন ওহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসতেন তখন তিনি তাঁর জিহ্বা ও ওষ্ঠ সঞ্চালন করতেন; এতে তাঁর ভীষণ কষ্ট হতো এবং এটা তাঁর চেহারা দেখে চেনা যেত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - অর্থাৎ তড়িঘড়ি তা আয়ত্ত করার নিমিত্তে ওষ্ঠ সঞ্চালন করবেন না, আপনার সীনায় আমিই তো সংরক্ষণ করব যেন পরে আপনি তা পাঠ করতে পারেন। আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। আপনার যবানে পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন, এরপর জিব্রাইল (আ) যখন আগমন করতেন তখন তিনি মাথানত করে থাকতেন এবং জিব্রাইল (আ) নির্গমন করলে তিনি আল্লাহর অঙ্গীকার মতাবিক হব্ব তা আবৃত্তি করতেন।

৮৮৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ «لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى «لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ» قَالَ جَمَعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ "فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ" قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا أَقْرَأَهُ.

৮৮৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী لَا تُحَرِّكُ بِهِ সম্পর্কে বলেন, কুরআন নাযিলের সময় নবী ﷺ তড়িঘড়ি তা আয়ত্ত করার নিমিত্ত ওষ্ঠ সঞ্চালন করতেন। এতে তাঁর অত্যধিক কষ্ট হতো। (রাবী বলেন) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেকোন ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করতেন আমি সেকোন ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করব। সাঈদ বলেন, যেভাবে ইব্ন আব্বাস (রা) স্বীয় ওষ্ঠ নাড়াচ্ছিলেন, আমিও তদ্রূপ ওষ্ঠ নাড়াচ্ছি। এরপর তিনি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন : لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ : "তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার লক্ষে আপনি জিহ্বা নাড়বেন না। আমরা আপনার সীনায় তা সংরক্ষণ করব। যেন পরে আপনি তা পাঠ করতে পারেন।"

“আমি যখন তা পড়ি, আপনি আমার পাঠ অনুসরণ করুন” - “فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ” অর্থাৎ আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। এরপর তা আপনার দ্বারা পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন, এরপর জিব্রাইল (আ) যখন ওহীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করতেন, তখন তিনি তা নীরবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং জিব্রাইল (আ) নির্গমন করলে পর নবী ﷺ হব্ব তা-ই আবৃত্তি করতেন।

২২- بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ

৩৩. পরিচ্ছেদ : ফজর সালাতে এবং জিন্নদের সম্মুখে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা

৪৯০- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَارَاهُمْ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ عُكَازٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَّثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةٍ وَهُوَ بِنَحْلِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ عُكَازٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ « قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ».

৮৯০. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ জিন্নদের নিকট কুরআন পাঠ করেন নি এবং তাদের তিনি দেখেন নি। রাসূলুল্লাহ একদল সাহাবীর সঙ্গে উকায বাজারে গমন করেন। তখন শয়তানদের জন্য আকাশের সংবাদ সংগ্রহ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের উপর অগ্নিশিখা বর্ষণ করা হচ্ছিল। তাই একদল শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল, আকাশের খবরাখবর জ্ঞাত হওয়া আমাদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের উপর আগুনের শিখা বর্ষিত হচ্ছে। তারা বলল, নিশ্চয়ই কোন নতুন ঘটনা ঘটে থাকবে। তোমরা দুনিয়ার পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে দেখ, কি কারণে আমাদের নিকট আকাশের খবর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তারা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদেরই কিছু সংখ্যক সদস্য তিহামার পথে উকায বাজারে গমন করছিল। রাসূলুল্লাহ তখন 'নাখল' নামক স্থানে স্থায়ী সাহাবীগণসহ ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তারা (জিন্ন সম্প্রদায়) যখন কুরআন পাঠ শুনল, তখন তাতে মনোনিবেশ করল এবং বলল, আকাশের খবরাখবর বন্ধ হওয়ার কারণ একমাত্র এটাই। এরপর তারা তাদের কাওমের নিকট ফিরে গেল এবং বলল, হে আমাদের কাওম। আমরা এক আশ্চর্য কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সত্য পথ-নির্দেশক। আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এবং আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না। তখন আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ -এর উপর (এ ওহী) অবতীর্ণ করেন : **قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ الْخ** : আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল শুনেছে.....

৪৯১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ لَا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشَّعَابِ فَقُلْنَا اسْتَطِيرَ أَوْ اغْتِيلَ قَالَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ حَرَاءٍ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ فَاَنْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا أَثَارَهُمْ وَأَثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرَمًا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفَ لِذَوَابِكُمْ فَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ.

৮৯১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আলকামাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘জিন্ন-রজনী’তে (অর্থাৎ যে রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জিন্নদের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল) কি ইবন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, আমি ইবন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, ‘জিন্ন-রজনী’-তে কি আপনাদের মধ্য হতে কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, না! কিন্তু একরাত্রি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেললাম এবং তাঁকে পর্বতের উপত্যকা ও ঘাঁটিসমূহে খোঁজাখুঁজি করলাম। আমরা ভাবলাম জিন্নেরা তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে কিংবা গুপ্তঘাতক তাঁকে মেরে ফেলেছে। আমরা রাত্রি দারুণ উদ্বেগে কাটালাম। ভোরবেলা আমরা (দেখলাম যে,) তিনি হেরা (জাবাল-ই-নূর) পর্বতের দিক হতে আসছেন। রাবী বলেন, তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে আমরা হারিয়ে বহু খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু কোথাও পাইনি। ফলে দারুণ উদ্বেগের মধ্যে আমরা রাত কাটিয়েছি। তিনি বললেন, জিন্নদের একজন প্রতিনিধি আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছিল। আমি তার সঙ্গে গেলাম এবং তাদের নিকট কুরআন পাঠ করলাম। এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন এবং তাদের নিদর্শন ও তাদের আগুনের নিদর্শনগুলো আমাদেরকে দেখালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জিন্নেরা তাঁর নিকট খাদ্য প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, যে-সমস্ত প্রাণী আল্লাহর নামে যবেহ হবে, তাদের হাড়ি তোমাদের খাদ্য। তোমাদের হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা গোশতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং সকল উষ্ট্রের বিষ্ঠা তোমাদের জীবজন্তুর খাদ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা ঐ দু’টি জিনিস (অস্থি ও উষ্ট্রের বিষ্ঠা) দ্বারা ইস্তিনজা করবে না। কেননা, ওগুলো তোমাদের ভাই (জিন্ন ও তাদের জানোয়ার)-দের খাদ্য।

৪৯২-وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ وَأَثَارَ نِيرَانِهِمْ * قَالَ الشَّعْبِيُّ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ.

৮৯২. আলী ইবন হুজর আস-সা'দী (র)..... দাউদ (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে ھُمْ পর্যন্ত আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। শা'বী বলেন, জিন্নেরা তাঁর নিকট তাদের খাদ্যের জন্যও প্রার্থনা করেছিল এবং তারা ছিল জায়ীরার অধিবাসী।

৮৯৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ وَأَثَارَنِيْرَانِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

৮৯৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী থেকে ھُمْ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। পরবর্তী অংশ তিনি বর্ণনা করেন নি।

৮৯৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ.

৮৯৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'জিন্ন-রজনী'-তে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম না। কিন্তু আমার বাসনা জাগে যে, আহা! সেদিন যদি আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম।

৮৯৫- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنِ اذْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّهُ اذْنَتْهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

৮৯৫. সাঈদ ইবন মুহাম্মাদ আল-জারমী ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট শুনেছি, তিনি বলেন আমি মাসরুককে জিজ্ঞাসা করেছি, যে রাতে জিন্নেরা এসে কুরআন শ্রবণ করল, সে রাতে নবী ﷺ-কে কে তাদের উপস্থিতির সংবাদ দিয়েছিল? তিনি বলেন, আমাকে তোমার পিতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন যে, তাঁকে জিন্নের উপস্থিতি সম্পর্কে একটি বৃক্ষ সংবাদ দিয়েছিল।

২৪- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

৩৪. পরিচ্ছেদ : যোহর ও আসরে কিরা'আত পাঠ

৮৯৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرُّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيَقْصُرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ.

৮৯৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল-আনাযী (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও দুইটি সূরা পাঠ করতেন এবং কখনও কখনও আমরা আয়াত শুনতে পেতাম। আর যোহরের প্রথম রাক'আত লম্বা করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আত খাটো করতেন। অনুরূপ ফজরের সালাতেও।

৮৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةَ وَيُسْمِعُنَا آيَةً أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

৮৯৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও আরও একটি সূরা পাঠ করতেন এবং কখনও আয়াত আমাদেরকে শোনাতে। আর শেষের দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

৮৯৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَسْلَمٍ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ أَلَمْ تَنْزِيلِ السُّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْآخِرَتَيْنِ قَدْرَ النُّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النُّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ أَلَمْ تَنْزِيلُ وَقَالَ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً.

৮৯৮. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যোহর ও আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিয়াম (দাঁড়ান)-এর পরিমাপ করতাম। যোহরের প্রথম দুই রাক'আতে তাঁর কিয়াম, আলিফ লা-ম মীম তানযীল আস-সিজদাহ্ পাঠের সময়ের পরিমাণ হত। আর আর শেষ দুই রাক'আতে তার অর্ধেক পরিমাণ। আসরের প্রথম দুই রাক'আত-যোহরের শেষ দুই রাক'আতের পরিমাণ দাঁড়াতে এবং আসরের শেষ দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ এবং আবু বাকর (রা) তার রিওয়াযাতে সূরা আলিফ লা-ম মীম তানযীল-এর উল্লেখ করেন নি; বরং ত্রিশ আয়াত পরিমাণ বলেছেন।

৮৯৯- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْآخِرَتَيْنِ قَدْرَ خَمْسِ عَشْرَةِ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ

ذَالِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي الْآخِرَتَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَالِكَ.

৮৯৯. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যোহরের প্রথম দুই রাক'আতের প্রত্যেক রাক'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষ দুই রাক'আত পনের আয়াত পরিমাণ। অথবা তিনি বলেন, এর অর্ধেক পরিমাণ। এবং আসরের প্রথম দুই রাক'আতের প্রত্যেক রাক'আতে পনের আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষ দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ।

৯০০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَزَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرَمَ عَنْهَا إِنِّي لَأَرْكَدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْآخِرَتَيْنِ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا اسْحَقَ.

৯০০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) বর্ণনা করেন, কূফাবাসিগণ সা'দের সালাত সম্পর্কে উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট অভিযোগ করল। উমর (রা) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আগমন করলে উমর তাঁর সালাত সম্পর্কে কূফাবাসীদের অভিযোগের কথা অবহিত করলেন। সা'দ বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতই তাদের নিয়ে সালাত আদায় করে থাকি। তাতে একটুকুও ত্রুটি করি না। আমি প্রথম দুই রাক'আত লম্বা করি এবং শেষের দুই রাক'আত সংক্ষেপে আদায় করে থাকি। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন, হে আবু ইসহাক! তোমার নিকট হতে এটাই আশা করা যায়।

৯০১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৯০১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবদুল মালিক উমায়র (রা) সূত্রে এই সনদে বর্ণনা করেন।

৯০২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَّوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَمَا أَنَا فَأَمْدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْآخِرَتَيْنِ وَمَا أَلَوْ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ.

৯০২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) সা'দ (রা)-কে বললেন, মানুষ তোমার বিরুদ্ধে সকল ব্যাপারে অভিযোগ করছে, এমনকি সালাতের ব্যাপারেও। সা'দ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মোটেই কসুর করি না। উমর (রা) বললেন, তোমার থেকে এটাই আশা করা যায়। অথবা বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার এরূপই ধারণা।

৯.২- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَقَالَ تَعَلَّمْنِي الْأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ.

৯০৩. আবু কুরায়ব (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। অবশ্য তিনি এ কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (রা) বললেন, “আরব বেদুঈনগণ আমাকে সালাত শিক্ষা দিবে!”

৯.৪- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تَقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

৯০৪. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যোহরের সালাত শুরু করা হত। অতঃপর কোনও আগমনকারী ‘বাকী’ নামক স্থানে গমন করত এবং তার প্রয়োজন সেরে পরে উযু করে ফিরে আসত। তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ (কিরা’আত) দীর্ঘ করার কারণে প্রথম রাক‘আতেই থাকতেন।

৯.৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَزْعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تَقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى.

৯০৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... কাযা‘আহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট আগমন করলাম। তখন তাঁর নিকট অনেক লোকের সমাগম ছিল। তারা চলে গেলে আমি বললাম, এরা যা জিজ্ঞেস করেছে, আমি আপনার নিকট তা জিজ্ঞেস করব না, বরং আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। তিনি বললেন, এতে তোমার কোনও ফায়দা নেই (কেননা, তুমি ঐরূপ সালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না)। তিনি (কাযা‘আহ) পুনরায় তাই জিজ্ঞেস করলেন। তখন আবু সাঈদ (রা) বললেন, যোহরের সালাত শুরু করা হত। তারপর আমাদের মধ্য হতে কেউ ‘বাকী’ পর্যন্ত যেত এবং (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন সেরে নিজ গৃহে এসে উযু করত। অতঃপর মসজিদে ফিরে যেত, তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাক‘আতেই থাকতেন।

৩৫- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

৩৫. পরিচ্ছেদ : ফজরের সালাতে কিরা'আত পাঠ

৯.৬- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سَفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِبَادٍ يَشْكُ أَوْ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ أَخَذَتِ النَّبِيُّ ﷺ سَعْلَةً فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَفِي حَدِيثِهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ الْعَاصِ.

৯০৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং সূরা মু'মিনুন শুরু করলেন। যখন মুসা ও হারুন (আ) অথবা ঈসা (আ)-এর নাম সম্বলিত আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাশি আসল। তিনি রুকুতে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) তখন উপস্থিত ছিলেন। আবদুর রাযযাকের রিওয়াযাতে আছে, তিনি কিরা'আত বন্ধ করে দিলেন এবং রুকুতে গেলেন। আবদুর রাযযাক-এর হাদীসে وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ-এর সাথে ابْنُ الْعَاصِ শব্দটি নেই।

৯.৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيحٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَفَسَ.

৯০৭. যুহায়র ইবন হারব, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আমর ইবন হুরায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে ফজরের সালাতে অর্থাত্ সূরা তাকবীর পাঠ করতে শুনেছেন।

৯.৮- حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ حَتَّى قَرَأَ وَالنُّخْلَ بِاسِقَاتٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّدُهَا وَلَا أَدْرِي مَا قَال.

৯০৮. আবু কামিল আল-জাহদারী, ফুযায়ল ইবন হুসায়ন (র)..... কুত্বা ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি যখন সূরা কাফ তিলাওয়াত শুরু করে وَالنُّخْلَ بِاسِقَاتٍ আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন (রাবী বলেন) আমি আয়াতটি বার বার আবৃত্তি করতে লাগলাম। তারপর তিনি কী বললেন জানি না।

৯০৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَأَبْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَالنُّخْلَ بِاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.

৯০৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... কুতবা ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে ফজরের সালাতে "نَضِيدٌ" (এবং সমুন্নত খেজুর-গাছ যাতে আছে গুচ্ছ খেজুর। সূরা কাফ: ১০) পড়তে শুনেছেন।

৯১০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالنُّخْلَ بِاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ وَرُبَّمَا قَالَ ق.

৯১০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... যিয়াদ ইবন 'ইলাকা-এর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেছেন। তিনি (নবী ﷺ) প্রথম রাক'আতে "نَضِيدٌ" (এই আয়াত পড়েছেন এবং কখনও বলেছেন, সূরা 'কাফ' (পড়েছেন)।

৯১১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا.

৯১১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজরের সালাতে সূরা পড়তেন। তাঁর অন্যান্য সালাত সংক্ষিপ্ত হত।

৯১২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ هَؤُلَاءِ قَالَ وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَنَحْوَهَا.

৯১২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন রাফি (র)..... সিমাক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন ঐ সকল লোকের মত (দীর্ঘ করে) সালাত আদায় করতেন না। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে "بِقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ" কিংবা তৎসদৃশ (সূরাসমূহ) পড়তেন।

৯১৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

৯১৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যোহরের সালাতে পড়তেন এবং আসরের সালাতেও অনুরূপ সূরা এবং ফজরের সালাতে তার চেয়েও দীর্ঘ সূরা পড়তেন।

৯১৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

৯১৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যোহরের সালাতে পঠ করতেন এবং ফজরের সালাতে তদপেক্ষা দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন।

৯১৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ.

৯১৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে ষাট হতে একশ' আয়াত পাঠ করতেন।

৯১৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً.

৯১৬. আবু কুরায়র (র)..... আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে ষাট হতে একশ' আয়াত পাঠ করতেন।

৯১৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بَنِي لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةُ إِنَّهَا لِأَخْرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

৯১৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... উম্মুল ফযল বিনত হারিস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে সূরা وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا পাঠ করতে শুনে বললেন, হে বৎস! তুমি এই সূরাটি পাঠ করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, এটি এমন এক সূরা যা আমি সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে পাঠ করতে শুনেছি।

৯১৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৯১৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, আব্দ ইবন হুমায়দ ও আমর আন-নাকিদ (র)..... যুহরী (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। কিন্তু সালিহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত এই কথাটি আছে। এরপর ওফাত পর্যন্ত তিনি আর কোনও সালাত আদায় করেন নি।

৯১৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ.

৯১৯. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তুর পাঠ করতে শুনেছি।

৯২০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৯২০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব, হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আব্দ ইবন হুমায়দ..... যুহরী (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন।

৩৬- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : ইশার সালাতে কিরা'আত

৯২১- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرُّكْعَتَيْنِ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ.

৯২১. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আল-আম্বারী (র)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। তিনি ইশার সালাত আদায় করেন এবং এক রাক'আতে সূরাটি পাঠ করেন।

৯২২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ.

৯২২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। তিনি তাতে সূরা **وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ** পাঠ করলেন।

৯২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ.

৯২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইশার সালাতে **وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ** পাঠ করতে শুনেছি। আমি তাঁর থেকে অধিক সুন্দর আওয়াজ কারও শুনি নি।

৯২৪- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي فِيَوْمٌ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ يَا نَافِقُتَ يَافُلَانُ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا تَيْنَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَاخْبِرْنَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحٍ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنْ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفْتَانُ أَنْتَ أَقْرَأُ بِكَذَا وَأَقْرَأُ بِكَذَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو إِنْ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْرَأَ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى وَسَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ عَمْرُو نَحْوُ هَذَا.

৯২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন। অতঃপর ফিরে আসতেন এবং তার নিজ লোকদের সালাতে ইমামত করতেন। এক রাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করলেন। অতঃপর স্বীয় লোকদের কাছে আসলেন এবং তাদের ইমামত করলেন। এতে তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করলেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি সরে গিয়ে সালাম ফিরাল এবং একাকী সালাত পড়ে চলে গেল। লোকেরা তাকে বলল, তুমি কি মুনাফিক হয়ে গিয়েছ? সে বলল, না, আল্লাহর কসম! আমি মুনাফিক নই। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যাব এবং তাঁকে একথা জানাব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো দিনে উট দিয়ে পানি সেচের কাজ করি। আর মু'আয (রা) আপনার সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করে আসেন এবং সূরা বাকারা পাঠ করা শুরু করেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আযের প্রতি ফিরলেন এবং বললেন, হে মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি এই সূরা পাঠ করবে এবং এই সূরা পাঠ করবে। সুফয়ান বলেন, আমি আমরকে বললাম, আবু যুযায়র জাবির হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, **وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا، وَالضُّحَى، وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى، وَسَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** পাঠ করবে। আমর (রা) বললেন এমনই।

৯২৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْآنصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَأَنْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأَخْبَرَ مُعَاذُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَنًا يَامُعَاذُ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَأَقْرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسُبِّحَ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَأَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى.

৯২৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন রুমহ্ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আয ইব্ন জাবাল আল-আনসারী (রা) তাঁর লোকজন নিয়ে ইশার সালাত আদায় করেন এবং তা খুবই দীর্ঘ করেন। আমাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি সরে গিয়ে একাকী সালাত আদায় করল। মু'আযকে এ বিষয়ে অবগত করা হলেন। তখন তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি মুনাফিক! এ খবর ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেল এবং মু'আযের উক্তি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। নবী ﷺ মু'আয (রা)-কে বললেন, হে মু'আয! তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী হতে চাও? তুমি যখন সালাতে ইমামতি করবে, তখন وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, وَسُبِّحَ اسْمُ رَبِّكَ পাঠ করবে।

৯২৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

৯২৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করতেন। অতঃপর স্বীয় লোকদের নিকট ফিরে আসতেন এবং তাদের নিয়ে সেই সালাতেই ইমামতি করতেন।

৯২৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ.

৯২৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবুর-রাবী আয-যাহরানী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করতেন। অতঃপর স্বীয় কাওমের মসজিদে এসে তাদেরকে নিয়ে সেই সালাত আদায় করতেন।

২৭- بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامِ

৩৭. পরিচ্ছেদ : ইমামদের প্রতি সালাতের পূর্ণতা বজায় রেখে সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ

৯২৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةَ.

৯২৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলল, আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের সালাতে আসছি না। কেননা, সে আমাদের নিয়ে (সালাত) দীর্ঘ করে। তখন আমি নবী ﷺ-কে নসীহত করার ক্ষেত্রে কখনও এত অধিক রাগান্বিত হতে দেখিনি, যতটা দেখলাম সেদিন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা (দীন সম্পর্কে) ঘৃণা সৃষ্টি করছে। তোমাদের যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, সে যেন সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত (মানুষ) থাকে।

৯২৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

৯২৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও ইবন আবু আমর (র)..... ইসমাইল (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে হুশায়মের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৯৩০- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّهِ كَيْفَ شَاءَ.

৯৩০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, তখন (সালাত) সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা, তাদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল ও রুগ্ন ব্যক্তি থাকে। আর যখন একাকী সালাত আদায় করবে, তখন যেভাবে মন চায় তা আদায় করবে।

৯৩১- حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَا

قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَيُطِلُ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ.

৯৩১. ইব্ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের নিকট মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা এই : এই বলে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলেন। রাবী আরও বলেন, তার মধ্যে একটি এই, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে, তখন সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করবে। কেননা, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ ও দুর্বল (লোক) থাকে। আর যখন একাকী সালাত আদায় করবে, তখন যত ইচ্ছা তা দীর্ঘ আদায় করবে।

৯৩২. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে, তখন সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা, লোকদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও অভাবী (মানুষ) থাকে।

৯৩৩. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইবনুল লায়স (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (এই সনদে) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি রুগ্ন-এর স্থলে বৃদ্ধ বলেছেন।

৯৩৪. হাদীসটিতে বর্ণিত আছে: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ السَّقِيمِ الْكَبِيرَ.

৯৩৫. হাদীসটিতে বর্ণিত আছে: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أُمَّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ أَدْنُهُ فَجَلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيْ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلْ فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيْ ثُمَّ قَالَ أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أُمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنْ فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَإِنْ فِيهِمُ ذَا الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.

৯৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... উসমান ইব্ন আবুল-আস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, তুমি তোমার কাওমের ইমামত করবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই ব্যাপারে ভয় পাই। তিনি বললেন, আমার কাছে আস। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। অতঃপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। এরপর বললেন, ঘুরে বস। এবার আমার পিঠে দুই কাঁধের মাঝে তাঁর হাত রাখলেন। অতঃপর বললেন, নিজ কাওমের ইমামত কর। আর যে কেউ তার কাওমের

৯৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... উসমান ইব্ন আবুল-আস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, তুমি তোমার কাওমের ইমামত করবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই ব্যাপারে ভয় পাই। তিনি বললেন, আমার কাছে আস। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। অতঃপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। এরপর বললেন, ঘুরে বস। এবার আমার পিঠে দুই কাঁধের মাঝে তাঁর হাত রাখলেন। অতঃপর বললেন, নিজ কাওমের ইমামত কর। আর যে কেউ তার কাওমের

ইমামত করবে, সে যেন তার সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, রুগ্ন, দুর্বল এবং এমন লোকও রয়েছে যার কোন প্রয়োজন আছে। অবশ্য যখন একাকী সালাত আদায় করবে, তখন সে যেক্ষেপ ইচ্ছা করতে পারে।

৯৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ أَخْرَ مَا عَهْدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفْ بِهِمُ الصَّلَاةَ.

৯৩৫. মুহাম্মাদ ইবনুর মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... উসমান ইবন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে, যখন তুমি তোমার কাওমের ইমামত করবে, তখন তাদের সালাত সংক্ষেপ করবে।

৯৩৬- وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ.

৯৩৬. খালাফ ইব্ন হিশাম ও আবুর-রাবী আয-যাহরানী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সংক্ষেপে সালাত আদায় করতেন কিন্তু তা হতো পূর্ণাঙ্গ।

৯৩৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ.

৯৩৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সালাত আদায়কারী কিন্তু তা হত পূর্ণাঙ্গ।

৯৩৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ مَالِكًا أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৯৩৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজর (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে যেক্ষেপ সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সালাত আদায় করেছি, অন্য কোন ইমামের পিছনে সেক্ষেপ আদায় করি নি।

৯৩৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

৯৩৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতরত অবস্থায় যখন মায়ের সঙ্গে আগত শিশুর কান্না শুনতে পেতেন, তখন সালাতে ছোট সূরা পাঠ করতেন।

৯৪০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ اطَّالَتَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ-

৯৪০. মুহাম্মাদ ইবনুল মিনহাল আয-যারীর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি সালাত আরম্ভ করি এবং দীর্ঘ সালাত আদায়ের ইচ্ছা করি, কিন্তু যখনই শিশুর কান্না শুনতে পাই, তখনই মায়ের কষ্ট অনুভব করে সালাত সংক্ষিপ্ত করি।

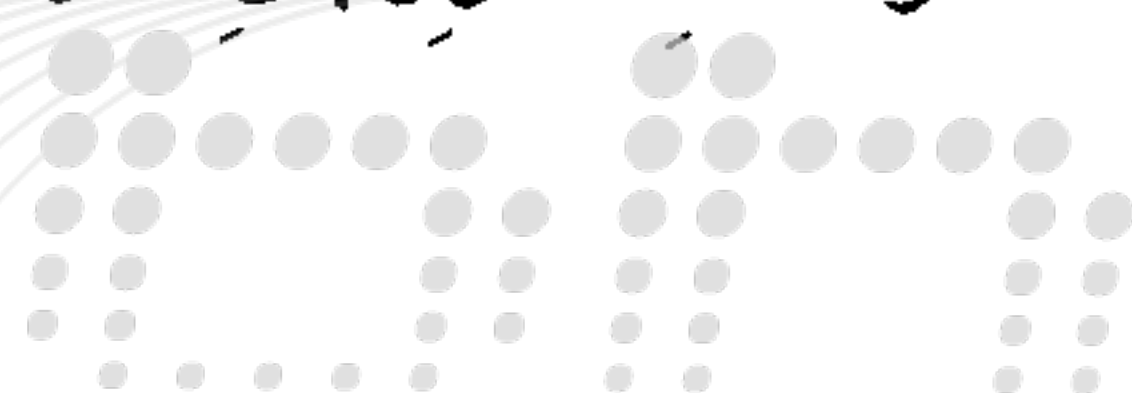
২৮- بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَمَامِ

৩৮. পরিচ্ছেদ : সালাতের রুকনসমূহ যথাযথ আদায় এবং তা সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ করা

৯৪১- وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَأَعْتَدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجَدَتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجَدَتُهُ فَجَلَسَتُهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

৯৪১. হামিদ ইবন উমর আল-বাকরাবী ও আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন আল-জাহদারী (র)..... বারী ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত পর্যবেক্ষণ করেছি। অতএব, তাঁর কিয়াম (সালাতে দাঁড়ান), রুকু, রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর অবস্থা, অতঃপর সিজদা এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বসা, অতঃপর (দ্বিতীয়) সিজদা এবং সালাম ও (মুসাল্লীদের দিকে) ফিরে বসার মধ্যবর্তী বৈঠক-এই সবগুলোকে প্রায়ই সমান সমান পেয়েছি।

৯৪২- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّيُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْ رَمَا أَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لِأَمَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ الْحَكَمُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسَجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَكَذَا.



বাংলা হাদিস

৯৪২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আল-আস্বারী (র)..... আল-হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আশ'আসের শাসনকালে জনৈক ব্যক্তি—যার নাম তিনি উল্লেখ করেছিলেন, কূফাবাসীদের উপর তার আধিপত্য স্থাপন করেছিল। তিনি আবু উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহকে সালাতে ইমামত করতে নির্দেশ দিলেন। সালাত আদায়কালে তিনি যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন এ দু'আটি পাঠ করা পরিমাণ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ
وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক, প্রশংসা আপনারই জন্য যা আসমানপূর্ণ ও যমীনপূর্ণ এবং পূর্ণতা ছাড়াও যতটুকু আপনি ইচ্ছা করেন। হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী! আপনি যা দান করবেন তা রোধ করার কেউ নেই। আর আপনি যা রোধ করবেন তা দান করারও কেউ নেই এবং কোনও সম্পদশালীকেই তার সম্পদ আপনার শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না)।

হাকাম বলেন, আমি একথা আবদুর-রাহমান ইব্ন আবু লায়লার নিকট বললাম। তিনি বললেন, আমি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে বলতে শুনছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুকু' এবং রুকু' হতে দাঁড়ান, তারপর সিজ্দা এবং দুই সিজ্দার মধ্যবর্তী সময় এ সকল প্রায়ই সমান সমান হতো। শু'বা (র) বলেন, আমি আমর ইব্ন মুররা'র সাথে এ হাদীস নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আমি আবদুর-রাহমান ইব্ন আবু লায়লাকে দেখেছি, তার সালাত এরূপ ছিল না।

৯৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَسَاقَ
الْحَدِيثَ.

৯৪৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আল-হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাতার ইব্ন নাজিয়া যখন কূফার উপর আধিপত্য স্থাপন করলেন তখন আবু উবায়দাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

৯৪৪- حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنِّي لَا أَلُوْ أَنْ أُصَلِّيَ
بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا قَالَ فَكَانَ أَنَسُ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ
مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

৯৪৪. খালাফ ইব্ন হিশাম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিয়ে ঐরূপ সালাত আদায় করতে ক্রটি করব না, যে রূপ সালাত আদায় করতে দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমাদেরকে নিয়ে। রাবী বলেন, আমি আনাসকে কিছু কাজ করতে দেখতাম, তোমাদেরকে তা করতে দেখি না। তিনি যখন রুকু' হতে মাথা উঠাতেন, তখন সোজাভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন, এমনকি কেউ কেউ মনে করত যে, তিনি (হয়ত) ভুলে গেছেন। প্রথম সিজ্দা থেকে মাথা তুলেও এরূপ বসে যেতেন যে, কেউ কেউ মনে করত, তিনি (হয়ত) ভুলে গেছেন।

৯৪৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْ جَزَ صَلَاةٍ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَامٍ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولُ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجَّتَيْنِ حَتَّى نَقُولُ قَدْ أَوْهَمَ.

৯৪৫. আবু বাকর ইবন নাবি আল-আবদী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত সালাত আর কারও পিছনে আদায় করি নি। অথচ তাঁর সালাত হত পূর্ণাঙ্গ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের রুকনসমূহ প্রায় সমান সমান হতো। আবু বকরের সালাত-এর (রুকনসমূহ)-ও প্রায় সমান সমান হতো। যখন উমর ইবনুল খাত্তাব-এর যামানা আসল, তিনি ফজরের সালাত দীর্ঘ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বলতেন, তখন এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম সম্ভবত তিনি বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন। তারপর সিজদা করতেন এবং দুই সিজদার মাঝখানে এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি সম্ভবত বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন।

৩৯- بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

৩৯. পরিচ্ছেদ : ইমামের অনুসরণ এবং সব কাজ তাঁর পরে করা

৯৪৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرِ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَّدًا.

৯৪৬. আহমাদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারী ইবন আযিব (রা) আমার নিকট বলেছেন, তিনি অসত্য বলেন নি। তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন রুকু' থেকে মাথা তুলতেন, তখন তাঁর কপাল মাটিতে না রাখা পর্যন্ত আমাদের কাউকে পিঠ ঝুঁকতে দেখি নি। অতঃপর তাঁর পিছনের সবাই সিজদায় চলে যেতেন।

৯৪৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.

৯৪৭. আবু বাক্র ইবন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারা ইবন আযিব (রা) আমার নিকট বলেছেন এবং তিনি অসত্য বলেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, আমাদের মধ্যে কেউ পিঠ ঝুঁকাত না যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যেতেন (তিনি সিজদায় গেলে তারপর আমরা সিজদায় যেতাম)।

৯৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو اسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي اسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَلَّا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نَتَّبِعُهُ.

৯৪৮. মুহাম্মাদ ইবন আবদুর-রহমান ইবন সাহম আল আনতাকী (র)..... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সালাত আদায় করতেন, যখন তিনি রুকু করতেন, তাঁরাও রুকু করতেন। যখন তিনি রুকু হতে মাথা উঠাতেন এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, তখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম। তারপর যখন তাঁকে মাটির উপর কপাল রাখতে দেখতাম, তখন আমরাও তাঁর অনুসরণ করতাম।

৯৪৯- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَحْذُوا أَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ فَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ.

৯৪৯. যুহায়র ইবন হারব ও ইবন নুমায়র (র)..... বারা (ইবন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে (সালাত আদায়ে) আমাদের নিয়ম ছিল আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে সিজদা করতে না দেখতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ ঝুঁকাত না।

৯৫০- حَدَّثَنَا مُحَرَّرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيْعٍ مَوْلَى آلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ "فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُسِ الْجَوَارِ الْكُنُسِ" وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا.

৯৫০. মুহরিয ইবন আওন ইবন আবু আওন (র)..... আমর ইবন হুরায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তখন তাঁকে পড়তে শুনলাম فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُسِ الْجَوَارِ الْكُنُسِ (আমি পশাৎপসরণকারী নক্ষত্রের, যা প্রত্যগমন করে ও অদৃশ্য হয়। সূরা আত-তাক্বীর : ১৫-১৬) এবং তিনি পূর্ণভাবে সিজদায় না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ ঝুঁকাত না।

৬- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

৪০. পরিচ্ছেদ : রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে কি বলবে

৯৫১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

৯৫১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু থেকে পিঠ উঠাতেন, তখন বলতেন :

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

(প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শোনে। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য-যা আসমানপূর্ণ ও যমীনপূর্ণ এবং পূর্ণ তা ছাড়াও যা আপনি ইচ্ছা করেন)।

৯৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

৯৫২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ পাঠ করতেন-

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

৯৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْرَأةِ بِنِ زَاهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاءِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يَنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسْخِ.

৯৫৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এই দু'আ পড়তেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاءِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يَنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسْخِ.

(হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য যা আসমানপূর্ণ ও যমীনপূর্ণ এবং পূর্ণ তা ছাড়াও যতটুকু আপনি ইচ্ছা করেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পবিত্র করুন বরফ, শিলা ও ঠাণ্ডা পানিদ্বারা। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে গুনাহ ও ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র করুন যেমনিভাবে সাদা বস্ত্র পরিষ্কার করা হয় ময়লা থেকে)।

৯৫৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ مِنَ الدَّنَسِ.

৯৫৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... শু'বা (র) সূত্রে মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। মুআযের বর্ণনায় 'ওয়াসাখ' শব্দের স্থলে 'দারান' উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইয়াযীদে বর্ণনায় 'ওয়াসাখ' শব্দের স্থলে 'দানাস' বলা হয়েছে।

৯৫৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৯৫৫. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর-রাহমান আদ-দারিমী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন :

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِثْلَ الْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৯৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بُشَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِثْلَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৯৫৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন, তখন এই দু'আ পড়তেন :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِثْلَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৯০৭- حَدَّثَنَا إِبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

৯৫৭. ইবন নুমায়র (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত পর্যন্ত বর্ণিত আছে। এই রিওয়াযাতে (বর্ণিত দু'আর) পরবর্তী অংশের উল্লেখ নাই।

৬১- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

৪১. পরিচ্ছেদ : রুকু-সিজ্দায় কুরআন পাঠ নিষেধ

৯০৮- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَحِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السُّتْرَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ إِلَّا وَأَنْتِ نَهَيْتِ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعِظَمُوا فِيهِ لِرَبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ.

৯৫৮. সাঈদ ইবন মানসূর, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় হুজরা শরীফের) পর্দা খুলে দিলেন। তখন লোকেরা আবু বকরের পিছনে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে লোকগণ! এখন আর সত্য স্বপ্ন ব্যতীত নবুওয়াতের সুসংবাদ দেওয়ার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না (কেননা, আমার উপর নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে) মুসলমানগণ তা দেখবে। তোমরা সাবধান হও। আমাকে রুকু এবং সিজ্দায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা রুকুতে তোমাদের রবের মহত্ব বর্ণনা করবে এবং সিজ্দায় অধিক পরিমাণ দু'আ পড়বে। সেটা তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়। হাদীসটি আবু বাকর حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ বলে বর্ণনা করেছেন।

৯০৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَحِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السُّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرْضَاهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تَرَى لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

৯৫৯. ইয়াহইয়া ইবন আইউব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রোগে ইত্তিকাল করেছেন, সে রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্যে পর্দা খুলে দিলেন। তাঁর মাথায় তখন

পট্টি বাঁধা ছিল। এরপর বললেন, হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছিয়েছি? এরূপ তিনবার বললেন। বস্তুত আমার পরে নবুওয়াতের সুসংবাদদানকারী কিছু নেই। কিন্তু সত্য স্বপ্ন থেকে যাবে। নেকবান্দা তা দেখবে অথবা তার পক্ষে দেখানো হবে। তারপর রাবী সুফয়ানের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৯৬০. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

৯৬০. আবুত তাহির ও হারমালা (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আ মাকে রুকু এবং সিজ্দারত অবস্থায় (কুরআন) পড়তে নিষেধ করেছেন।

৯৬১. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.

৯৬১. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে রুকু এবং সিজ্দারত অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

৯৬২. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ.

৯৬২. আবু বাকর ইবন ইসহাক (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে রুকু এবং সিজ্দায় কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন। আমি বলি না যে, তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

৯৬৩. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي حَبِيبُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

৯৬৩. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরম প্রিয় আল্লাহ আমাকে রুকু এবং সিজ্দারত অবস্থায় কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন।

৯৬৪. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى

وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو ح قَالَ وَحَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كُلُّهُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا الضُّحَّاكَ وَابْنُ عَجْلَانَ فَانْتَهَمَا زَادَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ قَالُوا نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي رَوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ.

৯৬৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইসা ইবন হাম্বাদ আল-মিসরী, হারুন ইবন আবদুল্লাহ আল-মুকাদামী, হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী, ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ইবন হুজর এবং হান্নাদ ইবনুস সারী (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ আমাকে রুকু করাকালীন কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন। তারা সকলেই আলী (রা) সূত্রে বলেছেন যে, তিনি আমাকে রুকু অবস্থায় কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন, কিন্তু সিজ্দায় কিরা'আত পড়ার নিষেধ সম্পর্কে তারা তাদের রিওয়াযাতে কোন উল্লেখ করেননি। যেরূপ যুহরী, যায়দ ইবন আসলাম, ওয়ালীদ ইবন কাসীর ও দাউদ ইবন কায়স (র) উল্লেখ করেছেন।

৯৬৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السُّجُودِ.

৯৬৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে সিজ্দা অবস্থায় (কিরা'আত পড়ার) কথার উল্লেখ নেই।

৯৬৬- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ لَا يَذْكُرُ فِي الْإِسْنَادِ عَلِيًّا.

৯৬৬. আমর ইবন আলী (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রুকুতে থাকাকালীন অবস্থায় কিরা'আত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ সনদে আলীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

৬২- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

৪২. পরিচ্ছেদ : রুকু ও সিজ্দায় কি পাঠ করা হবে

৯৬৭- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَكَثِّرُوا الدُّعَاءَ.

৯৬৭. হারুন ইবন মা'রুফ ও আমর ইবন সাউওয়াদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সিজদার অবস্থায়ই বান্দা তার রবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অতএব, তোমরা (সিজদায়) অধিক পরিমাণ দু'আ পড়বে।

৯৬৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

৯৬৮. আবুত তাহির ও ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় (এ দু'আটি) পড়তেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

(হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিন। স্বল্প এবং অধিক, প্রথম এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য)।

৯৬৯- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

৯৬৯. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকু এবং সিজদাসমূহে অধিকাংশ সময় এই দু'আটি পাঠ করতেন : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন)। তিনি এটা করতেন কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী।

৯৭০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحَدْتُهَا تَقُولُهَا قَالَ جُعِلَ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمْتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ-

৯৭০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকালের পূর্বে প্রায়ই পাঠ করতেন : سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি দেখছি যে আপনি নতুন নতুন বাক্য বলছেন, এ সব কি? তিনি বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে আমার (মৃত্যুর) নিদর্শন রাখা হয়েছে। আমি যখন তা দেখি, তখন আমি এই বাক্যগুলো বলতে থাকি। নিদর্শনটি হল- إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ সূরার শেষ পর্যন্ত।

৯৭১- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ يُصَلِّيُ صَلَاةً إِلَّا دَعَا أَوْ قَالَ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

৯৭১. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা 'আল-ফতْح' আসলে হওয়ার পর আমি লক্ষ্য করেছি, নবী ﷺ যখনই সালাত পড়তেন, তখনই দু'আ করতেন এবং বলতেন : سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

৯৭২- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْكَ تَكْثُرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ خَبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتَحُ مَكَّةَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

৯৭২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় এ দু'আ পড়তেন : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ (আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর কাছে তওবা করছি)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি লক্ষ্য করছি যে, আপনি প্রায় سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ দু'আটি পাঠ করে থাকেন। তিনি বললেন, আল্লাহ রাব্বুল ইয়যাত আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, আমি আমার উম্মাতের মধ্যে অচিরেই একটি নিদর্শন দেখব। তাই যখন আমি তা দেখছি, অধিক মাত্রায় سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ পড়ছি। ঐ নিদর্শন সম্ভবত এই যে, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ (যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অর্থাৎ মক্কা বিজয়-)

وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো তওবা কবুলকারী)।

৯৭৩- وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ قَالَ أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى

بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَقُلْتُ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرٍ.

৯৭৩. হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি 'আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রুকুতে কি বলেন? তিনি বললেন, আমি বলি। سُبْحَانَكَ কেননা, ইব্ন আবু মুলায়কা আয়েশা (রা) হতে আমার নিকট বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি এক রাতে নবী ﷺ-কে কাছে না পেয়ে মনে করলাম যে, সম্ভবত তিনি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গমন করেছেন। আমি গোপনে তালাশ করলাম এবং (না পেয়ে) ফিরে এলাম। হঠাৎ দেখলাম, তিনি রুকু কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সিজ্দায় আছেন এবং বলছেন : سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ আমি বললাম, আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গিত! আমি এক ধারণায় ছিলাম আর আপনি অন্য কাজে মগ্ন আছেন।

৯৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَا فَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

৯৭৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় না পেয়ে (অন্ধকারে) হাতড়াতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাতখানি তাঁর পায়ের তালুতে গিয়ে লাগল। তিনি সিজ্দায় রত আছেন, পা দু'খানি খাড়া রয়েছে। তিনি বলছিলেন :

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَا فَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

[হে আল্লাহ! আমি আপনার অসন্তোষ থেকে আপনার সন্তোষের মাধ্যমে এবং আপনার আযাব হতে আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার (শাস্তি) থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে সক্ষম নই। আপনি তেমনই যেমন আপনি নিজে আপনার প্রশংসা করেছেন]।

৯৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

৯৭৫. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকু এবং সিজ্দায় (এ দু'আ) পড়তেন : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

৯৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

৯৭৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪২- بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

৪৩. পরিচ্ছেদ : সিজ্দার ফযীলত ও তার প্রতি উৎসাহ প্রদান

৯৭৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعِيطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ لَقِيتُ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يَدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ قُلْتُ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثُوبَانُ.

৯৭৭. যুহায়র ইবন হারব (রা).....মা'দান ইবন আবু তালহা ইয়া'মুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। আমি বললাম, আপনি আমাকে এমন একটি আমলের সংবাদ দান করুন, যার উপর আমল করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন কিংবা তিনি বললেন, আপনি আমাকে আল্লাহর একটি প্রিয়তম আমলের সংবাদ দিন। তিনি নীরব রইলেন। আমি আবার বললাম, তিনি এবারও কিছু বললেন না। অতঃপর আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যে অধিক সিজ্দা কর। কেননা, তুমি যখনই আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজ্দা করবে, তখন এ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমার মর্যাদা একধাপ বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করে দিবেন। মা'দান বলেন, অতঃপর আবু দারদা (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তাঁকেও আমি একই প্রশ্ন বিষয় জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও সাওবান (রা)-এর অনুরূপ বললেন।

৯৭৮- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي رِبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُهُ بِوَضُوءِهِ وَحَاجَّتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

৯৭৮. আল-হাকাম ইবন মুসা আবু সালিহ (র)..... রাবী'আ ইবন কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রাত যাপন করি। আমি তাঁর উযূর পানি এবং তাঁর যা প্রয়োজন তা

এগিয়ে দিই। তখন তিনি আমাকে বললেন, চাও। বললাম, আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি বললেন, অন্য কিছু চাও। বললাম, আমি এ-ই চাই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি অধিক সিজ্দা দ্বারা তোমার নিজের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে।

৬৬ - بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنُّهْيِ عَنْ كُفِّ الشَّعْرِ وَالثُّوبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

৪৪. পরিচ্ছেদ : সিজ্দার অঙ্গসমূহ এবং সালাতে চুল ও কাপড় বাঁচানো আর মাথার চুল বাঁধার নিষেধাজ্ঞা

৯৭৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَنَهَى أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةٍ أَكْظَمُ وَنَهَى أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ الْكُفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةَ.

৯৭৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও আবু রাবী আয-যাহরানী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সাতটি অঙ্গের উপর সিজ্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর চুল ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা ইয়াহইয়ার বর্ণনা। আবু রাবী বলেন, সাতটি অঙ্গের উপর (সিজ্দা করতে আদেশ করা হয়েছে) এবং চুল ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করা হয়েছে। (আর ঐ সাতটি অঙ্গ হচ্ছে:) দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল।

৯৮০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَكْظَمُ وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا.

৯৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাতটি অঙ্গের উপর সিজ্দা করতে এবং কাপড় ও চুল না গুটাতে।

৯৮১- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنَهَى أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.

৯৮১. আমর আন্-নাকিদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সাত (অঙ্গ)-এর উপর সিজ্দা করতে আদেশ করা হয়েছে এবং চুল ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করা হয়েছে।

৯৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَكْظَمُ الْجَبْهَةَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكُفُّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ.

৯৮২. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাতটি অঙ্গের উপর সিজ্দা করতে-কপাল, (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি এই সময় তাঁর নাকের দিকে ইশারা করলেন, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের অগ্রভাগ। আর কাপড় ও চুল না গুটাতে।

৯৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكْفِتُ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.

৯৮৩. আবুত তাহির (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাতটির উপর সিজ্দা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে। (ঐ সাতটি হলো :) কপাল ও নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা।

৯৮৪- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّيُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَالِكَ وَرَأْسِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّيُ وَهُوَ مَكْتُوفٌ.

৯৮৪. আমর ইবন সাওয়াদ আমিরী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসকে দেখতে পেলেন যে, তিনি তার চুলগুলোকে পিছনে বেঁধে সালাত আদায় করছেন। ইবন আব্বাস (রা) তা খুলে দিলেন। তিনি সালাত শেষ করে ইবন আব্বাসের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার মাথার এবং আপনার (এ কর্মের) ব্যাপারটি কি? আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, এই ব্যক্তির উদাহরণ (যে ব্যক্তি সালাতের অবস্থায় মাথার চুল বেঁধে রাখে) ঐ ব্যক্তির মত যে তার পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সালাত আদায় করে।

৪৫- بَابُ الْأَعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ

৪৫. পরিচ্ছেদ : সিজ্দার অঙ্গসমূহ ঠিকভাবে রাখা এবং দুই হাতের তালু মাটিতে রাখা, দুই কনুই পাঁজর থেকে ও পেট উরু থেকে পৃথক রাখা

৯৮৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيَهُ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

৯৮৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সিজ্দার সময় অঙ্গসমূহ সঠিক রাখবে, কুকুরের মত দুই হাত বিছিয়ে দিবে না।

৯৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَلَا يَتَبَسَّطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

৯৮৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র) মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর এবং জা'ফর ইবন খালিদ (র) সূত্রে উক্ত সনদে শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তবে মুহাম্মাদ ইবন জাফরের বর্ণনায় وَلَا يَتَبَسَّطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ-এর স্থলে আছে وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ (অর্থ একই)।

৯৮৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَيَادٍ عَنْ أَيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ إِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

৯৮৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া। (র)..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি সিজদা করবে, তখন তোমার দুই হাতের তালু (ভূমিতে) রাখবে এবং দুই কনুই (ভূমি থেকে) উঠিয়ে রাখবে।

৯৮৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَحِيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ ابْطِئِهِ.

৯৮৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মালিক ইবন বুহায়নাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় (সিজদা) করতেন, তখন তাঁর উভয় হাত পার্শ্বদেশ থেকে এতখানি পৃথক রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত।

৯৮৯- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يَرَى وَضَحَ ابْطِئِهِ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَجَ يَدَيْهِ عَنْ ابْطِئِهِ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ ابْطِئِهِ.

৯৮৯. আমর ইবন সাওয়াদ (র) আমর ইবনুল হারিস এবং লায়স ইবন সা'দ (র) সূত্রে উভয়ই জাফর ইবন রাবী'আ (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন তবে আমর ইবন হারিসের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন, তখন তাঁর দুই হাত এমনভাবে পৃথক করে রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। লায়সের বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন, তখন তাঁর দুই হাত বগল থেকে এমনভাবে পৃথক রাখতেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

৯৯০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بِهِمْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

৯৯০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও ইব্ন আবু উমর (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সিজ্দা করতেন তখন কোন মেশ শাবক ইচ্ছা করলে তাঁর দু'হাতের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারত।

৯৯১- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ خَوَى بِيَدِهِ يَعْزِي جَنَحَ حَتَّى يُرَى وَضَحَ ابْطِئِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ اطمَنَّ عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى.

৯৯১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজ্দা করতেন, তখন তাঁর দুই হাত (পার্শ্বদেশ থেকে) এরূপ দূরে রাখতেন যে, তাঁর বগলের উজ্জ্বলতা পিছন হতে দেখা যেত। এবং যখন বসতেন, তখন তাঁর বাম উরুর উপর শান্ত হয়ে বসতেন।

৯৯২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ ابْطِئِهِ قَالَ وَكِيعٌ تَعْنِي بَيَاضَهُمَا.

৯৯২. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... শব্দগুলো আমরের, মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজ্দা করতেন, তখন তাঁর দুই বাহু পৃথক করে রাখতেন। যারা তাঁর পিছনে থাকতেন, তারা তাঁর বগলের উজ্জ্বলতা দেখতে পেতেন। ওয়াকী (র) বলেন, মায়মূনা (রা) উজ্জ্বলতা দ্বারা 'শুভ্রতা' বুঝিয়েছেন।

৬১- بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يَفْتَتِحُ بِهِ وَيَخْتِمُ بِهِ وَصِفَةُ الرُّكُوعِ وَالْإِعْتِدَالِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالْإِعْتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُدُ بَعْدَ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَصِفَةُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ وَفِي التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ-

৪৬. পরিচ্ছেদ : সালাতের সামগ্রিক রূপ এবং যা দিয়ে সালাত শুরু ও শেষ করা হয়; রুকূর নিয়ম ও তার সুষ্ঠুতা, সিজ্দার নিয়ম ও তার সুষ্ঠুতা; চার রাক'আতবিশিষ্ট সালাতের দু'রাক'আতের পর তাশাহুদ এবং দুই সিজ্দার মধ্যে ও প্রথম তাশাহুদে বসার নিয়ম

৯৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْزِي الْأَحْمَرُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ

عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعِيهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبِ الشَّيْطَانِ.

৯৯৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আরদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র এবং ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) শব্দ ইসহাকের,..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর দ্বারা সালাত শুরু করতেন এবং رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বারা কিরা'আত আরম্ভ করতেন। যখন রুকূ' করতেন তখন তাঁর মাথা উঠিয়েও রাখতেন না, ঝুঁকিয়েও রাখতেন না; বরং মাঝামাঝি রাখতেন। আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। আর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে না বসে (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতেন না। এবং প্রতি দু'রাক'আতে আত-তাহিয়াতু পড়তে বাম পা বিছিয়ে রাখতেন আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন। শয়তানের মত নিতম্বের উপর বসা থেকে নিষেধ করতেন। পুরুষকে তার দুই বাহু হিংস্র জন্তুর মত বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি সালামের দ্বারা সালাত সমাপ্ত করতেন। আর খালিদের সূত্রে ইব্ন নুমায়র (র) থেকে عَنْ عُقْبِ الشَّيْطَانِ এর স্থলে উল্লেখ রয়েছে।

৪৭- بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي وَالنُّدْبِ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى سُتْرَةٍ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَحُكْمُ الْمُرُورِ وَدَفْعُ الْمَارِّ وَمَجَوَّازِ الْأَعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَالصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْأَمْرُ بِالذُّنُوءِ مِنَ السُّتْرَةِ وَبَيَانُ قَدْرِ السُّتْرَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

৪৭. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর জন্য সুতরা, সুত্রার দিকে সালাত আদায় করার নির্দেশ, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত নিষেধ ও তার হুকুম এবং যাতায়াতকালীকে বাধাপ্রাদান, মুসল্লীর সম্মুখে শয়ন করার বৈধতা, সাওয়ারীর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা, সুত্রার নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ, সুত্রার পরিমাণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

৯৯৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِيَ مِنْ مَرُورٍ ذَلِكَ.

৯৯৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের যে কেউ তার সম্মুখে হাওদার পিছনের খাড়া কাঠের পরিমাণ কিছু স্থাপন করে, যেন সালাত আদায় করে। এরপর সেটির পিছন দিয়ে কেউ গেলে কোন পরোয়া করবে না।

৯৯৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِيسِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ وَالِدَوَابُّ تَمُرُ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

৯৯৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সালাত আদায় করতাম এবং আমাদের সম্মুখ দিয়ে পশুগুলি যাতায়াত করত। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের কারও সম্মুখে হাওদার পিছনের কাঠ পরিমাণ কোনও কিছু থাকলে সেটির বাইরে দিয়ে কোন কিছু যাতায়াত তার কোন ক্ষতি করবে না। ইব্ন নুমায়র (র) বলেন, তার বাইরে দিয়ে 'কোনও ব্যক্তির' যাতায়াত ক্ষতি করবে না।

৯৯৬- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سِتْرَةِ الْمُصَلِّيِّ فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ.

৯৯৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুসল্লীর সূতরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, হাওদার পিছনের কাঠের পরিমাণ।

৯৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سِتْرَةِ الْمُصَلِّيِّ فَقَالَ كَمُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ.

৯৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুসল্লীর সূতরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তা হাওদার পিছনের কাঠটির মত।

৯৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّجَدَّهَا الْأُمَرَاءُ.

৯৯৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যখন ঈদের দিন (সালাতের উদ্দেশ্যে) বের হতেন, তখন ক্ষুদ্রাকৃতির বর্শা সঙ্গে নেয়ার জন্য আদেশ করতেন। তারপর তা তাঁর সামনে স্থাপন করা হতো এবং তিনি সেটির দিকে সালাত আদায় করতেন। আর লোকেরা তাঁর পিছনে থাকত। সফরেও তিনি এরূপ করতেন। এ থেকেই শাসকগণও তা গ্রহণ করেছেন।

৯৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْكُزُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَغْرِزُ الْعَنْزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهِ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَهِيَ الْحَرْبَةُ.

৯৯৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ লাঠি গেড়ে রাখতেন। আবু বাকর (রা) বলেন, পুঁত রাখতেন এবং সেটির দিকে সালাত আদায় করতেন। ইবন আবু শায়বা বাড়িয়ে অতিরিক্ত বলেন, উবায়দুল্লাহ বলেছেন, তা হলো ক্ষুদ্রাকৃতির বর্শা।

১০০০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْزِضُ رَأْسَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا.

১০০০. আহমাদ ইবন হাম্বল (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীকে সামনে রেখে সেটির দিকে সালাত আদায় করতেন।

১০০১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَأْسِهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ.

১০০১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীর দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। ইবন নুমায়র (রা) বলেন, নবী ﷺ উটের দিকে সালাত আদায় করতেন।

১০০২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حُمْرَاءُ مِنْ أَدَمٍ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقِيهِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ ثُمَّ رُكِّزَتْ لَهُ عَنْزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رُكْعَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

১০০২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন তিনি আবতাহ নামক স্থানে লাল চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বিলাল (রা) তাঁর উযূর পানি নিয়ে বের হলেন, অতঃপর কেউ অবশিষ্ট পানি পেল আর কেউ অন্যের নিকট থেকে পানির ছিটা নিল। আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, নবী ﷺ লাল চাদর গায়ে দিয়ে বের হলেন। আমি যেন এখনও তাঁর পায়ে গোছাঘয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি উযূ করলেন এবং বিলাল (রা) আযান দিলেন। আমি দেখছিলাম তিনি حَى عَلَى الْفَلَاحِ এবং حَى عَلَى الصَّلَاةِ বলার সময় এদিক-ওদিক অর্থাৎ ডানে ও বামে মুখ ফেরাচ্ছেন। অতঃপর তাঁর জন্য অগ্রভাগে লৌহযুক্ত ছোট যষ্টি (আনাযা) পুঁতে দেয়া হলো। তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যোহরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তাঁর সম্মুখ দিয়ে গাধা, কুকুর আসা-যাওয়া করছিল। তিনি তাদের বাধা দেননি। তারপর আসরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরূপে মদীনায পৌছা পর্যন্ত তিনি দুই দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

১০০৩. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... আওন ইবন আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাল চামড়ার তাঁবুতে দেখেছেন। তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর অবশিষ্ট পানি বের করতে দেখলাম। আর দেখলাম লোকেরা ঐ পানির জন্য তাড়াহুড়া করছে। যে ঐ পানি পেল, সে তা তার গায়ে মাখল, আর যে তা পেল না সে তার সাথীর হাতের আর্দ্রতা থেকে কিছু নিল। তারপর দেখলাম একটি অগ্রভাগে লৌহযুক্ত যষ্টি বের করে গেড়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ লাল ডোরাযুক্ত চাদর পরিধান করে তা উঁচিয়ে বের হলেন। অতঃপর লোকজনকে নিয়ে যষ্টি সামনে রেখে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর দেখলাম মানুষ ও জীবজন্তু বর্ষার সম্মুখ দিয়ে চলাফেরা করছে।

১০০৪. ইসহাক ইবন মানসূর, আব্দ ইবন হুমায়দ ও আল-কাসিম ইবন যাকারিয়া (র)..... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মালিক ইবন মিজওয়াল বর্ণিত হাদীসে আছে, যখন দুপুর হলো, তখন বিলাল (রা) বের হলেন এবং সালাতের আযান দিলেন।

১০০৫. হুদ ইবন মুসলিম (র)..... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মালিক ইবন মিজওয়াল বর্ণিত হাদীসে আছে, যখন দুপুর হলো, তখন বিলাল (রা) বের হলেন এবং সালাতের আযান দিলেন।

১০০৬. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... আওন ইবন আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাল চামড়ার তাঁবুতে দেখেছেন। তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর অবশিষ্ট পানি বের করতে দেখলাম। আর দেখলাম লোকেরা ঐ পানির জন্য তাড়াহুড়া করছে। যে ঐ পানি পেল, সে তা তার গায়ে মাখল, আর যে তা পেল না সে তার সাথীর হাতের আর্দ্রতা থেকে কিছু নিল। তারপর দেখলাম একটি অগ্রভাগে লৌহযুক্ত যষ্টি বের করে গেড়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ লাল ডোরাযুক্ত চাদর পরিধান করে তা উঁচিয়ে বের হলেন। অতঃপর লোকজনকে নিয়ে যষ্টি সামনে রেখে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর দেখলাম মানুষ ও জীবজন্তু বর্ষার সম্মুখ দিয়ে চলাফেরা করছে।

১০০৭. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... আওন ইবন আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাল চামড়ার তাঁবুতে দেখেছেন। তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর অবশিষ্ট পানি বের করতে দেখলাম। আর দেখলাম লোকেরা ঐ পানির জন্য তাড়াহুড়া করছে। যে ঐ পানি পেল, সে তা তার গায়ে মাখল, আর যে তা পেল না সে তার সাথীর হাতের আর্দ্রতা থেকে কিছু নিল। তারপর দেখলাম একটি অগ্রভাগে লৌহযুক্ত যষ্টি বের করে গেড়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ লাল ডোরাযুক্ত চাদর পরিধান করে তা উঁচিয়ে বের হলেন। অতঃপর লোকজনকে নিয়ে যষ্টি সামনে রেখে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর দেখলাম মানুষ ও জীবজন্তু বর্ষার সম্মুখ দিয়ে চলাফেরা করছে।

১০০৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَكَانَ يُمَرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

১০০৫. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুপুর বেলা বাতহার দিকে বের হয়ে গেলেন। তারপর উযু করে দু'রাক আত যোহরের ও দু'রাক আত আসরের সালাত আদায় করলেন। তাঁর সামনে একটি বর্শা প্রোথিত ছিল। তার অপর দিক দিয়ে স্ত্রীলোক ও গাধা যাতায়াত করছিল।

১০০৬- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلٍ وَضَوْئِهِ.

১০০৬. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... শু'বা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এ হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল-হাকামের বর্ণনায় “লোকেরা তাঁর উযুর উদ্ভূত পানি সংগ্রহ করতে লাগল” কথাটি বেশি আছে।

১০০৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْأَحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ بِالنَّاسِ بِيَمْنِي فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ.

১০০৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি গাধীর উপর সাওয়ার হয়ে মীনার দিকে এলাম। আমি তখন যৌবনে উপনীত প্রায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজন নিয়ে সেখানে সালাতরত ছিলেন। আমি কাতারের সামনে এসে অবতরণ করলাম এবং গাধীটিকে চরবার জন্য ছেড়ে দিয়ে কাতারে প্রবেশ করলাম। এতে কেউই আমার উপর আপত্তি তোলেন নি।

১০০৮- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّيُ بِيَمْنِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّيُ بِالنَّاسِ قَالَ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

১০০৮. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি গাধার উপর আরোহণ করে মীনার দিকে

আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে বিদায় হজ্জে লোকজনসহ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, গাধাটি কাতারের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর তিনি তা থেকে নামলেন এবং লোকদের সাথে কাতারে शामिल হলেন।

১০০৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ.

১০০৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আমর আন-নাকিদ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আরাফায় সালাত আদায় করছিলেন।

১০১০- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنِّي وَلَا عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ.

১০১০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আব্দ হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এই রিওয়াযাতে মীনা ও আরাফাত-এর উল্লেখ করেন নি; বরং ‘বিদায় হজ্জ’ কিংবা ‘মক্কা বিজয়’ উল্লেখ করেছেন।

৬৪- بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ الْمُصَلِّيِّ

৪৮. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীকে বাধা প্রদান

১০১১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا سَتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلِقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

১০১১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সালাত আদায় করবে, তখন তার সম্মুখ দিয়ে কাউকে যেতে দিবে না; বরং যথাসাধ্য তাকে বাধা দিবে। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, সে একটি শয়তান।

১০১২- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَالٍ يَعْنِي حُمَيْدًا قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكُرُ حَدِيثًا إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَأَيْتُ مِنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ فَتَنَظَّرَ فَلَمْ يَجِدْ مَسَافًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيَّ أَبِي سَعِيدٍ فَعَادَ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولَى فَمَثَلَ قَائِمًا فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ زَاكَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ قَالَ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَالِكُ وَلِابْنِ أَخِيكَ جَاءَ يَشْكُوكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهُ ﷺ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

১০১২. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... হুমায়দ ইব্ন হিলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার একজন সঙ্গী একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সহসা আবু সালিহ আস-সাম্মান বলে উঠল, আমি আবু সাঈদ (রা)-এর নিকট যা শুনেছি এবং দেখেছি, তা এখন তোমার নিকট বলব। আমি আবু সাঈদ (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি একটি 'সুতরা' সামনে রেখে শুক্রবার দিন সালাত আদায় করছিলেন। ইত্যবসরে আবু মু'আইয়ত গোত্রের একজন জওয়ান এসে উপস্থিত হলো এবং তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইল। আবু সাঈদ (রা) তার বুকে হাত দিয়ে বাধা দিলেন। কিন্তু সে আবু সাঈদ (রা)-এর সম্মুখ ছাড়া অন্য কোনও পথ পেল না। তাই সে পুনরায় যেতে চাইল। আবু সাঈদ (রা) এবার আরও জোরে তার বুকে ধাক্কা দিলেন। এবার সে ছবির মত দাঁড়িয়ে গেল এবং আবু সাঈদ (রা)-কে কটুক্তি করল। তারপর লোকজন ঠেলে বের হয়ে গেল এবং (মদীনার গভর্নর) মারওয়ানের নিকট গিয়ে অভিযোগ দায়ের করল। আবু সাঈদ (রা)-ও মারওয়ানের দরবারে প্রবেশ করলেন। তারপর মাওয়ান তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি ও আপনার ভাতিজার মধ্যে কি ঘটেছে? সে তো এসে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। আবু সাঈদ (রা) জওয়াব দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মানুষকে আড়াল করবার নিমিত্ত সুতরা রেখে সালাত আদায় করবে এবং কোন ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইবে, সে যেন তার বুকে হাত দিয়ে বাধা দেয়। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, সে একটি শয়তান।

১. ১২- حَدَّثَنِي هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.

১০১৩. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে কাউকে তার সম্মুখ দিয়ে যেতে দিবে না। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, তার সাথে একটি সহচর (শয়তান) রয়েছে।

১. ১৪- حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ.

১০১৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. ১৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِّيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ

يَقِفُ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

১০১৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... বুসর ইবন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) তাঁকে আবু জুহায়ম (রা)-এর নিকট একথা জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, সালাতরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে গমনকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে তিনি কী শুনেছেন। আবু জুহায়ম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি সালাতরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তি জানত যে, তার উপর কি পাপের বোঝা চেপেছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাও তার পক্ষে তা অপেক্ষা উত্তম হতো। আবু-নাযর বলেন, আমি জানি না, তিনি চল্লিশ দিন বলেছেন কিংবা মাস অথবা বছর।

১. ১৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.

১০১৬. আবদুল্লাহ ইবন হাশিম ইবন হায়ান আল-আবদী (র)..... জুহায়ম আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৯- بَابُ دُنُو الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ

৪৯. পরিচ্ছেদ : মুসল্লী কর্তৃক সুত্রার কাছে দাঁড়ানো

১. ১৭- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّعْدِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرٌ الشَّاةِ.

১০১৭. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম আদ-দাওরাকী (র)..... সাহল ইবন সা'দ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থান এবং সুত্রার মধ্যকার ব্যবধান এই পরিমাণ প্রশস্ত ছিল যে, একটি বকরী যেতে পারে।

১. ১৮- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ الْمَنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرٍ الشَّاةِ.

১০১৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাসবীহ ও নফল সালাতের জন্য মুসহাফ (কুরআন) রাখার স্থান লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতেন। এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ স্থানটি লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতেন। আর মিন্বার ও কিবলার মধ্যকার স্থান একটি ছাগল যেতে পারে এই পরিমাণ ছিল।

১.১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

১০১৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সালামা (রা) মুসহাফের নিকটে অবস্থিত খুঁটির পাশে সালাতের আসন গ্রহণ করতেন। রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, হে আবু মুসলিম! আমি লক্ষ্য করছি, আপনি বরাবর এই খুঁটিটির নিকটেই সালাতের স্থান নির্বাচন করেন। তিনি জওয়াব দিলেন, আমি নবী ﷺ-কে এর নিকটেই সালাত আদায় করতে দেখেছি।

৫০- بَابُ قَدْرِمَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَّ

৫০. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর সুত্রার পরিমাণ

১.২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيُ فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

১০২০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সালাতে দাঁড়াবে, তখন তার সম্মুখে হাওদার পিছনের কাষ্ঠ পরিমাণ কোনও বস্তু রেখে দিবে। যদি এরূপ কোনও বস্তু না থাকে, তবে তার সম্মুখ দিয়ে গাধা, স্ত্রীলোক ও কালো কুকুর গমন করলে তার সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। রাবী ইবন সামিত বলেন, আমি বললাম, হে আবু যার! লাল কুকুর ও হলুদ কুকুর থেকে কালো কুকুরকে পৃথক করার কারণ কি? তিনি জওয়াব দিলেন, হে ভাজিহা, আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমার মত এই বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, কালো কুকুর শয়তান।

১.২১ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَ بْنَ أَبِي الدِّيَّالِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ الْبُكَائِيُّ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ بِإِسْنَادِ يُونُسَ كُنَحُو حَدِيثِهِ.

১০২১. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... হুমায়দ হিলাল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইউনুস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১.২২- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَبَقِيَ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ.

১০২২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-মাখযুমী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নারী, গাধা ও কুকুর সম্মুখ দিয়ে গেলে সালাত নষ্ট করে দেয়। তা থেকে রক্ষার উপায় হলো, মুসল্লীর সামনে হাওদার কাষ্ঠ পরিমাণ কোনও বস্তু রাখা।

৫১- بَابُ الْأَعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

৫১. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে থাকা

১.২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.

১০২৩. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিকালে সালাত আদায় করতেন, আর আমি কিবলার দিকে তাঁর সামনে জানাযার মত আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম।

১.২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلِّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

১০২৪. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাহাজ্জুদের সালাত সম্পূর্ণ আদায় করতেন, আর আমি তাঁর সামনে কিবলার দিকে আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকতাম। যখন বিতর আদায় করতে ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগ্রত করতেন। আমিও তখন বিতর (সালাত) আদায় করতাম।

১.২৫- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةٌ سَوَاءٌ لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي.

১০২৫. আমর ইবন আলী (র)..... উরওয়া ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, সামনে দিয়ে কী অতিক্রম করলে সালাত ভঙ্গ হয়? আমরা বললাম, স্ত্রীলোক ও গাধা। তিনি বললেন, স্ত্রীলোক একটি মন্দ প্রাণী? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে জানাযার মত আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতাম আর তিনি সালাত আদায় করতেন।

১.২৬- حَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكَلابِ وَاللَّهُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبَدُّو لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأَوْذَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ.

১০২৬. আমর আন-নাকিদ ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)..... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর সামনে আলোচনা হচ্ছিল যে, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক সামনে দিচ্ছে বলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায়। আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা আমাদের গাধা ও কুকুরের সমতুল্য গণ্য করছ? আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি আর আমি তাঁর সামনে কিবলার দিকে তখন চৌকিতে শুয়ে থাকতাম। যখন ওঠার প্রয়োজন হতো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বসা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেয়া আমি অপসন্দ করতাম। আমি চৌকির পায়ে দিক দিয়ে সরে পড়তাম।

১.২৭- حَدَّثَنَا اسْحَقُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلابِ وَالْحُمُرِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحُهُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبْلِ رَجُلَى السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلُ مِنْ لِحَافِي.

১০২৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা আমাদের কুকুর ও গাধার পর্যায়ভুক্ত করছ? অথচ আমি তখতপোষের উপর শুয়ে থাকতাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে তখতপোষের মাঝখানে সালাতে দাঁড়াতেন। তাঁকে কষ্ট দেওয়া আমার অপসন্দ হতো তাই আমি তখতপোষের পায়ে দিক দিয়ে লেপের নিচ থেকে সরে পড়তাম।

১.২৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رَجُلَى وَإِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا قَالَتْ وَالْبَيُوتُ يُؤْمِذُ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

১০২৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম। আমার পা দু'টি তাঁর কিবলার দিকে থাকত। যখন তিনি সিজদা দিতেন তখন হাত দ্বারা আমাকে ঠেলা দিতেন, আর আমি পা টেনে নিতাম। আবার তিনি যখন দাঁড়িয়ে যেতেন আমি পা ছড়িয়ে দিতাম। আয়েশা (রা) বলেন, তখন ঘরে বাতি থাকত না।

১.২৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ

حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

১০২৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম। কখনও সিজদা করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লেগে যেত।

১.২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَى مِرْطٍ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

১০৩০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিকালে সালাত আদায় করতেন, আর আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম। আমি একটি চাদর গায় দিতাম, তার কিছু অংশ তাঁর গায়েও থাকত।

৫২- بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لُبْسِهِ

৫২. পরিচ্ছেদ : এক কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং তা পরিধানের নিয়ম

১.৩১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوْ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

১০৩১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি মাত্র কাপড় পরে সালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই কি দু'টি কাপড় আছে?

১.৩২- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৩২. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ও আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স (র)..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১.৩৩- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَيُّصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَوْ لِكُلِّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ.

১০৩৩. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলল, আমাদের মধ্যে কেউ কি একটি কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করতে পারবে? তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই কি দু'টি করে কাপড় রয়েছে?

১.৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

১০৩৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ তার কাঁধের উপর একাংশ থাকে না- এইভাবে এক কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবে না।

১.৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَضْعَا طَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

১০৩৫. আবু কুরায়ব (র)..... উমর ইব্ন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উম্মু সালামার গৃহে এক কাপড় পরে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি তার দুই প্রান্ত কাঁধের উপর রেখেছিলেন।

১.৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مُتَوَشِّحًا وَلَمْ يَقُلْ مُشْتَمِلًا.

১০৩৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে মুশ্তামিলান (مُشْتَمِلًا)-এর স্থানে 'মুতাওয়াশশিহান' (مُتَوَشِّحًا) বলেছেন।

১.৩৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرْفَيْهِ.

১০৩৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... উমর ইব্ন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উম্মু সালামার ঘরে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তার উভয় প্রান্ত তিনি বিপরীত দিকে দিয়েছিলেন।

১. মুতাওয়াশশিহ শব্দটির উৎপত্তি তাওয়াশশহ থেকে। এর অর্থ চাদরের দুই প্রান্ত দুই কাঁধে রাখার পর ডানদিকের প্রান্ত বাম বগলের নিচ থেকে এবং বামদিকের প্রান্ত ডান বগলের নিচ থেকে বের করে এনে বুকের উপর বাঁধা।

১.৩৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا. مُخَالَفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ.

১০৩৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ঈসা ইবন হাম্মাদ (র)..... উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি তার দুই প্রান্ত দুই বিপরীত দিকে নিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। ঈসা ইবন হাম্মাদ তাঁর বর্ণনায় “দুই কাঁধের উপর” কথাটি অতিরিক্ত বলেছেন।

১.৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

১০৩৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এক কাপড়ে ‘তাওয়াশ্শুহ’ করে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

১.৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

১০৪০. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... সুফয়ান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইবন নুমায়রের বর্ণনায় আছে, “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম।”

১.৪১- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ وَقَالَ جَابِرٌ إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

১০৪১. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু যুবায়র আল-মাক্কী (র) বলেন, তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে এক কাপড়ে তাওয়াশ্শুহ করে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। অথচ তাঁর নিকট একাধিক কাপড় ছিল। জাবির (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐরূপ করতে দেখেছেন।

১.৪২- حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ النَّاقِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

১০৪২. আমর আন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম এবং তাঁকে দেখলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করছেন ও তার উপর সিজদা করছেন। আরও দেখলাম, তিনি এক কাপড়ে তাওয়াশুহ করে সালাত আদায় করছেন।

১.৪২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ وَأَضْعًا طَرَفِيهِ عَلَى عَاتِقِيهِ وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ وَسُؤَيْدٍ مُتَوَشَّحًا بِهِ.

১০৪৩. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)..... আল-আ'মশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আবু কুরায়বের রিওয়ায়াতে কাপড়ের দুই প্রান্ত দুই কাঁধের উপরে রাখার কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং আবু বাক্র ও সুওয়ায়দের রিওয়ায়াতে তাওয়াশুহ-এর কথা বলা হয়েছে।

ইফা (উ)/ ২০০৯-২০১০/অ.স./৪১৩৪/৩২৫০

